# স্বপ্নের বাজার

সল্টলেকের যে কয়েকটি বাড়ি আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত তার মধ্যে একটি আদিনাথ মল্লিকের বাড়ি। বিখ্যাত শিল্পপতি আদিনাথ মল্লিকের রুচি এবং অর্থের যুগলমিলন হয়েছে বাড়িটির নির্মাণে। গেট থেকে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত ছোট ছোট নুড়ি-পাথর দিয়ে তৈরী চলার পথটি বাড়িটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। শুধু তাই নয়, বাড়ির চারপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সুন্দর ফুলের বাগান। ব্যবসায়িক সূত্রে আদিনাথবাবুকে মাঝে-মাঝেই বাইরে যেতে হয়। অনেক টাকা খরচ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচিত্রবর্ণের ফুলের চারা কিনে এনে মনের মতো করে বাগানটি সাজিয়েছেন। অবসর সময়ে এই বাগানটিই আদিনাথবাবুর একমাত্র সঙ্গী বলা যায়।

সেদিন কাকভোরেই দেখা গেল একটা সাদা অ্যামবাসাডার গাড়ি মল্লিক বাড়ির গেট পেরিয়ে সোজা গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন অধ্যাপক বাসুদেব রায়। দরজা খোলাই ছিল, কারণ মালি খুব ভোরে ওঠে। এটি তার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের অন্যতম। সামনেই বিরাট ড্রইংরুম। আধুনিক এবং সৌখিন আসবাবপত্রে ঘরটি সুন্দর করে সাজানো।

অধ্যাপক রায় ঘরটি পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাবেন, হঠাৎ ওপর থেকে একটা গম্ভীর অথচ মোলায়েম কণ্ঠ ভেসে এল, 'গুড মর্নিং।'

শব্দটিকে অনুসরণ করে ওপরদিকে তাকাতেই দেখা গেল সিঁড়ির ওপরের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন এ বাড়ির মালিক আদিনাথ মল্লিক। মধ্যষাটের মানুষটি এখনও টানটান, সুদর্শন। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। মুখে হাসি।

আসলে খুব ভোরে ওঠাই আদিনাথবাবুর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। গত দশ বছর ধরে মর্নিংওয়াক তাঁর নিত্যকর্মের অন্যতম। আর এ ব্যাপারে তাঁর একমাত্র সঙ্গী অধ্যাপক রায়।

সেদিন মর্নিংওয়াকে না যাওযাতে অধ্যাপক রায় খানিকটা চিন্তিত মনেই আদিনাথের বাড়িতে এসে উপস্থিত। কোনরকম ভনিতা না করেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল আজ, শরীর খারাপ নাকি ?'

আদিনাথও সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, 'না না শরীর ঠিকই আছে। আসলে আজ আর ভাল লাগল না বলে গেলাম না।'

অধ্যাপক রায় কিন্তু মনে মনে বন্ধুর এই মন্তব্যকে ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। কিছুটা শঙ্কিতচিত্তে বললেন, 'কাজটা কি ঠিক করলে মল্লিক ? এতে তো শরীরে আলস্য এসে বাসা বাঁধে। পৌনে ছ'টা পর্যন্ত পৌঁছালে না দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল।'

আদিনাথ নিচে নেমে এসে মুচকি হেসে বললেন, 'এত অল্পেই অধৈর্য হলে কি চলে প্রফেসার ! শরীর বলে কথা ! আর এটা নিশ্চয়ই তুমি মানবে যে, তিনশ চৌষট্টিটি ভোর দু'মাইল যে শরীর হাঁটে তাকে একটা ভোর বিশ্রাম দিলে পৃথিবী গোল্লায় যাবে না। আসলে কাল রাত্রে ঘুম আসছিল না।'

অধ্যাপক রায় জানতেন যে প্রতিরাত্রে শোবার আগে ওষুধ খাওয়া আদিনাথের অভ্যেস।

তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাত্রে ওষুধ খাওনি ?'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'সে কি ! ওষুধ খাব না ? তুমি তো জান প্রফেসার, আমার প্রত্যেকটা দিন এখন রুটিনে বাঁধা। নিয়মমতো ঠিক ভোর চারটেয় উঠেছি। কিন্তু শুয়েশুয়েই একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথার মধ্যে খেলে গেল—আমি যদি ঘুমের মধ্যেই মরে যেতুম তাহলে মর্নিংওয়াকে যেত কে ?' বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। এরপর প্রফেসারের ডানকাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক কাপ চা হবে নাকি ?'

প্রফেসার বললেন, 'নো। বাড়ি ফিরে স্নান করে পূজো করব, তারপর—।'

আদিনাথ বললেন, 'ও হো ! একদম ভুলে গেছি। তোমার তো আবার—'

প্রফেসার কি ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার মল্লিক, সকাল তো অনেকক্ষণ হয়েছে, তোমার ছেলে-মেয়ে-বউমাকে দেখছি না কেন ?'

আদিনাথ এতটুকু দ্বিধা না করে বললেন, 'মনে হচ্ছে ওদের এখনও ভোর হয় নি।'

প্রফেসার বাঁ হাতের কব্জিটা ঘুরিয়ে হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। ড্রয়িংরুম পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে যাবেন, কি মনে হল ঘুরে দাঁড়ালেন—একেবারে অবাক করে দিয়ে আদিনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অতঃপর তুমি কি সিদ্ধান্ত নিলে ?'

প্রশ্নটা আদিনাথকে অবাক করলেও বিস্মিত করেনি। তাই তিনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে মর্নিংওয়াকে যাই নি কেন শুধু এই উত্তরটা জানতে তুমি আসনি !'

একটু লজ্জা পেলেন মনে মনে প্রফেসার রায়। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করেই বললেন, 'আমার কি জানবার অধিকার নেই আদিনাথ ?'

আদিনাথও প্রফেসার রায়কে অভয় দিয়ে বললেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই আছে।'

এরপর প্রফেসার রায়ের কণ্ঠে খানিকটা অভিমানের সুর শোনা গেল, 'একটা কথা কি জান আদিনাথ, আমি একজন রিটায়ার্ড মেম্বার অব ফেকালটি আর তুমি বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আমাদের মধ্যে অনেক তফাৎ। কিন্তু তবু প্রত্যেকটা ভোর পাশাপাশি একঘণ্টা হাঁটার সুবাদে নিশ্চয় আমার এইটুকু জানার অধিকার আছে। অবশ্য দিনের বাকি তেইশটা ঘণ্টা তুমি কি কর আমি জানি না।'

আদিনাথও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি চাই না সেই সময়টায় আমাকে তুমি জান। না, আমি এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। ইট্‌স ভেরি ডিফিকাল্ট, রিয়েলি ডিফিকাল্ট ! তা তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয় ?'

প্রফেসার রায় সামান্য মাথা নেড়ে বললেন, 'তা মাঝে মাঝে হয় বৈকি ! আচ্ছা আজ তাহলে আসি আদিনাথ। আশা করছি কাল ভোরে দেখা হবে।'

আদিনাথ হাত তুলে চলে যাবার অনুমতি দিলেন।

প্রফেসার রায় এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসেন, গাড়িটি বেরিয়ে যায়।

আদিনাথ আপনমনে সামনের দিকে কয়েক পা হাঁটেন। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে একটা ফুলগাছ ভেঙ্গেদুমড়ে পড়ে আছে। তার উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেজাজ হারিয়ে ফেললেন, চিৎকার করে ডাকলেন, 'মালি !'

ঠিক সেই সময়ে মালি বাগানের অন্যপ্রান্তে গাছে জল দিচ্ছিল। মালিকের চিৎকার কানে যেতেই সবকিছু ফেলে একেবারে হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হল, 'জী সাব !'

‘ফুলগাছটার এই অবস্থা কে করেছে ?’

মালি তখন ভয়ে কাঁপছে, ‘জী !’

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, ‘গাছটা কে ভেঙ্গেছে ?’

মালি মাথা নীচু করে বলল, ‘জী, কাল রাত মে... ।’

আদিনাথের কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ হয়, ‘কে গাড়ি চালাচ্ছিল ? কোন ড্রাইভার ?’

মালি বলল, ‘ড্রাইভার নেহি থা, বড়াবাবু... ।’

দারোয়ানের মুখে বড়াবাবুর নামটা শুনেই আদিনাথ কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, আর কোন কথা না বলে ফুলগাছটাকে আবার সোজা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু যার কোমরটাই ভেঙ্গে গেছে তাকে দাঁড় করানো কি এত সোজা ? দু-একবার চেষ্টার পর ব্যর্থ হয়ে তিনি গাছটাকে সজোরে উপড়ে একপাশে ফেলে দিলেন। রাগ বা অভিমান কিছুই প্রকাশ না করলেও সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন। কিছুক্ষণ একমনে গেটের দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন বোঝা গেল না, আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বাইরে থেকে মানুষটিকে অত্যন্ত রাশভারী বা দাম্ভিক প্রকৃতির মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। বয়সের ছাপ মুখে খানিকটা প্রকাশ পেলেও এখনও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। আসলে এই বয়সে প্রতিটি মানুষের যেটি সবচেয়ে প্রয়োজন, অর্থাৎ স্ত্রী-সান্নিধ্য, তা থেকে তিনি বঞ্চিত। কিন্তু কাজেকর্মে বা কথাবার্তায় তিনি কোনদিনই কাউকে তা বুঝতে দেননি। এটি তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ বলা যায়। আর একটি ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর—তা হ'ল সময়ানুবর্তিতা। সময়ের অপব্যয় তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। এই কথাটা তিনি বারবার তাঁর পুত্রদের বলতেন। কোন কারণ ছাড়া তারাও সবসময়ে পিতার এই ইচ্ছাকে মেনে চলবার চেষ্টা করত। এখনও পর্যন্ত মল্লিক বাড়ির প্রতিটি কাজ ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলে। এর অন্যথা হবার উপায় নেই।

সকালবেলায় মেজাজটা একটু বিচলিত হলেও আদিনাথ নিয়মমাফিক স্নান সেরে পরিষ্কার পোশাক পরে এখন আবার স্বাভাবিক। আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের মতো তিনি ব্রেকফাস্টের জন্য ডাইনিংরুমে এসে প্রবেশ করলেন। সেখানে পোশাক পরে বাবুর্চি দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখে সেলাম করল। সুন্দর সাজানো টেবিলের একপ্রান্তে তিনি বসতেই কনিষ্ঠ পুত্র অরুণাভ এবং পুত্রবধূ নীলা দ্রুত এগিয়ে এল। দুজনেই একসঙ্গে বলল, ‘গুড মর্নিং !’

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথও বললেন, ‘গুড মর্নিং।’

আদিনাথবাবুর ঠিক পাশেই বসল অরুণাভ। খানিকটা তফাতে নীলা। বাবুর্চি খাবার এগিয়ে দিচ্ছিল। সাধারণত এই সময়টাতেই ব্যবসায়িক হোক বা পারিবারিক হোক সমস্ত কথাবার্তা ও আলোচনা হয় পিতা-পুত্রদের মধ্যে। এ নিয়ম বহুদিন ধরে চলে আসছে মল্লিক বাড়িতে।

অরুণাভ খাবার মুখে দিতে দিতে আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার শরীর ভাল আছে তো বাবা ?’

আদিনাথের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘হুঁ। তা আজ হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন ?’

অরুণাভ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে প্রশ্ন করল, ‘আজ সকাল এগারোটার সিটিং-এ কি

আপনি থাকবেন ?'

আদিনাথ মাথা নিচু করেই বললেন, 'ইচ্ছে থাকলেও হয়ত থাকা সম্ভব হবে না। কারণ আজই সি. এম.-এর কাছে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। সেটা জানতে পারব সকাল দশটায়। তাই আমার ইচ্ছে এ ব্যাপারটা তোমরা দুজনেই দেখ।'

অরুণাভ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা হঠাৎ সি. এম. কেন ?'

আদিনাথ একইভাবে বললেন, 'কেন সেটা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, কারণ শিল্পমন্ত্রী চাইছেন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি।'

অরুণাভ বলল, 'তাহলে আপনি ওঁকে বলুন, এন আর আইদের যে সুবিধে দেওয়া হচ্ছে তা আমরা কেন পাব না ? ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে হি স্যুড গিভ আস সিমিলার সাপোর্ট হোয়াট হি হ্যাজ স্টোরড্ ফর এন আর আই'জ। আমরাও অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করছি হাজারটা প্রবেলম থাকা সত্বেও।'

নীলা এতক্ষণ উসখুস করছিল। যদিও প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে পিতাপুত্রের এই ধরনের আলোচনা শুনতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হল, ওঁদের কথার মাঝে বলে বসল, 'বাবা, আপনি কিন্তু এখনও মুখে কিছুই তোলেন নি। এবার শুরু করুন।'

আদিনাথ কোন কথা না বলে শূন্য চেয়ারটার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, 'না।'

অরুণাভ নীলার দিকে তাকাল। নীলাও অস্বস্তিতে সিঁড়ির দিকে তাকাল। দেয়ালঘড়িটা সমান তালে টিক টিক শব্দ করে যাচ্ছে।

আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে নীলা বলল, 'ও—মানে—এখনই এসে পড়বে।'

আদিনাথও কোনদিকে না তাকিয়ে বললেন, 'আসুক।'

এবার নীলা মনে আরেকটু সাহস এনে বলল, 'আসলে কাল রাত্রে—'

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি এক্সপ্ল্যানেশান !'

নীলা অসহায় চোখে অরুণাভর দিকে তাকাল। অরুণাভকেও ঠিক সেই মুহূর্তে কিছুটা গম্ভীর মনে হল।

তবে বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে হল না। একসময়ে আদিনাথই অরুণাভকে উদ্দেশ করে বললেন, 'অরু, আমি ভাবছি তুমি এখন থেকে প্রোডাকশনের বদলে এক্সপোর্ট দেখাশোনা করবে। তোমার বয়স কম... ও ব্যাপারে বেশী পরিশ্রম করতে হয়...।'

অরুণাভ কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'কিন্তু বাবা, দাদা তো এক্সপোর্ট ভাল বোঝে।'

আদিনাথ প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'কেউ কোন বিষয় ভাল বুঝলে অন্য বিষয় বুঝতে নিশ্চয়ই অক্ষম নয়। তাছাড়া একনাগাড়ে কাজ করলে লোকের একঘেয়েমি আসবে। অবশ্য আমি এখনও ভাবছি—আই উইল লেট ইউ নো।' হঠাৎ নীলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ বউমা, লেডিস স্টাডিজ গ্রুপের খবর কি ?'

নীলা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বাবা। এবার আমরা বিদেশ থেকে একজন থেলাসেমিয়া এক্সপার্টকে এখানে এনে একটা কনফারেন্সের ব্যবস্থা করছি, এখানকার পেশেন্টদের যাতে উপকার হয়। কয়েকজনের চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে চাইছি আমরা। খুব এক্সপেনসিভ, কিন্তু মানবতার কথা ভাবলে—'

ঠিক সেই সময়ে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। বড় ছেলে অমিতাভ ডাইনিংরুমে

প্রবেশ করল। চেয়ারে বসার আগে আদিনাথকে উদ্দেশ করে বলল, 'এক্সট্রিমলি সরি; বাবা। আমার একটু দেরী হয়ে গেল।'

আদিনাথ কোন কথা না বলে দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন। আটটা বেজে আট মিনিট।

অমিতাভও নিজের হাতঘড়িটা দেখে একটু মুচকি হেসে শূন্য চেয়ারটায় বসল।

আদিনাথ অমিতাভকে লক্ষ্য করে বললেন, 'অমিত, আমি আশা করি এ বাড়ির প্রতিটি মেম্বার ঠিক আটটায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে আসবে। অবশ্য অসুস্থ বা বাইরে গেলে আলাদা কথা।'

অমিতাভ মাথা নিচু করেই উত্তর দিল, 'জানি।'

'আর এটাও জেনে রাখ, কেউ কোন ব্যাপারে জেনেশুনে অন্যায় করুক আমি সেটা পছন্দ করি না।' আদিনাথকে একটু উত্তেজিত মনে হল।

আদিনাথের বক্তব্যকে মেনে নিয়েই অমিতাভ বলল, 'আমি তো সেইজন্যেই আপনাকে সরি বলেছি।'

হঠাৎ আদিনাথের ভেঙ্গে পড়া ফুলগাছটার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, 'একটা কথা কি জান, কুইন্‌স ইংলিশ-এর ওই একটা শব্দ আমাদের নানান ব্যাপারে খুব সুবিধা করে দেয়। কিন্তু সেটাও খুব বিনীতভাবে বলতে হয়। ইভন্ ইউ নেভার হ্যাড দ্য কার্টসি টু উইশ আদার মেম্বারস্ অব দি ফ্যামিলি এ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেব্‌ল্! মাঝরাতে ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চালিয়ে বাগানের ফুলের গাছকে চাকার তলায় পিষেছ, এখন গাছটার কাছে গিয়ে সরি বললে সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফুল ফোটাবে?'

কথাটা শুনেই অমিতাভ সোজা হয়ে বসল। কিছুটা উদ্দেশ্যহীনভাবে বলল, 'আমি কাল রাত্রে—'

আদিনাথ হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি কখনও তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাইনি, তোমরা এখন বড় হয়েছ—কিন্তু আমরা আশা করব আমরা যারা এ বাড়িতে থাকি তারা এ বাড়ির নিয়মগুলো মেনে চলব।'

অমিতাভ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্ত্রী নীলা তাকে ইসারা করতে আর কথা বাড়াল না।

এইসময়ে বাবুর্চি কর্ডলেস টেলিফোনটা নিয়ে এসে দাঁড়াল।

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

বাবুর্চি নিচু গলায় বলল, 'মেমসাব।'

বাবুর্চির মুখে মেমসাবের নামটা শুনেই আদিনাথের মুখ থেকে এতক্ষণের ফুটে ওঠা বিরক্তি সরে গেল।

রিসিভারটা হাতে নিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, 'গুড মর্নি মাম্! কেমন আছ?'

অন্যপ্রান্তে একটা চমৎকার সাজানো ফ্ল্যাটের বেডরুমে লাল পাজামা আর শার্ট পরে শুয়ে আছে গৌরী—আদিনাথের একমাত্র কন্যা। বাঁ হাতে টেলিফোন। তখনও চোখেমুখে ঘুমের আমেজ। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই কথা বলল, 'গুড মর্নিং। আমি ভালই আছি—তুমি?'

আদিনাথ অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিলেন, 'ওয়েল, ঠিকই আছি। ঘুম থেকে কখন উঠলে?'

এবারে গৌরী শরীরটাকে টেনে তুলল। ডানহাতে ফোনটাকে নিয়ে আবদারী গলায় বলল,

'ওঃ বাবা, তুমি এখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছ আর আমি শুয়ে থাকব ! কাল সারাদিন খুব খাটুনি গেছে, আজও হবে—এই তো এবার উঠে একসারসাইজ করব, স্নান করব, তারপর—।'

অন্যপ্রান্ত থেকে আদিনাথ মেয়েকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'ডায়েটিং করবে না কিন্তু।'

গৌরী আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ওঃ নো। কিন্তু আমি আবার মোটা হয়ে যাচ্ছি। যাক গে, একটা কথা বলে রাখি, আমার শো-এর ডেট ফিক্স্ড হয়ে গেলে তোমাকে জানাব।'

আদিনাথ উত্তরে জানালেন, 'নিশ্চয়ই। এনি ট্রাবেল ? এনি প্রবলেম ?'

'নট এ্যাট অল। শুনে খুশী হবে, বোম্বের মডেলরা আমার সঙ্গে খুব কো-অপারেট করছে। সবাইকে আনতে পারলে কলকাতা চমকে যাবে !'—বলে ফোনের মধ্যেই হাসতে লাগল গৌরী।

আদিনাথের মুখেও হাসির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেল। হাসি-হাসি মুখেই বললেন, 'খুব ভাল। টাকাপয়সার প্রয়োজন হলে কিন্তু কোনরকম হেজিটেড করো না।'

গৌরী বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ বাবা। আটকে গেলে তোমাকে তো বলতেই হবে। ও. কে. বাই !'

'বাই।'—রিসিভারটা বাবুর্চির হাতে দিয়ে দিলেন।

অমিতাভ লক্ষ্য করল যে, যতক্ষণ আদিনাথ টেলিফোনে কথা বলছিলেন, খুবই খুশী দেখাচ্ছিল। দেখে মনেই হচ্ছিল না যে কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে একটা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে গভীর আলোচনা করছিলেন তিনি।

হঠাৎ অমিতাভ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আদিনাথের দিকে একটু তির্যকভাবে তাকিয়ে বলল, 'আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বাবা ! আপনি কেন গৌরীকে এতটা প্রশ্রয় দেন ? হিজ্জ জাস্ট টোয়েন্টি-সিক্স্। এ বাড়িতে প্রচুর জায়গা থাকা সত্ত্বেও শী ইজ লিভিং এ্যালোন ! হোয়াই ? যুক্তি হিসেবে সে বলছে কলকাতার উপকণ্ঠে থেকে রোজ শহরে যাওয়া-আসা করা যায় না। কিন্তু কেন ? আমি করছি না ? আর সবাই যাচ্ছে না ?

অমিতাভর বক্তব্যকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে আদিনাথ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'এই প্রশ্নটা এতদিন পরে তোমার মনে এল ? তুমি তো ওর দাদা, ওকেই তো জিজ্ঞাসা করতে পারতে ?'

অমিতাভর মুখে রাগের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে সামান্য উত্তেজিত হয়ে বললো, 'শী ইজ এ্যারোগেন্ট ! ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না।'

অতঃপর আর কোন তর্কের মধ্যে না গিয়ে আদিনাথ বললেন, 'তার মানে নিজের বোনের সঙ্গে তুমি রিলেশান তৈরি করতে পার নি !'

অমিতাভও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'এটা কিন্তু আমার একার কথা নয়। অরুণকে জিজ্ঞাসা করুন, ওরও একই এক্সপেরিয়েন্স !'

আদিনাথের অভিযোগের সুর শোনা গেল, 'গৌরী এ বাড়ির মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও কেন সে আমারই অন্য ফ্ল্যাটে আছে তার ব্যাখ্যা তোমরা যদি না জান, আমি কোন মন্তব্য করব না।'

অমিতাভ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। সেই মুহূর্তে বলে উঠল, 'আপনি আমার সমালোচনা করেন, চোখের আড়ালে ও কি করছে তা জানেন ?'

আদিনাথ একটু গম্ভীর হলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার যদি মনে হয় চোখের সামনে আছ বলে আমি তোমার সমালোচনা করছি, ওয়েল, চোখের আড়ালে চলে

যেতে পার স্বচ্ছন্দে। চয়েজ ইজ ইওরস্ !'

অমিতাভ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু তা বলতে চাইনি বাবা।'

নীলা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে পিতাপুত্রের বক্তব্য শুনছিল। সে বুঝতে পারল আলোচনার মূল সুরটা ক্রমশ তিক্ততার দিকে যাচ্ছে। তাই প্রসঙ্গটাকে পাল্টে দেবার জন্য সেই মুহূর্তে আদিনাথকে অনুরোধ করল, 'আর নয় বাবা, এবার শুরু করুন।'

আদিনাথ কোন কথা না বলে হাত বাড়িয়ে অরেঞ্জ জুসের গ্লাস তুলে পুরোটা খেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছলেন। দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'অনেক দেরী হয়ে গেছে—বাই...' বলে গম্ভীর পা ফেলে ওপরে চলে গেলেন।

ওরা তিনজন তাঁর গতিপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

এই প্রথম অরুণাভ খাবার মুখে দিল।

নীলা অমিতাভকে উদ্দেশ করে বলল, 'এটা তুমি কি করলে?'

কিছুই হয়নি এরকম একটা ভাব দেখিয়ে অমিতাভ বলল, 'আই হ্যাভ ডান নাথিং। মা মারা গিয়েছেন কুড়ি বছর হয়ে গেল না?'

অরুণাভ একটু অবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

অমিতাভ বলল, 'কুড়ি বছর ধরে কোন মহিলার সঙ্গ না পেয়ে এই ভদ্রলোক একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছেন! এখন কথায় কথায় ধুলোর ঝড় উড়ছে!'

প্লেট থেকে খাবার তুলে অমিতাভ মুখে দিল। অরুণাভ একদৃষ্টে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে।

॥ ২ ॥

আদিনাথের ব্রেকফাস্ট না খেয়ে এইভাবে দ্রুতগতিতে ওপরে উঠে যাওয়াটাকে অমিতাভ যতই হালকাভাবে নিক না কেন, নীলার অবচেতন মনের গভীরে সেটা আঘাত করেছে বলে মনে হল। ঘটনাটার মধ্যে একটা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পেল নীলা। স্বামীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। রাগও হচ্ছিল। তার এই ব্যঙ্গোক্তিকে সে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না। ভেতর থেকে একটা তীব্র প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসতে চাইল। নীলা কোনমতে সামলে নিল নিজেকে। আলোচনার গভীরতা যতই তির্যক হোক না কেন, আদিনাথকে কিন্তু কোনদিন এতটা উত্তেজিত হতে দেখা যায় নি। নীলার চিন্তার কারণ সেইখানেই। মনটাকে কিছুতেই স্বাভাবিক করতে পারছিল না। হঠাৎ তার গৌরীর কথা মনে পড়ল। নীলা লক্ষ্য করেছে যে, এ বাড়িতে গৌরীর একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে, বিশেষ করে আদিনাথের কাছে তার গুরুত্ব অনেকখানি। মা-হারা মেয়েটির দিকে তাকালে তাঁর সমস্ত রাগ-অভিমান এক মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। তাই এইরকম মুহূর্তে গৌরীর উপস্থিতির প্রয়োজন আছে মনে করে নীলা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল। রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল সে।

দক্ষিণ কলকাতার নিজস্ব ফ্ল্যাটে গৌরী তখন হালকা মিউজিক চালিয়ে নিয়মমাফিক ব্যায়াম করছিল। যে কাজের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সেখানে শরীরের গঠনের উপকারিতা যথেষ্ট—এটা গৌরী খুব ভাল করেই জানে। ওর শরীরে খাটো পোশাক। পাছে

কোন কারণে ব্যাঘাত ঘটে তাই দরজাটা ভেজানো ছিল। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা ঠেলে কাজের লোক ঘরে প্রবেশ করল। তার হাতে একটা ট্রে। ট্রের ওপর গ্লাসে ঠাণ্ডা দুধ আর একটা তোয়ালে। কাজের লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে গৌরী ব্যায়াম থামিয়ে এগিয়ে এসে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে চেয়ারে বসল। কপালে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। তোয়ালেটা মুখে চাপা দিয়েই বলল, 'দ্যাখ তো কে!'

কাজের লোকটি রিসিভার তোলে। মিউজিকের আওয়াজটা একটু কমিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলে, 'কে?'

অন্য প্রান্ত থেকে নামটা কানে যেতেই রিসিভারটা গৌরীর হাতে দিয়ে বলল, 'ভাবী।'

হঠাৎ এই সময়ে বৌদির ফোন আসতে গৌরী একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেও রিসিভারটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার! সাতসকালে?'

নীলাও অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। ইচ্ছে হল। কেমন আছ?'

গৌরী একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ফপুস, any problem?'

নীলা বলল, 'ঠিক problem নয়। হঠাৎই এইমাত্র তোমার দাদার সঙ্গে বাবার একটু— যেমন হয় আর কি, উনি আজ ব্রেকফাস্ট না খেয়ে চলে গেলেন।'

গৌরী ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্ব না দিয়েই বলল, 'দ্যাখো বৌদি, এটা সম্পূর্ণ তোমাদের ব্যাপার। তাছাড়া একজন ষাট বছরের মানুষ যদি খাবারের ওপর রাগ করে, তাহলে এত দূর থেকে আমি কিছুই কবতে পারি না।'

নীলা কিন্তু এত সহজে গৌরীর বক্তব্যকে মেনে নিতে পারল না। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'আমি বলি কি, তুমি কদিন এখানে এসে থাক না!'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে জানাল, 'অসম্ভব। আর এটাও জেনে রাখ, ওই সল্টলেক থেকে সাউথ ক্যালকাটা করতে হলে আমি মরে যাব। তাছাড়া তোমার স্বামী দেবতাটিকে তোমারই উচিত বোঝানো। এ ব্যাপারে আমার নাক গলানোটা বোধহয় উচিত হবে না, তাই না?'

গৌরীর শেষের কথাটা নীলা মেনে নিতে পারল না। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'কাউকে লাগাম পরানোর অভ্যেস আমার নেই গৌরী। আসলে তোমার বাবার মেজাজটা আজ ভাল নেই দেখে তোমাকে ফোন করলাম। আসা না-আসাটা অবশ্যই তোমার ব্যাপার।'

একটু শব্দ করে হেসে গৌরী নীলাকে আশ্বস্ত করল, 'ঠিক আছে। পারলে আজ একবার তোমাদের ওখানে যাব। তবে এখন কাউকে বলার দরকার নেই। বাই।'

রিসিভারটা কাজের লোকটির হাতে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইল গৌরী। সমস্ত মুখ ঘামজলে ভেজাভেজি। কাজের লোক দুধের গ্লাসটা এগিয়ে দিল।

## ॥ ৩ ॥

আদিনাথের দিনের প্রতিটি কাজই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে চলে। এখন ঘড়িতে বেলা দশটা। অন্যদিন এইসময় তিনি বেরিয়ে যেতেন। আজ একটু দেরী হয়ে গেছে বুঝতে পেরে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কমপ্লিট স্যুট পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, শেষবারের মতো নিজেকে আয়নায় ভাল করে দেখে নিয়ে বেরোতে যাবেন—এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। আদিনাথবাবু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেও রিসিভারটা তুললেন, 'ইয়েস, মল্লিক স্পিকিং!'

ওদিক থেকে একটা গম্ভীর অথচ মোলায়েম স্বর ভেসে এল, 'গুড মর্নিং, আমি রাজীব চাওলা কথা বলছি।'

আদিনাথের চোখদুটো একটু কেঁপে উঠল। রিসিভারটা শক্ত করে ধরে বেশ জোরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাউ ডু ইউ নো মাই পারসোনাল টেলিফোন নাম্বার!'

চাওলা কোনরকম উত্তেজিত না হয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মল্লিক সাহেব, আপনার কাছে এত সহজ প্রশ্ন শুনব ভাবিনি।'

আদিনাথের কণ্ঠস্বর আরো কঠিন হল, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

চাওলা আরেকটু নরম হয়ে বলল, 'আপনার আজকের প্রোগ্রামটা তো চেঞ্জ করতে হবে আজ আর সি. এম.-এর কাছে আপনি যাবেন না।'

আদিনাথবাবু বললেন, 'হোয়াট? আমি কার কাছে যাব তা আমিই ঠিক করব, তাই না?'

চাওলার গলায় অনুরোধের সুর শোনা গেল, 'এটা আমার রিকোয়েস্ট, মল্লিক সাহেব। আপনি নিজে না গেলে আজই গভর্নমেন্ট আমাকে বাইপাসের পাশের জমিটা দেবে। ইনফ্যাক্ট একটা জাপানী কোম্পানি আমাকে মদত করছে।'

আদিনাথ এতটুকু বিচলিত না হয়ে বললেন, 'দ্যাটস ইওর প্রবলেম, চাওলা! তুমি খুব ভাল করেই জান, আজ পর্যন্ত ব্যবসার ব্যাপারে আমি কারো হুমকি বরদাস্ত করিনি—ভবিষ্যতেও করব না।'

চাওলা এবার একটু জোরের সঙ্গে বলল, 'মল্লিক সাহেব, তাহলে তো আমাকে কুড়ি বছর আগে ফিরে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ডক্টর সোম-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। হি ওয়াজ দেয়ার, দি ডে ইওর ওয়াইফ ডায়েড!'

আদিনাথ চিৎকার করে বললেন, 'হোয়াট?'

ও প্রান্ত থেকে আর কোন শব্দ শোনা গেল না। দুবার হ্যালো হ্যালো বলে রিসিভার নামিয়ে রাখেন আদিনাথ মল্লিক। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে এসে খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কাগজটা দেখতে দেখতে হঠাৎ গোল দাগ দেওয়া একটা জায়গায় এসে চোখ দুটো আপনা থেকেই থেমে গেল। গভীর মনোযোগ সহকারে বিজ্ঞাপনটা পড়তে লাগলেন ঃ

আপনার জীবনের মূল্য অনেক।
দায়িত্ব সহকারে এবং গোপনে
আপনার জীবনবীমা করে দেব।
কৃশানু দত্ত
২৮ কাঁকুড়গাছি লেন
কলিকাতা।

## ॥ ৪ ॥

কৃশানু দত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। থাকার মধ্যে আছেন মা। লেখাপড়া বেশীদূর এগোয়নি। কোনরকমে বি.এ. পাশ করে চাকরি-বাকরির অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু পায়নি। অবশেষে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে তারই নিকট প্রতিবেশী গৌরাঙ্গদাকে অনুরোধ করাতে তিনিই একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কাজটা আর কিছুই নয়—দালালি, অর্থাৎ

এল. আই. সি.-র এজেন্সি। তারই সুবাদে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। অভাবের সংসার। ভাড়াটা অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু তাও প্রতি মাসে দেওয়া সম্ভব হয় না। দরজার ওপরে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। তাতে লেখা আছে ঃ 'বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান'।

অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ছ'টা মাস কেটে গেছে কিন্তু কেস জোগাড় করতে পারছে না। যার জন্যে গৌরাঙ্গদার সঙ্গে দেখা করারও আর মুখ নেই। এই ধরনের কাজে এজেন্টরা ঠিকমতো কাজ না করতে পারলে তাদের যারা নিয়োগ করে তাদেরও যথেষ্ট চিন্তার মধ্যে পড়তে হয়। তাই কৃশানুর ব্যাপারে গৌরাঙ্গর মাথাব্যথা যথেষ্ট। বেশ কিছুদিন হল কৃশানুর সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ না হওয়ায় সেদিন খুব সকালেই কৃশানুর বাড়ি গিয়ে হাজির গৌরাঙ্গ। গতকাল কৃশানুর বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়েছে, তিন-চারবার কড়া নাড়ার পর কৃশানুর ঘুমটা ভাঙল। একরকম ঘুমচোখেই উঠে এসে দরজাটা খুলতেই অবাক হয়ে গেল গৌরাঙ্গকে দেখে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার গৌরাঙ্গদা ? আপনি হঠাৎ এত সকালে ?'

গৌরাঙ্গ বলল, 'কথা আছে। ভেতরে চল।'

'আসুন ! আসুন !'

ঘরে এসে একটা চেয়ার গৌরাঙ্গর সামনে রেখে বলল, 'বসুন।'

'তোমায় নিয়ে তো খুব সমস্যায় পড়েছি !'

'কেন ?'

'কেন ? তুমি কি ভেবেছ বল তো ?'

'মানে ?'

গৌরাঙ্গ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি আমার কাছে এসেছিলে একটা চাকরির জন্য, কি ঠিক তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, কাজ কিম্বা ঐ চাকরি-বাকরি ওসব কিছুই আমার হাতে নেই—কি ঠিক তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' কৃশানু মাথা নাড়ল।

গৌরাঙ্গ বলল, 'তুমি তখন বলেছিলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিন, না হলে আমি ----, কি সব যেন বলেছিলে আমার মনে নেই। কি, ঠিক বলছি তো ?'

কৃশানু কোন কথা না বলে মাথা নাড়ে।

'সেইসময় আমার যতটুকু ক্ষমতা ছিল সেইরকমই একটা কাজ তোমাকে দিলাম। তুমি তখন খুব আনন্দিত এবং উৎফুল্ল হয়ে প্রায় গড় হয়ে আমার পায়ে পড়ে কি যেন সব বলেছিলে, কি ঠিক তো ? এখন কথা হচ্ছে—সেই কাজটা তো যেতে বসেছে !'

কৃশানু বেশ ভয় পেয়ে বলল—'কিন্তু গৌরাঙ্গদা, বিশ্বাস করুন আমি তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করছি না। গতকালও আমার বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছে কেস খুঁজতে খুঁজতে। আপনি মাকে জিজ্ঞেস করুন।'

'ও হো, আবার মাকে এর মধ্যে কেন ? শেষ ছ'মাসে কটা কেস তুমি দিয়েছ ? তোমাকে একটা এজেন্সি দেওয়া হয়েছিল, কি ঠিক তো ? তোমায় যে কোটা দেওয়া হয়েছিল সেটা কি আমি ভর্তি করব ?' কিছুক্ষণ কৃশানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এ্যাশট্রেটা

দাও।' পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়।

'কিন্তু বিশ্বাস করুন গৌরাঙ্গদা, আমি যার কাছেই যাচ্ছি সেই বলছে তার ইনসিওরেন্স আছে!'

'বাঃ! ফার্স্ট ক্লাস! তাই তো কেন তুমি কেস পাচ্ছ না কেন, কি জানি ভাই, এসব কাজে এত সহজে হাল ছাড়লে তো চলবে না। তাহলে হাজার হাজার এজেন্ট করে খাচ্ছে কি করে? অফারটা পাওয়ার আগে তো বলেছিলে, জান লড়িয়ে দেবে। তা এখন কোথায় গেল তোমার সেই লড়াকু মনোভাব? প্রবলেমটা হচ্ছে তোমার ওপর আমার একটা ঐ ইয়ে—মানে তোমাকে দেখলেই একটা ঐ-—।'

কৃশানু কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে থাকে।

সিগারেটে একটা মৃদু টান দিয়ে গৌরাঙ্গ বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'শোন, তোমাকে তোমার কোটার কেস দিতেই হবে। এজেন্সি রাখতে গেলে এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। আর তা যদি না পার, তাহলে এ লাইন ছেড়ে দাও। আশ্চর্য, আমি বুঝতে পারছি না লোকের একটা ইনসিওরেন্স থাকলে আর একটা করবে না এটা তোমার মাথায় কি করে এল!'

কৃশানু হতাশ হয়ে বলল, 'কিন্তু আমার চেনা-জানারা তো কেউ করতেই চাইছে না।'

গৌরাঙ্গ বোঝাতে চেষ্টা করল, 'যারা নতুন চাকরি পাচ্ছে, নতুন কোন ব্যবসা শুরু করেছে—এছাড়া আজকাল তো সিনেমা লাইনেও কত নতুন ছেলে-মেয়েরা কাজ করছে, টেকনিশিয়ানরা আছে তাদের কাছে তোমাকে যেতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে সেভিংসের মূল্যটা কি? কেউ কি নিজে থেকে এসে তোমাকে কেস দেবে?'

কৃশানু বলে, 'নতুন চাকরি কারা পায় তাই তো জানি না!'

সিগারেটের শেষ অংশটুকু এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে গৌরাঙ্গ চেঁচিয়ে উঠল, 'রাবিশ! হবে না, হবে না! তোমায় দিয়ে কিচ্ছু হবে না! এতক্ষণ বৃথাই তোমার সঙ্গে বকবক করলাম, এই সময়টা অন্য কোথাও দিলে আখেরে আমার লাভ হত।'

কৃশানু সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে গৌরাঙ্গর দুটো হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনি এতটা হতাশ আমাকে করবেন না, গৌরাঙ্গদা। আপনি বিশ্বাস করুন, চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি আমি করছি না। আমাকে আরও কটা দিন সময় দিন প্লিজ।'

কথাটা গৌরাঙ্গর ভাল লাগল। খানিকক্ষণ কৃশানুর মুখের দিকে তাকিয়ে একসময় বলল, 'বেশ, আমি তোমাকে পনেরো দিন সময় দিলাম। মনে রেখ, এই সময়ের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকার কেস অথবা বারোটা লাইফ দিতে না পারলে তোমার এজেন্সি আমি রাখতে পারব না। আমার দায় পড়েছে একজন ডেভেলপমেন্ট অফিসার হয়ে একটা এজেন্টের বাড়িতে এসে এসব কথা মনে করিয়ে দিতে! নেহাৎ তুমি আমার পাড়ার ছেলে আর তোমাকে আমার ঐ ইয়ে-— ঠিক আছে এখন চলি।'

কৃশানুও বেশ কিছুটা পথ গৌরাঙ্গদাকে এগিয়ে দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কৃশানুর বাড়ির দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত। বৃদ্ধের হাতে লাঠি। হঠাৎ সাইনবোর্ডটার ওপর ভদ্রলোকের চোখ পড়ল। বিড়বিড় করে মুখটা নেড়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে সেই সাইনবোর্ডটায় টোকা দিতে থাকেন। কৃশানুকে দেখেই রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি?'

কৃশানু নির্ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে, ওটা সাইনবোর্ড।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক মুখটাকে বিকৃত করে বললেন, 'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি! ইয়ার্কি মারবার জায়গা পাওনি? ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই, আবার সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে! খোল— খোল ওটা।' এই বলে হাতের লাঠিটা দিয়ে পুনরায় সাইনবোর্ডটায় ঠুকতে লাগলেন।

কৃশানুও একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে করছেন কি? খবরদার হাত দেবেন না?'

বৃদ্ধও ততোধিক রেগে গিয়ে কৃশানুর চোখের সামনে হাত নেড়ে বললেন, 'কি? আমাকে খবরদার বলা হচ্ছে? ডাকো তোমার মাকে। এ বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলাম গৃহস্থকে, ব্যবসা করবার জন্য নয়!'

কৃশানু ভদ্রলোককে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'তাতে কি হয়েছে? লোকে নেমপ্লেট লাগায়, আমি সাইনবোর্ড লাগিয়েছি!'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি কোন কথা শুনতে চাই না! যে গরু দুধ দেয় তার চাঁট লোকে সহ্য করে—ডাক তোমার মাকে।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত রেগে গেছেন দেখে কৃশানু আর তর্কের মধ্যে গেল না, নরম গলায় বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি এ মাসের মধ্যে আপনাকে সব ভাড়া মিটিয়ে দেব।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কত নম্বর?'

কৃশানু কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে বলল, 'মানে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এর আগে আরো পাঁচবার তুমি একই কথা বলেছ। তুমি জেনে রাখ, আমি মামলা-ফামলা করব না। প্রয়োজনে পাড়ার ক্লাবকে টাকা ধরিয়ে দেব—আর তাতেও কাজ না হলে পার্টি অফিস করতে বলব, তখন বুঝবে ঠেলা।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং কৃশানুর মধ্যে এতক্ষণ যে তর্ক-বিতর্ক চলছিল তার আওয়াজটা নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির কানে পৌঁচেছে। কারণ হঠাৎই দরজার ওপাশে একজন বিধবা প্রৌঢ়াকে উঁকি দিতে দেখা গেল। তিনি এতটুকু সময় নষ্ট না করে কৃশানুকে বললেন, 'ওঁকে বল এসব কিছুই করতে হবে না, যেমন করে হোক এ মাসের মধ্যে ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

এতক্ষণে বৃদ্ধ ভদ্রলোক আশ্বস্ত হলেন। আশ্বাসবাণী পেয়ে তিনি একগাল হেসে মহিলার উদ্দেশে বললেন, 'বাঃ, মালক্ষ্মী যখন বলছেন তখন আমার আর কিছুই বলার নেই।' আর একবার সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু এই সাইনবোর্ডটা—'

কৃশানু বলল, 'থাক না ওটা মেসোমশাই।'

ভদ্রলোক কিছু না ভেবেই রাজী হলেন, 'বেশ তবে থাক। একটা মাস তো। দেখি।'

গৌরাঙ্গর কথাগুলো যে কৃশানুর মায়ের কানে গেছে সেটা সহজেই জানা গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক চলে যেতে কৃশানু ঘরে ঢুকতেই তার মা কৃশানুর কাছে জানতে চাইলেন, 'হঠাৎ এত সকালে গৌরাঙ্গবাবু কেন এসেছিলেন?'

কৃশানু খুব সহজভাবেই তার মাকে বলল, 'গৌরাঙ্গদা বলতে এসেছিলেন আর পনেরো দিনের মধ্যে কোটা অনুযায়ী কেস দিতে না পারলে আমার এজেন্সি চলে যাবে।'

কথাটা মার অন্তরে যে কতটা আঘাত করেছে সেটা অনুমান করতে কৃশানুর দেরী হল না।

ছেলের বিরুদ্ধে তিল তিল করে জমে ওঠা এতদিনের অভিযোগগুলো সেই মুহূর্তে বোমার মতো ফেটে বেরোল, 'ঘুমোও সারাটা জীবন ঘুমিয়ে—কাটাও। এতবড় ছেলে, দুবেলা খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে! চোখের সামনে দেখলে বাড়িওয়ালা দরজায় দাঁড়িয়ে অপমান করে গেল, এর পরে জিনিসপত্র ধরে টান দেবে—বুঝতে পারছি এর পরেও না জানি কপালে আরও কত দুঃখ আছে!' ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে কৃশানুর মায়ের চোখ ছলছল করে উঠল।

মায়ের চোখে জল এবং সেইসঙ্গে শেষের কথাটা ভীষণভাবে আঘাত করল কৃশানুকে। বুকের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল, 'মা—'

ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে মার অভিমান আরও স্পষ্ট হল, 'চুপ কর। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় অনীতার কাছে চলে যাই। জামাই-এর বাড়িতে গিয়ে থাকার যে অপমান সেও বোধহয় এর চেয়ে ভাল।'

কৃশানু তার মায়ের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পেরে আর কোন কথা বলল না। কারণ সে খুব ভাল করেই জানে যে, মা দুঃখ-কষ্ট মান-অভিমান সবকিছু হাসিমুখে সহ্য করতে পারেন, কিন্তু গরীব ভেবে কেউ যদি তাঁকে অপমান করে তা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। সে মার কাছে এগিয়ে গিয়ে কান্নাভরা কণ্ঠে বলল, 'মা, তুমি একটু শান্ত হও। আমি কথা দিচ্ছি, দিন-পনেরোর মধ্যে যদি কিছু ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে কুলিগিরি করেও রোজগার করব।'

মা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'বাঃ, তাতে সম্মান আরো বাড়বে! শোন্, গোবিন্দ স্যাকরাকে একবার ডেকে দিস তো! ওর সঙ্গে আমার খুব দরকার।'

কৃশানু মার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা!'

মার কণ্ঠেও তিরস্কার ফুটে উঠল, 'থাক, আর চেঁচিও না। তোমার মুরোদ আমার জানা আছে।' ছেলেকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

কৃশানু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। সব কথাগুলো তখনো তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। একবার উঠে জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু না ভেবে একটা সিগারেট ধরাল।

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ তার কানে এল। জানলার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকাতে একটা দামী গাড়িকে দাঁড়াতে দেখল। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এসে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দরজার ওপরে টাঙানো সাইনবোর্ডটা দেখে দরজার কাছে এগিয়ে এল। কৃশানুও ইতিমধ্যে দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা দাদা, এখানে কৃশানু দত্ত কে আছেন?'

কৃশানু মাথা নাড়ল, 'আমিই কৃশানু দত্ত, কিন্তু কি ব্যাপার?'

ড্রাইভার আর কোন কথা না বলে কৃশানুকে খুব ভাল করে দেখে গাড়ির কাছে ফিরে এল। কৃশানু লক্ষ্য করল ড্রাইভার গাড়ির কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে কি যেন বলল।

একটু পরেই দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে কৃশানুকে বললেন, 'আপনি কি কৃশানু দত্ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন, ভেতরে আসুন। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না!'

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। হাতের কাগজটা কৃশানুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই বিজ্ঞাপনটা কি আপনি দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, ওটা আমিই দিয়েছি।'

ভদ্রলোক কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কেন ?'

'বুঝতেই পারছেন চাকরি-বাকরি না পেয়ে এই কাজে যোগ দিই। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ক্লায়েন্ট পাচ্ছিলাম না। একেবারে যে অভিজ্ঞতা নেই তা নয়, কিন্তু কি করে লোককে ইনফ্লুয়েন্স করতে হয় তা ঠিক জানি না। শেষে আর কোন উপায় না পেয়ে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন, কাজটা যাতে হাতছাড়া না হয় তাই এ ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।'

কৃশানুর সমস্ত শরীরটায় আর একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার পরিচিত অনেক লোক রয়েছে, আমি চাইলে যারা ছুটে আসবে কাজের জন্যে। কিন্তু আজকের কাগজের এই বিজ্ঞাপনটা আমাকে স্ট্রাইক করল !'

এতক্ষণে কৃশানু যেন একটু আশার আলো খুঁজে পেল। সামনে চেয়ারটা এগিয়ে বলল, 'আপনি এসে থেকে দাঁড়িয়েই আছেন, দয়া করে বসুন স্যার।'

একটু ইতস্তত করে অতঃপর বসলেন। কৃশানু উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে আদিনাথের মুখের দিকে। এইবার আদিনাথ আসল কথাটা বললেন, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, বিজ্ঞাপনে যা লিখেছেন সেটা বাস্তবে করতে পারবেন ?'

'হ্যাঁ স্যার, আমি সব ঝামেলা সামলাব। আর শুধু জীবন কেন, বাড়ি বা অন্যান্য কিছু যদি বীমা করাতে চান তাও খুব স্মুথলি করে দেব। আপনি কেবল চেক-এ সই করবেন, বাকি সমস্ত দায়িত্ব আমার।' কৃশানু গদগদ গলায় বলল।

কৃশানুর দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কথাটা গোপন থাকবে তো ?'

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'গোপন !' পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি, আমি আর গৌরাঙ্গদা ছাড়া কেউ জানতে পারবে না। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

ভদ্রলোক চোখ নামিয়ে বললেন, 'গৌরাঙ্গদাটি কে ?'

'আমার বস্। কার জীবনবীমা করতে চাইছেন স্যার ?'

ভদ্রলোক নিজেকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার।'

কৃশানু বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনার !'

'হ্যাঁ। আমি একটা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার জীবনবীমা করতে চাই ! ইমিডিয়েটলি।'

আনন্দে কৃশানুর মুখ দিয়ে অজান্তে বেরিয়ে এল, 'আই বাপ !' সঙ্গে সঙ্গে যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে জিজ্ঞেস করল, 'পঞ্চাশ লক্ষ !'

ভদ্রলোক বললেন, 'ইয়েস।'

'আজ্ঞে, আপনার বয়স কত আমি জানি না। অল্প বয়সে যে প্রিমিয়াম লাগার কথা, এখন তো—'

কৃশানুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা নিয়ে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। ওটা কোন সমস্যাই নয়।'

কৃশানু টেবিল থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে কলমটা খুলে বলল, 'আপনার নামটা—'

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে পকেট থেকে কার্ডটা বের করে টেবিলে রাখলেন।

কৃশানু কার্ডটা নিয়ে বিড়বিড় করে পড়ল—'আদিনাথ মল্লিক'। সঙ্গে সঙ্গে সে বয়সটাও জেনে নিল।

বয়স শুনে কৃশানুর একটু সন্দেহ হল। এতক্ষণ মনের মধ্যে যে উৎফুল্ল ভাবটা খেলা করছিল, হঠাৎ তা ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'স্যার, আপনার তো বয়স হয়ে গেছে। এই বয়সে এল. আই. সি. রাজি হবে কিনা জানি না। চেষ্টা করব—খুব চেষ্টা করব। ওদের ডাক্তারকে দিয়ে আপনার শরীর পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, এত মোটা প্রিমিয়াম যিনি দিতে পারবেন তাঁর লাস্ট ইনকামট্যাক্স সার্টিফিকেট চাই—মানে এসব ফর্মালিটিস তো মানতেই হবে!'

আদিনাথ উঠে দাঁড়ালেন, 'যা করার করবেন। তবে আমার সাহায্য প্রয়োজন মনে করলে সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ঐ নম্বরে পাবেন। আর হ্যাঁ, কোনভাবেই যেন এই খবরটা বাইরে প্রকাশ না পায়।'

কৃশানু বলল, 'সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। মরে গেলেও পেট থেকে একটা কথাও বেরোবে না। আমি আজই ফর্ম ফিলআপ করে ফেলছি। কিন্তু কতকগুলো ডাটা দরকার—'

আদিনাথবাবু এসব আগেই জানেন। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কৃশানুকে দিয়ে বললেন, 'ফর্ম ফিলআপ করতে যা যা দরকার লাগে সব এতে পাবেন।'

কৃশানু কাগজটাতে চোখ বোলাতে লাগল। ইতিমধ্যে আদিনাথ গিয়ে গাড়িতে উঠেছেন। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেবে, এমন সময় কৃশানু দ্রুত দৌড়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল, আদিনাথকে বলল, 'স্যার, আপনি তো নমিনি হিসেবে কারও নাম দেননি!'

জানলার কাচ তুলতে তুলতে আদিনাথ একটা কথাই বললেন, 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।'

সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ হয়ে গেল।

## ॥ ৫ ॥

সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে আদিনাথের সঙ্গে সামান্য তর্কাতর্কি হওয়ায় অমিতাভর মনটাও বেশ চিন্তান্বিত ছিল। বাড়িতেও থাকতে ইচ্ছে করছিল না। নিজের চেম্বারে এসে চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে ঐ কথাই ভাবছিল, এমন সময় ব্রিফকেস হাতে এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন।

অমিতাভকে বিষণ্নমনে বসে থাকতে দেখেও ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'গুড মর্নিং মিঃ মল্লিক।'

অমিতাভ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাষণ জানাল, 'গুড মর্নিং, মিঃ রহমান। আসুন আসুন। ঢাকা থেকে কবে এলেন?'

রহমান বলল, 'গতকাল রাতের ফ্লাইট-এ। সব ঠিক আছে তো?'

অমিতাভ বলল, 'বসুন।'

রহমান চেয়ারে বসলে অমিতাভ বলল, 'শুনুন মিঃ রহমান, এবার কিন্তু আমি এল. সি. ছাড়া মাল পাঠাতে পারব না।'

'মিঃ মল্লিক, আপনার সঙ্গে আমাদের যে রিলেশান তার ওপর ডিপেন্ড করে আছি। হঠাৎ ওরকম ডিসিশন নিলে খুব বিপদে পড়ে যাব।'

'গতবার আপনি নাইনটি ডে'স ক্রেডিট চেয়ে ঠিক পাঁচমাস দেরী করেছিলেন, আশা করি কথাটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। আর সেজন্যে কোম্পানিকে জবাবদিহি করতে হয়েছে আমাকে। আমি কিন্তু কোম্পানির একজন সামান্য ডিরেক্টর মাত্র। অতএব বুঝতেই পারছেন,

এম. ডি. না চাইলে আমি কিছুই করতে পারি না। আমার হাত-পা বাঁধা।'

রহমান টেবিলে রাখা ব্রিফকেসটার ওপর হাত রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'এ আপনি কি বলছেন মিঃ মল্লিক! আপনি বড় ছেলে, আপনার কথার একটা দাম আছে। আফটার অল ইউ উড বি এম. ডি. অব দিস কোম্পানি। তাই বলছি আপনি নিশ্চয়ই পারবেন।' একটু ভেবে নিয়ে আরো বলল, 'ঠিক আছে, এবারে আর নাইনটি ডে'স চাইছি না—সিক্সটি ডে'স, ইয়েস ওনলি সিক্সটি ডে'স ক্রেডিট দিন প্লিজ!'

অমিতাভ বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব।'

এবার রহমান একমুহূর্ত অমিতাভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। ক্রেডিট চাইছি—কথা দিচ্ছি বাংলাদেশে পৌঁছনোমাত্র মালটা ছাড়িয়ে নেব পেমেন্ট করে। এই উপকারটুকু করুন!'

অমিতাভ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে এল. সি. পাঠাতে আপনার আপত্তিটা কিসের?'

রহমান বিনীতভাবে বলল, 'মিঃ মল্লিক, কারণটা আপনার কি অজানা? এই যে কয়েক লক্ষ টাকা আমি আমার ঢাকার ব্যাঙ্কে জমা রাখলাম, আমার ব্যাঙ্ক আপনাদের ব্যাঙ্ককে জানাল—আপনি সেটা জেনে মাল পাঠালেন, সেই মাল আমি পেতে পেতে আড়াইমাসের কম নয়। বুঝতেই পারছেন আমার অতগুলো টাকা আড়াইমাস আটকে রইল। এটা আমার ক্ষতি কিনা আপনিই বলুন। আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন না প্লিজ। আপনি তো জানেন, আপনার ব্যাপারে আমি কখনও কথার খেলাপ করি নি। এর আগের বার টাকা পেমেন্ট করতে দেরী হয়েছিল একটা বিশেষ কারণে।'

এরপর ঘরের চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে হঠাৎ নিজের ব্রিফকেসটা শব্দ করে খুলল।

সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ চেঁচিয়ে উঠল, 'শব্দ না করে ব্রিফকেস খুলতে পারেন না?'

রহমান যেন একটু আঁৎকে উঠল, 'এ্যাঁ!'

অমিতাভ প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করল, 'এবারও কি হিন্দুস্থানে উঠেছেন?'

রহমান বলল, 'হ্যাঁ।'

অমিতাভ আশ্বস্ত করল রহমানকে, 'ঠিক আছে। ওখানে আজ লাঞ্চ করতে যাব, থাকবেন অবশ্যই। তখন অন্য কথা হবে।'

অমিতাভ চেয়ার ছেড়ে উঠতে না উঠতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। অমিতাভ রিসিভার তুলে মাথা নাড়তেই রহমান বেরিয়ে গেল।

অমিতাভ কথা শুরু করল, 'হ্যালো? ও আচ্ছা, দারুণ লাগছে। আমি ভাবতেই পারিনি আপনি ফোন করবেন। প্লিজ মিসেস চাওলা, এভাবে বলবেন না। আই উইল বি গ্ল্যাড টু মিট ইউ। আজ সন্ধ্যেবেলায় আমার অন্য কোথাও এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই, আমি একদম ফ্রি—বাই।'

অন্যজনকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অমিতাভ টেলিফোনটা রেখে দিল।

একটা বড় অঙ্কের কেস পেয়েছে কৃশানু খবরটা পেয়েই গৌরাঙ্গ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে কৃশানুর বাড়িতে। গভীর মনোযোগসহকারে বায়োডাটার ওপর চোখ বোলাতে লাগল।

একেবারে অজান্তে এরকম অভাবনীয় কেস হাতে আসায় কৃশানুর মনের মধ্যেও একটা আনন্দের জোয়ার খেলে যাচ্ছিল। নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না। গৌরাঙ্গর কিছু বলার আগেই কৃশানু নামটা বলে দিল, 'আদিনাথ মল্লিক, সল্টলেকে থাকেন।'

কৃশানুর এই উৎফুল্ল ভাব গৌরাঙ্গকে এতটুকু বিচলিত করল না। সে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'পাগল!'

কৃশানু কথাটার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

গৌরাঙ্গ কৃশানুকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'দেখ কৃশানু, জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা কর। পাগল না হলে এইরকম একটা বিজ্ঞাপন দেখে ষাট বছর বয়সে কেউ পঞ্চাশ লাখ টাকার ইনসুরেন্স করাতে আসবে না। আমার মনে হয় তুমি হয়তো শুনতে ভুল করেছ, ওটা পঞ্চাশ হাজার টাকার হবে!'

কৃশানু কিন্তু এত সহজে মানতে রাজী হল না। সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'না গৌরাঙ্গদা, আমি ঠিকই শুনেছি। ওঁর পোশাক গাড়ি কথাবার্তা শুনলেই বুঝতে পারবেন উনি যথেষ্ট ধনীলোক।'

গৌরাঙ্গ বলল, 'সবই বুঝলাম, কিন্তু এই বয়সে অত টাকার ইন্সুরেন্স, নমিনি ক'জন?'

কৃশানু বেশ সহজভাবেই বলল, 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।'

নামটা শুনেই গৌরাঙ্গ প্রথমে চমকে উঠল, তারপরে কিছু না ভেবেই হো হো করে হেসে উঠল।

কৃশানু একটু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, হাসছ কেন গৌরাঙ্গদা?'

এবার গৌরাঙ্গ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কৃশানু, তুমি কেস দিতে পারছিলে না বলে বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে এমন একটা হাস্যকর কেস আনবে তা আমি ভাবিনি। আইনটাইনগুলোয় বেশ ভাল করে চোখ বোলাও, নইলে বিপদে পড়বে যে! শোন, এই ভদ্রলোক যদি সত্যি সত্যি ষাট বছর বয়সে পঞ্চাশ লাখ টাকার ইন্সুরেন্স করাতে চান, তাহলে তাঁকে প্রমাণ দিতে হবে যে তাঁর ফিনান্সিয়াল স্ট্রেংথ আছে, মাথার গোলমাল নেই। তারপর মেডিক্যাল হবে। খুব সিনিয়র ডক্টরস, রেডিওলজিস্ট, প্যাথলজিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট ওঁকে পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দেবেন তা রিভিউ করবে জোনাল মেডিক্যাল রেফারি। এরপর কেন তিনি ইন্সুরেন্স করাচ্ছেন তার কারণ দেখাতে হবে। আর এইসব যদি ওপরতলাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তাঁরা ওঁর কেস নিতে পারেন। তবে কোনক্ষেত্রেই ভারত সেবাশ্রম বা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে নমিনি করা চলবে না। নমিনি করতে হবে একটি মানুষকে। অবশ্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে মৃত্যুর পর কোথায় টাকাটা দিয়ে যেতে হবে। এখন তোমার এই আদিনাথ মল্লিক যদি এই অতশত ঝামেলায় রাজী থাকেন, তাহলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি। কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন ধোঁয়াটে লাগছে।'

'কেন?'

'উনি কেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে নমিনি করবেন? এটা তো খুব স্বাভাবিক, ওঁর যদি প্রচুর টাকা থাকে তাহলে সরাসরি দিয়ে দিলেই তো পারতেন।'

'তাহলে এখন আমি কি করব?'

গৌরাঙ্গ এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'তুমি বরং আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দাও। আমি ওঁকে রাজী করিয়ে ফেলব ঠিক মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে যেতে।'

কৃশানু এবার আদিনাথের মনের কথাটা প্রকাশ করল, 'কিন্তু উনি বলেছেন আর কারও সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবেন না।'

গৌরাঙ্গ চেঁচিয়ে উঠল, 'কথা বলবেন না মানে ? এটা কি মামার বাড়ি ? আর তোমার কি ক্ষমতা আছে এই ধরনের কেস এ্যাকসেপ্ট করার ? এসব ব্যাপারে সিনিয়রের ওপর তোমাকে নির্ভর করতেই হবে !'

কৃশানু ঘটনাটা বুঝতে পারল, 'সেটা আমি মানছি গৌরাঙ্গদা। কিন্তু আমি এটাও চাইছি না কেসটা হাতছাড়া হোক। একেবারে স্বপ্নের মতো আকাশ থেকে নেমে এসেছে আমার কাছে। ভদ্রলোককে আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।'

গৌরাঙ্গ একটু হাসল, তারপর কৃশানুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'শোন কৃশানু, এ লাইনে আমার অনেক বছর হয়ে গেল। বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কেস আমার সামনে আসেনি। তাই আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। তুমি ভদ্রলোককে সরাসরি জিজ্ঞাসা কর ওঁর মতলবটা কি ?'

কৃশানু অবাক হয়ে গেল, 'মতলব বলছেন কেন ?'

গৌরাঙ্গ কারণটা কৃশানুকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'উনি জীবিত অবস্থায় সব প্রিমিয়ম দিয়ে টাকা পেতে চাইছেন বলে আমার মনে হয় না। হয়তো উনি পিরিয়ড শেষ হবার আগেই মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। কারণ মারা গেলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ টাকাটা পেয়ে ওঁর খুব সুনাম করবে। তাই যদি হয়, তাহলে উনি কয়েক লক্ষ টাকার ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট কিনুন। দশ লাখ কিনলে পাঁচ বছরে বিশ। তখনও বেঁচে থাকলে আবার পাঁচ বছর। মারা গেলে পিরিয়ড শেষ হলেই যাকে দিতে চান সে টাকাটা পাবে। এর জন্যে কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না ওঁকে। আন্ডারস্ট্যান্ড ?' এরপর কৃশানুর কানের কাছে মুখ এনে নিচু স্বরে বলল, 'এতে আমাদের কমিশনটা অনেক বেশী থাকবে কৃশানু !'

কৃশানু সব শুনে বলল, 'কিন্তু উনি যদি এতে রাজী না হন ?'

গৌরাঙ্গ বলল, 'সোনার হাঁসের পেছনে ছোটা বন্ধ করতে হবে কৃশানু।'

কৃশানু মন থেকে যুক্তিটা মেনে নিতে চাইল না, 'না গৌরাঙ্গদা, আমি এই পার্টিকে কোনমতেই হাতছাড়া করতে চাই না।'

গৌরাঙ্গ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আইনের বাইরে তুমি যেতে পার না কৃশানু। ভদ্রলোককে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে বোঝাতে চেষ্টা কর।' আর কোন কথা না বলে গৌরাঙ্গ বেরিয়ে গেল।

সকালবেলায় বৌদির মুখে বাবার খবরটা পাওয়ার পর থেকে গৌরীর মনটা ভীষণভাবে আপসেট হয়ে ছিল। এতখানি বয়সে সঙ্গীবিহীন অবস্থায় থাকাটা যে কতটা কষ্টকর সেই মুহূর্তে গৌরী তা অনুভব করতে পারল। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে তার বাবার কথা মনে পড়ছিল। মনটার মধ্যে একটা নিদারুণ অস্থিরতা দেখা দিল। ভেবে দেখল এই সময় তার বিশেষ কোন কাজ নেই। [illegible] সেই পোশাক পাল্টে বেরিয়ে পড়ল। সল্টলেকের বাড়িতে গিয়ে যখন গৌরী পৌঁছল, নীলাকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে নিচে নামতে। সিঁড়িতেই দুজন মুখোমুখি হতে নীলাই প্রথমে কথা বলল, 'কি ব্যাপার ! এই সময় ?'

'আমি তো বলেইছিলাম পারলে আসব। হঠাৎ বাবার কথা মনে হল, চলে এলাম।'

নীলা নামতে নামতে বলল, 'তোমাকে দেখলে হিংসে হয়। যখন যা মনে হয় তাই করতে পার !'

'তুমি পার না ?'

'না ভাই। আফটার অল, মল্লিক বাড়ির বউ বলে কথা !'

'এটাই তোমার প্রবলেম। নিজেকে সবসময় সেকেলে সাধারণ বউ ভাবছ। অথচ দাদা বা বাবা কেউ কিন্তু সেকেলে নয়। যাই হোক, তুমি কি কোথাও যাচ্ছিলে ?'

'ভেবেছিলাম—তবে তুমি এসেছ আর যাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। ড্রইংরুমে গিয়ে বসা যাক।'

'হোয়াই ? যেখানে যাচ্ছিলে যাও, চক্ষুলজ্জা করতে হবে না। আচ্ছা বাবা এখনও বাড়ি ফেরেনি নিশ্চয়ই ?'

'অন্যদিন এত তাড়াতাড়ি ফেরেন না অবিশ্যি, তবে আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। তুমি যাও না, ঘরেই আছেন।'

'ফোনে বললে বাবা সকালে ব্রেকফাস্ট করেননি, কিন্তু লাঞ্চ করেছেন কি ?'

'জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ এ বাড়ির পুরুষরা শনি-রবি ছাড়া বাড়িতে লাঞ্চ করে না।'

'দাদা ব্রেকফাস্ট করেছিল ?'

'করেছিল।'

গৌরী তার হাতব্যাগটা খুলে দামী সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বউদি, এ্যাকচুয়েলি হয়েছিল কি ?'

'যা হয় আর কি ! বাবা যা বলেন বা করেন, তোমার দাদা কিছুতেই তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারে না।'

গৌরী একটু মুচকি হেসে বলল, 'তোমার সঙ্গে পারে ?'

নীলা বিস্ময়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কথা আবার আসছে কেন ?'

'আমি দাদাকে বোঝার চেষ্টা করছি, তাই।'

'আমি যাকে এতবছর ধরে বুঝতে পারছি না, আর আজ আমার কথা শুনে তাকে তুমি কতটা বুঝবে ?'

'তাহলে হঠাৎ আমাকে ফোন করলে কেন ?'

'সেসময় একটু উত্তেজিত হয়েছিলাম বলে মনে হয়েছিল, একমাত্র তুমিই পার তোমার বাবা এবং দাদার মধ্যে একটা সেতু তৈরি করতে। কারণ আমি জানি তোমার বাবা তোমাকে খুবই ভালবাসেন। এই যে আজ তুমি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য ফ্ল্যাট-এ আছ এবং সেই থাকাটা উনি ভালবেসেই এ্যালাও করেছেন। তুমি যদি এ বাড়িতে এসে থাকতে—।'

'এটা কিন্তু তোমার উত্তেজিত অবস্থায় মনে হয়েছিল, এখন উত্তেজনা চলে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই আর তা মনে হচ্ছে না !'

'পুরোটা নয়। শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়, মিঃ আদিনাথ মল্লিক সুখী হতেন যদি তুমি এ বাড়িতে এসে থাকতে। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ একা। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তোমাদের মা চলে গেছেন। আমি আর যাই হই তোমার স্থান নিশ্চয়ই নিতে পারব না। আর সত্যিই উনি তোমাকে খুবই ভালবাসেন। ওঁর সঙ্গী দরকার। তোমার দুই দাদার পক্ষে সেটা কোনদিনই সম্ভব হবে না।'

গৌরী কিছুটা সময় ভেবে নিয়ে বলল, 'এই মুহূর্তে আমার পক্ষেও অসম্ভব। কারণ আমার যা প্রফেশন অর্থাৎ নাচের স্কুল চালানো, মডেলিং এ্যারেঞ্জমেন্ট—তা এ বাড়িতে থেকে করা সম্ভব হবে না। তুমি তো জান বৌদি, এ বাড়ির ডিসিপ্লিনের সঙ্গে সেটা কোনদিনই মানানো যাবে না। আর বাবা সেটা বুঝেছেন বলেই আমার আলাদা থাকাটা তিনি মেনে নিয়েছেন।'

গৌরীর কথা শুনে নীলা একটু হেসে বলল, 'তা যদি বল, তবে জেনে রাখ এ বাড়ির ডিসিপ্লিন তোমার দাদাও মানে না। খুব তাড়াতাড়ি হলেও রাত এগারোটার আগে কোনদিনই বাড়ি ফেরে না। তোমার বাবাও সেটা একবকম মেনে নিয়েছেন। তুমি বিশ্বাস কর, আমি আর পেরে উঠছি না—আই এ্যাম রিয়েলি টায়ার্ড, গৌরী!'

গৌরী শুনে বলল, 'তারপরেও তুমি মল্লিক বাড়ির বউ হয়ে থাকতে চাও?'

নীলা বলল, 'কি করতে পারি আমি? আমার একাকীত্ব দূর করতে আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে বয়ফ্রেন্ড জোটাব? পার্টিতে গেলে তোমার দাদার চারপাশে যেমন মেয়েরা গায়ে পড়ে, আমার চারপাশেও তেমনি লোভী চকচকে চোখগুলো জড়ো হয়ে যায়। আমার কিন্তু ওসব একদম ভাল লাগে না—আই হেট দেম!'

'কেন?' গৌরী হেসে জিজ্ঞাসা করল।

'কারণ ওই লোকগুলো তাদের স্ত্রীদের ডিচ্ করছে। তাছাড়া তোমার দাদার সঙ্গে কোথাও যেতে আজকাল আমার অস্বস্তি হয়।'

গৌরী হতাশ হয়ে বলল, 'তোমাকে আজও আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না!'

নীলা বলে, 'আমি নিজেকেই বুঝতে পারি না।'

ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ বেয়ারা ঘরে ঢুকে বলল, 'একজন লোক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির সুরে বলল, 'তুমি কি জান না সাহেব এইসময় কারো সঙ্গে দেখা করেন না?'

বেয়ারা হাত নেড়ে বলল, 'আমি সেকথা বলেছি, কিন্তু লোকটা বলছে খুব জরুরী।'

গৌরী কিছু না ভেবেই বলল, 'পাঠিয়ে দাও।'

নীলা বলল, 'লোকটিকে তো পাঠিয়ে দিতে বললে, বাবা কিন্তু এসময় বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না!'

গৌরী বলল, 'তা তো আমি জানি, কিন্তু জরুরী শুনলে হয়তো দেখা করতেও পারেন।'

নীলা বলল, 'দ্যাখ। তা তুমি আজ এখানে থাকছ তো?'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না না—থাকলে চলবে না।'

নীলা বলল, 'আরে একটা রাত তো! খুব কি অসুবিধে হবে?'

এমন সময় বেয়ারার সঙ্গে একটি ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। ছেলেটির হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ। দেখলেই কেমন বোকা-বোকা মনে হয়।

গৌরীই প্রথমে কথা বলল, 'বসুন। হ্যাঁ, বলুন?'

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে আমার একটা জরুরী দরকার আছে।'

গৌরী বলল, 'হ্যাঁ, সেই দরকারটাই জানতে চাইছি।'

'কিন্তু দরকারটা মিঃ আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে।' ছেলেটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল।

গৌরী বলল, 'আমাকে বলতে পারেন।'

ছেলেটি একটু হেসে মুখটা নিচু করেই বলল, 'কিছু মনে করবেন না, এটা একান্তই ব্যক্তিগত।'

গৌরী বলল, 'ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কি চাকরি সংক্রান্ত ?'

ছেলেটি বলল, 'না, না।'

নীলা এতক্ষণে বলল, 'আপনি তাহলে কাল সকাল সাড়ে আটটায় আসুন, দেখা হবে।'

ছেলেটি বলল, 'তাহলে তো আমার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। বিশ্বাস করুন, আজই ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার। ব্যাপারটা খুবই জরুরী। উনি আমাকে খুব ভালভাবেই চেনেন। আজই সকালে আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। আমার নাম কৃশানু দত্ত।'

গৌরী আর একবার খুব ভাল করে কৃশানুকে দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বসুন।' তারপর নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বৌদি, তুমি তাহলে ঘুরে এস।'

নীলা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলল, 'নাঃ, আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না। চল, ওপরে চল।'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে নীলা বলল, 'কি ব্যাপার বল তো গৌরী, আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না এরকম একটা লোকের সঙ্গে বাবার কি দরকার থাকতে পারে ?'

গৌরী শুনে বলল, 'তুমি কি বাবাকে সব ব্যাপারে বুঝতে পার ?'

নীলা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গৌরীর মুখের দিকে।

গৌরী হেসে বলল, 'চল।'

সাধারণতঃ এই সময়ে আদিনাথ বাড়ি ফেরেন না, কিন্তু সেদিন নানান কারণে আদিনাথের মনটা ঠিক ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে নিজের ঘরে আরামকেদারায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন। ঠিক সেইসময় গৌরী ঘরে ঢুকে আস্তে করে ডাকল, 'বাবা।'

আদিনাথ মুখের ওপর থেকে বইটা সরিয়ে তাকাতেই গৌরীকে দেখতে পেলেন। উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'কি রে, কখন এলি ?'

গৌরী হাসল, 'এইমাত্র। কিন্তু তুমি এই সময়ে বাড়িতে ?'

আদিনাথ একটু রসিকতার সুরে মেয়েকে বললেন, 'এখন বাড়িতে না থাকলে কি তোর দেখা পেতাম !'

গৌরী বলল, 'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ বাবা। আগে বল তো শরীর ঠিক আছে তো ?'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ রে মা, ভালই আছি। নো প্রবলেম। কিন্তু হঠাৎ তুই এলি যে ?'

এবার গৌরীও উল্টে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বাবা, তুমি আজকাল এত অল্পে রেগে যাচ্ছ কেন ?'

'কি রকম ?'

'আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খাওনি—এই বয়সে খাওয়ার ওপর রাগ করা তো শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর !'

'খবরটা কে দিল রে ? নিশ্চয়ই নীলা ?'

'লাঞ্চ করেছ ?'

'ওঃ, ইয়েস ! বুঝলি, অনেককাল বাদে একটু বেহিসেবী খাবার খেলাম। গাড়িতে যেতে

যেতে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা পাঞ্জাবী ধাবার দোকান। ওসব জায়গায় আজকাল তো যাওয়াই হয় না। ইচ্ছে হতে টুক করে ঢুকে পড়লাম। রান্নাটা কিন্তু দারুণ লাগল!'

গৌরী বোঝাতে চেষ্টা করল, 'তোমার কিন্তু মনে রাখা উচিত যে এখন বয়স হয়েছে। লোভ একটু সংবরণ করা উচিত নয় কি?'

আদিনাথ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুম, বয়স! তা তো কম হল না। আজকাল সবকিছু যেন কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে! বেহিসাবী হওয়া বৃদ্ধদের উচিত নয়, এমন কি অভিমান শব্দটির ওপরেও তাদের কোন অধিকার নেই!'

বাবার কথাগুলো গৌরীকে ভাবিয়ে তুলল। তার মনে হল, বাবা যেন একটা চবম আঘাত পেয়েছেন। একই সংসারে থেকেও তিনি যেন সকলেব সাহচর্য থেকে বঞ্চিত। গৌরীও এটাকে খুব হাল্কাভাবে নিতে পারল না। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে জোর দিয়ে বলল, 'তোমার উচিত দাদার সঙ্গে বসে খোলাখুলি একটা আলোচনা করা।'

আদিনাথ বললেন, 'ঠিকই বলেছিস। এবার মনে হচ্ছে বলাব সময হযেছে। তা তুই কি আজ এখানে থাকছিস?'

গৌরী বলল, 'আজ আমি অবশ্য সম্পূর্ণ ফ্রি।'

আদিনাথ বললেন, 'তাহলে আজ থেকে যা।'

হঠাৎ কৃশানুর কথাটা গৌরীব মনে পড়ে গেল, সে বলে উঠল, 'ওহো, তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি! তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে, নিচে বসে আছে।'

আদিনাথ বিরক্ত হযে জিজ্ঞেস করলেন, 'এইসময আবার কে এল দেখা কবতে?'

গৌরী আরেকটু স্পষ্ট কবে বলল, 'তোমার সঙ্গে প্রযোজনটা নাকি খুব জবুবী! আজই দেখা করা দরকার!'

আদিনাথ বিশেষ গুরুত্ব না দিযে বললেন, 'তাহলেও তুই ওকে বলে দে আমি এখন দেখা করতে পারব না। আস্ক হিম টু কাম টুমরো মর্নিং!'

গৌরী আদিনাথকে বোঝাতে চেষ্টা কবল, 'বৌদি অনেক চেষ্টা কবেছিল কিন্তু সে দেখা করবেই। নামটাও বলল, কৃশানু!'

কৃশানু নামটা কানে যেতেই আদিনাথ একটু যেন থমকে গেলেন।

গৌরী আরেকটু পরিষ্কার কবে বলল, 'আজই সকালে নাকি তোমাব সঙ্গে কথা হযেছে!'

আর এতটুকু দ্বিধা না কবে আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবাবে বুঝতে পেবেছি। কিন্তু হোয়াই হি ইজ হেয়ার?'

গৌরীও ততোধিক অবাক হযে বলল, 'সেটা তো তুমি জান। ওবকম লেভেলেব ছেলেব সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হওযাটাকেই আমাব কেমন করে লাগছে!'

আদিনাথ বললেন, 'বিস্ময়কর কেন?'

গৌরী বলল, 'কারণ ছেলেটিকে দেখলেই চাকরি-খোঁজা বেকাব বলে মনে হয।'

আদিনাথ বললেন, 'ঠিক আছে, তুই বোস। আমি এখনই ওকে বিদায কবে দিয়ে আসছি।'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তার মানে তুমি ওকে ইমপবট্যান্স দিচ্ছ!'

আদিনাথ বোঝালেন, 'পৃথিবীতে এমন লোকের সংখ্যাই বেশী যাদের চোখে আঙ্গুল দিযে না দেখিয়ে দিলে কিছুতেই দেখতে পায না!'

কথাটা গৌরীর মনে ধরতেই সে বলল, 'তাহলে তুমি সেটা দাদার ক্ষেত্রে করছ না কেন ?'

আদিনাথ দুঃখ করে বললেন, 'একটা কথা কি গৌরী, কেউ যদি নিজে থেকে অন্ধ হয়ে থাকতে চায়, তাহলে কোন কিছু করেই তাকে চক্ষুষ্মান করা যাবে না। অমিতাভর জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। ওর বুদ্ধি ছিল, গুণও আছে অনেক, কিন্তু কেন জানি না বেশ বুঝতে পারছি ও ক্রমশ ভুলপথে হাঁটতে শুরু করেছে। অরুনাভর মধ্যে এখনও তেমন ম্যাচিওরিটি আসেনি। তোর মা মারা যাওয়ার পর আমি আশা করেছিলাম, সবাই উপযুক্ত হয়ে আমার পাশে দাঁড়াবে। এখন মনে হচ্ছে দাঁড়িয়েছে ঠিকই, তবে যে যার মত।'

গৌরীর একটু সন্দেহ হল, সেও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি তাহলে আমাকেও ইনক্লুড করছ ?'

আদিনাথ গৌরীর দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'যদি বলি, হ্যাঁ ?'

গৌরী একটু মুচকি হাসল। ভেবে দেখল আলোচনাটার এখানেই ইতি টানা ভাল। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে হঠাৎ বলে উঠল, 'তোমার কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে বাবা, ভদ্রলোক অনেকক্ষণ নিচে বসে আছেন।'

'ও হো !' বলে মেয়ের মাথায় আলতো হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলেন আদিনাথ।

নিচের ঘরে ঢুকে আদিনাথ দেখলেন কৃশানু চুপটি করে বসে আছে। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই ?'

আদিনাথ ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন করবেন, এটা কৃশানুর আদৌ জানা ছিল না। তাই প্রথমটায় একটু অবাক হলেও, আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে—'

কৃশানুকে মাঝপথে থামিয়ে আদিনাথ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে এসেছেন কেন ?'

কৃশানু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আজ্ঞে, খুব আরজেন্ট একটা দরকার ছিল।'

'আমি আপনাকে বলিনি সকালে ফোন করতে ? কথার অবাধ্য হওয়া আমি একদম পছন্দ করি না—এটা জেনে রাখবেন। যদি কিছু দরকার থাকে কাল সকালে ফোনে বলবেন।'

কৃশানু ঘাবড়ে গেল, 'আজ্ঞে, ওটা করা যাবে না।'

'কোনটা ?'

কৃশানু একবার চারদিকটা ভাল করে লক্ষ্য করে বলল, 'যে জন্যে আপনি গিয়েছিলেন ! ভেবে দেখলাম একটাই পথ আছে কিন্তু সেটা খুব ঝামেলার ব্যাপার। মানে, ব্যাপারটা আর গোপন থাকবে না। তাই তো বাধ্য হয়ে আসতে হল।'

আদিনাথ বললেন, 'আমি আপনাকে যা করতে বলেছি ঠিক সেইভাবে করার দায়িত্ব আপনার। নিজের আখের গোছাতে চাইলে কোন্ পথে হাঁটতে হবে তা আপনিই ঠিক করবেন। এবং অবশ্যই সেটা আমার শর্ত ঠিক রেখে। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমার কথাটা।'

কৃশানু বলল, 'মনে হচ্ছে এখন আপনি খুব ব্যস্ত। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার—কখন সময় হবে বলুন ?'

'আমি ভেবে দেখি কখন সময় করতে পারি। ঠিক আছে, আমি আপনাকে জানিয়ে দেব। বিজ্ঞাপন দিয়েছেন অথচ কাজটা এখনও শেখেন নি ?'

এরপরেও বেশ কিছুটা সময় কৃশানুকে ইতস্তত করতে দেখে আদিনাথ বিরক্তবোধ করলেন

এবং সরাসার প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি আর কিছু বলার আছে?'

কৃশানুও প্রথমে একটু কিন্তু-কিন্তু করলেও সরাসরি বলেই ফেলল, 'এটা যদি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স না হত—'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে কৃশানুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আপনার যা কিছু বলার কাল সকালে ওই নাম্বারে আমাকে ফোন করবেন—এখন যেতে পারেন।'

কৃশানু আর কথা না বাড়িয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

॥ ৬ ॥

বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য গৌরী তাঁর ঘরে গেলে নীলা অতঃপর নিজের ঘরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। হাতে কোন কাজ না থাকায় খাটে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল, এমন সময় অমিতাভ দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। আলমারিটা খুলে ব্রিফকেস থেকে বেশ কয়েক বান্ডিল টাকা লকারে রেখে দিয়ে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি এসময় শুয়ে আছো যে?'

নীলা এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে স্বামীর কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করছিল। কিছুটা সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত টাকা তুমি ব্যাঙ্ক থেকে তুলে বাড়িতে রাখছ কেন?'

অমিতাভ আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বলল, 'ব্যাঙ্ক থেকে!' সঙ্গে সঙ্গেই নীলাকে বুঝতে না দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বোঝ না কেন, কখন কি দরকারে পড়ে যায়!'

নীলা প্রতিবাদের সুরে বলল, 'প্রতিবারেই দেখি টাকা আনছ এবং কদিনের মধ্যেই সেটা শেষ করে ফেলছ!'

অমিতাভ মুচকি হেসে বলল, 'টাকা তো খরচের জন্যেই—ওসব কথা ছাড়, আমি এখন একবার বেরুব।'

'এলে কেন?'

কথাটা অমিতাভকে একটা খোঁচা দিল। একটু রাগতভাবেই বলল, 'এত কৈফিয়ৎ দিতে আমার ভাল লাগে না, নীলা।' তারপরে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'ও হ্যাঁ, নিচে গৌরীর গাড়ি দেখলাম, ও কখন এসেছে?'

'অনেকক্ষণ।'

'নিশ্চয়ই বাবার ঘরে?'

নীলা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'সম্ভবত ছাদে। কারণ বাবা তো এতক্ষণ নিচেই ছিলেন!'

অমিতাভ রসিকতা করে বলল, 'সে কি, মিস্টার মল্লিকের তো এমন রুটিন কোনদিন ছিল না?'

নীলা বলল, 'একটি ছেলে এসেছিল। মনে হয় ইনসিওরেন্সের এজেন্ট। তার জন্যেই হয়তো—'

অমিতাভ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, 'দূর, বাবার সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট অফিসই দেখাশুনা করে!'

নীলা বলল, 'তা তো জানি না—পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কথা শুনলাম।'

এবার অমিতাভ বেশ অবাক হয়ে গেল। ওর কপালে কতকগুলো চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। নীলার কাছে এসে বলল, 'অত টাকা বাবা ইনসিওরেন্স করাচ্ছেন, আর ইউ সিওর?'

নীলা বলল, 'তাই তো কানে এল।'

সন্দেহটা ক্রমশ অমিতাভর মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। 'এই বয়সে বাবা ইনসিওরেন্স করাচ্ছেন, কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আচ্ছা নীলা, লোকটার নাম কি জান?'

নীলা ভেবে নিয়ে বলল, 'কৃশানু দত্ত। কথা শুনে মনে হল কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।'

অমিতাভ বলল, 'কিসের বিজ্ঞাপন?'

নীলা কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'তা তো জানি না। তবে হঠাৎ কানে এল ভদ্রলোককে ডেকে বাবা বললেন, বিজ্ঞাপন দিয়েছেন অথচ কাজ কিছুই জানেন না! আমার মনে হচ্ছে, ইনসিওরেন্স করা নিয়ে নিশ্চয়ই কোন ঝামেলায় পড়েছেন ভদ্রলোক।'

অমিতাভ মাথাটা নিচু করে কি ভাবল। তারপর ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করে হঠাৎ বেরোবার জন্য পা বাড়াল।

নীলা কিছুদিন ধরেই মনে মনে স্থির করেছিল যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীকে কিছু বলা দরকার। সুযোগটা কিছুতেই আসছিল না, আজ এই মুহূর্তে তা হাতের কাছে পেয়ে যেতেই মনটাকে শক্ত করল। হঠাৎ স্বামীকে বেরোতে দেখেই পেছন থেকে ডাকল, 'শোন, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে!'

অমিতাভ বুঝতে না পেরে বলল, 'কি ব্যাপারে?'

নীলা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'তোমার আমার সম্পর্কের ব্যাপারে।'

অমিতাভ কথাটাকে অত্যন্ত হালকাভাবে নিয়ে বলল, 'ওঃ, সারাটা জীবন তো পড়ে আছে এ নিয়ে কথা বলার!'

নীলা চীৎকার করে বলল, 'নো! এখন থেকে তুমি অফিস আওয়ার্সের পর যেখানে যাবে আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই। তুমি জেনে রাখ, আমি আর বাড়িতে বসে থাকতে রাজী নই।'

অমিতাভ স্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। আমিও সেটাই চাই। একশ'বার যাবে। তাতে আমারই গৌরব বাড়বে। কিন্তু ডার্লিং, একটা সমস্যা তো দেখা দিচ্ছে—আমার অফিস আওয়ার্স তো কোন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকে না। অনেক সময় সেটা মাঝরাতে গিয়ে দাঁড়ায়। আর সেটা তো তোমার অজানা নেই!'

নীলাকে আর একটাও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অমিতাভ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে ড্রইংরুমের সোফায় গিয়ে বসে বেয়ারাকে ডেকে বলল, 'বাবা যে কটা খবরের কাগজ পড়েন এখনই নিয়ে এস।'

হাতের কাছে যে-কটা কাগজ পেল বেয়ারা সেগুলো নিয়ে এসে অমিতাভর সামনে রাখল।

অমিতাভ একটার পর একটা পাতা ওল্টাতে লাগল, কিন্তু কোনটিতেই বিজ্ঞাপনটা না দেখতে পেয়ে বেয়ারাকে ডেকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আনন্দবাজারটা দেখছি না কেন?'

বেয়ারা চটপট বলল, 'ঐ কাগজটা আজ বড় সাহেব নিয়ে বেরিয়েছেন।'

এতক্ষণে নীলার অনুমানের ইঙ্গিতটা অমিতাভর কাছে স্পষ্ট হল। মনে মনে স্থির করল, কাগজটা একবার দেখা দরকার।

কৃশানুকে একরকম জোর করে বের করে দিয়ে আদিনাথ ঘরে গিয়ে দেখলেন গৌরী কাপে চা ঢালছে। টেবিলের ওপরে প্লেটে কিছু খাবার প্রস্তুত। আদিনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখেই গৌরী

বলে উঠল, 'বাবা, খাবার তৈরী—খেতে শুরু কর।'

মেয়ের কাণ্ড দেখে আদিনাথ অবাক হয়ে বলেন, 'না না, অত খেতে পারব না। একটু আগে এ্যান্টাসিড খেয়েছি।'

এবার গৌরী একটু ধমকের সুরে বলল, 'তুমি তো বেশ বাবা, রাগ করে বাড়িতে কিছু না খেয়ে বাইরে পাঞ্জাবী খাদ্য খাওয়া হয়েছে। আচ্ছা তুমি কবে বড় হবে বল তো ?'

গৌরীর কথায় আদিনাথ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'মাঝে মাঝে তোর মধ্যে তোর মাকে দেখতে পাই আমি।'

গৌরী বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাই নাকি ? তুমি দেখতে পাও ?'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে বলে ওঠেন, 'অবশ্য পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। মায়ের কিছু ধাত তো মেয়ে পায়ই।' অতঃপর মেয়ের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বলেন, 'অনেকদিন পরে এইসময় তোর সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি !'

গৌরী প্রসঙ্গ পাল্টে আদিনাথকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বাবা, তোমার সঙ্গে চাওলা আঙ্কলের দেখা হয় ?'

চাওলা আঙ্কলের নামটা শুনে আদিনাথ একটু চমকে ওঠেন। গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, 'তা হঠাৎ তার কথা কেন ?'

গৌরী হেসে বলল, 'না, এমনি। এ বাড়িতে এলেই ওর কথা মনে আসে। তোমার আন্ডারে যখন কাজ করত তখন তো দুবেলা আসত। খুব মজার লোক ছিল কিন্তু। এখন তো শুনছি তোমার কমপিটিটার হয়ে গেছে, তাই না ?'

আদিনাথ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সে এখন আমাকে ছাপিয়ে যেতে চায়।'

গৌরী বলল, 'তাহলে ভদ্রলোকের এলেম আছে বল ! ববি এবার মিসেস চাওলার কাছ থেকে দশ হাজার টাকার ডোনেশন আনছে।'

আদিনাথ গৌরীর মুখের ওপর একটা কঠিন দৃষ্টি ফেলে বললেন, 'ববি ?'

গৌরী বলল, 'আরে, আমার বন্ধু প্রিয়ংবদাকে তো তুমি নিশ্চয়ই চেনো—ওর স্বামী। আমার বিভিন্ন কাজে খুব হেল্প করে। ওর সঙ্গে আবার মিসেস চাওলার একটা কিরকম যোগাযোগ আছে। চাওলা আঙ্কলের সঙ্গে ভদ্রমহিলার বয়সের অনেক পার্থক্য, আমার তো ওকে আন্টি বলা উচিত কিন্তু আলাপই হয়নি কখনও।'

আদিনাথ সব শুনে বললেন, 'ববিকে বলে দিও ওখান থেকে ডোনেশান না আনতে।'

গৌরী প্রশ্ন করল, 'কেন ?'

আদিনাথ এবার গৌরীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'একটা কথা মনে রাখিস গৌরী, মিঃ চাওলা এখন আমার কম্পিটিটার। আমাদের উভয়ের মধ্যে এখন একটা সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আর একটা কথা, আমাকে যে অপমানিত করে তার কাছে অন্তত তুমি হাত পাতবে না—এটুকু আশা করতে পারি। তাই বলছি, সেরকম হলে আমি যা দেব তার ওপর আরও দশ হাজার বাড়িয়ে দিলাম।'

আদিনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনটা একেবারেই ভেঙ্গে গেছে কৃশানুর। ভদ্রলোকের ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে যে অসুবিধেটা দেখা দিয়েছে, একদিনে কিছুতেই তার সমাধানের সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। আসলে জীবনবীমা করাতে গেলে যে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে

হয়, সেই অভিজ্ঞতাটা এখনও অর্জন করতে পারে নি কৃশানু। ফলে একদিকে যেমন সিনিয়র হিসেবে গৌরাঙ্গর উপদেশ মানতে সে বাধ্য, অন্যদিকে আবার হঠাৎ আসা এরকম একটা অভাবনীয় কেস হাতছাড়া করতেও মন চাইছে না। এর ওপরে আবার মাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথাটাও আছে। এতগুলো সমস্যা তার মাথার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের মতো বইতে লাগল। আরও দু-একটা জায়গায় তার যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মন চাইল না, সোজা বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বাড়িতে ঢুকে যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কৃশানু। চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ব্যাগ থেকে দামী কোম্পানীর একটা ইনভেস্টমেন্ট ফর্ম বের করে একমনে দেখছিল, এমন সময় একটা গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে অমিতাভকে নেমে আসতে দেখে কৃশানুও উঠে এসে বলল, 'আসুন, আসুন।'

অমিতাভ প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কৃশানু দত্ত?'

কৃশানু নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি। আপনি ঘরে এসে বসুন দয়া করে।'

অমিতাভ চেয়ারে বসলে কৃশানু অত্যন্ত বিনীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখন বলুন, কি দরকার?'

অমিতাভ কোনরকম ভূমিকা না করেই বলল, 'আজ কাগজে আপনার বিজ্ঞাপনটা খুব ইন্টারেস্টিং!'

কৃশানু বলল, 'কি করব বলুন, কাজ জানি অথচ ক্লায়েন্ট পাই না! শেষে মরীয়া হয়ে বিজ্ঞাপনটা দিয়ে ফেললাম। আপনার ভাল লেগেছে?'

'নিশ্চয়ই। খুব সাহসী এ্যাপ্রোচ।'

'ধন্যবাদ। বলুন কি করতে পারি?'

'আমি লাইফ ইনসিওরেন্স করাতে চাই।'

'নো প্রবলেম। তা কত টাকার করাবেন?'

'কত টাকা পর্যন্ত করানো যায়, তা তো আমার জানা নেই।'

কৃশানু যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'দেখুন, ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে কতকগুলো অফিসিয়াল নিয়ম মেনে চলতে হয়। আপনি চাইলেই যে কোম্পানী রাজী হবে এমন কথা নেই। ধরুন আপনি এক কোটি টাকা চাইলেন, কোম্পানী দেখবে আগামী পনের বছরে এক কোটি টাকার যা প্রিমিয়াম তা দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি আপনার আছে কিনা। আপনার স্ট্যাটাস জানতে চাইবে। আপনার যা বয়স তাতে শরীর নিয়ে প্রবলেম হবে না ঠিকই, কিন্তু এত টাকার ইনসিওর করার পেছনে অন্য কোন মতলব আছে কিনা তা কোম্পানী খতিয়ে দেখবে।'

অমিতাভ বলল, 'বাপরে বাপ! এ যে দেখছি একদম গোয়েন্দাগিরি! না মশাই, অত টাকার পার্টি আমি নই। টাকা কোথায় যে প্রিমিয়াম দেব! আপনি তো এ লাইনে আছেন, আজ পর্যন্ত কাউকে কি অত টাকার ইনসিওরেন্স করাতে দেখেছেন?'

'না, এক কোটি দেখিনি তবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স করাতে এসেছিলেন এক ভদ্রলোক।'

'বিলিওনিয়ার নাকি?'

'মনে হয় খুব বড়লোক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওঁর কেসটা হবে না।'

'কেন ?'

'ভদ্রলোকের বয়স ষাটের ওপর। ওঁকে ইনসিওরেন্সের হেলথবোর্ড পরীক্ষা করবেন। কিন্তু ওঁর একটা শর্ত আছে, এ খবর যেন কাকপক্ষীও টের না পায়।'

'তাজ্জব ব্যাপার ! কিন্তু কাউকে জানাতে চাইছেন না কেন ?'

'তা তো জানি না !'

'নিশ্চয়ই নমিনি যাকে করছেন তার নাম জানলে ছেলেমেয়ে গোলমাল করতে পারে। টাকাপয়সা খুবই খারাপ জিনিস তো !'

কৃশানু মাথা নাড়ল, 'দূর, তা নয় ! আসলে উনি নমিনি করতে চাইছেন ভারত সেবাশ্রমকে। অথচ নিয়ম হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে নমিনি করতে হবে—সেখানেও আটকে যাচ্ছেন।'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে তো খুব মুস্কিল, এত বড় কেসটা আপনার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে !'

'আর বলবেন না, ফাটা কপাল হলে এরকমই হয়। বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্লায়েন্ট পেয়েও হয়তো পস্তাতে হবে। এত বড় একজন ক্লায়েন্ট...'

'হয়তো বলছেন কেন, এখনও সুযোগ আছে নাকি ?'

'আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমি ওঁকে বলেছি অন্য কোন বড় কোম্পানীতে টাকাটা ইনভেস্ট করতে। পাঁচ বছরে টাকা ডাবল। রাজী হলে সুখের মুখ দেখতে পাব একটু।'

অমিতাভ বলল, 'কেসটা হলে আপনি কিরকম কমিশন পেতেন ?'

কৃশানু চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তা প্রচুর।'

'ঠিক আছে, যা পাবেন তার ওপর আরো দশ হাজার আমি আপনাকে দেব।' অমিতাভ নিচু স্বরে বলল।

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'আমি কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আপনি দিতে যাবেন কেন ?'

'কেন দিতে চাই সেই কথাটাই তো আপনাকে বলছি। শুনুন, ঐ ভদ্রলোকের ইনসিওরেন্স যদি করাতে না পারেন, তবে ওঁকে দিয়ে যেমন করে হোক ইনভেস্ট করাতে হবে আপনাকে।' অমিতাভ স্থির দৃষ্টিতে তাকাল।

অমিতাভর কথাগুলো আদেশের মতো শোনাল। কৃশানুর একটু সন্দেহ হল। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তাতে আপনার কি লাভ ? আপনি আসছেন কোত্থেকে ?'

এতক্ষণে অমিতাভ নিজের পরিচয় দিল, 'শুনলে অবাক হবেন কৃশানুবাবু, আদিনাথ মল্লিক আমার বাবা। আমার নাম অমিতাভ মল্লিক।'

কৃশানুর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, 'এ কথা আপনি আগে বলেন নি কেন ?'

'বললে কি করতেন ?'

'তাহলে এত কথা আপনাকে বলতাম না।'

'কেন ? বাবা নিষেধ করেছিলেন ?'

'সে কথা তো একটু আগেই আপনাকে বলেছি, উনি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চান। যদি জানতে পারেন আমি আপনাকে বলে ফেলেছি—উঃ !'

অমিতাভ মনে মনে এই সুযোগটাই খুঁজছিল। এবার প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'এ বাড়িটা কি

আপনাদের ?'

কৃশানুর চমক ভাঙল, 'এ্যাঁ ? না, ভাড়া বাড়ি।'

'আচ্ছা আপনি কখনো নিজের বাড়ির স্বপ্ন দেখেন না ?'

এবার কৃশানু রেগে বলল, 'আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছেন ?

অমিতাভ কৃশানুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'রসিকতা আমি মোটেই করছি না কৃশানু দত্ত। আমার কথা শুনে চললে আপনার আখেরে লাভই হবে। শুধু বাড়ি কেন, আরো অনেক কিছুই হাতের কাছে এসে যাবে।'

কৃশানু বলল, 'কি করে তা সম্ভব ?'

অমিতাভ বলল, 'বাবাকে দিয়ে ফর্মগুলো সই করিয়ে নিয়ে এলে জানতে পারবেন।'

'আমি কিন্তু কোন অন্যায় করতে পারব না।'

অমিতাভ একটু মুচকি হেসে বলল, 'আচ্ছা মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের নাম শুনেছেন তো ? তিনি কি কোনদিন অন্যায় করেছিলেন ? একবার শুধু উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে তাঁকে বলতে হয়েছিল—অশ্বত্থামা হত ইতি গজ, ব্যস, আপনাকেও ঐটুকু করলেই চলবে।'

কৃশানু এতদিন ইনসিওরেন্স করছে কিন্তু কখনও এ ধরণের লোকের সম্মুখীন হতে হয়নি তাকে। তাই সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে রহস্য বলে মনে হচ্ছে। মনে মনে একটু ভয় পেযে বলল, 'দেখুন, আমার সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে, মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

অমিতাভ ওকে আশ্বস্ত করল, 'মন দিয়ে শুনুন। আদিনাথ মল্লিকের অভ্যেস পকেটে পেন না রাখার ...'

'তাতে কি হয়েছে ?' কৃশানু অবাক হল।

'সব সময় অন্যের কাছ থেকে কলম নিয়ে কাগজপত্রে সই করেন। আপনাকে আমি এই দুটো কলম দিচ্ছি। একটা দিয়ে ওঁর কথামতো ফর্ম ফিল আপ করবেন। আর সই করবার সময় মনে করে অন্য কলমটা দেবেন। কলম দুটো ভাল করে চিনে রাখুন।'

কৃশানু কলম দুটো হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। বিশেষ কিছু তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বলল, 'অন্য কলমের থেকে এ দুটোর তফাৎ তো বোঝা যাচ্ছে না !'

'না, বোঝা যাবে না। কারণ কলম দুটো মোস্ট অর্ডিনারী।'

'তাহলে ?'

'চেক এবং ফর্ম জমা দেবার আগে জানতে পারবেন। যাই হোক, আপনার সঙ্গে কিন্তু আমার আবার দেখা হবে।'

কৃশানু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আবার ?'

'নিশ্চয়ই।'

অমিতাভ পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে কৃশানুকে দিয়ে বলল, 'এটা রাখুন। প্রয়োজন হলে ফোন করবেন। একটা কথা মনে রাখবেন কৃশানুবাবু, আপনি কিন্তু একটা বাড়ির মালিক হতে চলেছেন !'

'আপনার কথাবার্তা কিরকম যেন রহস্য উপন্যাসের মত বোধ হচ্ছে !' কৃশানু ভেবে পাচ্ছিল না সে কি করবে।

অমিতাভ মনে মনে খুশী হল। বুঝতে পারল একটু বুদ্ধি খাটালেই একে হাত করা যাবে। তাই কথা বলতে বলতে পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে কৃশানুর সামনে টেবিলে

রেখে বলল, 'এটা রাখুন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার সঙ্গে আমার এতক্ষণ যেসব কথা হল তা যেন কেউ জানতে না পারে।'

'ওকথা তো আপনার বাবাও বলেছিলেন।'

'কিন্তু দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে। সেটা আমাকে বলেছেন বলে আপনি একটা বাড়ির মালিক হতে যাচ্ছেন। কিন্তু একথাটা জানাজানি হলে আপনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে। কথাটা ভেবে দেখবেন আশা করি।' অমিতাভ হাসল। তারপর কৃশানুকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কৃশানুও হতভম্বের মতো অমিতাভর চলে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখল।

বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে গৌরীর সময়টা যে কীভাবে কেটে গেল সে নিজেই বুঝতে পারল না। একসময় আর অপেক্ষা না করে বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নীলার ঘরে ঢুকে দেখল নীলা খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

এমন অসময়ে নীলাকে শুয়ে থাকতে দেখে গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'কী হল বৌদি, শুয়ে আছ যে?'

আসলে বেশ কিছুদিন থেকেই অমিতাভর ব্যবহারটা নীলার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল। শুয়ে শুয়ে সে তার ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছিল। হঠাৎ গৌরীর গলার শব্দ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। কোন কথাই বলতে পারল না।

গৌরী বলল, 'দাদা এসেছিল শুনলাম!'

'হ্যাঁ।'

'তুমি তো দাদার সঙ্গে বেরুতে পারতে। মিছিমিছি বাড়িতে বসে বোর্ হচ্ছ!'

নীলা আলোচনাটাকে হালকা করার জন্য একটু হেসে বলল, 'না না, বোর্ হবো কেন? আর এতদিন বাদে তুমি এলে ...'

গৌরী বিরক্তি প্রকাশ করল, 'তুমি আর সাজানো কথা বলো না তো! ভরসন্ধ্যেবেলায় তুমি বিছানায় শুয়ে আছ, সত্যি কথাটা বলো তো! নিশ্চয়ই দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

নীলা বলল, 'সব কথা তোমাকে আমি বলতে পারব না গৌরী, আমার আত্মমর্যাদায় লাগে। তুমি আমাকে আর প্রশ্ন করো না প্লিজ।'

গৌরী শুনে বলল, 'এইজন্যেই মনে হয়, বিয়ে না করে বেশ ভালই আছি। একবার ভেবে দেখ তো, একটা লোক কাঁধের ওপর বসে নিঃশ্বাস ফেলবে আর সেটা সারাটা জীবন ইচ্ছের বিরুদ্ধে সহ্য করতে হবে, অসম্ভব—তুমি পার বৌদি।'

নীলা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলল, 'কিন্তু লোকটা তোমার দাদা, গৌরী!'

গৌরীও সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিল কথাটা, 'তাতে কি হয়েছে? তুমি জেনে রাখ, ওসব সেন্টিমেন্ট আমার নেই। আমি মেয়ে বলে বাবা আমাকে মা মারা যাবার পর কার্শিয়াং-এর স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ছুটিতে এলে সবসময় বাবাই আমাকে আগলে রাখত। তোমার স্বামী দেবতাটি কখনোই এই বোনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করেনি। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, এ বাড়িতে ভাইফোঁটা হয়নি।'

নীলা একমুহূর্ত দেরী না করে বলল, 'তুমি ফোঁটা দিতে চাইলে ওরা কি রিফ্যুজ করত?'

গৌরী অবাক হয়ে গেল বউদির কথা শুনে। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কথা

শুনে সত্যি অবাক লাগছে ! তুমি এত কিছুর পরেও দাদাকে সাপোর্ট কর ! আমার এখনও বেশ মনে আছে, মা মারা যাওয়ার পর দাদা বলেছিল—'বাঁচা গেল, এখন থেকে আর কেউ খবরদারি করতে আসবে না ! এটা শোনার পরও—

'আমি শুনেছি তখন তোমার দাদার বয়স দশ আর তোমার পাঁচ।' নীলা বলল।

'ঠিক। কিন্তু ঐ কথাগুলো আজও আমি ভুলতে পারি নি।' মাথা নাড়ল গৌরী।

নীলা একটু থেমে বলল, 'তোমার মাকে মনে আছে গৌরী ?'

মার কথা শুনে গৌরী মুখ ফেরায়, তার দুচোখে জল টলমল করে। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। কোন কথাই বলতে পারে না।

অতঃপর নীলাই আবার বলল, 'আমার শুনে অবাক লেগেছে, এত অল্প বয়সে ওঁর হার্ট এ্যাটাক হল কি করে ? উনি কি প্রায়ই অসুখে ভুগতেন ?'

'না।' মাথা নাড়ল গৌরী।

'তাহলে অসুখটা হল কেন ?'

গৌরী উল্টে প্রশ্ন করল, 'দাদা কি বলে ?'

'ও নাকি কিছুই জানে না।'

'এই একটা কথা একশ'ভাগ সত্যি। যাক গে, এখন ওসব কথা বাদ দাও। তোমার সঙ্গে ঝগড়া হল কেন ?'

'আচ্ছা, ঝগড়া হয়েছে বলে তোমার মনে হচ্ছে কেন ?'

'দেখ বউদি, তুমি আপত্তি থাকে বলো না, কিন্তু কথা এড়িয়ে যেও না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নীলা বলল, 'আমি তোমার দাদার সঙ্গে সমঝোতা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও একটা অজুহাত তৈরী করে এড়িয়ে গেল।'

'এই জন্যেই আমার প্রিয়ংবদাকে এত ভাল লাগে।'

'প্রিয়ংবদা ? মানে তোমার সেই বন্ধু যে নিয়মিত টিভি সিরিয়াল ও সিনেমাতে অভিনয় করে ?'

গৌরী বেশ গর্বের সঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ, আপরাইজিং ! ববি ওর স্বামী। অথচ শুনলে অবাক হয়ে যাবে, ববি আমাকে প্রেম নিবেদন করে। আমি জানি যে কোন সুন্দরী মেয়েকেই ববি একইভাবে এ্যাপ্রোচ করে আর প্রিয়ংবদা সেটা জানে।'

নীলা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'জানে ?'

গৌরী বলে, 'কিন্তু এতই চালাক যে জেনেও না জানার ভান করে। এমনকি আমার সঙ্গে বন্ধুত্বও রেখেছে। আসলে কি জান বউদি, স্বামীর সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক চলে যাওয়ার পর ও একরকম নিরাসক্ত হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ মেয়ের মত পেছন পেছন খ্যাঁকখ্যাঁক করে ছোটে নি। আমার তো মনে হয় ঠিকই করেছে। কিন্তু তুমি যেটা করছ তাতে খামোকা অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে যত দিন যাবে, ডিপ্রেশনে ভুগবে।'

নীলা বলল, 'কিন্তু আমি যদি তোমার দাদার সঙ্গে পাল্লা দিই, তাহলে সেটা এ বাড়ির বড়সাহেব কি সহ্য করতে পারবেন ? ছেলেকে যেটা বলতে পারছেন না বউমার ক্ষেত্রে কি তাই হবে ?'

'তুমি যেটা ভাল মনে করবে সেটাই করবে বউদি। তবে দাদার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মানে এই নয় তুমিও নোংরামি শুরু করবে। আর শোন, মানুষ কিন্তু ইচ্ছে করলেও নোংরামি করতে

পারে না। তার রুচি সংস্কার ভদ্রতাবোধ তাকে নিশ্চয়ই বাধা দেয়।'

নীলা প্রশ্ন করল, 'তোমার দাদাকে তাহলে এসব বাধা দেয় নি কেন ?'

'হয়তো মল্লিক বাড়ির রক্ত কথা বলছে!'

নীলা চমকে ওঠে, 'রক্ত মানে ?'

গৌরী বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'নিশ্চয়ই। আমাকেই তো দেখতে পাচ্ছ, আমার কি কথা ছিল ফ্যাশন আর গ্ল্যামারের জগতে পাক খাওয়ার ?'

নীলা বলল, 'কিন্তু তুমি তো তোমার ডিগনিটি হারাওনি—হারিয়েছ ?'

গৌরী মাথা নিচু করে বলল, 'তা তো জানি না।'

নীলা আরও বলল, 'আর একটা কথা কি জান, তোমার বাবাকে দেখে মনেই হয় না ওঁর মধ্যে তোমার দাদার ভাইলনেসগুলো কখনও ছিল। ওঁর মত ডিসিপ্লিন্ড মানুষের রক্ত তোমার দাদার শরীরে কোন কাজই করেনি।'

এবারেও গৌরী জানি না বলে এড়িয়ে গেল।

নীলা বলল, 'ঠিক আছে, কথাগুলো বলে একদিকে তুমি আমার উপকারই করলে গৌরী। আমাকে পুরো ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে হবে।'

ওদের কথা বলার মাঝেই হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। নীলা উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো!'

অন্যদিক থেকে যা কথা হল সেটা শুনে এবার রিসিভারটা গৌরীর দিকে এগিয়ে দিল।

এ বাড়িতে তাকে এসময় কে ফোন করতে পারে ভেবে পেল না গৌরী। মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিসিভারটা তুলে বলল, 'হ্যালো, কে ? ববি ? কিন্তু এ বাড়ির টেলিফোন নাম্বার তোমাকে কে দিল ? শোন, একটা কথা তোমাকে স্পষ্টই জানিয়ে রাখি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্বড্ হোয়েন আই অ্যাম হেয়ার—ইয়েস, আমি আমার বাড়ির লোকের সঙ্গে থাকতে চাই, এ্যান্ড আই ট্রিট ইউ পিপ্‌ল আউটসাইডার! আন্ডারস্ট্যান্ড ?'

আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গৌরী রিসিভারটা রেখে দিল।

নীলা একটা কথা না বলে পারল না, 'আমি বুঝতে পারি না গৌরী, তুমি একজন বিবাহিত লোককে প্রশ্রয় দাও কেন ?'

গৌরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নীলার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'জানি না। বিশ্বাস কর, আই ডোন্ট নো!'

॥ ৭ ॥

কৃশানুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমিতাভ একটু হালকা হতে চাইল। ইদানীং এরকম মুহূর্তে যা করে আজও তাই করল। একটা টেলিফোন করে সোজা মিসেস চাওলার বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। সুন্দর সাজানো ড্রইংরুমের একপাশে রাখা দামী সোফাটায় পাশাপাশি বসে অমিতাভ এবং মিসেস চাওলা। দামী অত্যাধুনিক আসবাবপত্রে সাজানো ঘরখানি অত্যন্ত রুচিশীলতার পরিচয় দিচ্ছে।

অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, চাওলা আঙ্কল কখন আসছেন ?'

অমিতাভর মুখে 'আঙ্কল' শব্দটা শুনে মিসেস চাওলা প্রতিবাদ করে উঠল, 'ও, ডোন্ট কল হিম চাওলা আঙ্কল! ওই ডাক শুনলে মনে হয় আমি খুব বুড়ি হয়ে গেছি!'

অমিতাভ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আরে না না। আপনার সঙ্গে তো ওনার বয়সের অনেক ডিফারেন্স। আসলে কি জানেন, ছেলেবেলায় ওঁকে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে দেখতাম। তখন তো ওই নামেই ডাকতাম আমরা। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেল। উনি নিজে বিজনেস স্টার্ট করলেন, আমাদের সঙ্গে গ্যাপ ক্রমশ বেড়ে গেল, দেখাশোনাও খুব কম হ— প্র্যাকটিক্যালি এখন তো সম্পর্ক নেই বললেই চলে সে অর্থে।'

মিসেস চাওলা মুচকি হেসে বলল, 'এখন প্রতিযোগী, তাই তো?'

অমিতাভ হেসে উত্তর দিল, 'ঠিকই, ব্যাপারটা তাই।'

মিসেস চাওলা বলল, 'হ্যাঁ আমি শুনেছি একসময় উনি আপনার বাবার এমপ্লয়ি ছিলেন, খুব কনফিডেন্সে ছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে যখন বিলেতে প্রথম আলাপ হল তখন প্রতিষ্ঠিত বিজনেসম্যান। টাকা ছাড়া আর কিছুই জানেন না। টাকা পেলে আপনজনকেও ভুলতে এতটুকু দ্বিধা করেন না। এই দেখুন না, এখন আমার কথা একদম ভুলে গেছেন।'

অমিতাভ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কি রকম?'

মিসেস চাওলা বলল, 'ওই জাপানী ডেলিগেটরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওঁর কোনদিকে তাকাবার সময় নেই। এই তো একটু আগে ফোন করে জানালেন, একটা বিশেষ কাজে উনি আটকে গেছেন, আমি যেন আপনাকে কম্প্যানি দিই।' বলে হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগল।

কথাটা শোনার পর অমিতাভর চোখেমুখে বেশ আড়ষ্টতার চিহ্ন ফুটে উঠল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যে এখানে আসছি তা উনি জানেন?'

মিসেস চাওলা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি আজ পর্যন্ত কোন কাজ লুকিয়ে করিনি। কারণ লুকিয়ে কোন কাজ করাকে আমি কাপুরুষতা মনে করি।'

অমিতাভর কৌতূহল বেড়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, একথা শুনে চাওলা আঙ্কল অবাক হননি?'

মিসেস চাওলা হেসে উত্তর দিল, 'তা একটু হয়েছিল বৈকি। কিন্তু আপনাকে বাল্যকাল থেকে দেখেছেন বলে হয়তো ভেবেছেন স্ত্রী নিরাপদ। আসলে কি জানেন, ছেলেদের মধ্যে একটা শিশু বাস করে। কোন কিছু চাওয়ার সময় হ্যাংলা হতে আটকায় না। আর পাওয়া হয়ে গেলে ভাবে পেয়েই গেছি—তখন আর বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। কিছু কি মনে করলেন?'

অমিতাভ বলল, 'না না, মনে করার কি আছে! তবে আমি বিশ্বাস করি না চাওলা আঙ্কল আপনাকে গুরুত্ব দেয় না।'

মিসেস চাওলা অবাক হয়ে বলল, 'মাই গড, আমি ওঁর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট হয়েও ওঁকে রবি বলে ডাকি। অতএব আপনিও ওঁকে রবি বলেই ডাকবেন আর আমাকে শুধু প্রিয়া।'

মিসেস চাওলার যুক্তিটা মেনে নিয়ে অমিতাভ বলল, 'ঠিক আছে, আজ হঠাৎ আপনার ফোন পেয়ে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—শুধু অবাক নয়, সেই সঙ্গে ...'

'কি সেই সঙ্গে?'

'না, থাক।'

মিসেস চাওলা প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'দেখুন মিঃ মল্লিক, আপনার সঙ্গে আমার এর আগে মাত্র দুবার দেখা হয়েছে। একবার ক্যালকাটা ক্লাবে আর একবার বাজোরিয়াদের পার্টিতে, আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। আমি নিজেই জানি না কেন এত ইন্টারেস্টেড হলাম! দেন

রবি টোল্ড মি এ্যাবাউট ইউ—আর তখনই মনে মনে ঠিক করলাম বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরালাম।'

অমিতাভ বলল, 'আই এ্যাম অনারড্।'

মিসেস চাওলা অমিতাভর কাছে একটু সরে এসে বলল, 'আমার একটা অদ্ভুত গুণ আছে, জানেন মিঃ মল্লিক ? যে আমাব সংস্পর্শে আসে তারই কপাল খুলে যায়। এই তো কিছুদিন আগে রবিকে বললাম একটা ঘোড়া কিনতে। ও এতটুকু হেজিটেড না করে কিনল। অবাক হয়ে যাবেন শুনলে যে ঘোড়াটা এখনও আনবিটন্। আচ্ছা, আপনাকে রেসকোর্সে কখনও দেখিনি তো ?'

অমিতাভ কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'গিয়েছি মাঝে মাঝে।'

মিসেস চাওলা উৎসাহ দিয়ে বলল, 'নেক্স্ট বুধবার চলে আসুন। মহারানী গোল্ড কাপে আমার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। আমি সিওর ও উইন করবে।' হঠাৎ হাতঘড়িটা দেখে উত্তেজনার বশেই বলে উঠল, 'ও অমিত, ইট্স্ হাইটাইম ! শুধু কথাই বলে যাচ্ছি—বেযারা, ড্রিঙ্কস ! আজ আমি তোমাকে খুব পুরনো স্কচ্ খাওয়াবো।'

অমিতাভর কিছু বলার আগেই বেয়ারা একটা বোতল এবং দুটো গ্লাস এনে টেবিলের ওপর রেখে নিঃশব্দে চলে গেল। দ্রুত আপনি থেকে তুমিতে নেমে গেল মিসেস চাওলা।

রাতের গভীরতা একটু একটু করে বাড়তে থাকে। অমিতাভর ঐভাবে বাড়ি থেকে বেবিযে আসাটাকে নীলা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। বিছানায শুয়ে সেই কথাই ভাবছিল। চোখে মুখে রাগ এবং অভিমান দুটোই ফুটে উঠেছে। সম্ভব হলে এখনই এই মুহূর্তে এব একটা বিহিত করতে চায়। কিছুতেই স্থির থাকতে পারছে না। একসময়ে বেযারা সমস্ত আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে গেল। সমস্ত বাড়িটা একমুহূর্তে অন্ধকারে ঢেকে গেল।

অন্যদিকে মিসেস চাওলার সংস্পর্শে এসে অমিতাভকে দেখে বোঝার উপায নেই যে তাব বাড়ি আছে, স্ত্রী আছে—মিসেস চাওলার অনুরোধে তাব হাতে স্কচের গ্লাস।

অমিতাভকে কোন কথা বলতে না দেখে একসময মিসেস চাওলা প্রশ্ন করল, 'কি অমিত, হঠাৎ চুপ হয়ে গেলে যে ! আমার কাছে এসে বোর হচ্ছে না নিশ্চয়ই !'

অমিতাভকে তখন নেশায় পেযেছে, সে নেশার ঘোরেই বলল, 'না, না। আমার রিয়েলি খুব ভাল লাগছে।'

মিসেস চাওলা বলল, 'একটা কথা তোমায় বলা হযনি, বাইপাস-এর ধাবে যে খালি জমিটা রয়েছে—ঐ জমিটাতে একটা ফ্যাক্টরি করার জন্য ববি খুব ব্যস্ত হযে পড়েছে। অথচ এখন শুনছি তোমরাও নাকি জমিটার ব্যাপারে খুবই ইন্টারেস্টেড !'

অমিতাভ বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'ওসব বাবা দেখেন।'

আদিনাথ মল্লিকের প্রশংসা করে মিসেস চাওলা বলল, 'তোমার বাবা কিন্তু এখনও বেশ এ্যাকটিভ। যদিও আমি ওঁকে কখনও দেখিনি কিন্তু এটা জানি যে রবি ওঁকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করে। আর সেইজন্যেই সে খুব ওরিড।'

'ওরিড ? কেন ?'

'সত্যি কথা বলতে আমি কিছুই জানি না। শুনেছি রবি ঐ জমিটা পেতে চায। জাপানীজদের ও একরকম কথাও দিয়েছে। এখন মুস্কিল হচ্ছে, সরকার যদি ঐ জমিটা মিঃ

আদিনাথকে অর্থাৎ তোমার বাবাকে দিয়ে দেয়—তাহলে বুঝতেই পারছ, রবি মাইট বি ইন ট্রাব্‌ল্‌।'

'কিন্তু কেন ?'

মিসেস চাওলা আসল রহস্যটা প্রকাশ করল, 'ঐ জমির ওপর নির্ভর করে ইতিমধ্যে অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছে বেচারা। এখন যদি—'

আর কিছু বলার আগেই অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা চাওলা আঙ্কল, ওঃ ভেরি সরি, রবি এ্যাকচুয়েলি কি চান ?'

মিসেস চাওলা অমিতাভর হাতটা ধরে বলল, 'রবি কি চায় জানি না, কিন্তু আমি চাই তুমি ইনটারফিয়ার কর !'

অমিতাভ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'মুখে বললেও কাজটা কিন্তু অত সহজ নয়। কারণ আদিনাথ মল্লিক ইজ এ স্ট্রং ম্যান।'

মিসেস চাওলা অমিতাভকে উৎসাহিত করে বলল, 'তুমিই বা কম কিসের ?'

কথাটা শোনার পর অমিতাভ মিসেস চাওলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে মুখে দিয়ে বলল, 'খুবই চিন্তার ব্যাপার। দেখি কি করা যায় কিন্তু—'

মিসেস চাওলা লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'নো কিন্তু। উই মাস্ট কিপ রবি ইন গুড হিউমার। এ্যান্ড দ্যাট প্লট অব বাইপাস উইল বি আওয়ার গুড বেট।'

অমিতাভ আর অপেক্ষা না করে বলল, 'ও. কে. মিসেস চাওলা। এখন চলি, আবার দেখা হবে।'

মল্লিক বাড়ির সমস্ত আলোগুলো অনেক আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র নীলার ঘরে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। নীলা চুপটি করে খাটে শুয়ে আছে। চোখে ঘুম নেই। এমন সময় বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল। একটি মহিলার ছায়ামূর্তি দেখা যায়। গাড়ি থেকে নামে অমিতাভ। শরীর ঠিক নেই, পা টলছে। কোনরকমে বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। একটা গানের সুর শোনা যায়। ছায়ামূর্তি গানটা শোনে। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। অমিতাভর চিনতে ভুল হল না, দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই নীলা উঠে বসল। রাগে সমস্ত শরীর তখন তার জ্বলছে। কঠিন প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'অভিসার শেষ হল ?'

অমিতাভ পোশাক খুলতে খুলতে বলল, 'অভিসার ! হ্যাঁ, তা বলতে পার। আচ্ছা তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে থাক কেন বল তো ? যাও, শুয়ে পড়ো।'

রাগে নীলার ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে। অমিতাভ সেটা লক্ষ্য করে এগিয়ে এসে ভ্রূদুটো ধরে বলে, 'এ দুটোকে সোজা কর, স্ট্রেট !'

নীলা টান দিয়ে অমিতাভর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'বাঃ, চমৎকার।'

অমিতাভ এবার নিজেকে সংযত করে বলল, 'আরে, রাগ করছ কেন ? কি চাই বল ? তুমি যা চাও তাই দেব। আজ তুমি যে খবর আমাকে দিয়েছ তার জন্যে সব কিছু দিতে রাজী আছি। ইয়েস ডার্লিং, আনন্দবাজারে একটা এ্যাড দেখে বুড়ো ছুটেছিল ইনসিওরেন্সের দালাল কৃশানু দত্তর বাড়িতে। পঞ্চাশ লাখ টাকার ইনসিওরেন্স করাতে চায়। আর নমিনি

কে জান ? শুনলে অবাক হয়ে যাবে, ভারত সেবাশ্রম ! চিটিং কেস। কিন্তু এটাও জেনে রাখ, অমিতাভ মল্লিককে চিট করবে এমন কেউ এখনও জন্মায়নি।'

নীলা আর সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি কি চুপ করবে ?'

নীলার চিৎকারে অমিতাভর সম্বিৎ ফিরে আসে। কাছে এসে বলে, 'ইয়েস, চুপ করব— আর ক'টা দিন সত্যিই চুপ করে থাকব। দ্যাট স্টুপিড কৃশানু উইল বি ইন মাই সু'জ। এভরিথিং ইজ ডিসকাস্‌ড্‌, এভরিথিং ইজ এ্যারেন্‌জ্‌ড্‌—দেন দি হোল ওয়ার্লড উইল বি ইন মাই পকেট !'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলার সময় অমিতাভর শরীর টলছিল। দরজাটির কাছে আসতেই হঠাৎ লক্ষ্য করল বাইরে একটা ছায়ামূর্তি চলে যাচ্ছে। ঘরের আলোটা দরজার ফাঁক দিয়ে যতটা গেছে তাতেই অমিতাভর চিনতে এতটুকু অসুবিধা হল না রাতের পোশাক পরা ঐ ছায়ামূর্তি নিজের বোন গৌরী ছাড়া আর কেউ নয়।

একটু অবাক হলেও কোন কথা না বলে নিজের বিছানায় এসে বসল।

## ॥ ৮ ॥

প্রতিদিনের অভ্যাসমতো ভোরবেলা আদিনাথ মল্লিক মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে গেলেন। গৌরীর শরীরে তখন রাতের পোশাক। বেশ কয়েক ধাপ নেমে আসে নিঃশব্দে বাবার পেছন পেছন, কিন্তু কোন কথা বলল না—তারপর ধীরপায়ে ওপরে উঠে যায়।

হঠাৎ বিজ্ঞাপনের কথাটা মনে হতেই কেমন সন্দেহ হল। আস্তে আস্তে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আলোটা জ্বালে। চারদিক ভাল করে খুঁজতে থাকে। টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেখে। কিন্তু না পেয়ে একটু হতাশ হয়ে শেষে ব্রিফকেস খুলে ফেলে। একটা আনন্দবাজার ভাঁজ করা অবস্থায় দেখে সেটাকে বের করে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ একটা জায়গায় লাল গোল দাগ দেওয়া বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়ে। এমন সময় দরজায় টোকা পড়তেই গৌরী তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে ঠিক জায়গায় রাখতেই নীলা ঘরে ঢুকল। গৌরীকে দেখেই নীলা প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার, তুমি এসময়ে এ ঘরে ?'

'ওই একই প্রশ্ন তো আমারও !'

'আসলে, তোমায় ঢুকতে দেখলাম, তাই—'

গৌরী প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেলেও মুহূর্তমধ্যে সেটা কাটিয়ে বেশ সহজভাবেই বলল, 'কি জান বৌদি, এই ঘরটায় আমার ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেইসময় কিন্তু এঘরে আসার জন্যে কাউকে জবাবদিহি করতে হত না।' দেওয়ালে টাঙানো মায়ের ফটোটার দিকে তাকিয়ে বলল, ওই ভদ্রমহিলা এই ঘরে মারা যান। এখানে এলেই সেই দৃশ্যটা আমার মনে আসে, খুব ঝাপসা তবু আসে। তখন একটা অদ্ভুত গন্ধ এ ঘরের বাতাসে ভাসত।'

নীলা একটা কথাই শুধু বলল, 'ও।'

গৌরী প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বুঝি রোজই এত ভোরে ওঠ ?'

নীলা মাথা নেড়ে বলল, 'না, না। তুমি কি এখন চা খাবে ?'

গৌরী মনে মনে ভাবছিল এই সময় একটু চা হলে মন্দ হত না। তাই কোনরকম দ্বিধা না করেই বলল, 'খাব।'

নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে গৌরী আবার ডাকল, 'আচ্ছা বৌদি !'

নীলা ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি, ডাকলে কেন ? মনে হচ্ছে কিছু বলবে ?'

'দাদা কি উঠেছে ? এ বাড়িতে এলাম, অথচ ওঁর সঙ্গে দেখা হল না !'

'কাল অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছে।'

'এ্যান্ড হি ওয়াজ ড্রাঙ্ক ! আমি আজও বুঝে উঠতে পারছি না, এত বড় অন্যায়কে তুমি কি করে মুখ বুজে সহ্য করছ ?'

নীলা গৌরীর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'একটা কথা জেনে রাখ, আমি কিছু করলে এখনই খবরের কাগজে তা নিউজ হবে। এ বাড়ির মেয়ে হয়ে তা টলারেট করতে পারবে তো ? আর এটা ঠিক, আদিনাথ মল্লিকের বাড়ির কেচ্ছা কাগজে বের করার লোকের কিন্তু অভাব নেই।' হঠাৎ কি মনে হল, নীলা মুচকি হেসে বলল, 'বুঝলে গৌরী, এখন সব কিছু আনডার দি টেব্‌ল মিটমাট করার যুগ। ভাবছি আমাকেও তাই করতে হবে। থাক ওসব কথা, তুমি কি চলে যাচ্ছ এখন ?'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, ভাই। আমাকে এখনই বেরুতে হবে। আর শুধু তাই নয়, বাবা ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। ব্রেকফাস্টের টেবিলে তুমি বাবাকে বলো, আমি পরে ফোন করব। তুমি বরং আমার ঘরে চা দিয়ে যেতে বল।'

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে নীলাকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গৌরীর এইভাবে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়াটা নীলাকে অবাক করল। একবার ঘরের চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে সেও ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আদিনাথ মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে এলেন। বাড়িতে ঢোকার আগে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন গৌরীর গাড়িটা নেই। দরজার সামনেই মালি দাঁড়িয়ে ছিল, আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'মেমসাহেবের গাড়িটা দেখছি না কেন ?'

মালি মাথা নিচু করে বলল, 'উনি চলে গেছেন, সাহেব।'

একটা অস্পষ্ট স্বর আদিনাথের মুখ দিয়ে অজান্তে বেরিয়ে এল, 'চলে গেছেন !' আর কোন কথা না বলে গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আনন্দবাজার-এর বিজ্ঞাপনটা থেকে কৃশানু দত্তর ঠিকানাটা নিয়ে গৌরী গাড়ি নিয়ে সোজা কৃশানু দত্তর বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামায়। গেটের সামনে তখন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ব্রাশ করছিলেন। হঠাৎ এইসময় গাড়ি আসতে দেখে থুতু ফেলে মনে মনে হিসেব করলেন, তিন নম্বর গাড়ি !

গৌরী কাছে এসে বলল, 'মাফ করবেন, দয়া করে কৃশানু দত্তর বাড়িটা—'

'আরে, আসুন আসুন। ছোকরার কপালটা দেখছি খুলে গেল !'

গৌরী বুঝতে না পেরে বলল, 'তার মানে ?'

'কাল থেকে আপনারটা নিয়ে তিন-তিনটে গাড়ি এল। আপনি নিশ্চয়ই ঐ কাগজের বিজ্ঞাপনটা দেখে এসেছেন ?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'তা মা, এত অল্প বয়সে জীবনবীমা করার ইচ্ছে হল কেন ?'

হঠাৎ গৌরী দাঁড়িয়ে পড়ল। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কৈফিয়ৎ না দিলে আপনি কি কৃশানু দত্তর বাড়ি দেখাবেন না ?'

ভদ্রলোক লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ছি ছি ছি! বুড়ো হয়েছি, কৌতূহল হল। বয়সটা খুবই কাঁচা মনে হল, তাই। আসলে অভিজ্ঞতায় দেখেছি বাঙালী ভবিষ্যতের কথা ভাবে তখনই যখন তার প্রদীপের তেল শুকিয়ে যায়। এক্ষেত্রে একটু তফাৎ লাগল। ওই বাড়ি—মনে হচ্ছে ছোকরা এখনও ঘুমুচ্ছে, চলুন ডেকে দিচ্ছি। আমি ওদের বাড়িওয়ালা।'

গৌরী ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।'

ভদ্রলোক চলে গেলে গৌরী এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ে। তিনবাবের পর দরজাটা খোলে কৃশানু। সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হল। এত সকালে একজন সুন্দরীকে দেখে হকচকিয়ে যায়। কোনমতে বলে, 'কাকে চাই?'

'মিঃ কৃশানু দত্ত।'

'আমিই কৃশানু দত্ত। দয়া করে ভেতরে আসুন। আপনি বসুন, আমি আসছি।'

গৌরী ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে চারদিক দেখতে লাগল। একটু পরে ফ্রেশ হয়ে ঘরে ঢুকলো কৃশানু। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। উল্টোদিকে আর একটা চেয়ারে বসে খুব সহজভাবে বলল, 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

এবার গৌরী কথা বলল, 'আশা করি আমাকে চিনতে পেরেছেন!'

এবার ভাল করে মুখের দিকে তাকাল কৃশানু। মনে পড়ে যেতেই সে চমকে উঠল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি হঠাৎ এখানে?'

'আমি কে তা জানেন?'

'না। তবে গতকাল আপনাকে আদিনাথ মল্লিকের বাড়িতে দেখেছি।'

'ঠিকই। আমি তাঁর মেয়ে। আমি এখানে এসেছি আপনাকে একটা ছোট্ট অনুরোধ করতে।'

'বলুন।'

'আমার বাবা আপনাকে যে দাযিত্ব দিয়েছেন সেটা যেন ঠিকমত কবেন!'

কৃশানু এবারও অবাক হয়ে প্রশ্ন কবল, 'আচ্ছা, আমাকে উনি কি দাযিত্ব দিযেছেন তা কি আপনি জানেন?'

গৌরী হাত নেড়ে জানাল, 'না, সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি চাই ওঁর ইচ্ছে যেন অপূর্ণ না থাকে। কোন কারণে এ ব্যাপারে উনি মানসিক কষ্ট পান আমি চাই না।'

কৃশানু বলল, 'আপনি জানেন যে উনি আমাকে একটা কাজেব দাযিত্ব দিয়েছেন, অথচ এটা জানেন না যে সেই কাজের দাযিত্বটা কি?'

গৌরী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'তবে কিছুটা অনুমান করতে পারি ...'

কৃশানু একটা কথাই শুধু বলল, 'ও।'

গৌরী এবার আসল রহস্যটা বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আপনি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তাই দেখে উনি আপনার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু কাজটা করতে গিযে আপনি বেশ অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন। আর সেইজন্যেই ও বাড়িতে গিয়েছিলেন বাবাব সঙ্গে দেখা করতে, তাই তো?'

'ঠিক তাই।'

'কাজটা হোক আর না হোক, বাবা কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করেছিলেন।'

'তা আমি কি অবিশ্বাসের কাজ করেছি?'

'সেটা আমি বলব না, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'কিছু মনে করবেন না, আমি কিন্তু আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না!'

এবার গৌরী একটু অবাক হয়ে বলল, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, বাবা কি ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন?'

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'আপনি কিছুদিন আগে ইনসিওরেন্সের এজেন্ট হিসেবে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা দিয়েছিলাম ...'

গৌরী একটু মুচকি হেসে কৃশানুকে মনে করিয়ে দিল, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ঐ বিজ্ঞাপনে একটা শব্দ ছিল—"গোপনে"!'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে।'

'তাহলে গতকাল যে দাদা আপনার কাছে এসেছিল, তা কি আপনি বাবাকে জানিয়েছিলেন? সেটা কিন্তু আপনার কর্তব্য ছিল।'

'কিন্তু উনি তো আমাকে সকালে ফোন করতে বলেছেন। আমি একটু পরেই ফোন করব।'

'তখন কি দাদার কথাটা বলবেন?'

কৃশানু এবার কোন কথা বলল না, চুপ করে থাকল।

গৌরী রেগে গেল, 'কি, চুপ করে আছেন কেন? উত্তর দিন!'

কৃশানু গৌরীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করল, 'আপনার দাদা যে গতকাল এখানে এসেছিলেন, তা আপনি জানলেন কি করে?'

গৌরী বলল, 'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। একটা কথা কি জানেন, অহংকার মানুষকে নিজের অজান্তে দুর্বল করে দেয়। ধরে নিন, দাদার মুখ থেকেই যে করে হোক ওর এখানে আসার খবরটা পেয়েছি।'

কথাটা বলেই গৌরী একবার আড়চোখে কৃশানুর মুখের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করতে বলল, 'কি কৃশানুবাবু, খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন মনে হচ্ছে?'

কৃশানু বলল, 'তার মানে অমিতাভবাবু নিজেই কথাটা গোপন রাখেননি!'

'বুঝতে পারছি এক্ষেত্রে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন, তাই না?'

কৃশানু আর স্থির থাকতে না পেরে বলল, 'আচ্ছা, আপনি কি চান বলুন তো?'

'কিছুই না। শুধু একটা কথা জানতে চাই, এই যে আমি আপনার কাছে এসেছি, এটা নিশ্চয়ই আপনি বাবাকে বলবেন—কি, তাই না?'

'বলা তো উচিত।'

'অথচ দাদার কথা কিন্তু এখনও বলেননি। অবশ্য সময় এখনও যায়নি। একটু পরে ফোনে জানাবেন বলেছেন এবং সেইসঙ্গে আমার কথাটাও, তাই তো? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দাদার কথাটা আপনি বলতে পারছেন না বিশেষ কয়েকটা কারণে। আপনার কি মনে হয়?'

কৃশানুর মুখ দিয়ে এবারও কোন কথা বেরুলো না।

গৌরী কৃশানুকে আশ্বস্ত করল, 'আমি কিন্তু আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই। তাই চুপ করে থাকলে চলবে না।' একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'ঠিক আছে, এসব আমার

ওপর ছেড়ে দিন। ধরে নিন আপনি সব কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন ...'

'কিন্তু আপনাকে আমি জানাব কি করে ? এসব তো মিঃ মল্লিক ছাড়া কাউকে জানানোর কথা নয় !'

'ঠিকই। ধরুন আজ ভোরে বাবা যখন মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আপনি ফোন করেছিলেন—'

'কিন্তু সেটা তো মিথ্যে বলা হবে।'

গৌরী বলল, 'সত্য বড় সঙ্গীহীন কৃশানুবাবু, মিথ্যের সঙ্গী অনেক ! একটা চাপা দিতে আর একটা—'

কৃশানুকে একটু উত্তেজিত দেখাল, 'দেখুন, এসব আমি পারব না। তার চেয়ে যা ঘটেছে তা আমি আপনার বাবাকে জানিয়ে দেব।'

গৌরী শান্তভাবে বলল, 'সেটা তো খুবই ভাল কথা। তবে ওই কাজটার আশা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ বিশ্বাসঘাতককে কেউ পছন্দ করে না।'

কৃশানু রেগে গিয়ে বলল, 'কি যা-তা বলছেন ? আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আপনার দাদা নিজের পরিচয় না দিয়ে, কথার চালে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে—। দেখুন আমি গরীব হতে পারি, সামান্য ইনসিওরেন্স এজেন্ট যে নাকি কায়েন্ট পায় না—কিন্তু আমায় কেউ অসৎ বলতে পারবে না।'

'তাহলে হঠাৎ লোভী হয়ে পড়লেন কেন ?'

কৃশানু বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আপনার বাবা ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। আপনার দাদা যখন সব জেনে গেলেন তখন আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য এসব ভেবে আর কোন লাভ নেই। ওঁর ইনসিওরেন্স করানো যাবে না।'

'কেন ?'

'আইনের জটিলতা, ওঁর নিজেকে আড়াল করার ইচ্ছে। অতএব বুঝতেই পারছেন, কাজটা খুব সহজ নয়।'

গৌরী বুঝেও না বোঝার ভান করে খুব সহজ প্রশ্নটা করল, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, গত রাত্রে এই তথ্যটা জানতেন না ?'

'জানতাম বৈকি।'

'তাই যদি হবে, তাহলে গতকাল রাত্রে দাদাকে দেখে অত উৎসাহিত মনে হল কেন ?'

কৃশানু বলল, 'তা তো জানি না। তবে আমি একটা বিকল্প প্রস্তাব আপনার বাবাকে দেব বলে ঠিক করেছি। সেটা জেনে—'

কৃশানুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গৌরী বলল, 'কি সেটা ?'

'ইনভেস্টমেন্ট। পাঁচ বছরের জন্যে।'

হঠাৎ গৌরী হেসে ফেলে বলল, 'বাবা ভারত সেবাশ্রমকে নমিনি করতে চেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

এতক্ষণে গৌরী মনে মনে স্থির করল কৃশানুবাবুকে হাতে রাখা দরকার। কোনমতেই ওঁকে বাগালে চলবে না। যে সমস্যার মধ্যে উনি পড়েছেন সেটার সঙ্গে তার বাবার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। সেকথা চিন্তা করে খুব সহজভাবেই বলল, 'শুনুন কৃশানুবাবু, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। তাই আমার বা দাদার ব্যাপার এখনই বাবাকে জানানোর দরকার নেই। যদি

আপনার এই প্রস্তাবে বাবা রাজী হন, তাহলে দাদাকে খুব সাবধানে ট্যাক্‌ল করতে হবে—আপনার একার পক্ষে সম্ভব না হলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কারণ একটা কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি, বাবার কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাই না।'

গৌরীর কথাগুলো কৃশানুকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিল। সেইসঙ্গে মনের মধ্যে সন্দেহও দেখা দিল। আর সেই সন্দেহটা চেপে না রেখে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনার বাবার ক্ষতি উনি করবেন কেন ? ওঁরও তো বাবা !'

কৃশানুর যুক্তিটা ছেলেমানুষী ভেবে গৌরী হেসে ফেলল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে কৃশানুর হাতে দিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি মহাভারত পড়েননি ! যাই হোক, কার্ডটা রইল। নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সব দেওয়া আছে। প্রয়োজন মনে করলে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।'

কৃশানু কার্ডটা ভাল করে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলে উঠল, 'একি, এটা তো আদিনাথ মল্লিকের বাড়ির ঠিকানা নয় !'

গৌরী বলল, 'না, আমি আলাদা ফ্ল্যাট-এ থাকি। আচ্ছা, আমি যে আজ আপনার কাছে এলাম তা দাদার কাছে চাপে পড়ে বলে দেবেন না তো ?'

'না।'

'আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা খুব মুস্কিলের ব্যাপার। তবু—। আচ্ছা চলি, বাই— !'

গৌরী আর একমুহূর্ত না অপেক্ষা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্রেকফাস্ট সেরে আদিনাথ বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—প্যান্ট সার্ট পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, এমন সময় দরজায় শব্দ হতেই আদিনাথ না তাকিয়ে বললেন, 'কাম ইন !'

অমিতাভ ঢুকল কিন্তু কোন কথা বলল না।

আদিনাথ চিরুনিটা রেখে পিছন ফিরে তাকিয়ে অমিতাভকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার ?'

অমিতাভ প্রশ্ন করল, 'আপনি কি বেরুচ্ছেন বাবা ?'

'হ্যাঁ। কোন দরকার আছে ?'

'আজ ছুটির দিন, তাই ভাবলাম ...'

আদিনাথবাবু ছেলেকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো জান, আমাদের যা কিছু কথাবার্তা সব ব্রেকফাস্ট টেবিলেই হয়। তোমার কোন কিছু বলার থাকলে ব্রেকফাস্ট টেবিলেই বলতে পারতে।'

অমিতাভও সরাসরি প্রশ্ন করল, 'তখন সবার সামনে যা বলিনি তা কি এখন বলতে পারব না ?'

আদিনাথ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অবশ্যই পার।'

অমিতাভ সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'আমার মনে হয়, চাওলা আঙ্কলের সঙ্গে আমাদের কোনরকম সংঘাতে যাওয়াটা বোধহয় উচিত হবে না।'

ছেলের মন্তব্যে একটু অবাক হয়ে আদিনাথ বললেন, 'চাওলার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হয়েছে নাকি ?'

অমিতাভ বলল, 'না, যোগাযোগ হয়নি। আসলে আমরা একই ব্যবসা করি। আর গত কুড়ি বছরে উনি আমাদের কোন ভাবে বিরক্ত করেননি। শুধু তাই নয়, একসময় তিনি আপনার কাছে কাজ শিখতেন, সেই সম্মান কিন্তু এখনও দিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো ধারণা, আমাদের অনেক নিজস্ব খবর উনি জানেন।'

আদিনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কি রকম ?'

অমিতাভ প্রথমটা কোন কথা বলতে পারল না। ক্রমশ মনকে শক্ত করে বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, সেসময় উনি আপনার ডান হাত ছিলেন। আমরা তখন ছোট। আর এটা তো ঠিক, ব্যবসা করতে গেলে অনেক কিছুই গোপন রাখতে হয়। ফলে সেটা ওঁর জানারই কথা।'

আদিনাথ একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বলতে চাইছ ?'

'আমার একটা কথাই বলাব আছে, বাইপাস-এর জমিটা কি আমাদের সত্যিই খুব প্রয়োজন ?'

'হ্যাঁ, প্রয়োজন।' আদিনাথের গলার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর মনে হল।

বাবাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখে অমিতাভ বোঝাতে চেষ্টা করল, 'কিন্তু বাবা, আমবা আবার নতুন করে প্রোডাকসন-এ যাচ্ছি কেন ? সরকার যতই প্রমিজ করুক না কেন, প্রোডাকসন মানেই হাজারটা ঝামেলা। আর যখন এখনই নিজেদের প্রোডাকসন-এব বাইরে বাজার থেকে মাল আমরা অনেক সস্তায় পাচ্ছি, তখন নতুন করে এসট্যাব্লিশমেন্ট বাড়ানোর কি দরকার ? আপনি একটু ভেবে দেখুন।'

আদিনাথ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাবা আমার অনেক আগেই হয়েছে। আচ্ছা তুমি কি মনে কর, বাজার থেকে যে মাল পাচ্ছ তা সবসময় একশ'ভাগ নিশ্চিত ? কম্পিটিশান বাড়লে সেই যোগান ঠিক থাকবে বলে আশা কর ? একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, নিজের প্রোডাকসন থাকলে যেমন একটু প্রবলেম থাকে, কিন্তু সেইসঙ্গে প্রফিটও থাকে ভাল।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি কিন্তু অন্য দিকটা চিন্তা করছিলুম। কিছুদিন ধরেই ভাবছিলুম তোমাকে কথাটা বলা উচিত ...'

অমিতাভও যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'বলুন।'

আদিনাথ বললেন, 'আসলে অবুণের ওপর প্রোডাকসন-এর দাযিত্ব দিয়ে আমি পুরোটা খুশী নই। তাছাড়া ওর এক্সপোর্ট-এর ব্যাপারটাও জানা দরকার। তাই ভাবছি এখন থেকে প্রোডাকসনটা তুমি দেখ।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ। ভিৎটা শক্ত না করলে দেওয়াল উঠবে কি করে ?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমিতাভ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনি চাইলে প্রোডাকসন দেখতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

এবার আদিনাথ হেসে বললেন, 'গুড ! আমি চাই তুমি প্রোডাকসন-এ আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর। ইমপোর্টাররা যেন মুগ্ধ হয়। আর হ্যাঁ, বউমা সারাদিন বাড়িতে একা থাকে, এটা তো ঠিক নয়।'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'একা থাকবে কেন ? ওদের সমাজসেবা সংগঠনের হয়ে কাজকর্ম করে—'

আদিনাথ খুশী হয়ে বললেন, 'বাঃ, খুব ভাল কাজ সেটা। কিন্তু তাতে কি ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হয় ? অবশ্য সমস্যা থাকলে তোমারই জানার কথা !'

অমিতাভর সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর কথাটা মনে হল। তাই সোজাসুজি বলল, 'সমস্যা আপনার মেয়েকে নিয়ে। আপনি কি জানেন, গতকাল সে এবাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেছে ?'

আদিনাথ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'না। কিন্তু তুমি কি দেখা করার কথা ভেবেছিলে ?'

অমিতাভ বলল, 'আমি ব্যস্ত ছিলাম। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু তাই বলে কি আজ সকালে ও অপেক্ষা করতে পারত না ? অন্তত যাওয়ার আগেও আমাকে একবার ডাকতে পারত !'

গৌরীর এইভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আদিনাথের ভাল লাগেনি, তাই ছেলের অভিমানের সমর্থনে বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সে চলে যাবে জানতাম কিন্তু আমাকে না বলে যাবে—অন্তত মর্নিংওয়াক থেকে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত ! শুধু তাই নয়, এখান থেকে সে তার ফ্ল্যাট-এও যায়নি, কারণ অনেকক্ষণ ধরে ফোন একনাগাড়ে বেজে গেল !'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে বুঝুন, ও কিরকম স্বেচ্ছাচার করছে !'

অমিতাভর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বেজে উঠল। আদিনাথ কাছেই ছিলেন. রিসিভার তুলে বললেন, 'হ্যালো ! কে ? ও আপনি ? আমি এখন বেঙ্গল ক্লাব-এ যাচ্ছি। আপনি ঐখানে চলে আসুন। হ্যাঁ, আধঘণ্টার মধ্যে। ঠিক আছে'—বলে রিসিভার রেখে দিলেন।

অমিতাভও যাবার জন্যে প্রস্তুত হলে আদিনাথ ডাকলেন, 'একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। শোন, আমি চাই না তুমি রবি চাওলা বা তাঁর লোকজনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখ। সে যখন আমার কাছে কাজ করত তখন তোমরা তাকে আঙ্কল বলে ডাকতে—সেটা খুব স্বাভাবিক। বাট নাউ আই ট্রিট হিম এ্যাজ মাই এনিমি, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ?'

আদিনাথের এই কথার উত্তরে অমিতাভ কোন কথা বলতে পারল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেলিফোনে কথামতো নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই কৃশানু বেঙ্গল ক্লাব-এর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতে একটা ফাইল। বোকার মত এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ঠিক সেইসময় একটা ট্যাক্সি এসে থামল।

আদিনাথকে ট্যাক্সিতে বসে থাকতে দেখে কৃশানু বেশ অবাক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, আপনি ট্যাক্সিতে এলেন যে ?'

আদিনাথ দরজাটা খুলে বললেন, 'উঠে আসুন।'

কোন কথা না বলে কৃশানু ট্যাক্সিতে উঠে আদিনাথের পাশে বসে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ট্যাক্সি ছাড়ার আগেই আদিনাথ ড্রাইভারকে বলে দিলেন প্রথমে গড়িয়াহাট যেতে। ওখান থেকে বাইপাস হয়ে আবার এখানেই ফিরে আসতে। কারণ এই ধরণের আলোচনার একমাত্র নিরাপদ স্থান হল পাবলিক ট্যাক্সি। আর যাই হোক, নিজের ড্রাইভার সামনে বসে থাকবে না গাড়ি বেশ কিছুটা পথ যাবার পর আদিনাথ কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন

বল, তোমার অসুবিধেটা কি ?'

কৃশানু বলল, 'আমি অনেক খোঁজ নিয়েছি। এটা নিশ্চিত যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স করাতে গেলে আপনি ব্যাপারটা কিছুতেই গোপন রাখতে পারবেন না।'

'কোন ভাবেই নয় ?'

'না।'

আদিনাথ ব্যাপারটা ডিটেল্‌স্ জানতে চান। তাই একসময় ড্রাইভারকে গাড়ি একটা রাস্তার ধারে পার্ক করতে বলে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'আপনি একটু নেমে চা খেয়ে আসুন।'

ড্রাইভার চলে গেলে আদিনাথ বললেন, 'কিন্তু অসুবিধেটা কোথায় ?'

কৃশানু আসল ব্যাপারটা বলার চেষ্টা করল, 'আপনাকে একটা মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে বসতে হবে। কলকাতার এক্সপার্ট ডাক্তাররা আপনার শবীর সম্পর্কে ভাল সার্টিফিকেট দিলেও বোর্ড যা ডিসিশন নেবে তাই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। তাব ওপব নমিনি করতে হবে একজন কোন মানুষকে, ভাবত সেবাশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে করতে পাববেন না। অতএব বুঝতেই পারছেন, এত কিছু কবা মানেই ব্যাপাবটা জানাজানি হওযার সম্ভাবনা যথেষ্ট। আপনি কি রাজী আছেন ?'

আদিনাথ অতঃপর বললেন, 'তাহলে হচ্ছে না !'

কৃশানু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'এটা কিন্তু আমার অক্ষমতা নয়, আপনি যদি আমাকে চাঁদের মাটি এনে দিতে বলেন আমি চেষ্টা করতে পারি কিন্তু গোপনে পাবব কি ?'

কৃশানুব কথায় খুশী হয়ে আদিনাথ বললেন, 'তাহলে নতুন প্রস্তাবটা কি শুনি ?'

কৃশানুর মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির চিহ্ন ফুটে উঠল। ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, 'পঞ্চাশ লাখ টাকার ইনসিওবেন্স করাতে আপনি বছরে যা প্রিমিয়াম দিতেন তা বি. সি. এল. ক্ল্যাসিক কোম্পানীতে ইনভেস্ট কবুন পাঁচ বছবেব জন্যে, টাকা মার যাওযার কোন সম্ভাবনা নেই।'

আদিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'তারপব ?'

'পাঁচ বছর বাদে ইচ্ছে কবলে ডাবল টাকাটা রি-ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন। এতে কোন ঝামেলা থাকছে না। কেউ জানতেও পারবে না। আব ইনসিওরেন্সেব জন্যে যত প্রিমিযাম দিচ্ছেন তার ওপর ওযান ফোর্থ খরচ হবে।'

প্রস্তাবটা সুবিধেজনক ভেবে আদিনাথ বললেন, 'এ আইডিযাটা খারাপ না বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা সমস্যা রয়েই গেল, তা হচ্ছে আমি মারা গেলেই নমিনি সঙ্গে সঙ্গে তো টাকাটা পাচ্ছে না ! নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে তো ?'

'হ্যাঁ, তা করতে হবে।'

'কিন্তু আপনি তো বলছেন, ব্যাপারটা কেউ জানতে পারবে না, এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব কিভাবে ?'

কৃশানু বলল, 'ঠিক আছে। আপনি কত টাকা ইনভেস্ট করতে চান বলুন ?'

'ধরুন দশ লাখ !'

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'দশ লক্ষ ?'

'হ্যাঁ, দশ লাখ।'

কৃশানু একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'সেক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে দশটা প্রপোজাল দেব।'

আদিনাথ রাজী হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি কাগজপত্র তৈরী করুন। আমি আগামীকাল আপনাকে চেক পাঠিয়ে দেব।'

কৃশানু বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো ফর্মগুলোতে সই করতে হবে?'

'আপনি তাহলে একটা কাজ করুন, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাকে ফোন করবেন। সম্ভব হলে আজই যেতে পারবেন তো?

'কোন অসুবিধে নেই।' আদিনাথের কথায় খুশী হয়ে হঠাৎ কৃশানু বলল, 'একটা অনুরোধ করব?'

'কি, বলুন?'

'এখন থেকে আপনি আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করলে খুশী হব।'

আদিনাথ হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! কিন্তু একটা কথা, এই ব্যাপারটা তুমি ছাড়া আর কে জানে?'

'গৌরাঙ্গদা—'

'মানে তোমার বস্?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁকে কি আমার নাম বলেছ?'

'না।'

আদিনাথ খুশী হয়ে বললেন, 'ভেরি গুড। আচ্ছা কৃশানু, আমার ইনসিওরেন্স করালে তো তুমি কমিশন পেতে, এটা করালে কি কিছু পাবে?'

কৃশাণ মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ স্যার, পাব।'

হঠাৎ আদিনাথের কেমন যেন কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কদ্দূর পড়াশুনো করেছ?'

কৃশানু মাথা নিচু করে বলল, 'আমি ইকনমিক্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছি।'

'চাকরি পাও নি?'

'না স্যার!'

'চাকরি করতে চাও?'

'পেলে খুব ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।'

ড্রাইভার গাড়ির কাছে এগিয়ে আসে।

বাড়ির কাছে কৃশানু আসতেই বাড়িওয়ালা ডেকে বলল, 'ওহে, সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন!'

কৃশানু অবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'কোন ভদ্রলোক?'

বাড়িওয়ালা হাত নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আরে কাল রাত্রে যিনি এসেছিলেন, সেই যে মেজাজী ভদ্রলোকটা!'

'কিছু বলেছেন উনি?'

'তেমন কিছু বলেন নি, তবে তোমার খোঁজ করছিলেন। বললাম একজন সুন্দরী মহিলা

এসেছিলেন ইনসিওরেন্স করাতে, তার সঙ্গে কথা বলেই তুমি বেরিয়ে গেছ।'

'একথা তাঁকে বলেছেন ?'

'হ্যাঁ, কেন অন্যায় হয়েছে নাকি ? অবশ্য উনি একবার জিজ্ঞেস করলেন সেই মহিলার সঙ্গে গাড়ি ছিল কিনা ?'

'তা আপনি কি তাও বলে দিয়েছেন ?'

যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে বাড়িওয়ালা বলল, 'না বলার কি আছে, ছিল যখন তখন বলব না ? আরে বোঝ না কেন, যত গাড়িওয়ালা লোক আসে ততই তো তোমার দাম বাড়বে ! উনি অবশ্য গাড়ির নাম্বার জানতে চাইলেন—আমি তো নাম্বার দেখিনি, তাই বলতে পারলাম না।'

এতক্ষণ কৃশানু দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, আর স্থির থাকতে না পেরে চোখ বন্ধ করে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে বলল, 'এখন কি হবে ?'

॥ ৯ ॥

মিঃ চাওলা তাঁর ড্রইংরুমে একজন প্রবীণ কর্মচারীর সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। আলোচনাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। কারণ একসময় মিঃ চাওলা অবাক হয়ে বললেন, 'কি বললেন ? আমাদের পাঠানো মাল আমেরিকানরা রিজেক্ট করেছে ? সাবস্ট্যান্ডার্ড ?'

কর্মচারীটি কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার। আজই ফ্যাক্স পেলাম। আর পেয়েই ছুটে এসেছি আপনাকে জানাতে।'

মিঃ চাওলা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ইম্‌পসিব্‌ল ! কুড়ি লক্ষ টাকা এইভাবে জলে চলে যেতে আমি কিছুতেই দিতে পারি না। আচ্ছা এ্যাসাইনমেন্ট যখন এক্সপোর্ট করা হয়েছিল তখন ফাইন্যাল চেকিং কে করেছিল ?'

কর্মচারীটি বলল, 'যারা করে তারা তো স্যাম্পেল সারভে করে, এরকম ঘটনা তো আগে কখনও ঘটে নি।'

এবার কর্মচারীটির নাম ধরে মিঃ চাওলা বললেন, 'দেখুন মিঃ হালদার, এটা কেবলমাত্র কুড়ি লক্ষ টাকার ব্যাপার নয়, এ আমার গুডউইল নিয়ে—ওঃ ! আচ্ছা কি কারণ দেখিয়েছে ?'

মিঃ হালদার বলল, 'জিপার সাবস্ট্যান্ডার্ড, সেলাই ঠিক নেই।'

'তা আপনার এক্সপ্ল্যানেশন কি ?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা এটা স্যাবোটেজ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে বা যারা করেছে তারা আমাদের ফ্যাক্টরিতেই কাজ করে।'

এবারে মিঃ চাওলা আর স্থির থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বললেন, 'আই ওয়ান্ট দেয়ার নেম্‌স্ !'

মিঃ হালদার মাথা নিচু করে বলল, 'আমি চেষ্টা করছি স্যার।'

মিঃ চাওলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের জায়গায় ওরা কি মল্লিক লেদার্সকে অর্ডারটা এর মধ্যেই দিয়ে দিয়েছে ?'

মিঃ হালদার অবাক হয়ে বলল, 'মল্লিক লেদার্স !'

'হ্যাঁ, ওরাও অর্ডারটা পেতে চেয়েছিল।'

'তাহলে কি স্যার, ওরাই—'

মিঃ চাওলা একটু ভেবে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না। আর আমার পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই কষ্টের যে মিস্টার আদিনাথ মল্লিক এতটা নিচে নামতে পারেন। কিন্তু—'

এবার মিঃ হালদার বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'কিন্তু স্যাব, ব্যবসার ব্যাপারে কোন কিছুই কি নিশ্চিত করে বলা যায় ?'

মিঃ চাওলা বললেন, 'হ্যাঁ যায়। কিছু এথিক মানুষকে মানতেই হয। বাট আই উইল নট স্পেয়ার দি কালপ্রিট ! কে করেছে এটা আমাকে খুঁজে বেব করতেই হবে !'

মিঃ হালদার হঠাৎ বলল 'একটা কথা স্যার, এই অর্ডারটার জন্যে আমরা বাইরে থেকে কিছু একস্‌পার্ট কর্মীকে নিয়েছিলাম, হয়তো তাদের মধ্যে কেউ—'

মিঃ চাওলা কথাটাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'একজন সাধারণ কর্মচারীব অত সাহস হবে না। ঠিক আছে আপনি এখন যেতে পারেন।'

মিঃ হালদার চলে যেতে মিঃ চাওলা একটা সিগারেট ধরালেন। আর ঠিক সেই সময মিসেস চাওলা ঘরে ঢুকলেন।

মিঃ চাওলাকে ঘরেব মধ্যে ঐভাবে উত্তেজিত অবস্থায দেখে মিসেস চাওলা বললেন, 'এ কি, তুমি এখনও তৈরী হও নি ?'

হঠাৎ মিসেস চাওলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মিঃ চাওলা চমকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এ্যাঁ —না ডার্লিং, তুমি আজ একাই যাও প্লিজ।'

'কিন্তু কি হয়েছে তোমার ?'

'মাথা খুবু হয়ে গেছে।'

'তাব মানে ?'

'শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আমাব কুড়ি লক্ষ টাকার লেদার গুডস আমেরিকানবা রিজেক্ট করেছে, কারণ সেগুলোর মান নাকি অত্যন্ত খারাপ।'

'সে কি !'

'তোমার চেয়ে আমি বেশী অবাক হয়েছি।'

'কিন্তু এরকম তো আগে কখনও হয়নি।'

মিঃ চাওলা একটু থেমে বললেন, 'আগে হয়নি, কিন্তু এখন হল। আর এতে অবাক হবার কি আছে ডার্লিং, যেখানে টাকা দিয়ে মানুষেব আত্মা কেনা যায় সেখানে লোভ তো খুবই সাধারণ ব্যাপার।'

মিসেস চাওলা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কে কিনেছে ?'

মিঃ চাওলা সন্দেহবশত বললেন, 'আদিনাথ মল্লিক ছাড়া আর কারও ইনটারেস্ট থাকতে পারে না। কিন্তু স্টিল, বিশ্বাস করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'কিন্তু তাতে ওঁর স্বার্থ কি ?'

মিঃ চাওলা আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'অর্ডারটা উনি এতক্ষণ পেয়ে গেছেন। নাউ আই উইল টিচ্ হিম এ গুড লেস্‌ন্ !'

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস চাওলা চিৎকার করে বললেন, 'নো !'

মিঃ চাওলা অবাক হয়ে বললেন, 'নো ! কিন্তু কেন ?'

মিসেস চাওলা শান্ত হয়ে বললেন, 'অমিতাভ মল্লিকের সঙ্গে আমার ডিল এখনও শেষ হয়নি।'

মিঃ চাওলা হঠাৎ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ওঃ গড্ ! তুমি জান না ডার্লিং, অমিতাভর কোন ভয়েস নেই ওর বাবার ওপর। আদিনাথ একটা ডিক্টেটর। অমিতাভকে দিয়ে কোন কাজ হবে না এ ব্যাপারে।'

মিসেস চাওলা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু অমিতাভ ওঁর বড় ছেলে। এক্ষেত্রে জেনে রাখ, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা উচিত। তাতে তোমার ওপর কোন ছায়া পড়বে না।'

'কি ভাবে ?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও ডার্লিং।'

এত সহজে কাজটা করা সম্ভব নয় মনে মনে ভেবে মিঃ চাওলা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। একসময়ে থমকে দাঁড়িয়ে মিসেস চাওলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে খুব সাবধানে ওই ছোকরাকে হ্যান্ডেল করতে হবে।'

মিসেস চাওলা একটু মুচকি হেসে বললেন, 'আমার ওপর তোমার আস্থা মনে হচ্ছে কমে যাচ্ছে !'

মিঃ চাওলা বললেন, 'না, না। অমিতাভ শুনেছি খুব নামকরা ওম্যানাইজার হয়ে উঠেছে !'

এতক্ষণে মিসেস চাওলার মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, 'ওঃ ডার্লিং ! সুন্দর মুখ দেখলেই গলে যাওয়ার বয়স আমার নেই।'

মিঃ চাওলা আশ্বস্ত হলন, 'বেশ। তবে একটা কথা, এর পরে কিন্তু আমি ওর সঙ্গে মিট করব। না, কারণটা হল, প্রয়োজনে পেশেন্টকে একই সঙ্গে দুরকম ওষুধ দেওয়া দরকার। বাইপাসের জমিটা একটা ইস্যু ছিল কিন্তু এই স্যাবোটেজ যদি আদিনাথ মল্লিক করে থাকে তাহলে আমি তাকে কখনই ক্ষমা করব না।'

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিতেই মিসেস চাওলা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে ফোন করছ ?'

মিঃ চাওলা আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কাকে আবার ? শিখণ্ডীকে ?'

মিসেস চাওলা অবাক হয়ে বললেন, 'শিখণ্ডী !'

মিঃ চাওলা মহাভারতের একটা বিশেষ চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার মনে নেই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই শিখণ্ডীকে সামনে রাখায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি ভীষ্ম ! এক্ষেত্রে আমার শিখণ্ডী একজন ডাক্তার। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে লোকটা শিখণ্ডীর ভূমিকায় চলে গিয়েছিল। মিঃ আদিনাথ মল্লিক যুদ্ধ শুরু করার আগে এটা কল্পনা করেনি।

আর কোন কথা না বলে ডায়াল ঘোরাতেই অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পেতেই মিঃ চাওলা বললেন, 'হ্যালো ডক্টর, আমি রবি চাওলা কথা বলছি ! মনে পড়েছে ?'

## ॥ ১০ ॥

সাধারণত দিনের বেলাতেই গৌরী তার মডেলদের প্র্যাকটিস করায়। সেদিনও একটি বড় হলঘরে গৌরী তার মডেলদের নিয়ে প্র্যাকটিস করছিল। গোটাপাঁচেক সুন্দরী মেয়ে কিভাবে হেঁটে অঙ্গের পোশাক দেখাবে দর্শকদের, সেটাই গৌরী ওদের দেখিয়ে দিচ্ছিল। গৌরী তাদের হাঁটা দেখতে দেখতে বলছিল, 'মনে রেখো, যখন তোমরা শাড়ি এক্সিবিট করছ ইউ মাস্ট বি এ্যালার্ট—দর্শকদের শাড়ির কাজগুলো দেখাতে হবে। আর ফাইন্যাল স্টেপ দেওয়ার পর

ময়ূরের পেখমের মত আঁচল তুলে ধরবে কয়েক সেকেণ্ড। তোমরা যে মুগ্ধ এমন হাসি তোমাদের মুখে থাকবে। কিন্তু খেয়াল রাখবে, হাসিমুখ মাত্র দু সেকেণ্ড থাকবে। তারপরেই ফিরে যাওয়ার জন্যে মুভমেন্ট শুরু করবে। আর এই ফিরে যাওয়াটা খুবই ইম্প্রট্যান্ট। কারণ শাড়ির পেছনের দিকটা তখন তোমরা দর্শকদের দেখাচ্ছ। স্টেপিং হবে খুব ছোট ছোট। তোমাদের হিপে মুভমেন্ট থাকবে কিন্তু ভাবখানা দেখাবে যেন পৃথিবীর সবাই সবসময় তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

এরপর একটু থেমে ওদের মধ্যে একজনকে ডেকে গৌরী শুরু করতে বলল এবং সেইসঙ্গে টেপরেকর্ডারটা অন করে দিল।

মেয়েটি যখন হাঁটা শুরু করল দেখা গেল ওর স্টেপিং একটু দ্রুত পড়ছিল। ফলে তার শরীর স্যুইং করছিল।

গৌরীর চোখে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ নো! ওভাবে নয়। মনে রেখো তুমি স্কার্ট এক্সিবিট করছ না—তোমার শরীরে দারুণ কাজ করা শাড়ি, যে শাড়ি পরে সাধারণত রুচিশীলা মহিলারা। অতএব তোমার হাঁটায় ডিগনিটি থাকবে।'

তারপর গৌরীর নির্দেশে জুলাই নামে লম্বা মিষ্টি মেয়েটি হাঁটা শুরু করল। ওর স্টেপিং দেখে গৌরী হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করল। এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিল গৌরী। এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল দারুণ সুন্দরী এবং প্রচুর মেকআপ-করা এক মহিলা।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হতেই গৌরী পিছন ফিরে তাকিয়ে চিনতে পেরেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'হাই! প্রিয়ংবদা, হোয়াট এ সারপ্রাইজ! এমন অসময়ে?'

প্রিয়ংবদা একটু অবাক হয়ে বলল, 'আমি জানতাম না তোমার কাছে আসতে হলে আগে থেকে ইনফর্ম করতে হবে। রিয়েলি আই এ্যাম সরি! আচ্ছা আমি কোন ডিসটার্ব করলাম না তো?'

গৌরী প্রিয়ংবদাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আরে না না! আমাদের কাজ আজকের মত এখানেই শেষ।' এরপর প্রিয়ংবদাকে দেখিয়ে মেয়েদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা এঁকে চেনো? আমার বন্ধু প্রিয়ংবদা।'

মেয়েরা একসঙ্গে 'হাই হাই' করে চেঁচিয়ে উঠল। প্রিয়ংবদাও প্রত্যুত্তর দিতে ভুলল না।

গৌরী প্রিয়ংবদার পরিচয় দিয়ে বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই জান যে প্রিয়ংবদা এখনকার সবচেয়ে প্রতিভাময়ী ফিল্ম এবং টি. ভি. অ্যাকট্রেস। তোমরা নিশ্চয়ই ওকে টি. ভি.-র স্ক্রীনে দেখে থাকবে।'

সঙ্গে সঙ্গে জুলাই নামে মেয়েটিও দুহাত নেড়ে বলল, 'আই অ্যাম সরি, আই ডোন্ট লাইক বেঙ্গলী সিরিয়ালস্। দে আর ভেরি পুওরলি মেড। আই হোপ ইউ উইল নট মাইন্ড!'

এ ধরনের মন্তব্য শুনবে প্রিয়ংবদা আশা করেনি। তাই কথাটা কানে যেতেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

গৌরী প্রিয়ংবদার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করে জুলাইকে বলল, 'নো জুলাই, এটা তুমি কি বলছ? এক থেকে একশ'কে তুমি কখনই এক ক্যাটাগরিতে ফেলতে পার না! ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে! ঠিক আছে, তোমাদের সঙ্গে তাহলে ওই কথাই রইল—আই নো ইউ অল আর সিরিয়াস, বাট আরও বেশী এফর্ট দিতে হবে।'

মেয়েরা একইসঙ্গে গৌরীকে বিদায় জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ প্রিয়ংবদা কোন কথাই বলে নি। মেয়েরা চলে যেতে এবার জুলাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'ইচ্ছে করছিল ঠাস করে গালে একটা চড় বসিয়ে দিই! একটু বেশী ফাজিল হয়ে গেছে!'

গৌরী চমকে উঠে বলল, 'কাকে রে?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'কাকে আবার! মেয়েটার ন্যাকামিটা শুনলে না?' বলে জুলাই-এর গলা নকল করে আর একবার মন্তব্যটা রিপিট করল, 'শুনে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়! আরে বাবা, ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে বললে ওই গলায় আর শব্দ বের হত না!'

গৌরী প্রিয়ংবদার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পেরে ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'রাগ করছ কেন? কারও যদি মনে হয় বাংলা সিরিয়াল সাবস্ট্যান্ডার্ড, তাহলে উচিৎ তার ধারণা বদলে দেবার জন্যে আরও ভাল সিরিযাল তৈরী করা!'

গৌরীর যুক্তিতে প্রিয়ংবদা খুশী হয়ে বলল, 'আর সেইজন্যেই আমি তোমার কাছে এসেছি।'

গৌরী যেন ভয় পেয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে বলল, 'মাই গড! আমি তো ভাই ওসব থেকে দশ হাত দূরে!'

প্রিয়ংবদা হো হো করে হেসে বলল, 'ঠিক আছে, দশ হাত না এক ইঞ্চি সেটা পরে বোঝা যাবে। এখন চল তো তোমার ঘরে, অনেক কথা আছে।'

গৌরী বলল, 'তুমি কতক্ষণ সময় নিয়ে এসেছ বল তো?'

প্রিয়ংবদা হাতঘড়িটা দেখে বলল, 'আধঘণ্টা। আধঘণ্টা বাদে গাড়ি আসবে।'

গৌরী প্রশ্ন করল, 'কে, ববি?'

হঠাৎ থেমে মুখটা বেঁকিয়ে প্রিয়ংবদা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও হো, দিলে তো সন্ধ্যেটার বারোটা বাজিয়ে! আরে না না, সুজন দস্তিদার, এখনকার সবচেয়ে সাকসেসফুল ডিরেক্টর।'

গৌরী আর কোন কথা না বলে প্রিয়ংবদাকে নিয়ে তার ঘরের দিকে চলে গেল।

মিঃ চাওলার ব্যাপারটা নিয়ে বাবার সঙ্গে গম্ভীর আলোচনা হওয়ায় স্বভাবতই অমিতাভর মেজাজটা স্বাভাবিক ছিল না। নিজের চেম্বারে এসে ওই কথাই ভাবছিল। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। এমন সময় আদিনাথ মল্লিকের ছোট ছেলে অরুণাভ চেম্বারে ঢুকে দাদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ডেকেছ?'

অমিতাভ গম্ভীর মুখ করে বলল, 'হ্যাঁ, বসো।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অমিতাভ বলল, 'আচ্ছা অরুণ, এক্সপোর্টটা তো আমি দেখছি, অথচ তুমি আমাকে না জিজ্ঞেস করেই মুখার্জীকে বলেছ বাংলাদেশের পার্টিকে জানিয়ে দিতে এল. সি. না পাঠালে আমরা এক্সপোর্ট করব না! এর কারণটা কি জানতে পারি?'

অরুণাভ বলল, 'তুমি তখন অফিসে ছিলে না দাদা, তাই তোমাকে জানানোর কোন উপায় ছিল না।'

অমিতাভ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু এটা এমন কি ইমপরট্যান্ট ব্যাপার যে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করা যেত না?'

অরুণাভ ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা বলল, 'আসলে বাবা বললেন তখনই তোমার

ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দিতে। উনি নাকি জেনেছেন যে মিঃ বহমান আমাদের অফিসে এসেছেন। তাও আমি বাবাকে একবাব বলেছিলাম যে তুমি নিশ্চযই ভদ্রলোককে জানিয়ে দিযেছ আমাদেব পলিসিব কথা—তা সত্ত্বেও উনি ইনসিস্ট কবলেন।'

অমিতাভ এবাবে মুখে একটা শব্দ কবে বলল, 'তাব মানে আমাকে কি বুঝতে হবে যে আমাব ওপব ওঁব আস্থা নেই ?'

এতক্ষণ অবুণাভ বসেই কথা বলছিল, এবাব দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'দাদা, তুমি কি আমাব ওপব বাগ কবেছ ? আমি কিন্তু বাবাব হুকুমমত কাজ কবেছি। আব তুমিই বা ব্যাপাবটাকে ওভাবে নিচ্ছ কেন ? এটা তো ঠিক যে ব্যবসাব ব্যাপাবে বাবাব কথাই শেষ কথা !'

অমিতাভ কোনবকম আপত্তি না জানিযে বলল, 'ঠিকই। কিন্তু যে কাজটা দেখাশুনো কবছে তাকেও তো কিছুটা স্বাধীনতা দিতে হয। আমি কখনই চাইব না কোম্পানীব ক্ষতি হোক—তোমাদেব কি সেবকম কিছু মনে হচ্ছে ?'

অবুণাভ হেসে বলল, 'না না, তা মোটেই নয। তুমি একদম ভুল বুঝছ !'

অমিতাভ প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'বাবা এখন কোথায ? শুনলাম বেবিযে গেছেন ! আগে তবু বাবাব যাওযাব জাযগাগুলো জানা ছিল, কদিন থেকে—' একটু থেমে অবুণেব দিকে তাকিযে বলল, 'একটা কথা আমি পবিস্কাব জানিযে বাখছি অবণ, আমাব ওপব এই স্পাযিং আমি কিন্তু কিছুতেই টলাবেট কবব না !'

অবুণাভ বোঝাতে চেষ্টা কবল, 'তুমি কিন্তু আবাব ভুল কবছ। তোমাব ওপব কেউ স্পাযিং কবছে না।'

অমিতাভ যথেষ্ট জোব দিযে বলল, 'কবছে। তুমি কবছ কিনা এখনও জানি না, তবে বাবা কিংবা গৌবী যে চুপ কবে বসে নেই তাব প্রমাণ আমি ইতিমধ্যেই পেযেছি।'

অবুণাভ এবাব একটু বিবক্ত হযে বলল, 'তাই যদি মনে হয তাহলে নিজেকেই জিজ্ঞাসা কব হঠাৎ ওবা তোমাকে সন্দেহ কবতে শুবু কবেছে কেন ?'

অমিতাভ অবাক হযে জিজ্ঞেস কবল, 'কি ব্যাপাব অবুণ ! তুই হঠাৎ আমাব সঙ্গে এভাবে কথা বলছিস।'

অবুণাভ আবাব স্বাভাবিক হযে বলল, 'শোন দাদা, আমি কিছুই বলতে চাইনি। তুমিই ইনসিস্ট কবছ আমাকে কথা বলতে। তুমি একটু শান্ত হযে ভেবে দেখ, সব কিছু সহজ লাগবে।'

অমিতাভ বলল, সবই বুঝতে পাবছি, কিন্তু আমি বহমানকে যে কথা দিযেছি এল. সি. ছাড়াই মাল পাঠাব। ওকে কোন ক্রেডিট দেওযা হবে না, ঢাকায যাওযামাত্র ও মাল ছাড়িযে নেবে। আফটাব অল ও আমাদেব সঙ্গে বেশ কযেক বছব ব্যবসা কবছে, সেই জন্যেই—।' একটু চিন্তা কবে আবাব বলল, 'ঠিক আছে, পবেব বাব থেকে তুমি তো এক্সপোর্ট দেখবে, তুমি তখন যা কবাব কবো।'

অবুণাভ দবজাব দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'আমি এ ব্যাপাবে এখনই কোন মন্তব্য কবব না। আচ্ছা আমি যাচ্ছি।'

অবুণাভ ঘব থেকে বেবিযে যাওযাব সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভব চোখমুখ পাথবেব মত হযে গেল।

অনেকদিন পরে বন্ধুকে কাছে পেয়ে গৌরী কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। বার বার প্রিয়ংবদার দিকে তাকাচ্ছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে। সে প্রিয়ংবদাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে কিন্তু আজ দারুণ দেখাচ্ছে!'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আচ্ছা গৌরী, আমি আর তুমি যদি কিছু টাকা রোজগার করি তাহলে তোমার কি আপত্তি আছে?'

'সে কি! টাকা পেতে কার আপত্তি থাকবে?'

'দেন লেট্স স্টার্ট এ পার্টনারশিপ বিজনেস!'

'কি রকম?'

'ধর আমরা যদি কোন টি. ভি. সিরিয়াল চালাই!'

'টি. ভি. সিরিয়াল?'

গৌরীকে একটু নার্ভাস হতে দেখে প্রিয়ংবদা বোঝাল, 'আরে ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমাকে কিছুই করতে হবে না—সুজন দস্তিদার ডাইরেক্ট করবে, আমি ভাল লোক দিয়ে প্রোডাকশন দেখব।'

গৌরী অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু ওতে তো শুনেছি প্রচুর ঝামেলা।'

প্রিয়ংবদা দুহাত দিয়ে গৌরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আরে তুমি জান না, সুজন থাকলে কোন ঝামেলাই হবে না। মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে প্রতিটি এপিসোডের প্রোডাকশন কস্ট এ্যাভারেজে প্রায় দুই লাখ। স্পন্সর থেকে পাব চার লাখ। তাহলে ধরে নাও পার এপিসোড ২ × ৫২ মানে এক কোটি চার লক্ষ নিট লাভ। তোমার বাহান্ন আমার বাহান্ন। তবে একটা ব্যাপারে স্থির হতে হবে যে আমি তুমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে পার্টনারশিপে যাব না!'

গৌরী এবার জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু হোয়াট এ্যাবাউট ববি?'

প্রশ্নটা শুনেই প্রিয়ংবদা হেসে ফেলে বলল, 'আমি জানতাম তুমি ওই নামটা না বলে পারবে না।'

গৌরী বলল, 'বাঃ, ববি তোমার স্বামী আর আমি নাম করলেই দোষ!'

প্রিয়ংবদা বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কথা মানছি। কিন্তু ববিকে এর মধ্যে আমি চাই না। তাছাড়া ওর টাকা কোথায়? আমি ভেবে দেখেছি কোনভাবেই ও আমাদেব সাহায্য করতে পারবে না। যা বলছি শোন, একটা দারুণ সিরিয়াল আছে ফিফটি টু এপিসোড-এর, ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে। যিনি সিরিয়ালটা পেয়েছিলেন তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছেন—তাঁর স্ত্রী ওটা আনঅফিসিয়ালি বিক্রী করে দিচ্ছেন, পাঁচ লাখ চাইছেন, বুঝলে জলের দাম!'

গৌরী অবাক হয়ে বলল, 'কি বলছ, পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে সিরিয়ালটা কিনতে হবে?'

প্রিয়ংবদা বোঝাল, 'আরে এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ টোটাল প্রোডাকশন-এর কাছে টাকাটা নাথিং। আমাদের প্রথমে গোটাপাঁচেক এপিসোড তৈরীর টাকা নিয়ে নামতে হবে। তা ধর তেরো লাখের মত—আমার বিশ্বাস তুমি চেষ্টা করলে এই টাকাটার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

কথাটা শোনামাত্র গৌরী বসে পড়ে বলল, 'তুমি কি ক্ষেপেছ? এত টাকা আমি কোথায় পাব?'

প্রিয়ংবদা আবদার করে বলল, 'ও গৌরী, প্লিজ!'

গৌরীও তার সমস্যার কথাটা বলল, 'সত্যি বলছি ! দেখছ না আমার শো-এর এ্যারেঞ্জ করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে ! বিজ্ঞাপন ঠিকঠাক না পেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

প্রিয়ংবদা এবার অন্যভাবে বলল, 'কি বলছ ! রাজার মেয়ের মুখে একথা মানায় ? তোমার বাবার কাছে বললেই টাকাটা পেয়ে যাবে একথা সবাই জানে।'

গৌরী বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, বাবাকে আমি কখনই টাকার কথা বলতে পারব না। শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আমার নিজের জন্যে আজ পর্যন্ত আমি কখনও ওঁর কাছে টাকা চাইনি। উনি নিজে থেকে যা দেবার দিয়েছেন।'

প্রিয়ংবদা তবুও নাছোড়বান্দা। বলল, 'শুধু এবারটার জন্যে চাও, প্লিজ ! আমরা ওঁকে দুবছরে ডাবল ফেরৎ দেব।'

গৌরী দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'সরি, বাবা আমার সঙ্গে ব্যবসা করবেন না।'

প্রিয়ংবদা এত সহজে হাল না ছেড়ে বলল, 'গৌরী, তুমি বিশ্বাস কর—এরকম সুযোগ আমি আর কখনও পাব না। ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে বোম্বের শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করব, এ আমি ভাবতেই পারছি না। আমার বহুদিনের স্বপ্ন পূর্ণ হবে। আর তুমি তো নিজমুখে শুনলে তোমার মডেল বলল বাংলা সিরিয়াল দ্যাখে না। ও আমাকে চিনতেই পারেনি। আমি এবার হিন্দীতে কাজ করতে চাই। আমার কোন উপায় নেই ভাই, ওই টাকা জোগাড় করার। তাই একান্ত অনুরোধ, তুমি আমার কথাটা একটু ভাবো, প্লিজ !'

গৌরী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে প্রিয়ংবদার মুখের দিকে। কি ভেবে মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখি। তবে তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে রাখি, আমি কিন্তু প্রমিজ করছি না প্রিয়ংবদা।'

প্রিয়ংবদা আনন্দে গৌরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি জানতাম চেষ্টা করলে তুমি নিশ্চয়ই পারবে আমাকে সাহায্য করতে, প্রকৃত বন্ধু একেই বলে। তবে একটা কথা—' বলে গৌরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এই কথাগুলো কিন্তু ববিকে বলো না, প্লিজ।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'তাহলে ও ক্ষেপে যাবে। আমি ওর হাত থেকে বেরিয়ে যাব এই ভয়ে বাধা দেবে। আসলে কি জান, যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। ঠিক আছে আমি তাহলে এখন আসি, পরে যোগাযোগ করব।'

গৌরী বিদায় জানিয়ে বলল, 'ও কে, বাই !'

একটা জরুরী ব্যাপার নিয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত সমাজসেবা সংগঠনেব মহিলারা। মোটামুটি সকলেই হাজির হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে। একটু বেশী দৃষ্টিকটু লাগছিল মিসেস মিত্তিরকে, কারণ বয়স অনুযায়ী ওঁর মেকআপ স্বাভাবিক-এর চেয়ে উগ্র হয়েছিল। আলোচনার শুরুতেই উনি নীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু গতকাল খুব এক্সপেক্ট করেছিলাম নীলা, বুঝতে পারছি না কথা দিয়েও তুমি এলে না কেন ? জানি না ওই মিটিং-এর চেয়ে আরও জরুরী কাজ তোমার ছিল কিনা—'

মিসেস সিনহা পাশ থেকে বললেন, 'হয়ত অমিতাভর সঙ্গে বেরিয়েছিল কোন পার্টিতে !'

মিসেস দত্ত বললেন, 'কিন্তু অমিতাভ শুনেছি আজকাল পার্টিতে একাই ঘোরে !'

সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস মিত্তির টিপ্পনি কাটলেন, 'তাই নাকি ! পুরুষ জাতটাকে আমি এইজন্য কখনও বরদাস্ত করতে পারলাম না। যতই দুধকলা খাওয়াও না কেন ছোবল মারবেই।'

সেই শুনে মিসেস সিনহা আবার বললেন, 'আহা, নীলার কি তোমার আমার বয়স, এখনও কত সাধ-আহ্লাদ বাকি !'

মিসেস মিত্তির প্রসঙ্গটা একটু ঘুরিয়ে বললেন, 'সেটা বন্ধ করতে কে বললে ? এটা তো ঠিক, আমরা একটা পবিত্র কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছি—এত ছেলেমেয়ে থ্যালাসেমিয়াতে ভুগছে, এরকম মুহূর্তে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের জীবনের ব্রত। অথচ সংগঠনের একজন কর্মী হয়ে নীলা কি করল—না, স্বামী পার্টিতে নিয়ে গেল না বলে গোসা করে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল ! এটা কি উচিত হয়েছে ?'

নীলা এতক্ষণ ওঁদের মন্তব্যগুলো শুনছিল আর মিটিমিটি হাসছিল। মিসেস মিত্তিরের শেষ মন্তব্যটা শুনে আর চুপ করে রইল না, উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনারা কিন্তু নিজেরাই যা ইচ্ছে অনুমান করে যাচ্ছেন—'

একটু থামতেই মিসেস দত্ত হঠাৎ বললেন, 'আহা, ওর কথা শোনা যাক। আমাদের ধারণা সত্যি নাও হতে পারে।'

নীলা হাসিমুখেই বলল, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত সামান্য। আমার শ্বশুরমশাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলাম একটু সুস্থ হলে পৌঁছে যাব—শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠল না।'

হঠাৎ মিসেস মিত্তিরের গলার সুর পালটে গেল, 'এখন কেমন আছেন মিঃ মল্লিক ?'

নীলা বলল, 'একটু ভাল।'

মিসেস মিত্তির বললেন, 'তুমি কি শুনেছ, বিদেশ থেকে যে ডাক্তারের আসার কথা ছিল তিনি আসতে পারছেন না ! ইনফ্যাক্ট আমি ইতিমধ্যে ডক্টর রোনালড-এর সঙ্গে ফোন-এ কথা বলেছি। উনি একটা জরুরী কাজে আটকে গিয়েছেন।'

নীলার চোখে-মুখে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এখন উপায় ?'

মিসেস সিন্‌হা বলল, 'আমরা ঠিক করেছি বোম্বের একজন স্টার, যেমন ধর, অমিতাভ বচ্চন অথবা মিঠুন চক্রবর্তীকে এনে পেশেন্টদের কাছে নিয়ে যাব। ওরা ফিল্ম স্টার দেখে খুব খুশী হবে। মন ভাল থাকলে রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি বাড়বে।'

মিসেস সিন্‌হার যুক্তিতে খুশী হতে না পেরে নীলা বলল, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু সেটা তো কয়েক মিনিটের জন্যে, এতে কাজের কাজ কি হবে ?'

মিসেস দত্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'আঃ, এই মেয়েটা এত কম বোঝে ! আরে ওরা এলে যে পাবলিসিটি হবে সেটার মূল্য কত তা জান ? লোকে জানবে আমরা একটা কাজের কাজ করছি—আর তাতে টাকা পয়সার জন্যে লোকের কাছে এ্যাপ্রোচ করা সহজ হয়ে যাবে।'

কথাটা শেষ হতেই মিসেস মিত্তির উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু নীলা একটা কথা, ওদের কলকাতা-বোম্বের যাওয়া-আসার প্লেনের টিকিট, হোটেলের খরচ—আমি ধরে নিচ্ছি ওঁরা কোন পয়সা নেবেন না, তবু হাজার কুড়ির মত খরচ আছে। আমি মনে করছি, ফান্ড থেকে এখনই টাকাটা না খরচ করে আমরাই বরং ডোনেট করব—তুমি অমিতাভকে একবার বলবে ?'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'সরি, ওকে আমি টাকার কথা কখনই বলতে পারব না।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'দরকার নেই। তুমি বরং মিঃ মল্লিককে বল। আমার ধারণা এরকম ভাল কাজে উনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন। আর তুমি তো বলেছিলে, উনি নাকি প্রায়ই খোঁজখবর নেন!'

নীলা ভেবে বলল, 'তা নেন। কিন্তু—'

মিসেস সিন্‌হা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'হে মাধবী, এত দ্বিধা কেন? আরে তুমি তো টাকাটা নিজের জন্যে চাইছ না--আর সেরকম হলে না হয় ফিল্ম স্টার এলে আমরা মিঃ মল্লিককে ওঁর সঙ্গে পরিচয় করে দেব, কাগজে ছবি বেরোবে—'

এবার নীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি আমার নিজস্ব টাকা থেকে পাঁচ হাজার দেব। আপনারাও ঐ একই এ্যামাউন্ট দিলে সমস্যাটা আর থাকবে না। কি, কোন আপত্তি আছে?'

সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে নীলা বলল, 'আমি তাহলে এখন উঠি, শরীরটা একদম ভাল নেই।'

কৃশানু তার ঘরে বসে ফিলআপ করা ফর্মটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, এমন সময় অমিতাভ মল্লিক এসে হাজির। হঠাৎ এই সময় অমিতাভকে দেখে কৃশানু নার্ভাস হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরে আপনি! আসুন, বসুন।'

অমিতাভ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে এনে বসে বলল, 'আচ্ছা, আপনার কাছে কাল গাড়ি নিয়ে যে মহিলাটি এসেছিল তার নাম কি?'

'কেন বলুন তো?'

'আমি প্রশ্ন করছি, আপনি উত্তর দেবেন!'

কৃশানু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনার যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য হব কেন? এটা বেশ বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?'

অমিতাভও মেজাজ দেখিয়ে বলল, 'না, হচ্ছে না। কারণ যদি সে আমাদের পরিবারের কেউ হয়, তাহলে উত্তর দিতে কিন্তু আপনি বাধ্য! আপনি ভুলে যাবেন না, আমার কাছ থেকে আপনি টাকা নিয়েছেন!'

কৃশানু আর কোন কথা বলতে পারল না। অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

অমিতাভ কৃশানুর মনের ভাবটা বুঝতে পেরে বলল, 'গৌরী মল্লিক আপনার কাছে এসেছিল, তাই তো?'

'উত্তরটা তো আপনার ভালই জানা আছে।'

'চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। ওটা কিন্তু আপনি ভাল পারবেন না।'

কৃশানু অতঃপর স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ, উনি এসেছিলেন। আপনি যেমন নিজে থেকে আমার কাছে এসেছেন, উনিও তাই করেছেন—এতে আমার কোন হাত নেই।'

'তা না হয় মানলাম, কিন্তু বাবার ইনসিওরেন্স করার খবরটা ও পেল কি করে?'

'আমি কি করে জানব! নিজের বোনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন!'

হঠাৎ এ ধরনের মন্তব্যে অমিতাভ কৃশানুকে সাবধান করে বলল, 'আপনি ওই ভঙ্গীতে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?'

'অবশ্যই। বাবা যদি জানতে পারেন আপনি আমার সঙ্গে কথামত কাজ করবেন বলে এ্যাডভান্স নিয়েছেন, তাহলে—'

কৃশানু এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'আপনার টাকা আমি এখনই ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি।'

অমিতাভ মুচকি হেসে বলল, 'টাকা ফেরৎ দিলেও নেওয়াটা আপনি তো অস্বীকার করতে পারবেন না, বরং তাতে নিয়েছিলেন যে সেটাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যাবে! যাক গে, ছেড়ে দিন এসব কথা, কাজ কদ্দূর এগোল ?'

'এগিয়েছে।'

'গুড! গৌরীকে নিশ্চয়ই বলেছেন আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এবং ঠিক কি প্রস্তাব দিয়েছি—কি, বলেছেন তো ?'

কৃশানু হেসে বলল, 'আপনি আমার কাছে এসেছেন সেটা এখানে আসার আগেই উনি জানতেন।'

অমিতাভ চমকে উঠে বলল, 'তাই নাকি!' মনে মনে কি যেন ভাবতে লাগল। তার চোখের সামনে নীলার মুখটা ভেসে ওঠে, চোখ দুটো কাঁপতে থাকে।

এবার কৃশানু অমিতাভকে আশ্বস্ত করল, 'আপনার প্রস্তাবের কথা ওঁকে আমি বলিনি।'

অমিতাভ স্বস্তি পেয়ে বলল, 'তাহলে কি বলেছেন ?'

'এমনি খবর নিতে এসেছিলেন—'

'আচ্ছা গৌরী কি চাইছে ?'

'আসলে আপনার বাবার যেন কোন ক্ষতি না হয় এমন কাজ করতে বলেছেন।'

'ব্যাস ?'

'হ্যাঁ।'

অমিতাভ একটু থেমে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'যাক গে, এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। আমি বোঝাপড়া করে নেব। এখন বলুন কি অবস্থা ?'

কৃশানু বলল, 'ইনসিওরেন্স আপনার বাবার ইচ্ছানুযায়ী করানো যাবে না বলে উনি ভাবছেন কোন ভাল কোম্পানিতে টাকাটা ইনভেস্ট করবেন।'

'তারপর ?'

'তারপর পাঁচ বছরে টাকাটা ডবল হয়ে যাবে।'

'নমিনি থাকছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কে ?'

'এখনও কিছু বলেন নি। বোধহয় ভারত সেবাশ্রমকেই টাকাটা দেবেন।'

'কত টাকা ?'

'দশ লক্ষ।'

অমিতাভ কৃশানুকে নিচু গলায় বলল, 'এ্যামাউন্টটা ওঁকে বলে বাড়াবার চেষ্টা করুন।'

কৃশানু বোঝাবার চেষ্টা করল, 'দেখুন টাকাটা ওঁর, উনি যা ভাল মনে করবেন—'

অমিতাভ বলল, 'আপনি একবার বলে দেখুন না—। আর হ্যাঁ, ইনসিওরেন্স-এর ফর্ম-এর ব্যাপারে যা যা করতে বলেছিলাম এবারও কিন্তু তাই করবেন। সেই কলম দুটো আছে তো ?'

কৃশানু বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু কলম দুটোর রহস্য এখনও বুঝতে পারছি না!'

'সময় হলে বুঝিয়ে দেব। কোন কলম দিয়ে সই করাবেন মনে আছে তো?'

কৃশানু মাথা নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

অমিতাভ এবার পকেট থেকে পার্স বের করে পাঁচশো টাকা টেবিলে রেখে বলল, 'কিন্তু ভাই, দশ লক্ষ টাকার কমিশনে তো বাড়ি হয় না কারো! তবে কলকাতার আশেপাশে ছোট্ট ফ্ল্যাট খুঁজতে শুরু করুন, সেটা এই ভাড়া বাড়ি থেকে বেটার হবে নিশ্চয়ই। আর কাজটা হয়ে গেলেই আমাকে এই নাম্বারে ফোন করবেন। ফোনে কিন্তু আপনার নাম বলবেন না, শুধু টাইটেল বললেই হবে।'

অমিতাভকে দরজার দিকে এগোতে দেখে কৃশানু ডেকে বলল, 'কিছু মনে করবেন না; টাকাটা নিয়ে যান।'

অমিতাভ জোর দিয়ে বলল, 'না, ওটা আপনাকে নিতে হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, একপশলা বৃষ্টিতে মাটি ভেজে না ভাল করে। গাছ বড় করতে হলে রোজ জল দিতে হয়। আপনি আগে নিজে বাঁচুন, তারপর তো আমার বাবার নাম করবেন।'

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে বলল, 'বিশ্বাসঘাতকদের কিন্তু ভগবানও সাহায্য করে না।' বলে আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না।

॥ ১১ ॥

মহিলা সমাজসেবা সংগঠনের জরুরী আলোচনা সভা শেষে নীলা গাড়িতে ফিরছিল। আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সামনে হঠাৎ একজনকে দেখে সে গাড়ি থামাতে বলল। ছেলেটির পরনে ছিল জিন্‌স্, চেকসার্ট আর কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। নীলা গাড়ি থেকে নেমে ছেলেটির কাছে চলে এল, 'কেমন আছ, কাঞ্চন?'

কাঞ্চনও অবাক হয়ে গেল নীলাকে দেখে। বলল, 'আরে কি আশ্চর্য্য! তুমি?'

'এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার কি কোন একজিবিশন চলছে এখানে?'

'আরে না না, একটা জরুরী কাজে এসেছিলাম। তারপর বল, কেমন আছ?'

নীলা খুশী খুশী মুখে বলল, 'ভাল। তুমি?'

'এই চলে যাচ্ছে। ওঃ অনেকদিন বাদে তোমাকে দেখলাম! আমি যখন ফ্রান্সে ছিলাম তখনই তোমার বিয়ের খবর পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের পর তুমি দেখতে আরও সুন্দর হয়েছ।'

নীলা ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'শুনে ভাল লাগল।'

কাঞ্চন আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ভেতরে যাচ্ছিলে?'

'না, না। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমাব চেহারাটা খুব চেনা-চেনা লাগতে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। এখন তো তুমি খুব নামী শিল্পী, খুব ভাল লাগে ভাবতে।'

'কি বলছ তুমি, কিছুই আঁকা হয়নি এ পর্যন্ত! আমার কথা বাদ দাও তো। তুমি কি করছ বল? আচ্ছা কবিতা লেখা কি ছেড়ে দিয়েছ? আর বিশেষ চোখে পড়ে না কেন?'

নীলা কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, 'রাস্তায় দাঁড়িয়েই গল্প করবে?'

'ও হোঃ, কিন্তু নীলা আজ যে খুব জরুরী একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার! তোমার টেলিফোন নাম্বারটা দেবে?'

নীলা বলল, 'খুব ভাল হয় যদি তোমার নাম্বারটা আমাকে দাও !'

কাঞ্চন আর কোন কথা না বলে হিপপকেট থেকে কার্ড বের করে এগিয়ে দেয়।

নীলা কার্ডটা দেখতে দেখতে বলে, 'বিয়ে করেছ ?'

হো হো করে হেসে কাঞ্চন বলল, 'পাগল ! ছবি এঁকে যে পেট ভরে তা এখনও কোন মেয়ের বাবা বিশ্বাস করে না ! পারলে একদিন এসো। খুব ভাল লাগবে। আজ চলি—' কাঞ্চন ভেতরে চলে গেল।

নীলা ঠিকানাটা দ্যাখে। বি ডি তিনশ একুশ, সল্টলেক। ড্রাইভারকে বলল, 'সল্টলেকের বি ডি ব্লক-এ চল।'

আদিনাথের নির্দেশমত কৃশানু ঠিক সময়ে আদিনাথবাবুর বাড়িতে এসেছে। হলঘরে বসে অপেক্ষা করছে। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আদিনাথ ঘরে ঢুকতেই কৃশানু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার স্যার।'

কৃশানুকে ইশারায় বসতে বলে নিজেও তাঁর চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এনেছ ?'

'হ্যাঁ স্যার। সব তৈরী। হঠাৎ এ বাড়িতে আসতে বললেন ?'

আদিনাথ গম্ভীর মুখে বললেন, 'আজ বাড়িটা ফাঁকা, ভাবলাম কথা বলতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু আমি অনাবশ্যক কৌতূহল পছন্দ করি না। আমি তোমাকে আসতে বলেছি, তুমি এসেছ—ব্যাস !'

কৃশানু আর কথা না বাড়িয়ে ব্যাগ থেকে ফর্মগুলো বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে আপনি সই করবেন।'

'কলমটা ?'

কৃশানু দ্রুত কলমটা এগিয়ে দেয়।

আদিনাথের হঠাৎ সন্দেহ হতে জিজ্ঞেস করলেন 'পাঁচটা ফর্ম কেন ?'

কৃশানু বলল, 'টাকাটা আমি পাঁচ ভাগে ভাগ করে দিয়েছি।'

আদিনাথ পাঁচটা ফর্মে সই করে কলমটা কৃশানুকে দিতে কৃশানু সেটা ব্যাগে রেখে দিয়ে ফর্মগুলো ভাল করে দেখতে লাগল।

একটা জায়গায় এসে কৃশানুর চোখ থেমে গেল। আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা নমিনি তো ভারত সেবাশ্রমই থাকবে ?'

'হ্যাঁ।'

'আসলে ওটা আমি লিখিনি। যদি আপনি নিজের হাতে লিখে দেন !'

আদিনাথ আবার কলমটা চাইতে কৃশানু দ্বিতীয় কলমটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে –'

আর একটা কলম দেখে আদিনাথ হেসে বললেন, 'তুমি একসঙ্গে এতগুলো কলম দিয়ে লেখ হে ! এটা তো বেশ দামী কলম বলে মনে হচ্ছে ! কোথা থেকে কিনলে ?'

হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নে কৃশানু একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না স্যার, একজন প্রেজেন্ট করেছে।'

আদিনাথ মুখে একটা গম্ভীর শব্দ করে বললেন, 'আমি ইচ্ছে করলে পরে নমিনি চেঞ্জ করতে পারি নিশ্চয়ই ?'

'তা পারবেন। কিন্তু চেঞ্জ করার কি প্রয়োজন হবে ?'

'তুমি এটা কবে জমা দেবে ?'

'আজ যদি চেক দেন, তাহলে কালকেই—'

কি মনে হল, আদিনাথ কিছু না লিখে বললেন, 'তাহলে নমিনির জায়গাটা এখন ব্ল্যাঙ্ক থাক। কাল জমা দেবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'কিন্তু কোথায় ?'

আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'নাঃ থাক। সকাল সাড়ে নটায় তুমি এখানেই এসো। তখনই চেকটা নিয়ে যেও। একটা কথা কৃশানু, আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি—কিন্তু কেউ আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করলে আমি তাকে ক্ষমা করি না।'

হঠাৎ বাড়ির সামনে গাড়ির হর্ন বেজে উঠল।

আদিনাথ ঘড়িটা দেখে বললেন, 'এখন তুমি যেতে পার, কৃশানু।'

কৃশানু ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়। দরজার মুখে প্রফেসর রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মুখোমুখি দেখা হলেও কোন কথা হয় না।

প্রফেসর রায় ঘরে ঢুকে আদিনাথকে দেখেই বলে ওঠেন, 'গুড মর্নিং, মল্লিক।'

আদিনাথও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'গুড মর্নিং, এসো এসো।'

'তুমি আমাকে বাড়িতে আসতে বলার পর ভাবছিলাম তোমার ব্যবসা কি বন্ধ হতে বসেছে ?'

আদিনাথ হেসে বললেন, 'হঠাৎ তুমি এরকম ভাবতে গেলেই বা কেন ! একটা কথা কি জান, আকাশে প্লেন উড়তে শুরু করলে পাইলট মাঝে মাঝে ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে গল্প করে যায়, দ্যাখনি ?'

প্রফেসর রায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলেন, 'তাই বল। আমি তো চিন্তায় পড়েছিলাম, কি জানি শরীর খারাপ হল কিনা !'

আদিনাথ সোফায় বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি খাবে বল ? চা না কফি ?'

রায় মাথা নেড়ে বললেন, 'নাথিং। মেয়ে কোথায় ? গৌরীকে অনেকদিন দেখিনি !'

'নেই।'

'নেই মানে ? আজ মর্নিংওয়াক করার সময় যে বললে সে এসেছে ?'

আদিনাথ মাথা নিচু করেই বললেন, 'আরে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম সে চলে গেছে।' উঠে এসে রায়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'আমার কি মনে হয় যেন রায়, আমি বোধহয় আর এদের কাছ থেকে কখনই শান্তি পাব না। আমি জানি ছেলেমেয়ের কাছ থেকে কিছু আশা করা অন্যায়, ভুল—এতে দুঃখ ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। তবু গৌরীটাকে আমার একটু অন্যরকম মনে—হত। ও যা চেয়েছে করতে দিয়েছি। বড় ছেলে তাই নিয়ে আজকাল খুব কথা শোনায়। অথচ গৌরীই বারংবার বুঝিয়ে দেয় তার ইচ্ছেমত সে আমার অবাধ্য হবেই।'

রায়ও আদিনাথের মনের কষ্ট কিছুটা অনুভব করতে পেরে বললেন, 'আদিনাথ, আমি বিয়ে-থা করিনি ঠিকই, কিন্তু তোমার সমস্যা বুঝতে পারি।'

আদিনাথ বললেন, 'দ্যাখ, টাকাপয়সার সঙ্গে বাইরের শত্রুর সংখ্যাও তো ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ব্যবসাটা এখন প্রায় যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে কাজ শিখেছিল যে লোকটা,

সে-ই এখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য তাদের ট্যাক্‌ল্ করতে আমার অসুবিধে হয় না। তবে ইদানীং আমার সবসময়ই মনে হয়, আমি শত্রুপুরীতে বাস করছি!'

'একথা মনে হচ্ছে কেন?'

'এদের চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, এরা যে কোন মুহূর্তে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। বুঝলে রায়, আজকাল মাঝেমাঝেই মনে হয় আমি হয়তো আর বেশীদিন বাঁচব না।'

রায় হো হো করে হেসে বললেন, 'মাই গড! তুমি বেশ বাড়াবাড়ি রকমের ভাবনা ভাবছ। আফটার অল ওরা জানে তুমি ওদের জন্যে কি স্যাকরিফাইস করেছ—এটা তো ঠিক, যে বয়েসে তোমার স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন সেই বয়সে অনেক বাঙালীই আবার বিয়ে করে—'

আদিনাথ বললেন, 'আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলিনি—'

'তার মানে?'

'আমি যে কোনদিন খুন হয়ে যেতে পারি, রায়!'

'কোন ঘটনা থেকে তোমার মনে এই সন্দেহ এসেছে আদিনাথ?'

'ঘটনা নয়, এসেছে অনুভূতি থেকে। আমার সিক্সথ্ সেন্স খুব প্রবল—বাই দি বাই, তোমাকে ডেকেছি অন্য কারণে, আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছি—'

'ভেরি গুড।'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

একটু চিন্তা করে রায় বললেন, 'দেখ আদিনাথ, কুড়ি বছর ধরে যে তোমার দেখা পায়নি, এতদিন পরে সে নিজেও দেখা করতে ইচ্ছুক কিনা—আমার মনে হয় সেটা আগে জানা দরকার। কুড়ি বছর আগে হয়তো তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী সে চলতে রাজী ছিল, কিন্তু সময় মানুষকে বদলাতে সাহায্য করে। এটা ভাবছ না কেন, সে-ও তো বদলে যেতে পারে!'

'কেন, তোমাকে সে কিছু বলেছে?'

'কি বিষয়ে?'

'এই আমার ব্যাপারে?'

রায় বললেন, 'সে সুযোগ পেল কোথায়? এখন সে আগরতলার কোন একটা স্কুলে পড়ায়। দুটো ছুটির সময় এখানে আসে, তখন কথা হয়—অবশ্য সে-কথা অন্য কাউকে নিয়ে নয়।'

আদিনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি?'

রায় খুব শান্তভাবে বললেন, 'কারণ সে আগামীকাল আগরতলার পাট চুকিয়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে চলে আসছে কলকাতায়। তার চাকরিজীবন শেষ হয়ে গেছে। চণ্ডাশোক ধর্মাশোক হবার পর সন্ন্যাসী হতে পারেননি কারণ তিনি তাঁর সমস্ত পাপাচরণের প্রায়শ্চিত্ত করেননি বলে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে প্রত্যেক মানুষের ভাবা দরকার কোন প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে কিনা—'

আদিনাথ অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, আমি কোন পাপ করেছিলাম?'

রায় এবার বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। তুমি ভুলে গেছ, একটি মেয়ের মনে স্বপ্নের বীজ বুনে তুমি সরে দাঁড়িয়েছিলে, তাকে কোনভাবেই পরিচর্যা করো নি, তাকে বড় হতে দাওনি।'

আদিনাথও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু কেন দিইনি তা কি তোমার অজানা প্রফেসার ?'

'আমার সঙ্গে সে একমত হতে নাও পারে।'

হঠাৎ আদিনাথ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'রায়, তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু। তুমি বিশ্বাস কর, আমি সত্যি বাঁচতে চাই। চারপাশের সমস্যাগুলো আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছে, তাই ওর সঙ্গে কথা বললে—'

রায় কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, 'বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা। বেশ, আমাকে আগে কথা বলতে দাও।'

আদিনাথ মনে জোর পেয়ে বললেন, 'যেমন করে হোক ওকে রাজী করাতেই হবে তোমাকে।'

রায় বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'মুশকিল হচ্ছে, এখন ওর বয়স আটান্ন। অষ্টাদশী হলে একটা কথা ছিল—তাছাড়া আমার মনে হয় তোমারও এখন একটু ভাবা দরকার। কারণ তোমার ছেলেরা, মেয়ে, বউমা এই মুহূর্তে ব্যাপারটা কখনই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবে না.'

আদিনাথ ভেবে বললেন, 'তা আমিও জানি।'

রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

রায়কে উঠে দাঁড়াতে দেখে আদিনাথ বললেন, 'তুমি কি চলে যাচ্ছ, প্রফেসার ?'

হঠাৎ গলার স্বর অদ্ভুত শোনাল আদিনাথের। প্রফেসার জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার আদিনাথ, তুমি কি দুর্বল হয়ে পড়েছ ?'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'দুর্বল ! আমি ? না না, আমি দুর্বল হব কেন ? তুমি পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করতে পার, দেখবে সবাই একবাক্যে বলবে আমার মত শক্তমনের মানুষ তারা কখনও দ্যাখেনি। এখন ওসব কথা বাদ দাও, তুমি শুধু একবার আমাদের দেখা করিয়ে দাও—দ্যাট্স্ অল !'

রায় আর কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আদিনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কৃশানু সোজা গৌরীর বাড়িতে এসে পৌঁছল। দুবার বেল টিপতেই কাজের মেয়েটি এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই ?'

কৃশানু বলল, 'গৌরীদেবী আছেন ?'

'আপনার নামটা ?'

'কৃশানু দত্ত।'

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন ?'

কৃশানু পকেট থেকে কার্ডটা বের করে বলল, 'এই কার্ডটা উনি আমাকে দিয়েছিলেন—বলুন, ইনসিওরেন্স এজেন্ট।'

মেয়েটি কি ভেবে অপেক্ষা করতে বলে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কৃশানু পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা ভাল করে মুছে নিল। চিরুনি বার করে চুলটাও আঁচড়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আবার খুলে মেয়েটি বলল, 'আপনি ঘরে এসে বসুন।'

বেশ বড় হলঘর, আধুনিক আসবাবপত্রে সাজানো। কৃশানু একটা চেয়ারে বসে চারদিক

ভাল কবে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পবে ভেতবেব ঘবেব দবজা খুলে এসে ঢুকল গৌবী। পবনে ছিল একটা লালবঙেব গাউন যাব কোন হাতা নেই, বুকেব দুপাশ থেকে স্ট্র্যাপ উঠে গিযে ঘাড়ে গিঁট পাকিযেছে। সাদা দুটো হাত বড্ড বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গৌবীব এধবনেব পোশাক দেখে কৃশানুব গলা শুকিযে গেল, মুখ দিযে কোন কথা বেবুল না।

গৌবী হেসে বলল, 'ওযেলকাম, ওযেলকাম। আজ কি সৌভাগ্য।'

কৃশানু কিছু না ভেবেই বলল, 'আপনাব সঙ্গে একটু আলোচনা ছিল গৌবীদেবী।'

গৌবী কিন্তু ওই কথাব কোন উত্তব না দিযে বলল, 'আমি ভাবতেই পাবিনি আপনি এত তাড়াতাড়ি এখানে আসবেন।'

কৃশানু কিন্তু-কিন্তু কবে বলল, 'না, মানে এখন একটা সমস্যা -'

গৌবী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ঠিক আছে। আমি তো বলেছি আপনাকে সাহায্য কবব। আবে বসুন না। আগে বলুন কি খ'বেন—ঠাণ্ডা না গবম ?'

'না না, কিচ্ছু না।'

হঠাৎ কি মনে হতে গৌবী কাজেব মেযেটিব কাছে গিযে কিছু বলতেই মেযেটি ঘব থেকে বেবিযে গেল।

মেযেটি বেবিযে যেতেই গৌবী কৃশানুব কাছে এসে বলল, 'এইটে আমাব বিহার্সাল বুম। কেমন লাগছে ?'

'খুব ভাল।'

'বাবা ইনভেস্টমেন্ট-এ বাজী হযেছেন ?

'হ্যাঁ হযেছেন।'

গৌবী মনে মনে খুশী হল, বাঃ। তাহলে আপনি মোটা কমিশন পাচ্ছেন ?'

'তা মন্দ নয—'

'বাবা কি সঙ্গে সঙ্গে চেক দিযেছেন ?'

'না। বলেছেন আগামীকাল দেবেন।'

'কত ?'

'দশ লক্ষ।'

গৌবী এবাব চুপি চুপি কৃশানুকে বলল, 'চেকটা পাওযামাত্র এখানে চলে আসবেন। এখান থেকে জমা দিতে যাবেন—কথাটা মনে থাকে যেন !'

কৃশানুকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখে গৌবী আবাব বলল, 'কি ভাবছেন ?'

কৃশানু বলল, 'না, ঠিক আছে।'

গৌবী একটু ভেবে বলল, 'একটা কথা আপনাকে জানিযে বাখি, চেকটায আমি নিজেব হাতে গোলমাল করে দিতে চাই।'

কৃশানু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কবল, 'কিন্তু তাহলে তো চেক বাউন্স কববে !'

'হ্যাঁ, আমি সেটাই চাই।'

'কিন্তু উনি তো বাউন্স হবার কারণ জিজ্ঞেস কববেন ?'

একটু মিষ্টি হেসে গৌরী বলল, 'সেটা আপনাকে একটু ম্যানেজ কবতে হবে।'

'কিন্তু তাতে মনে হয় না খুব অসুবিধে হবে। কাবণ উনি নিশ্চযই নতুন চেক দেবেন।'

গৌরী বোঝাল, 'সঙ্গে সঙ্গে দেবেন মনে হচ্ছে না। অবশ্যই চিন্তা করবেন। আব বাবা

যেরকম টেনশানে আছেন, এই সময়ের মধ্যে কিছু একটা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।'

এবার কৃশানু একটু ভয় পেয়ে গেল, কাতর গলায় বলল, 'একটা কথা বলব ?'

গৌরী নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'দেখুন, এসব করলে আমার খাটুনিই সার হবে। তার চেয়ে নমিনি হিসেবে যদি আপনার নাম মিস্টার মল্লিক লিখে দেন, তাহলে কি ভাল হয় না ?'

গৌরী ব্যাপারটাকে অসম্ভব ভেবে বলল, 'কাজটা অত সহজ মনে করবেন না। আর বাবা আমাকে নমিনি করবেনই বা কেন ?'

কৃশানু একটু ভেবে বলল, 'একটা চেষ্টা তো করা যেতে পারে !'

গৌরী বলল, 'মনে হয় না খুব সুবিধে হবে। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, আপনার সমস্যাটা কি ?'

কৃশানু চুপি চুপি বলল, 'অমিতাভবাবু চাইছেন নমিনি হিসেবে তাঁর নাম দিতে !'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দাদা তো চাইতেই পারে, কিন্তু বাবা কি রাজী হবেন ?'

কৃশানু এবার গলার স্বর আরেকটু নামিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে উনি আমাকে দিয়ে ফর্মে কিছু কারচুপি করাতে চান।'

কৃশানুর কথায় গৌরী উৎসাহ পেয়ে বলল, 'ও, তাই বলুন! তা আপনি কি চিন্তা করছেন ?'

একটা কথা কি জানেন, জীবনে আমি কখনও জালিযাতি করিনি—কিন্তু উনি আমাকে এমন ফাঁদে ফেলেছেন—কি যে করি—'

'কি রকম ?'

'কিছুদিন আগে উনি জোর করে আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তখন তো বুঝিনি এর রহস্যটা। এখন সেই টাকার কথা বলে আমার ওপর চাপ দিচ্ছেন। আমি ভাবছি আপনার বাবাকে সব কথা বলে দেব—'

গৌরী সোফায় বসে শুনছিল। কৃশানুর শেষের কথায় ব্যস্ত হয়ে উঠে এসে বলল, 'না, কখনও না। ফর্ম আপনি নিজের হাতে ফিলআপ করেছেন—কি, তাই তো ?'

কৃশানু বলল, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা এখন বলুন তো, দাদা আপনাকে কি করতে বলেছে ?'

কৃশানু রহস্যটা খুলে বলল, 'উনি দুটো কলম দিয়ে বলেছিলেন একটায় আপনার বাবাকে দিয়ে সই করাতে, অন্যটায় ফর্মে লিখতে।'

শুনে গৌরীর মুখটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, খুশীতে বলল, 'আচ্ছা !'

কৃশানু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা গৌরীদেবী, আপনি কি জানেন, আপনার বাবা কখনই সঙ্গে কলম রাখেন না ?'

গৌরী বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, এ যুদ্ধে কিন্তু আমি জিততে চাই।'

কৃশানুকে আবার চিন্তিত মনে হল, 'যুদ্ধ বলছেন কেন ?'

গৌরী বলল, 'হ্যাঁ যুদ্ধ। দাদার সঙ্গে আমার। আমাকে সাহায্য করবেন না ?'

কৃশানু বলল, 'সেটা যদি না চাইতাম, তাহলে আপনার দাদার কথাটা কেন বললাম আপনাকে ?'

গৌরী আনন্দে কৃশানুর হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু !'

পাশের ঘর থেকে ঠিক তখনই বেডরুমের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল ববি।

গৌরীকে ওই অবস্থায় দেখে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে কাছে এসে চেঁচিয়ে বলল, 'ইউ, ইউ বিচ, আমাকে ভেতরে বসিয়ে রেখে বাইরের ঘরে প্রেম করা হচ্ছে! প্রেম !'

গৌরীও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলল, 'শাট আপ ! আমার ফ্ল্যাটে এসে আমার ওপর চোখ রাঙাবে না বলে দিচ্ছি। মনে রেখো, আমি তোমার বিয়ে করা বউ নই !'

আর কোন কথা না বলে ববি ছুটে এসে কৃশানুকে সোফা থেকে টেনে দাঁড় করিয়ে বলে, 'ইউ সোয়াইন, গেট আউট ফ্রম হিযার ! এখনই বেরিয়ে যান।'

কৃশানুও উপায় না দেখে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চায। কিন্তু ক্ষিপ্ত ববি তখনই হাঁটু দিয়ে ওর পেটে আঘাত করতেই কৃশানু ছিটকে গিয়ে সোফার ওপর পড়ল। গৌরীও তখন ছুটে গিয়ে ববিকে বাধা দেয। হাত ধরে টেনে অনুরোধ করল, 'ও ববি, প্লিজ, তুমি বিশ্বাস কর—ও আমার সঙ্গে প্রেম করছে না। ও একজন অর্ডিনারী ইনসিওরেন্স এজেন্ট, তুমি কি করে ভাবলে আমি ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাব ?'

ববি তখনও রাগে ফুঁসছিল। চিৎকার করে বলল, 'ইনসিওরেন্স এজেন্ট ? তাহলে ওর এখানে কি দরকার ? টেল মি, ও এখানে এসেছে কেন !'

গৌরী কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বলল, 'তার মানে, সব কথা তোমাকে বলতে হবে নাকি ?'

'হ্যাঁ হবে। বিকজ আই লাভ ইউ।'

গৌরী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'নো। তুমি জেনে রাখ, গৌরী মল্লিক কারও স্লেভ নয। আমার ব্যাপারে তুমি কখনও নাক গলাবে না, তাহলে এখানে আসা তোমাকে বন্ধ করতে হবে।'

ববি তখনই এগিয়ে গিয়ে গৌরীর কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, 'কি বললে ?'

গৌরী একটানে নিজেকে ছাডিয়ে নিয়ে বলল, 'ডোন্ট টাচ মি, আই হেট ইউ !'

এতে আরও বেশী ক্ষিপ্ত হযে গৌরীর চুলের মুঠি ধবে টান দিযে বলল, 'কি বললে, ইউ হেট মি ? তুমি আমাকে ডিচ্ করতে চাইছ ?'

চুলে প্রচণ্ড চাপ পড়ায় গৌরী চিৎকার করে উঠলেও ববি তখনও চেঁচাতে লাগল, 'এখনও বল, ইউ হেট মি !'

গৌরীও এতটুকু ভয় না পেযে সমানভাবে চেঁচাতে লাগল, 'আগে কখনও করিনি ঠিকই, কিন্তু তুমি আমার এ্যাবসেন্স-এ মডেল মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট কর আমি জানি। তবুও কিছু বলিনি—কিন্তু আর না, আই উইল নট এ্যালাও ইউ !'

কথাটা শোনামাত্র ববি ওই অবস্থায় এক ধাক্কা মারতে গৌরীর মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে গেল। মুখ দিয়ে একটা করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ববি ওই দৃশ্য দেখে একটু ভয় পেয়ে গেল। একটু এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে গৌরীকে দেখল। কোন কথা না বলে চুপি চুপি উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

কৃশানু এতক্ষণ পেটে হাত রেখে সোফায় বসেছিল। হঠাৎ দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেয়ে কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে গৌরীর কাছে গিয়ে ডাকল, 'গৌরী দেবী, গৌরী দেবী !'

কোন উত্তর না পেয়ে কৃশানু বেশ ভয় পেয়ে গেল। নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—তাড়াতাড়িতে দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কাজের মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মেয়েটি একটা বড়

প্যাকেট হাতে ওপরে উঠছিল, দুজনের চোখাচোখি হল কিন্তু কোন কথা হল না। দরজা বন্ধ করে মেয়েটি মিষ্টি হেসে ওপরে উঠে গেল। বাইরে এসে কৃশানুর একটু ভয় হল। মেয়েটি যদি গিয়ে দেখে গৌরী মারা গেছে! কি করবে ভেবে পায় না। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে হঠাৎ তার খেয়াল হল হাতে ব্যাগটা নেই। ওপরে উঠবে কি উঠবে না ভাবতে লাগল। তারপর কি মনে হল, ওপরে উঠে গিয়ে প্রথমে দরজায় কানটা রেখে ঘরের ভেতরের পরিস্থিতিটা জানার চেষ্টা করল। কিছুই বুঝতে না পেরে বেলটা টিপল। পর পর তিনবার টিপতে দরজাটা খুলে গেল।

কৃশানুকে দরজার সামনে দেখে মেয়েটি বলল, 'কি ব্যাপার, আপনি?'

কৃশানু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না, মানে একটা ব্যাগ ফেলে গিয়েছিলাম সোফার ওপরেই—'

মেয়েটি বলল, 'বেশ তো, আসুন।'

কৃশানু ঘরে ঢুকে দেখল সোফার ওপর ব্যাগটা নেই। গৌরীকেও ঘরে দেখতে পেল না। এদিক ওদিক দেখে বলল, 'এখানেই তো রেখেছিলাম—'

মেয়েটি বলল, 'আপনি বসুন।'

মেয়েটি চলে যেতেই কৃশানু সোফাটার ওপর বসে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর সোফার নিচেটা দেখল, গৌরী যেখানে পড়ে গিয়েছিল সে জায়গাটাও দেখল—কিন্তু কোথাও দেখতে না পেয়ে আবার সোফায় বসে ভাবতে লাগল।

এমন সময় বাইরের দরজায় টোকা পড়ল। কৃশানু ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল। দ্বিতীয়বার বেল বাজতে কৃশানু উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতেই একজন মেকআপ নেওয়া সুন্দরীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

'আমার নাম প্রিয়ংবদা, গৌরীর বন্ধু—গৌরী আছে?'

কৃশানু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'আছে, কিন্তু—'

'ও, খুব ব্যস্ত বুঝি?'

'না না। আপনি আসুন।'

কৃশানু সরে দাঁড়াতেই প্রিয়ংবদা ঘরে ঢুকে বলল, 'কিন্তু আপনাকে এর আগে কখনও দেখিনি—'

কৃশানু চটপট বলল, 'পাবেন কি করে, আমি তো আজই প্রথম এলাম।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আপনি কি গৌরীর দেখা পেয়েছেন?'

কৃশানু কি করবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'না, মানে ঠিক আছে—আমি বরং পরে আসব।'

প্রিয়ংবদা অবাক হয়ে বলল, 'সে কি! আপনি তো ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তাহলে কথা বলে যান। বসুন বসুন। আমাকে হয়তো আপনি চিনবেন না—'

কথাটা শেষ না হতেই কৃশানু বলল, 'হ্যাঁ চিনতে পেরেছি, মানে টিভিতে আপনাকে মাঝে মাঝেই দেখি।'

'নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে?'

'না না, খুব ভাল।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'মনে হচ্ছে ওঁর আসতে দেরী হবে। আমি আজ উঠি তাহলে।'

কৃশানু দরজার দিকে এগোতেই পাশের দরজাটা খুলে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গৌরী। মাথায় ব্যান্ডেজ, পেছনে কাজের মেয়েটি। চেহারা একেবারে বিধ্বস্ত। গৌরী ইশারা

করতেই মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। গৌরীর ওইরকম চেহারা দেখে প্রিয়ংবদা স্থির থাকতে পারল না। একটা আর্তনাদ করে তখনই গৌরীর কাছে ছুটে গেল। গৌরীকে জড়িয়ে ধরে সোফায় শুইয়ে দিয়ে প্রিয়ংবদা পাশে বসল। কৃশানু কিছুটা দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিল।

গৌরীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে প্রিয়ংবদা কৃশানুকে উদ্দেশ করে বলল, 'আচ্ছা, ও যে এতটা অসুস্থ তা আপনি জানতেন ?'

কৃশানু কিছু বলার আগেই গৌরীই বলল, 'উনি জানবেন কি করে ? উনি তো চলে গিয়েছিলেন !'

প্রিয়ংবদা গৌরীর কথায় অবাক হয়ে বলল, 'সে কি ! উনিই তো আমাকে দরজা খুলে দিলেন !'

এবার কৃশানু বলল, 'ঠিকই। আমি চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সঙ্গে ব্যাগটা না থাকায় মনে হল এখানে ফেলে গিয়েছি—তাই ফিরে এসেছিলাম।'

প্রিয়ংবদা আর কোন কথা না বলে গৌরীকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার, গৌরী ?'

'দেখতেই তো পাবছ, মার খেয়েছি !'

'সে কি ! কে মারল ?'

'নামটা আর না-ই বা করলাম, তোমার শুনতে ভাল লাগবে না।'

প্রিয়ংবদার সন্দেহ হতে গৌরীব কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কে, ববি ? কিন্তু কেন ?'

গৌরী নিস্তেজ গলায় বলল, 'কিছুই না, ঘরে ঢুকে ওর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে খেপে গিয়ে—বুঝলে প্রিয়ংবদা, আমি মরে যেতে পারতাম।'

প্রিয়ংবদা চোখ বড় বড় করে বলল, 'তার মানে ? এত সাহস কি করে হল যে তোমার গায়ে হাত তোলে ? স্কাউন্ড্রেল !'

গৌরী আস্তে আস্তে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'বুঝলে প্রিযংবদা, এবার সময় হয়ে গেছে—তোমার আপত্তি নেই তো ?'

প্রিয়ংবদা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কি ব্যাপারে ?'

গৌরী বলল, 'এবার আমি অল আউট যেতে চাই। গৌরী মল্লিকের গাযে হাত দিযে ববি নিস্তার পাবে না। আমি ওকে চূড়ান্ত শিক্ষা দেব।'

'কিন্তু কি ভাবে ?'

গৌরীকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রিযংবদাই আবার বলল, 'তুমি কি পুলিসেব কাউকে বলবে ?'

গৌরী ভেবে বলল, 'সেরকমই ইচ্ছে আছে।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'যা ইচ্ছে কর, আমার কোন আপত্তি নেই।'

'ঠিক তো ?'

'কি আশ্চর্য, বলছি তো হ্যাঁ ! তুমি জেনে রাখ, লোকটাব ওপর আর কোন দুর্বলতা আমার নেই। আমি স্পষ্টই বলে দিয়েছি তুমি তোমার মত থাকো, আমাব ব্যাপারে নাক গলাবে না। কিন্তু গৌরী, আমি তোমাকে কখনও কিছু বলিনি, ববিকে বিয়ে কবে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলাম, তুমিও— !'

এবার গৌরী কৃশানুর দিকে তাকিযে বলল, 'এসব শুনে আপনি কি ভাবছেন ?'

হঠাৎ গৌরীর প্রশ্নে থতমত খেয়ে কৃশানু বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'যেমন?'

'যে ভদ্রলোক ওই কাণ্ড করলেন তাঁকে আমি আপনার—'

গৌরী ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলল, 'প্রেমিক ভেবেছিলেন না স্বামী?'

কৃশানু হেসে বলল, 'আপনি যে বিবাহিতা নন তা বোঝা যায়।'

গৌরী বলল, 'আজকাল ওই ধরনের বোঝাবুঝি সম্ভব নয়। তারপর?'

'এখন জানলাম ভদ্রলোক ওঁরই স্বামী। অথচ উনি আপনার গায়ে হাত তুললেন—এদিকে শুনছি আপনারা বন্ধু—'

প্রিয়ংবদা হঠাৎ বলল, 'থাক, আপনাকে এত ভাবতে হবে না। কিন্তু আপনি কি করছিলেন? একটা লোক আপনার সামনে গৌরীর গায়ে হাত তুলল আর আপনি সিনেমা দেখার মত সেটা চেয়ে চেয়ে দেখলেন? ছিঃ!'

গৌরীই ওর কথার জবাব দিল, 'উনি কি করবেন? তার আগেই ববি ওকে মেরেছিল, উনি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়েছিলেন!'

'তাতে কি হয়েছে? পড়ে গেলেও বাধা দেবার কি শক্তি ছিল না?'

এতক্ষণে কৃশানুর খেয়াল হতে বলল, 'আচ্ছা, এই সোফাটার ওপর আমার ব্যাগটা রেখেছিলাম—'

গৌরী ব্যস্ত হয়ে বলল, 'নেই?'

'না। নিচেও পড়ে যায়নি।'

গৌরী এবার কাজের মেয়েটিকে ডেকে বলল, 'হ্যাঁরে সন্ধ্যা, এখানে কোন ব্যাগ পড়ে ছিল?

মেয়েটি বলল, 'না তো! আমি ফিরে এসে দেখিনি।'

কৃশানু কিন্তু-কিন্তু ক'রে বলল, 'আমি এখানেই রেখেছিলাম। তাড়াহুড়োয় নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাগে কি ছিল?'

'আপনার বাবার ফর্মগুলো আর কিছু টাকা—'

এবার প্রিয়ংবদা চুপ করে থাকতে পারল না, 'আশ্চর্য! একটা ব্যাগ তো নিজে থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে না! আচ্ছা, ববি কখন গেল?'

কৃশানু একটু থেমে বলল, 'উনি অজ্ঞান হবার পর-পরই চলে গিয়েছিলেন।'

গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পর ববি কি আবার ফিরে এসেছিল?'

'না। কারণ ফিরে এলে আমার সঙ্গে দেখা হত নিশ্চয়ই।'

গৌরীর একটু সন্দেহ হল, 'তাহলে কি চলে যাবার সময় ও ব্যাগটা তুলে নিয়ে গিয়েছে?'

প্রিয়ংবদারও একইরকম সন্দেহ হওয়াতে কৃশানুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'ওর চলে যাওয়ার সময় আপনি দ্যাখেন নি?'

কৃশানু বলল, 'না। আমার পেটে তখন খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল—'

গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কিছু টাকা আর ইনভেস্টমেন্ট-এর ফর্ম নিয়ে ও কি করবে?'

ইনভেস্টমেন্ট-এর কথা উঠতেই প্রিয়ংবদা বলল, 'ইনভেস্টমেন্ট কেন? তুমি কি কোথাও ইনভেস্ট করেছ?'

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, 'না না, আমি নই। কিন্তু কৃশানুবাবু, আমি চাই না ফর্মগুলো ববির হাতে যাক!'

কৃশানু বলল, 'কিন্তু ওগুলো তো ওঁর কোন প্রয়োজনে লাগবে না। ওই ফর্ম দিয়ে উনি কি করবেন? আমাকে আবার নতুন ফর্ম আনতে হবে। কিন্তু আমার ব্যাগটা আর কিছু টাকা—'

গৌরীর কথার মধ্যে এবার একটু ঝাঁজ ফুটে উঠল, 'আপনি এখন টাকা আর ব্যাগের কথা ভাবছেন? আশ্চর্য, ফর্মগুলো হাতে পেলে ববি অনেক খবর জেনে যাবে এটা বুঝতে পারছেন না? যান. এখনই ববির সঙ্গে দেখা করে ব্যাগের খবর নিন!'

'কিন্তু উনি আমাকে পাত্তা দেবেন কেন?'

গৌরী সাহস দেখিয়ে বলল, 'দেবেন। আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব কথা দিচ্ছি। আচ্ছা প্রিয়া, ও কখন বাড়িতে থাকে?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'দুপুরে। ওই সময় ভদকা খেতে খেতে টিভি দ্যাখে। তারপর সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমোয়।'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি ওই সময় ওর বাড়িতে চলে যাবেন। কথা না শুনলে চাপ দিয়ে আদায় করে নেবেন।'

কৃশানু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কি চাপ দেব?'

'বলবেন ও যে আমাকে মেরেছিল তার সাক্ষী আপনি।'

'কিন্তু তাতে কি উনি ভয় পাবেন বলে মনে হয়?'

গৌরী একটু গলায় জোর দিয়ে বলল, 'পাবেন। কারণ ও জানে, ওই মার খেয়ে আমি মারা যেতে পারি।'

'কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনি তো মারা যাননি!'

গৌরী একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ, আপনাকে যা বলছি শুনুন। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, সেটা তো ববি দেখে গেছে। আর এর মধ্যে প্রিয়ংবদা বাড়িতে গিয়ে বলবে আমার জীবনের কোন চান্স নেই—ফলে বুঝতেই পারছেন, ও নার্ভাস হবে নিশ্চয়ই।'

কৃশানু তবুও বলল, 'কিন্তু ওর মত রাগী লোক—'

গৌরী বোঝালো, 'শুনুন, যারা চটজলদি মাথা গরম করে তারা খুব দ্রুত নার্ভাস হয়। যাই হোক, প্রিয়া, তুমি প্লিজ এখনই বাড়ি ফিরে যাও।'

প্রিয়ংবদা একটু চিন্তা করে বলল, 'কিন্তু তাহলে তো ও জানতে পারবে আমি এখানে এসেছিলাম!'

গৌরী বলল, 'হ্যাঁ, আমি তো সেটাই চাই। আর এসে সব শুনে তুমি ওকে সাবধান করতে ফিরে গেছ।'

হঠাৎ প্রিয়ংবদা ঘড়ি দেখল, 'তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু গৌরী আমাকে এখন চলে যেতে হচ্ছে—জরুরী এ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে।'

প্রিয়ংবদা ঘর থেকে থেকে বেরিয়ে যেতেই গৌরী কৃশানুকে ডেকে সোফায় বসতে বলল।

কৃশানু ব্যাপারটা না বুঝে সোফায় বসতে গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলেন আমার বান্ধবীকে? টি ভি স্টার—'

কৃশানু মৃদু হেসে বলল, 'ভালই।'

'কেমন ভাল ? আমার চেয়েও ?'

'আপনারা দু'জনে দু'রকম। আচ্ছা আপনার শরীর এখন কেমন মনে হচ্ছে ?'

গৌরী মনে মনে খুশী হয়। কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'যাক, প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করলেন। এখন বেশ ভালই লাগছে।'

কৃশানু একটু থেমে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?'

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, 'স্বচ্ছন্দে।'

'আচ্ছা বান্ধবীর স্বামীকে আপনি ভালবাসেন কি করে ?'

'ববিকে আমি ভালবাসি একথা আপনাকে কে বলল ?'

'দেখে তাই মনে হল। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলে আমায় দেখে উনি রেগে যেতেন না।'

কৃশানুর ধারণা যে ঠিক নয় সেটা প্রমাণ করার জন্য গৌরী বলল, 'কৃশানুবাবু, কোন কোন পুরুষ মেয়েদের বন্ধুত্ব পেলে ভাবে একটা সম্পত্তি পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের অহঙ্কার তাদের অন্ধ করে দেয। আসলে নিজের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে ববি আমার ওপর ঝুঁকেছিল। ওকে দিয়ে আমার কিছু কাজ হয় বলে আমিও আপত্তি করিনি। এটা তো ঠিক, আমার মনে যদি কোন দুর্বলতা থাকত তাহলে প্রিয়ংবদার সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্ক ভাল হত না। আসলে এখন আমরা সকলেই অঙ্ক কষে চলি। ববি সেই অঙ্ক আজ ভুল করে বসল। এর মাশুল ওকে কিন্তু একদিন দিতে হবে। তবে বাবা যে দশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করছেন এই খবরটা ও জেনে গেলে আপনার ক্ষতি হবে।'

এবারে কৃশানু জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ববির ঠিকানা কি ?'

গৌরী বলল, 'আটত্রিশ মে কুইন্স রোড। তিনতলায়।'

কৃশানুকে দরজার দিকে এগোতে দেখে গৌরী ডেকে বলল, 'আমি কি আপনার ওপর ভরসা করতে পারি, কৃশানুবাবু ?'

কথাটা কানে যেতেই কৃশানু থমকে দাঁড়িয়ে গৌরীর চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, কোন কথা বলতে পারল না।

গৌরীই আবার মনে করিয়ে দিল, 'বাবা চেকটা দিলে আমার কাছে অবশ্যই নিয়ে আসবেন।'

কৃশানু অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস থেকে বেরিয়ে নীলা গাড়ি নিয়ে সল্টলেক-এর একটা বাড়ির সামনে এসে থামল। ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করে নম্বরটা মিলিয়ে নিয়ে কলিংবেলটা টিপল। দুবার বেল টিপতে দরজা খুলে দাঁড়াল এক বৃদ্ধ কাজের লোক।

হঠাৎ এই সময় একজন সুন্দরী মহিলাকে দেখে কাজের লোকটি বলল, 'বাবু তো বাড়িতে নেই।'

নীলা হেসে বলল, 'হ্যাঁ জানি—আসলে আমি একটু আগেই চলে এসেছি।'

বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'তাহলে আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন ?'

'না হলে তো আমাকে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনার বাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত। আপনি বরং একটা চেয়ার এনে দিন, আমি এখানেই বসি।'

বৃদ্ধ লোকটি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বলল, 'আরে না না, তা কখনও হয় ! আপনি ভেতরে এসে বসুন।'

এবার নীলা ভেতরে ঢুকে বলল, 'আচ্ছা, আপনি তো আমাকে চেনেন না—তবু একজন অচেনা লোককে ভেতরে ঢোকাচ্ছেন, আপনার সাহস তো খুব !'

বৃদ্ধ লোকটি হাত কচলে বলল, 'সারা জীবন তো ভয়ে ভয়ে থাকলাম মা, এখন শেষ বয়সে এসেও যদি সাহস না পাই তাহলে কি চিতায় ওঠার পর সাহসী হব ?'

বৃদ্ধ লোকটির কথায় নীলা হো হো করে হেসে বলল, 'আপনি তো চমৎকার কথা বলেন ! আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' ভেতরে চলে গেল লোকটি।

নীলা ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখতে লাগল। এমনিতে ঘরটি সুন্দর সাজানো, কিন্তু অবাক হয়ে গেল কাঞ্চনের ছবির কোন নমুনা দেখতে না পেয়ে।

একটু পরে বৃদ্ধ লোকটি জল এনে দিলে দু ঢোঁক খেয়ে নীলা জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, আপনার বাবু কোন ঘরে ছবি আঁকেন ?'

'ছবি তো এখানে আঁকেন না।'

নীলা অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে ? তাহলে ওঁর স্টুডিওটা কোথায় ?'

'এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। ওখানে বাবু একটা ফ্ল্যাট নিয়েছেন। সকালে খেয়ে চলে যান, বিকেলে আসেন। সেখানে বসেই ছবি আঁকেন।'

নীলার কৌতূহল হতে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে আর কেউ থাকেন ?'

'না না, বাকি সময় ফ্ল্যাটে চাবি দেওয়া থাকে।'

নীলা আফসোস করে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ওর আঁকা ছবি দেখতে পাব এখানে !'

বৃদ্ধ লোকটি মাথা নেড়ে বলল, 'ওখানে কাউকে নিয়ে যান না বাবু। আমাকেই যেতে নিষেধ করেছেন। খুব জরুরী দরকার হলে ফোন করি।' মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি কি বাবুর ছবির ভক্ত ?'

'না না, তেমন কিছু না। আসলে আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি। এককথায় বন্ধু বলতে পারেন। অনেকদিন পরে যোগাযোগ হল, তাই—'

বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'কিন্তু আমি জানতাম বাবুর কোন মেয়ে-বন্ধু নেই।'

'সে কি ! এখানে তাহলে কেউ আসে না ?'

'আসে, তবে ছেলেরা। কোন মেয়েকে আসতে দেখি নি এ পর্যন্ত। আর বাবুর আত্মীয়স্বজন বেশীরভাগ থাকেন শোভাবাজারে।'

নীলা একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তাহলে মনে হচ্ছে আপনার দাদাবাবু একা থাকতেই ভালবাসেন। ঠিক আছে, আমি আজ চলি, হ্যাঁ ?'

বৃদ্ধ লোকটি অনুরোধ করল, 'আর একটু বসুন। বাবু হয়তো এখনই এসে পড়বেন।'

নীলা হাতের ঘড়িটা দেখে বলল, 'কিন্তু আজ আর সময় হবে না।'

'তাহলে বাবুকে কি নাম বলব ?'

নীলা ভেবে বলল, 'নাম ? নাম বলার দরকার নেই। বন্ধু এসেছিল বললেই উনি বুঝতে পারবেন।'

আর অপেক্ষা না করে নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ১২ ॥

টেলিফোন পাওয়ামাত্র অমিতাভ গাড়ি নিয়ে সোজা সল্টলেকের সেই নির্জনতম প্রান্তে এসে পৌঁছল। একই সময় উল্টোদিকে কিছুটা দূরে দাঁড়ানো একটা গাড়ি থেকে প্রৌঢ় শক্তপোক্ত এক ভদ্রলোক নেমে এলেন। অমিতাভ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মাঝপথে দুজনের দেখা হয়।

অমিতাভ চিনতে পেরেই বলল, 'গুড আফটারনুন আঙ্কল!'

মিঃ চাওলা হেসে বলল, 'ইয়েস, গুড আফটারনুন! তারপর কেমন আছ অমিতাভ?'

'ও-কে। মোটামুটি চলে যাচ্ছে।'

মিঃ চাওলা অমিতাভর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার চোখ দুটো কিন্তু একইরকম আছে, অমিত। আমার বেশ মনে আছে, যখন ছোট ছিলে আমি তোমার চোখ দেখে প্রায়ই বলতাম—এই চোখ যার সে খুব ইন্‌টেলিজেন্ট হবে। সে সব কবেকার কথা!'

মিঃ চাওলার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই অমিতাভ বলল, 'আপনার ফোন পেয়ে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

মিঃ চাওলা বলল, 'ওঃ ইয়েস, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি। কিন্তু মুশকিল হল এখন তোমাব সঙ্গে কোন পাবলিক প্লেস অথবা বাড়িতে দেখা করলে খবরটা কখনই চাপা থাকবে না। তোমার বাবা দি গ্রেট আদিনাথ মল্লিক সেটা জানতে পারলে তোমার অশান্তি হবে, কি ঠিক তো?'

অমিতাভ মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা খুবই সত্যি।'

মিঃ চাওলা আবও বলল, 'কি জান অমিত, আমি তোমাকে ছেলেবেলায় খুব স্নেহ করতাম। শুনলাম আমার স্ত্রীও তোমাকে পছন্দ করেন। যাই হোক, বিফোর উই স্টার্ট এনিথিং উই মাস্ট টক। এরকম একটা জায়গা ঠিক করলাম কারণ আমার মনে হয় এখানে তোমার আমার পরিচিত মানুষেরা আসবে না।'

পকেট থেকে দামী সিগারেট বের করে অমিতাভকে অফার করল। অমিতাভ সিগারেটটা নিলে মিঃ চাওলাই লাইটার জ্বেলে সিগাবেটটা ধবিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে, সেখবর কি মিঃ মল্লিক জানেন?'

'বোধহয় না, তবে—।'

'তবে কি?'

'উনি যে আপনাকে শত্রু ভাবেন সেটা আমাকে জানিয়েছেন।'

মিঃ চাওলা হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ! ওঁর কাছ থেকে সরে এসে নিজে বিজনেস স্টার্ট করাব পর আজ পর্যন্ত আমি কোন সংঘাতে যাই নি। উনি কিন্তু বার বার আমার ব্যবসাকে ডিসটার্ব করেছেন। ওয়েল, তুমি কি ওঁকে বোঝাতে পেরেছ?'

'আমি এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি, আঙ্কল।'

মিঃ চাওলা শুনে খুশী হয়ে বলল, 'খুব ভাল। ও হ্যাঁ, শুনলাম তুমি নাকি এখন থেকে প্রোডাকশন দেখবে? তাহলে তো আরও ভাল!'

অমিতাভ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত তাড়াতাড়ি কি করে খবর পেযে গেলেন?'

'পেলাম—আচ্ছা অমিত, তুমি কি জান ইউ. এস. এ.-র লিগবি এ্যান্ড জোন্স কোম্পানি আমার তিরিশ লাখ টাকার মাল রিজেক্ট করেছে সাব-স্ট্যান্ডার্ড বলে?'

'হ্যাঁ শুনেছি।'
'তোমরা কি ওই অর্ডারটা পেয়ে যাচ্ছ ?'
অমিতাভ স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'ব্যবসায় এটা তো হতেই পারে !'
মিঃ চাওলা স্বীকার করল, 'হ্যাঁ পারে। কিন্তু তোমার মাল রিজেক্ট করার ব্যবস্থা করে আমি যদি সেই জায়গায় ঢুকে পড়ি ?'
এবার অমিতাভর চোখ দুটো কেঁপে উঠল, 'কি বলতে চাইছেন আপনি ?'
মিঃ চাওলাও গম্ভীর হয়ে বলল, 'গো এ্যান্ড আস্ক মিঃ মল্লিক, টাকা খাইয়ে প্রোডাকশন লেবেলেই তিনি এই সাবোটাজটা করেছিলেন কিনা ? হোযাই ডোন্ট ইউ টেল হিম যে এই বয়সে টাকার পেছনে কানাগলিতে না ঘুরে এখন বিশ্রাম নিন না !'
অমিতাভ প্রতিবাদ করল, 'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি না আঙ্কল।'
'খুবই স্বাভাবিক।'
'কারণ বাবা চিরকাল সোজাপথে হাঁটতে ভালবাসেন বলেই আমার বিশ্বাস।'
'তার মানে আদর্শবাদী বলছ ?'
'অবশ্যই।'
হঠাৎ মিঃ চাওলা অমিতাভর কোমল জাযগায আঘাত করল, 'তাহলে তোমার মায়ের মৃত্যুর সময় সেই আদর্শ কোথায় ছিল ?'
অমিতাভ অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে ?'
মিঃ চাওলা কিছু বলার আগেই মিসেস চাওলা গাড়ি থেকে নেমে এসে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাই অমিত !'
অমিতাভও উত্তর দিল, 'হাই !'
মিসেস চাওলা এবার স্বামীকে উদ্দেশ করে বলল, 'একি ! তুমি বললে দু'মিনিটের মধ্যে কথা বলে ফিরে আসবে ?'
মিঃ চাওলা দুঃখ প্রকাশ করল, 'সরি ডার্লিং ! আসলে অনেকদিন পরে দেখা হল তো, তাই—'
মিসেস চাওলা করুণ সুরে জানাল, 'ওর কি অবস্থা হযেছে দেখছ অমিত ? রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুমোতে পারছে না। আমি যত বলি অমিত আমাকে কথা দিযেছে, বাইপাসের জমিটার জন্যে কনটেস্ট করবে না, তবু—'
মিঃ চাওলাও জিজ্ঞেস করল, 'আর ইউ সিওর, অমিত ?'
'ইয়েস, আই উইল ট্রাই।' একটু ভেবে বলল, 'কিন্তু আঙ্কল—'
হঠাৎ মিসেস চাওলা মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে হেসে বলল, 'ও অমিত ! আই টোল্ড ইউ টু কল হিম রবি !'
মিসেস চাওলার ওইরকম অদ্ভুত হাসিতে অমিতাভ ও মিঃ চাওলা অবাক হয়ে তাকাল।
স্ত্রীর যুক্তিকে সমর্থন জানিয়ে মিঃ চাওলা অমিতাভকে বলল, 'দ্যাট্স্ রাইট ! দেখ অমিত, এখন তুমি বড় হয়েছ—কোন্টা করা দরকার কোন্টা দরকার নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে শিখেছ। তাই আমার মনে হয় এই মুহূর্তে তোমার আসল কাজ হল মিঃ মল্লিককে ট্যাক্ল করা। তাই নয় কি ?'
অমিতাভ কিছু বলার আগেই মিসেস চাওলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওয়েল ডার্লিং,

আমাকে এখনই একবার এয়ারপোর্টে যেতে হবে !'

মিসেস চাওলা কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'তো—'

'তুমি যেতে পার আমার সঙ্গে, তবে একটু বোর হবে এই যা।'

'ওঃ নো !' হঠাৎ অমিতাভর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমাকে লিফ্‌ট দিতে পারবে ?'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

মিঃ চাওলার মুখে হাসি ফুটে উঠল, 'তাহলে তো ভালই হল। ও. কে. অমিত।'

অমিতাভর সঙ্গে করমর্দন করে মিঃ চাওলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হাত নেড়ে স্বামীকে বিদায় জানিয়ে মিসেস চাওলা অমিতাভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো অমিত। কিন্তু তোমার মুখ অত গম্ভীর কেন ? তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে আমি একরকম জোর করে এখানে এসেছি।'

অমিতাভব তখন ওসব কথায় কান দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না। চাওলার একটা কথা বারবারই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু মিসেস চাওলাকে সেটা বুঝতে না দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'না-না, ঠিক তা নয়।'

'বেশ, তাহলে চল।'

কয়েক পা এগোনোর পরেই হঠাৎ মিসেস চাওলাকে থেমে যেতে দেখে অমিতাভ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই মিসেস চাওলা বলল, 'কি জান অমিত, রবি এমনিতে খুবই ভালমানুষ, কিন্তু অপমানিত হলে একেবারে অন্ধ হয়ে যায়।'

কথাটা শুনেই অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ! হঠাৎ একথা বললে কেন ?'

'বললাম এই কারণে, ওর স্বভাব তোমার জেনে রাখা উচিত, তাই না ?'

অমিতাভ কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে কোথায় নামাব বল ?'

'সে কি ! এত তাড়াতাড়ি ?'

'কেন ? তুমিই তো বললে—'

'আরে দূর ! ওটা তো রবিকে শোনাবার জন্যে। চল, একটা লম্বা ড্রাইভ দেওয়া যাক।'

এবার অমিতাভ উপায় না দেখে বলল, 'কিছু মনে করো না, আজ আমি একটু ডিস্টার্বড ! আসলে মায়ের কথাটা শোনার পর বেশ অস্বস্তি হচ্ছে।'

মিসেস চাওলা বিস্ময়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'মা ? মানে তোমার মা ?'

'হ্যাঁ। কুড়ি বছর আগে মারা গিয়েছেন।'

মিসেস চাওলা কোনরকম সহানুভূতি না দেখিয়ে বলল, 'সত্যি অমিত, আমার অবাক লাগছে ভাবতে যে কুড়ি বছর আগের ঘটনাকে নিয়ে তোমার দুর্ভাবনা শুরু হল। রিয়েলি ফানি ! আচ্ছা কিভাবে উনি মারা গিয়েছিলেন ?'

'হার্ট এ্যাটাকে।'

'তাই নাকি ? তাহলে তো তোমাকে মেনে নিতেই হবে যে যেভাবেই উনি মারা যান না কেন আসল সত্যি তিনি এখন মৃত। অতএব ওই ঘটনাকে মন থেকে মুছে ফেলে চল যাওয়া যাক।'

অমিতাভ আস্তে আস্তে মিসেস চাওলাকে অনুসরণ করল।

সল্টলেক থেকে বেরিয়ে নীলা সোজা বাড়ি চলে এল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখল অমিতাভ খাটে শুয়ে আছে। একটু অবাক হয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, তুমি এসময়ে বাড়িতে ?'

অমিতাভর মুখে অল্প অল্প হাসি ফুটে উঠল। চোখ দুটো বড় করে বলল, 'তোমাকে আজ কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে নীলা !'

নীলা অবাক হয়ে বলল, 'হঠাৎ !'

অমিতাভ উঠে বসল, 'মনে হচ্ছে একটু ঘাবড়ে গেছ ! আরে তোমাকে সুন্দর লাগছে বলেই তো মনে এল কথাগুলো। এসো, এখানে এসে বসো।'

নীলা বলল, 'তোমার মতলবটা কি ?'

অমিতাভ বলল, 'এই মুশকিল, খুব সহজ স্বাভাবিক ইচ্ছের মধ্যে মতলব খুঁজছ কেন আবার ? আসলে কি জান, আজ অনেকদিন পরে মনে হল কিচ্ছু ভাল লাগছে না। তাই কোথাও না গিয়ে বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু বাড়িতে তোমায় না দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একবার মিসেস মিত্রকে ফোন করলাম। উনিও বললেন অনেকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছ। সেই থেকে প্রতীক্ষায় বসে আছি।'

একটু আড়চোখে নীলার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বোঝার আগেই নীলাকে জড়িয়ে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে নীলা মুখে 'আঃ' শব্দ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

অমিতাভ এতটুকু বিরক্ত না হয়ে বলল, 'আমার ওপর খুব রাগ করে আছ, তাই না ? বাট আই লাভ ইউ, নীলা !'

নীলা সরে গিয়ে বলল, 'সন্ধ্যেবেলায় মিথ্যে কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না।'

অমিতাভ বলল, 'আচ্ছা কিভাবে প্রমাণ দেব যে কথাটা সত্যি ! আমার দিকে তাকাও— বল ?'

'সত্যি যা তা প্রমাণ করতে হয় না, আপনি বোঝা যায়।' নীলা নির্লিপ্ত।

অমিতাভও আবদারের সুরে বলে, 'দূর ! তাহলে সত্যি প্রমাণ করতে লোকে আদালতে যেত না, নীলা।' কাছে এসে আবার জড়িয়ে ধরে অমিতাভ ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে নীলার গলায় রেখে ফিস ফিস করে বলে, 'আমি অনেক ভুল করেছি। এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

নীলা কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অমিতাভ আদর করে বলে, 'কিস মি, নীলা !'

নীলা একটু ইতস্তত করে অমিতাভর গালে আলতো গাল ছুঁইয়ে সরে গেল।'

অমিতাভ আর একবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না ?'

'জানি না।'

'তুমি বলতে আমি নাকি একরাতও ড্রিঙ্ক না করে থাকতে পারি না ! ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি আজ এ বাড়ির বাইরে যাচ্ছি না আর মদও খাব না।'

'আজ রাত্রে—'

'ওয়েল, তবে যখনই আমি ড্রিঙ্ক করব তোমার সামনে ছাড়া করব না।'

'তাই নাকি ? কিন্তু সেটা কতদিন ?'

'কেন, যতদিন তুমি আমাকে ভালবাসবে !'

হঠাৎ নীলা অমিতাভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেব। বল কি কথা ?'

'বাবার সঙ্গে কি তোমার কিছু হয়েছে ?'

যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন ভাব দেখিয়ে বলল, 'বাবার সঙ্গে ? কই না তো ! কিন্তু কেন বল তো ?'

'কদিন থেকে দেখছি উনি কেমন গম্ভীর হয়ে আছেন। সব সময় যেন কিছু চিন্তা করছেন। তোমাদের ব্যবসায় কোন গোলমাল হয়েছে নাকি ?' নীলা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল।

হঠাৎ অমিতাভ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'কি বলব বল, গোলমাল ঠিক না, তবে একটা ঝামেলায় পড়েছেন বোঝা যাচ্ছে। আর ঝামেলাটা কিন্তু উনিই পাকাচ্ছেন। কোন দরকার নেই তবু বাইপাসের জমিটা পাওয়ার জন্যে উনি জিদ ধরে আছেন। ওখানে উনি একটা কারখানা করতে চান। আমি কিন্তু কথাটা জানতে পারলাম চাওলা আঙ্কলের কাছ থেকে। যেহেতু চাওলা আঙ্কল ওই জমিটা পেতে চান তাই উনি কিছুতেই সেটা ছাড়তে রাজী হচ্ছেন না। তুমি কি বল, এটা ছেলেমানুষী জেদাজেদি না ? আর এটা ঠিক যে, চাওলা আঙ্কলের ব্যবসা এখন খুবই রমরমা। তাই আমি চাই না আর একটা পাওয়ারফুল পরিবারের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাক।'

নীলা চট করে ধরতে না পেরে বলল, 'চাওলা আঙ্কল ?'

অমিতাভ বলল, 'আরে রবি চাওলা ! একসময় উনি বাবার এমপ্লয়ি ছিলেন। এখন নিজেই একজন বিশাল ব্যবসায়ী। আর আশ্চর্য, বাবা যে কেন বুঝছেন না—যা সত্যি তাকে বুদ্ধিমানের মত মেনে নেওয়া উচিত। শুধু তাই না, এটা তো ঠিক যে উনি আমাদের অনেক কিছু জানেন !'

নীলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'অনেক কিছু মানে ?'

অমিতাভ এবার আস্তে আস্তে গিয়ে খাটে বসল। নীলাকে কাছে টেনে বলল, 'আমি বাবাকে আদর্শবাদী পুরুষ বলতেই চাওলা আঙ্কল ব্যঙ্গ করে বলল তোমার মায়ের মৃত্যুর সময় সেই আদর্শ কোথায় ছিল ? আমি জানি চাইলেও উনি কথাটার ব্যাখ্যা করবেন না। আমার মনে হয়, উনি নিশ্চয়ই এমন কোন তথ্য জানেন যা আমরা জানি না—এখন বল তো, এরকম লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন মানে হয় ?'

নীলা এবার একটু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা, তোমার মায়ের মৃত্যুর সময় তোমরা কাছে ছিলে না ?'

'না। গৌরী দৌড়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল মা মরে যাচ্ছে—'

'গৌরী ?'

'হ্যাঁ, তখন ওর বয়স মাত্র ছয়। আমি তো প্রথমে বিশ্বাস করিনি। পরে চাওলা আঙ্কল আমাদের বোঝালেন।'

'কি হয়েছিল ? হার্ট অ্যাটাক ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এর সঙ্গে আদর্শের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয়, তোমাকে বিভ্রান্ত করতে ওকথা বলেছেন। কিন্তু তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করেছ কেন ? খবরটা বাবার কানে গেলে তিনি কি খুশী হবেন ?'

অমিতাভ বোঝাতে চেষ্টা করল, 'শোন নীলা, আমি তো সংঘর্ষটা এড়াতে চাইছি। আরে এর জন্যে তোমার সাহায্য দরকার। তোমার কথা কিন্তু বাবা মন দিয়ে শোনেন আমি জানি। তুমি একবার চেষ্টা করবে ?'

নীলা কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, 'আসলে তোমাদের ব্যবসার ব্যাপারে আমি কথা বলি তা উনি পছন্দ করবেন না।'

অমিতাভ ব্যাপারটাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'কিন্তু নীলা, তুমি এবাড়ির বউ—সেদিক দিয়ে তোমার অধিকার আছে। কেউ জেনেশুনে ভুলপথে চললে তাকে সেটা বলা তোমার কর্তব্য।'

'কেন, গৌরীকে বল না ?'

'গৌরী !'

'হ্যাঁ। তোমার বাবা ওকে ভালবাসেন।'

সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ প্রতিবাদ করে বলল, 'ওইটাই তো ওঁর মস্তবড় ভুল। ওঁর মত মানুষ মেয়ের সব আবদার মেনে নিচ্ছে, এটা কি করে সম্ভব হল ? অথচ দেখ, অরুণ ওঁর ছোট ছেলে—মা মারা যাওয়ার সময় অরুণের বয়স খুবই কম ছিল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি ওঁকে উনি তেমন প্রশ্রয় দেন না।'

নীলা বলল, 'সেইজন্যেই বলছি তুমি একবার গৌরীর সঙ্গে কথা বল।'

অমিতাভ চিন্তা করে বলল, 'কিন্তু সে যদি আমার কথা শুনতে না চায় ?'

নীলা বলল, 'তাতে কি হয়েছে ? তোমার তো তাতে হারাবার কিছু থাকছে না ?'

অমিতাভ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। তারপর একসময় উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

॥ ১৩ ॥

গৌরীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কৃশানু তার ব্যাগটা আনবার জন্য ববির বাড়িতে গেল। ঠিকানা খুব পরিষ্কার থাকায় বাড়িটা খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। দরজার ওপরে নাম লেখা রয়েছে প্রিয়ংবদা মুখার্জী। ববি মুখার্জী। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কলিংবেলটা টিপল। কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুলতেই দেখা গেল ববি দাঁড়িয়ে। মুখে বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট। বেশ রাগ-রাগ ভাব নিয়ে বলল, 'কি চাই ?'

কৃশানু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'আমার ব্যাগটা—'

'ব্যাগ ! কি ব্যাগ ?'

'গৌরী মল্লিকের ফ্ল্যাট থেকে যে ব্যাগটা এনেছেন সেটা ফেরৎ দিন !'

ববি একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা ! তাহলে আপনিই ওখানে ছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। আপনি ভেতরে আসুন।'

কৃশানু ভেতরে ঢুকলে ববি দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ববি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'গৌরীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ ?'

'কেন বলুন তো ?'

'প্রশ্নের জবাব না পেলে আমার কিন্তু মাথা গরম হয়ে যায়। চটপট উত্তর দিন।'

'দিন দুয়েক।'

ববি বিশ্বাস না করে বলল, 'ধ্যাৎ! দু'দিন ? অসম্ভব!'

'মিথ্যে বলতে কিন্তু আমি অভ্যস্ত নই ববিবাবু। আমার ব্যাগটা দিন।'

ববি আবার জিজ্ঞেস করল, 'কিসের ব্যাগ ? আমি কোন ব্যাগের খবর জানি না।'

'আপনি তাহলে বিপদে পড়ে যাবেন—'

'মানে ?'

'শুনুন ববিবাবু, ব্যাগ যদি ফেরৎ না দেন তাহলে কিন্তু আপনার বিপদে পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।'

ববি সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বেঁকিয়ে বলল, 'ববি মুখার্জীকে কেউ ভয় দেখিয়ে পার পায় না। নাউ গেট আউট!'

কৃশানু উপায় না দেখে বলল, 'আমি কিন্তু পুলিসকে বলে দেব যে আপনি গৌরী মল্লিককে খুন করেছেন। আমি সাক্ষী।'

এবার ববি চিৎকার করে বলল, 'হো-যা-ট ? আপনি কি যা-তা বলছেন ?'

কৃশানু অত্যন্ত শান্তভাবে বলল, 'সত্যি কথাটা আপনাব চেয়ে কেউ ভাল জানে না।'

ববি অবাক হয়ে বলল, 'গৌরী খুন হয়েছে! কে খুন করেছে ওকে ?'

কৃশানু ববির দিকে আঙুল তুলে বলল, 'আপনি—আপনি খুন করেছেন, আমি দেখেছি। তবে শুনুন, ওসব ঝামেলার দরকার নেই। আমার ব্যাগটা ফেরৎ দিয়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি এর মধ্যে আমি আর থাকব না।'

ববির কিছু বলার আগেই কলিংবেলটা বেজে উঠল। ববি ভীত চোখে দরজার দিকে তাকাল। তারপর কম্পিত পায়ে গিয়ে দরজা খুলল। দবজার বাইরে প্রিয়ংবদাকে দেখে কৃশানু অবাক হয়ে গেল।

প্রিয়ংবদা ঘরে ঢুকতেই ববি কেমন যেন নার্ভাস হয়ে বলল, 'দেখ তো প্রিযা, এই লোকটা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে!'

প্রিয়ংবদা হেসে ফেলে বলল, 'ব্ল্যাকমেইল ? তোমাকে ?'

'হ্যাঁ, বলছে আমি নাকি গৌরীকে খুন করেছি!'

প্রিয়ংবদা এবার কৃশানুর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সে কি! কে আপনি ?'

কৃশানু বলল, 'আমি একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট। আমার সামনে এই ভদ্রলোক গৌরীদেবীকে এমনভাবে মেরেছেন—'

প্রিয়ংবদা চিৎকার করে বলল, 'সে কি, তুমি গৌরীকে মেরেছ ?'

ববি স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, মেরেছি। আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মারা যায়নি, উনি নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছেন।'

প্রিয়ংবদা কোন কথা না বলে টেলিফোনটার কাছে ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলল। ডায়াল করে কানে দিয়ে কিছু একটা শুনে আবার নামিয়ে রাখল।

প্রিয়ংবদার মুঁখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করা গেল।

ববির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হল অনেক মানুষ একসঙ্গে কথা বলছে। তবে একটা গলা শুনে মনে হল পুলিস!'

ববি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল, 'পুলিস! ইম্‌পসিব্‌ল্!'

সোফায় বসে মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ও খুন হতে পারেই না!'

এবার প্রিয়ংবদা কৃশানুকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটনা ঘটেছিল ওখানে?'

কৃশানু বলল, 'আমি গৌরী দেবীর সঙ্গে কথা বলছিলুম। উনি হঠাৎ ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে—'

প্রিয়ংবদা চমকে উঠে ববিকে বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি গৌরীব বেডরুমে গিয়েছিলে?'

ববি কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'ঠিকই, তবে বিশ্বাস করো, আজই গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু—কেন?'

'জাস্ট কথা বলতে—'

প্রিয়ংবদা মাথা নাড়ল, 'নো—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। কিন্তু গৌরী আমার বন্ধু, সে কি করে এমন করল? অদ্ভুত! পৃথিবীতে দেখছি কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।'

ববি অনুরোধ করল, 'প্লিজ প্রিয়া, বিলিভ মি—'

প্রিয়ংবদা কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তারপর কি হয়েছিল কৃশানুবাবু?'

কৃশানু অভিযোগের সুরে আবার বলতে লাগল, 'আমাদের কথা বলতে দেখে উনি কেন ক্ষেপে গেলেন বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ এগিয়ে এসে খারাপ গালাগাল করে গৌরী দেবীকে প্রচণ্ড মারধোর করে বেরিয়ে গেলেন। গৌরী দেবী নিজেকে সামলাতে না পেরে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন, আর—'

আর কিছু বলার আগেই ববি বলল, 'প্রিয়া, বিশ্বাস কর—'

প্রিয়ংবদা এক ঝটকায় সরে এসে বলল, 'ছিঃ! তুমি আমাকে ওই নামে আর ডাকবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যখন দেখলেন গৌরী মার খেয়ে পড়ে গেল তখন চিৎকার করে লোক ডাকলেন না কেন?'

কৃশানু একথার কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে বলল, 'আসলে বিশ্বাস করুন, এরকম যে ঘটনা ঘটবে আমার জানা ছিল না। তাই সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। এখনও মনে হলে শরীরের মধ্যে কেমন যেন করে। ববিবাবু, আপনি দয়া করে আমার ব্যাগটা দিন—এইসব ঝামেলায় আমি আর থাকতে চাই না।'

প্রিয়ংবদাও ববির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'তুমি গৌরীকে মারলে কেন, জবাব দাও!'

ববি চোখ বড় করে বলল, 'আমি তোমার কাছে এক্সপ্ল্যানেশন দেব না।'

প্রিয়ংবদা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, 'তার মানে? কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতেই হবে। তুমি ভুলে যেও না, এখনও আইনের চোখে তুমি আমার স্বামী। আমার বান্ধবীকে তুমি কোন অধিকারে মারলে?'

ববি একটু থেমে বলল, 'ঠিক আছে, তবে শোন, গৌরীকে আমি ভালবাসি। কিন্তু ও কিছুতেই আমাকে অ্যাকসেপ্ট করছিল না। মনের মধ্যে ক্রমশ একটা রাগ জমছিল। তাই অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ও কথা বললে আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমি স্বীকার করছি,

হিট অব মোমেন্ট-এ কাজটা করে ফেলেছি।'

প্রিয়ংবদা চিৎকার করে বলল, 'তুমি মিথ্যেবাদী। মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে কখনও হত্যা করে না।'

ববি ভীত গলায় বলল, 'তুমি বিশ্বাস কর প্রিয়া, আমি ওকে মেরে ফেলতে চাইনি।'

কৃশানুকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হল। সে জোর গলায় বলল, 'দেখুন, এসব আপনাদের ব্যাপার—আমি আমার ব্যাগটা পেলে খুশী হব।'

কৃশানুর কথায় প্রিয়ংবদা আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, ব্যাগটা পেলে কি আপনি মুখ বন্ধ করে রাখবেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে কৃশানু বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আর মুখ খুললে যখন অনেক কথা বলতে হবে তখন মুখ বন্ধ রাখাই তো বুদ্ধিমানের কাজ, তাই নয় কি ?'

'আচ্ছা আপনার ব্যাগে কি ছিল ?'

কিছু না ভেবেই কৃশানু বলল, 'ওই যে বললাম—'

প্রিয়ংবদা হেসে ফেলে বলল, 'আপনি ভুল করছেন কৃশানুবাবু, আপনার সঙ্গে কিন্তু আমার এই প্রথম দেখা হল, অতএব আগে কিছুই বলেননি !'

কৃশানু লজ্জা পেয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ। কিছু ইনভেস্টমেন্ট-এর ফর্ম আর কিছু টাকা।'

'কিসের ইনভেস্টমেন্ট ? কে করছে ?'

কৃশানু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'মিঃ আদিনাথ মল্লিক।'

প্রিয়ংবদা আর এই প্রসঙ্গে না গিয়ে ববিকে বলল, 'কৃশানুবাবুর ব্যাগটা এনে দাও, ববি !'

ববি সঙ্গে সঙ্গে উঠে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

ববি চলে যেতেই প্রিয়ংবদা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল। হাসতে হাসতে একসময় কৃশানুর হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'কি, খুশী তো ?'

প্রিয়ংবদার এধরণের ছেলেমানুষীতে কৃশানু প্রথমটায় অস্বস্তিতে পড়লেও মনে সাহস এনে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু উনি যখন জানবেন গৌরীদেবী মারা যাননি—'

প্রিয়ংবদা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এই দেখুন, ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কি আপনি ব্যাগটা ফেরৎ পেতেন ? আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'গৌরীকে আপনি আগে চিনতেন না ?'

'না।'

'আদিনাথ মল্লিক কত টাকা ইনভেস্ট করছেন ?'

'দশ লক্ষ। পাঁচ বছর বাদে কুড়ি হবে।'

প্রিয়ংবদা চমকে উঠল, 'বাব্বা ! নমিনি কে ? গৌরী ?'

'এখনও ঠিক করেন নি।' হঠাৎ হাতঘড়িটা দেখে বলল, 'একটা ফোন করতে পারি ?'

প্রিয়ংবদা সম্মতি জানাল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই।'

কৃশানু ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করল, প্রিয়ংবদা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করে।

কৃশানু ফোনে বলে, 'আমি কৃশানু বলছি স্যার। আমি যদি আধঘণ্টার মধ্যে আপনার কাছে যাই অসুবিধে হবে কি ? কি বললেন ?...ও। তাহলে কাল সকালে ?...ঠিক আছে,

ঠিক আছে। আমার কাজ সব রেডি। আপনি চেকটা কেটে রাখবেন—আচ্ছা রাখছি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

প্রিয়ংবদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কৃশানু, তুমি ফিল্ম বা টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করতে রাজী আছ?'

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'আমি!'

'হ্যাঁ, তুমি। দারুণ চেহারা তোমার। তুমি রাজী হলে আমি সুমনকে বলতে পারি তোমাকে সুযোগ করে দিতে।'

কথাটা কৃশানুর বিশ্বাসই হচ্ছিল না—'আমি, আমি মানে—'

প্রিয়ংবদা সুযোগ বুঝে কৃশানুকে উৎসাহিত করল, 'কৃশানুবাবু, ববি যদিও এখনও আমার স্বামী কিন্তু আমি আর বেশীদিন ওর সঙ্গে থাকব না। কাকে আপনার বেশী এ্যাট্রাকটিভ মনে হয়, আমি না গৌরী?'

কৃশানু মাথা নেড়ে বলল, 'এসব নিয়ে আমি কিছুই ভাবিনি।'

'ঠিক আছে। শুনুন, আমার পাঁচ লক্ষ টাকা দরকার—'

টাকার অঙ্কটা শোনামাত্র কৃশানু লাফিয়ে উঠল, 'উরে ব্বাস! অত টাকা! কোথায় পাব?'

প্রিয়ংবদার মুখটা একমুহূর্তে শুকিয়ে গেল। কিন্তু কৃশানুর কথাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?'

কৃশানুর বুঝে কিছু বলার আগেই হঠাৎ ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। ওরা চমকে পরস্পরের দিকে তাকাল। ভীত সন্ত্রস্ত কৃশানু অসহায় হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

প্রিয়ংবদা আর না দাঁড়িয়ে দরজা ঠেলে ছুটে গেল ঘরের ভেতরে। চারপাশে তাকাল। কোথাও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে চাপা গলায় ডাকে—'ববি!' কিন্তু কোন সাড়া নেই। ভয়ে ভয়ে একটু এগোয়। তারপরেই বাথরুমের দরজায় ববির মৃতদেহ দেখতে পায়। রক্ত বের হচ্ছে। পাশে একটা রিভলবার পড়ে থাকতে দেখল। প্রিয়ংবদা এগিয়ে দেখতে যায়, ঠিক সেইসময় উল্টোদিকের দরজার আড়ালে একজোড়া জুতো চক্ষের নিমেষে সরে যায়। প্রিয়ংবদা ববির সামনে বসে। ওর ঠোঁটে একচিলতে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সে।

হঠাৎ গুলির শব্দে কৃশানু ড্রইংরুমে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, শেষপর্যন্ত ভেতরের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই অপরিচিত একজনের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। দরজায় পর্দা থাকায় কেউ কাউকে লক্ষ্য করেনি, ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে কৃশানু উঃ বলে একপাশে ছিটকে পড়ল। অপরিচিত লোকটি দ্রুত বাইরের ঘর পেরিয়ে দরজা খুলে নিচে নেমে যায়। ফলে কৃশানু শুধুমাত্র তার পেছনটাই দেখতে পেয়েছে। লোকটার ডান কানে দুল ছিল। তারপর সন্ত্রস্ত গলায় ডাকে, 'প্রিয়ংবদা দেবী, মিস্টার ববি—'

কোন সাড়া না পেয়ে আরও কয়েক পা এগোতেই ববির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার করে কাছে ছুটে যায়। হাঁটু গেড়ে বসে ববির নিস্তব্ধ দেহটার পাশে। পিঠে হাত দিয়ে ডাকতে যায়। কিন্তু মৃত বুঝতে পেরে হাত সরিয়ে নিতেই পাশে পড়ে থাকা রিভলবারটা তার নজরে পড়ে।

এতক্ষণ কৃশানুর মুখে কোন কথা ছিল না, এবার আর অপেক্ষা না করে চিৎকার করে প্রিয়ংবদাকে ডাকতে লাগল।

দু-তিনবার ডাকার পর প্রিয়ংবদা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এখনও কি বেঁচে আছে ?'

কৃশানু ভয়ে ভয়ে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে—'

'আচ্ছা রিভলবারটা কোথায় ?'

'পাশেই পড়ে আছে।'

'ওটা নিয়ে আসুন।'

'কিন্তু কেন ?'

'আঃ, কথা বাড়াবেন না ! বুঝতে পারছেন না কেন, ওটা বে-আইনি জিনিস !'

কৃশানু উপায় না দেখে রিভলবারটা তুলে নিল।

প্রিয়ংবদা চুপি চুপি বলল, 'কৃশানুবাবু, আপনি নিশ্চিত যে ববি মারা গেছে ?'

কৃশানু মৃতদেহটা আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। আচ্ছা আপনাদের এই ফ্ল্যাটে কি আর কেউ থাকেন ?'

'আর কেউ মানে ?'

কৃশানু একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'এইমাত্র একজন লোক এখান থেকে বেরিয়ে গেল !'

প্রিয়ংবদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, 'ইমপসিব্‌ল্ ! এখানে আমি আর ববি ছাড়া কেউ থাকে না। ভেতরে ঢোকার আর কোন পথও নেই। আর এটা তো ঠিক, কাউকে এখানে বসিয়ে রেখে ববি নিশ্চয়ই বাইরের ঘরে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলত না। আপনি এবার রিভলবারটা নিয়ে আসুন।'

প্রিয়ংবদার যুক্তিটা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না কৃশানু। বেশ জোর দিয়ে বলল, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি লোকটাকে নিজের চোখে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।'

'তাই নাকি ? আপনি দেখেছেন ? আচ্ছা লোকটাকে কেমন দেখতে ?'

এবার একটু নার্ভাস হয়ে কৃশানু বলল, 'না, মানে, মুখ দেখতে পাইনি যদিও—কিন্তু একটা জিনিস দেখতে ভুল করিনি। লোকটার কানে দুল ছিল।'

প্রিয়ংবদা হো হো করে হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না কৃশানুবাবু, আপনার এই বানানো গল্প পুলিস কিন্তু বিশ্বাস করবে না বলেই আমার ধারণা।'

কৃশানু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আপনার কথাগুলো কিন্তু আমার অদ্ভুত লাগছে। কেন ববিবাবু আত্মহত্যা করবেন ? এক হতে পারে আমাদের মুখে গৌরীদেবীর খুনের কথা শুনে উনি আত্মহত্যা করেছেন, কিন্তু এমন বোকা বলে তো ওঁকে মনেই হয় না। সেক্ষেত্রে উনি নিশ্চয়ই গৌরীদেবীর ফ্ল্যাট-এ ফোন করে যাচাই করতেন। আর সেটা করলেই উনি জেনে যেতেন যে আমরা মিথ্যে কথা বলছি। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওঁকে খুনই করা হয়েছে এই রিভলবারটা দিয়ে।'

প্রিয়ংবদা মুখটা গম্ভীর করে বলল, 'এবং সেটা এখন আপনারই হাতে !'

কৃশানু ভয়ে চমকে উঠল, 'তার মানে ?'

'মানে আর কিছুই নয়, আমি পুলিসকে ফোন করছি। তারা এসে ববির হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে যাক। ততক্ষণ আপনি এখান থেকে এক পা-ও নড়বেন না।'

কৃশানু সঙ্গে সঙ্গে হাতের রিভলবারটা প্রিয়ংবদার দিকে ধরতেই প্রিয়ংবদা হেসে ফেলে বলল, 'মিথ্যে চেষ্টা করছেন কৃশানুবাবু, ওতে একটাই গুলি ছিল আর সেটা কিছুক্ষণ আগেই

ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রমাণ ওই ববির মৃতদেহ।'

কৃশানু ভয়ে এবং বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, 'এসব আপনি কি বলছেন ? আমি ববিকে খুন করেছি ? গুলির শব্দ যখন হয়েছিল তখন আমি আপনার সঙ্গে বাইরের ঘরে ছিলাম, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন কেন ?'

প্রিয়ংবদা কোনরকম উত্তেজিত না হয়ে বলল, 'দেখুন কৃশানুবাবু, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত কি হয়, পুলিস এসে যখন শুনবে স্বামী আত্মহত্যা করেছে, প্রথমেই স্ত্রীকে সন্দেহ করবে। শুধু তাই নয়, আমার আর ববির সম্পর্ক যে ভাল ছিল না এটা জানতে পুলিসকে কোন চেষ্টাই করতে হবে না। তাই ববি খুন হয়েছে এবং সেটা তৃতীয় ব্যক্তির হাতেই একথা পুলিস জানলে আমি একটু স্বস্তিতে থাকব।'

'আশ্চর্য, কিন্তু সেই তৃতীয় ব্যক্তি তো এই ফ্ল্যাট থেকেই বেরিয়ে গেল এইমাত্র !'

'না, আপনি স্মার্ট হবার চেষ্টা করবেন না।'

কৃশানু এবার নার্ভাস হয়ে পড়ল। পুলিসের নাম শুনেই শরীরের মধ্যে একটা কাঁপুনি এল। তাড়াতাড়ি রিভলবারটা ববির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রিয়ংবদার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'আপনি এমন বলছেন কেন ? মানুষ তো দূরের কথা, আমি কখনও একটা পতঙ্গকেও মারিনি। প্লিজ, এভাবে আমাকে বিপদে ফেলবেন না !'

প্রিয়ংবদা কাঁধ ঝাকিয়ে বলল, 'এখন আর আমার কিছু করার নেই কৃশানুবাবু।'

প্রিয়ংবদার এ ধরনের আচরণে কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার ! আপনার স্বামী ওখানে মরে পড়ে আছেন, আর আপনি—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে প্রিয়ংবদা বলল, 'আমি কি ? কাঁদছি না, শোকে বিগলিত হয়ে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছি না, তাই না ? আসলে ওগুলো মেয়েদের ভেতর থেকে আসে বলেই করে। যাকে ভালবাসে, যে নিজের, সে চলে গেলে বুকের ভেতর থেকে কান্না আপনা-আপনি ছিটকে আসে। আর ওই লোকটা, আট বছর ধরে অনেক জ্বালিয়েছে আমাকে। আমার আড়ালে ফুর্তি করেছে অন্য মেয়েদের নিয়ে। এবার বলুন তো, ওর জন্যে কি এতটুকু সহানুভূতি আমার থাকা উচিৎ ? একটু থেমে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'গৌরীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক জানা সত্ত্বেও আমাকে বলতে হয়েছে ও আমার স্বামী।'

প্রিয়ংবদা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে। কৃশানু কি করবে ভেবে না পেয়ে অসহায়ভাবে প্রিয়ংবদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রিয়ংবদার গলায় আবার অভিমানের সুর শোনা গেল, 'শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমরা একই ফ্ল্যাট-এ থাকতাম কিন্তু সম্পর্কহীন হয়ে—একথা সবাই জানে। গৌরীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই ও প্রায়ই জানতে চাইত, যেহেতু আমি ওকে ভালবাসি না, সেক্ষেত্রে গৌরীর সঙ্গে ওর গভীর প্রেমের ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে কিনা ? সত্যি কথা বলতে কি, আমি স্বাধীনতা চেয়েছিলাম বলে আপত্তি করিনি। কিন্তু আজ যখন গৌরী জানবে ববি আত্মহত্যা করেছে তখন যতই মার খাক ও আমাকেই দায়ী করবে। অথচ আমাকে বাঁচতে হবে, আমার অভিনয়ের ক্যারিয়ার কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না।'

কৃশানু সব শুনে বলল, 'কিন্তু এ তো আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার দোষ কোথায় ? আমাকে কেন জড়াচ্ছেন ? উনি যদি ইনভেস্টমেন্ট-এর ফর্মগুলো না নিয়ে আসতেন তাহলে আমার এখানে আসার দরকারই ছিল না !'

'ও যে ফর্মগুলো এনেছিল তার প্রমাণ কি ?'

কৃশানু ভেবে বলল, 'তা নেই বটে, কিন্তু গৌরীদেবী কেন মিথ্যে কথা বলবেন ?'

প্রিয়ংবদা চটপট জবাব দিল, 'দেখুন, সত্যি মিথ্যে জানি না, তবে আমি ববির স্বভাব জানি। ও যদি ফর্ম নিয়ে আসত তাহলে মুখের ওপর বলে দিত, আমি এনেছি কিন্তু আপনাকে দেব না।'

'তাহলে ?'

'কি ছিল ফর্মে ?'

'গৌরীদেবীর বাবার ডিক্লারেশন।'

প্রিয়ংবদা কিছু একটা চিন্তা করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, ওই ফর্ম কোন কারণে হারিয়ে গেলে নতুন ফর্ম-এ সই করাতে পারবেন না ?'

কৃশানু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'যায়। কিন্তু—'

প্রিয়ংবদা ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্যের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে নরম সুরে বলল, 'ওখানে বসুন। ব্যাপারটা খুলে বলুন তো !'

'খুলে বলার তো কিছু নেই।'

প্রিয়ংবদার সন্দেহটা আরও দৃঢ় হল। কিন্তু কৃশানুকে তা বুঝতে না দিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে ওই ফর্মগুলো খুব দামী। এমন হতে পারে, গৌরী ওগুলো লুকিয়ে রেখে ববির নামে দোষ চাপিয়েছে। তাই পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বললে আমি হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আর তা যদি না করেন তাহলে পুলিসকে ববির খুনের কথা না বলে আমার উপায় নেই।'

কৃশানুর ভয় আরও বেড়ে গেল। মনে মনে স্থির করল এই ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে হলে প্রিয়ংবদার যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া রাস্তা নেই। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আচ্ছা সব কথা বললে আপনি আমাকে যেতে দেবেন ?'

'ভেবে দেখব।'

'ভেবে দেখবেন ! বাঃ, ভেবে যদি কিছু দেখতে না পান তাহলে আমার কি হবে ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'দেখুন কৃশানুবাবু, ওসব ভেবে এখন কোন লাভ হবে না। কারণ আপনি এই ফ্ল্যাট থেকে চলে গেলেও আমার অভিযোগ পেলে পুলিস কিন্তু আপনাকে ঠিক খুঁজে বের করবে।'

প্রিয়ংবদার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলিংবেলটা বেজে উঠল।

প্রিয়ংবদার মুখের চেহারাটাও পাল্টে গেল হঠাৎ। কৃশানুর কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'কে এসেছে বুঝতে পারছি না, আপনি এখানে থাকুন—যে এসেছে সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সাড়াশব্দ করবেন না !'

দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর কৃশানুর কানে গেল। সে চুপি চুপি পর্দার আড়ালে এসে ফাঁক দিয়ে দেখল গৌরী দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা।

দরজাটা খুলতেই প্রিয়ংবদাকে জিজ্ঞেস করল, 'ববি কোথায় ?'

'কেন ?'

'খুব দরকার আছে।'

'ও তো এখন বাড়িতে নেই। এস, ঘরে এসে বস !'

গৌরী অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'বাড়িতে নেই?'
'কি আশ্চর্য, ও বাড়িতে থাকলে আমি কেন নেই বলব?'
'আচ্ছা, কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?'
প্রিয়ংবদা মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমি বাড়ি ফিরে দেখি রেগেমেগে বেরিয়ে যাচ্ছে—'
'কেন, কিছু হয়েছিল?'
'আমার সঙ্গে তো কিছু হয়নি। তবে এসে দেখি তোমার ওখানে যে ভদ্রলোক, ওই যে ইনসিওরেন্সের এজেন্ট, তিনি ববির সঙ্গে খুব চেঁচিয়ে ঝগড়া করছেন!'
'তাই নাকি? তারপর?'
'তারপরেই ববি বেরিয়ে গেল। আমার কোন কথা শুনতে চাইল না।'
প্রিয়ংবদা একটু থেমে গৌরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার এসব ঝামেলা ভাল লাগছে না, গৌরী।'
গৌরী হেসে বলল, 'তুমি অবাক করলে প্রিয়া, নৌকায় ওঠার পর জল ভাল লাগছে না বললে তো চলে না! আমি আশা করি তুমি এতক্ষণ যা যা বললে সবই সত্যি!'
প্রিয়ংবদা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'ও মা, মিথ্যে বলতে যাব কেন? কিন্তু তোমার জরুরী দরকারটা কি তা আমাকে বলা যায় না?'
গৌরীও এতটুকু দ্বিধা না করে বলল, 'তুমি যদি ববি নামক একটা পুরুষমানুষ হতে তাহলে নিশ্চয়ই বলতাম। তোমার টেলিফোনের রিসিভারটা বোধহয় নামানো আছে, ওটা ঠিক করে রেখে দিও। তারপরই আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু তাহলে কোথায় গেল?'
কৃশানু এতক্ষণ পর্দার আড়ালে থেকে ওদের কথা সব শুনছিল। সে সরে গেল। মুখে সামান্য স্বস্তির চিহ্ন দেখা গেল। কিছু না ভেবে সে দ্রুত বাথরুমে ঢুকে ববির মৃতদেহটা বাথরুমের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। রক্তমাখা রিভলবারটা বেসিনের জলে ভাল করে ধুয়ে রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে মুছল। তারপর রুমালে জড়িয়ে নিয়ে ওটাকে ববির মৃতদেহের পাশে নামিয়ে রাখতেই দরজায় শব্দ হল। কৃশানুর গলা শুকিয়ে গেল। দরজার ওপাশে প্রিয়ংবদার গলা শোনা গেল, 'কৃশানুবাবু?'
কৃশানু কাঁপা হাতে দরজাটা খুলল। ববির মৃতদেহটা বাঁচিয়ে এক লাফে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।
প্রিয়ংবদা দ্রুত সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একি, বাথরুমে কি করছিলেন?'
কৃশানু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না, কিছু না। গৌরী কোথায়?'
'চলে গিয়েছে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'
'ওই পর্দার আড়াল থেকে—'
কৃশানুকে থামিয়ে দিয়ে প্রিয়ংবদা বলল, 'আপনাকে কিন্তু আমি ভেতরেই থাকতে বলেছিলাম। আমার ধারণা ববি নয়, গৌরী আপনাকেই খুঁজতে এসেছিল।'
'আ-আমার খোঁজে?'
প্রিয়ংবদা কৃশানুকে আশ্বস্ত করল, 'আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। আমি ওকে বলিনি যে আপনি এখানে আছেন আর একটু আগে আপনিই ববিকে গুলি করেছেন!'
কৃশানু প্রতিবাদ করে উঠল, 'না, আমি গুলি করিনি।'
'তা বললে কি হবে, পুলিস সেটা বিশ্বাস করবে না।

'আপনার কথার কোন প্রমাণ আছে ?'

প্রিয়ংবদা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই। রিভলবারে আপনার হাতের ছাপ পাবে ওরা।'

কৃশানুও চেঁচিয়ে বলল, 'না, পাবে না। অনেক আগেই আমি হাতের ছাপ জলে ধুয়ে ফেলেছি।'

'তাই নাকি ? চমৎকার ! আপনাকে আমি বোকা বলে কখনও ভাবিনি কৃশানুবাবু, কিন্তু আপনি যে অত্যন্ত চালাক তাও মনে করিনি। আপনি কি সিওর, ওই রিভলবারের গায়ে কোন দাগ নেই ? সব ধুয়ে ফেলেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ ! একটা লোক রিভলবার চালিয়ে গুলি করল অথচ সেই রিভলবারে তার হাতের ছাপ নেই, পুরোটাই ধুয়ে পরিষ্কার করা—আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, পুলিস ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নেবে ?'

কৃশানুও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'সেটা তো খুন করার পর আপনিও করতে পারেন !'

কৃশানু আর কিছু বলতে পারল না, প্রিয়ংবদা এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে রেখে হঠাৎ চোখ বড় বড় করে কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনুন, গৌরী বলল আপনি একজন ক্রিমিন্যাল !'

'আমি ক্রিমিন্যাল ?'

'অবাক হচ্ছেন কেন, কৃশানুবাবু ?'

'বাঃ, অবাক হব না ! জীবনে যে একটা খুনও করল না, সে হয়ে গেল ক্রিমিন্যাল ?'

এবার প্রিয়ংবদা কৃশানুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সম্পর্কে গৌরী যা বলে গেল আপনি শুনতে পাননি ?'

'না। আমি তখন ভেতরে চলে গিয়েছিলাম।'

প্রিয়ংবদা মুখে একটা শব্দ করে সোফায় গিয়ে বসল। কৃশানুকেও বসতে বলল। একটু থেমে বলল, 'আপনি চলে আসার পর গৌরীর সঙ্গে ওর দাদার কথা হয়েছে। গৌরী আপনার কাছে জানতে চায় অমিতাভ মল্লিকের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়েছেন কিনা কাজ করে দেবার জন্যে। ও খুব খেপে গিয়েছে। কৃশানুবাবু, আপনি জেনে রাখুন গৌরী সাধারণ মেয়ে নয়। ববির সঙ্গে থেকে ও আন্ডারওয়ার্ল্ডের অনেককেই ভালভা:: জানে, চেনে। এখন এই অবস্থা থেকে যদি আপনি বাঁচতে চান তাহলে আমি যা বলব তা-ই আপনাকে শুনতে হবে। গৌরীর মুখ থেকে শুনলাম ওর বাবা একটা ইনসিওরেন্স করতে চেয়েছিলেন। খুব ভাল কথা, কিন্তু তার জন্যে আপনি কেন ওঁর ছেলের কাছে টাকা নিয়েছিলেন ? কেনই বা তাঁর মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবেন ? আপনার মুখ থেকে আমি ব্যাপারটা জানতে চাই।'

'একটু ভুল শুনেছেন। অমি ভাব জমাতে যাইনি, উনি নিজেই আমার কাছে এসেছিলেন।'

'কিন্তু কেন ?'

'এটা তো স্বাভাবিক। কারণ ওঁরা দুজনেই মিস্টার মল্লিকের ইনসিওরেন্সের টাকার মালিক হতে চান। ছেলে তবু অপেক্ষা করতে রাজী ওর বাবার দুর্ঘটনা ঘটা পর্যন্ত কিন্তু গৌরীদেবী চান না চেকটা এখনই জমা পড়ুক !'

'কত টাকার ইনসিওরেন্স ?'

'তা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।'

শুনেই চমকে উঠল প্রিয়ংবদা, 'বলেন কি ! পঞ্চাশ লক্ষ !'

'হ্যাঁ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওই টাকার ইনসিওরেন্স এই বয়সে করতে গেলে যে সমস্যা তার সমাধান ওঁর হাতে নেই। তাই উনি শেষপর্যন্ত ওইরকম টাকা একটা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে রাখতে চাইছেন। কিন্তু ওঁর ছেলে-মেয়ে কেউ আদৌ জানে না যে মিঃ মল্লিক মারা যাওয়ার পর ওই টাকা ওরা কেউই পাবে না।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'ব্যাপারটা খুব গোলমেলে মনে হচ্ছে ! তাহলে ওই টাকা কে পাবে ?'

কৃশানু মাথা নেড়ে জানাল, 'সেটা বলা যাবে না।'

প্রিয়ংবদা মনে মনে ভাবল, এভাবে জানা যাবে না—তাই একটু আবদার করে বলল, 'প্লি-জ !'

প্রিয়ংবদার মধুর বাক্যে কৃশানু গলে গিয়ে বলল, 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ।'

'সে কি !'

'হতেই পারে। উনি হয়ত নিজের ছেলেমেয়েকে পছন্দ করেন না।'

প্রিয়ংবদা এবারে ধীরে ধীরে কৃশানুর কাছে এগিয়ে এসে বোঝাতে লাগল, 'কৃশানুবাবু, বুঝতেই পারছেন আত্মহত্যা করে ববি আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিয়েছে। আমার অভিনয় জীবন এতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর গৌরীকে আমি জানি, ও করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। আমি ভেবে দেখলাম আপনার সামনেও বেশ বিপদ উপস্থিত। তাই বলছি, আসুন আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রিয়ংবদা দেবী।'

'খুব সোজা কথা। আচ্ছা আপনার টাকার দরকার নেই ?'

কৃশানু এবার জোর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'বেশ। তাহলে এই আদিনাথ মল্লিকের কেস থেকে আমরা নিশ্চয়ই কিছু টাকা রোজগার করতে পারি !'

'কিন্তু কিভাবে ?'

প্রিয়ংবদা চুপি চুপি বলল, 'আমার বুদ্ধিমত যদি চলেন তাহলে ফিফটি ফিফটি। কেমন ?'

'প্লিজ, আরেকটু বুঝিয়ে বলুন !'

'দেখুন, রাস্তা একটা বের হবেই। আপনি শুধু আমাকে সাহায্য করুন !'

'কি উপায়ে ?'

ববির মৃতদেহটা দেখিয়ে প্রিয়ংবদা বলল, 'এভাবে ববির মৃতদেহটা সারাজীবন তো এখানে পড়ে থাকতে পারে না—'

'তা তো বটেই। কিন্তু—'

'হ্যাঁ সেটাই বলছি। আসলে ব্যাপারটা আমি পুলিসকে জানাতে চাই না। ববির মৃতদেহটা এই ফ্ল্যাটের বাইরে অন্য কোথাও পাওয়া গেলে পুলিস কিন্তু তখন আমাদের কাউকেই সন্দেহ করতে পারবে না। অর্থাৎ ওর শরীর যেমন করে হোক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু—'

কৃশানুকে চিন্তিত দেখে প্রিয়ংবদা ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। একটু ভেবে নিয়ে

বলল, 'মানুষ মরে গেলে কতক্ষণে তার শরীর পচে, কৃশানুবাবু ?'

কৃশানু কিছু না ভেবেই বলল, 'আমি জানি না। কিন্তু এ খবরটা আমার মনে হয় পুলিসকে জানানো উচিত।'

'পাগলামি করবেন না। আপনি জানেন তার ফলটা কি হতে পারে ?'

'কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি একটা লোককে এই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যেতে। আমি আপনাকে আবার বলছি, ওই লোকটাই খুন করেছে ববিকে।'

প্রিয়ংবদা হেসে উড়িয়ে দিল। কোন গুরুত্ব না দিয়েই বলল, 'আপনার ওই গপ্পো কোন কাজে লাগবে না। এখন যেটা করতে হবে শুনুন। আর একটু রাত হলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। মোট কথা গৌরীর বাবার পুরো টাকাটা আমাদের চাই।' হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ এনে বলল, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, আপনি কি বিবাহিত ?'

কৃশানু বলল, 'দূর, রোজগার করি না, খাওযাব কি ?'

প্রিয়ংবদা হেসে ফেলল, 'কিন্তু পঁচিশ লাখ হাতে পেলে ?'

প্রিয়ংবদার রসিকতায় কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'আপনাকে দেখে আমার খুব আশ্চর্য লাগছে প্রিয়ংবদা দেবী। আপনার স্বামী ওখানে মরে পড়ে আছে আর আপনি এখন এসব কথা ভাবতে পারছেন ?'

প্রিয়ংবদার গলায় ধিক্কার শোনা গেল, 'কি বললেন, স্বামী ? আপনি জেনে রাখুন, লোকটাকে আমি ঘেন্না করতাম। ও মারা গেছে জেনে আমার আনন্দ হচ্ছে। আজ রাত্রে আপনি আর আমি ওর ডেডবডি এখান থেকে সরিযে ফেলার পর সেলিব্রেট করব ? কেমন ?'

॥ ১৪ ॥

আদিনাথ মল্লিকের অনরোধমত ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিযে প্রফেসর রায় চিত্রলেখা সেন-এর বাড়িতে এলো দেখা করতে।

কলিং বেল-এ চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। চিত্রলেখা নিজেই দরজা খুললেন। মহিলাকে দেখে মনে হল বযস ষাটের কাছাকাছি কিন্তু এখনও চেহারায় সৌন্দর্য স্পষ্ট। সামনের চুল ঠিক মিসেস গান্ধীর মত। ব্যক্তিত্বময়ী এবং বেশ লম্বা।

দরজা খুলেই প্রফেসর রাযকে চিনতে পেরে বললেন, 'আরে আপনি ! আসুন, ভেতরে আসুন।'

প্রফেসর ভেতরে ঢুকে সোফায় বসে প্রথমেই বললেন, 'এই শহরে সুস্বাগতম !'

চিত্রলেখা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'সে কি ! আমি কি কলকাতায নতুন ? বছরে দু'বার আসছি না ?'

'আরে সেটা তো বছরে দু'বার। কিন্তু প্রথম আগরতলা থেকে পাকাপাকিভাবে এখানে। এখন থেকে আপনি কলকাতার মানুয, গাযে আর আগরতলার গন্ধ থাকছে না !'

চিত্রলেখা বললেন, 'তাই নাকি ? আগরতলার গন্ধটায আপত্তি ছিল তাহলে ?'

প্রফেসর রসিকতা করে বললেন, 'নিশ্চযই। আর থাকবে না-ই বা কেন ? ওখানকার স্কুলের ছাত্রীরা দিদিমণির বক্তৃতা শুনতে পাবে আর আমরা বঞ্চিত হব, এটা কি মেনে নেওয়া যায় বলুন ?'

প্রফেসর রায়ের কথায় চিত্রলেখা হেসে ফেললেন, 'সত্যি, এত বছর ধরে একই কথা

ছাত্রীদের বলে বলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রিটায়ার করার পর টাকাপয়সার ব্যাপারে একটু অসুবিধে হতে পারে কিন্তু এখন থেকে নিজের ইচ্ছেমত ঘুমোব, পড়ব, এই স্বাধীনতাটুকু তো পেলাম। তারপর, আপনি কেমন আছেন ?'

প্রফেসর রায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আর আমি! শরতের মেঘ দেখেছেন ? পেঁজা তুলোর মত ভেসে ভেসে বেড়ায়, না তাতে বিদ্যুৎ চমকায় না তা থেকে বৃষ্টি ঝরে পৃথিবীতে, আমার সেই অবস্থা। কোন পিছুটান নেই, সামনে কোন লক্ষ্যও নেই, শুধু ভেসে থাকা।'

'অদ্ভুত কথা বলেন কিন্তু আপনি! সত্যি আপনাকে আমার হিংসে হয়!'

প্রফেসর রায় বললেন, 'সাবাস! এই প্রথম একজনকে পেলাম যে আমাকে হিংসে করছে!'

'আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনার কোন চিন্তা নেই!'

'কেন ? আপনি কি চিন্তান্বিত ?'

'এ্যাঁ!'

'আচ্ছা এতদিন পরে হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা করতে কেন এলাম তা তো কই একবারও জিজ্ঞেস করলেন না ?'

চিত্রলেখা মনে হল একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন, 'সত্যিই তো, আপনার আসার কারণটা জানতে পারলাম না।'

এবার প্রফেসর রায় একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল যা একান্ত ব্যক্তিগত।'

চিত্রলেখা গলার স্বর পাল্টে বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো প্রফেসর রায়, আপনাকে হঠাৎ খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু সিরিয়াসই বটে। এতদিন আগরতলায় ছাত্রীদের নিয়ে ছিলেন। এখন যতই বলুন অপার স্বাধীনতা ভোগ করবেন, দু'দিন বাদেই হাঁপিয়ে উঠবেন। তাছাড়া বয়স এমন একটা নির্মম সত্য যা একাকীত্ব বাড়িয়ে তোলে। তাই আমার জানতে ইচ্ছে করে এ ব্যাপারে আপনি কিছু ভেবেছেন কিনা ?'

প্রফেসর রায়ের বক্তব্যের রহস্য কিছুটা অনুমান করে চিত্রলেখা বললেন, 'ভাবতে আর সাহস হয় না। বয়স সেই সাহস কেড়ে নিয়েছে অনেকদিন।'

'কিন্তু কেন ?'

চিত্রলেখা তাঁর ফেলে আসা জীবনের কাহিনীর কিছুটা বলা প্রয়োজন মনে করলেন। প্রফেসর রায়ের 'কেন'-র উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, 'আঠারো বছরে বিয়ে হয়েছিল। কুড়িতেই চূড়ান্ত ধাক্কা খেয়েছি। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়েছিলাম। বেশ চলে যেত, হঠাৎ চল্লিশের কাছাকাছি এসে আরও বড় ধাক্কা খেলাম। সে খবর আশা করি আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। এই শহরে থাকলে হয়তো তখন পাগল হয়ে যেতাম। চক্ষুলজ্জার ভয়ে পালিয়ে গেলাম আগরতলায়। বৈধব্য যা কেড়ে নিতে পারেনি, বিশ্বাসঘাতকতা আমার মনের জোরের অনেকটাই চুরমার করে দিয়েছিল। তবু মেয়ে বলেই সামলে নিতে পেরেছিলাম। আজ এই বয়সে নতুন করে আঘাত পেলে আর বাঁচব না, প্রফেসর রায়!'

'কিন্তু আঘাত পাবেন একথা ভাবছেন কেন ?'

'বিশ্বাস করুন আমার ভয় করে।'

'আচ্ছা আমাকে আপনার কেমন মানুষ মনে হয় ?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে আমার প্রকৃত বন্ধু বলে মনে হয়।'

প্রফেসর হেসে বললেন, 'তাই নাকি ?'

চিত্রলেখা কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বললেন, 'না—মানে আমি আপনার ব্যবহারেও কখনও অখুশী হইনি।'

'শুনে খুশী হলাম। তাহলে আমার ওপর আস্থা রাখা যায় !'

'কেন, আপনি কি এ নিয়ে কিছু ভেবেছেন ?'

প্রফেসর রায় ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন।'

চিত্রলেখা চোখ বন্ধ করে কিছু একটা ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলুন তো ?'

প্রফেসর রায় বললেন, 'দেখুন চিত্রলেখা, আমার মনে হয় আপনি একবার আদিনাথের সঙ্গে দেখা করুন।'

নামটা শোনামাত্র চিত্রলেখা চমকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কার কথা বললেন ?'

'হ্যাঁ, আদিনাথ মল্লিক !'

চিত্রলেখা সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলেন, 'ওঃ।'

প্রফেসর রায় যতটা সম্ভব নরম সুরে বললেন, 'চিত্রলেখা, আপনি একটু ঠাণ্ডা হোন প্লিজ। দেখুন, মানুষের ভুল তো হয়। এক্ষেত্রে আদিনাথেরও হয়েছিল। কুড়ি বছর ধরে সে মনে মনে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সন্ন্যাসীর জীবন কাটিয়েছে। এখন সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।'

চিত্রলেখা প্রফেসব রায়ের অনুরোধকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে গলার স্বর পাল্টে বললেন, 'ভালই তো, সন্ন্যাসী তার সন্ন্যাস নিয়ে থাকুক, আমাদের মত সাধারণ মানুষকে নিয়ে টানাপোড়েন কেন ? তাছাড়া শুনেছি, সন্ন্যাসীরা বারো বছর বাদে একদিনের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে সংসারে ফিরে আসেন, কিন্তু আমার তার দর্শক হবার কিছুমাত্র বাসনা নেই।'

'আপনার অভিমানের কারণ বুঝতেই পারছি চিত্রলেখা, তা সত্ত্বেও বলছি লোকটার মানসিক অবস্থা আর একবার বিবেচনা করুন। আজ তার প্রচুর অর্থ। ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী। কিন্তু মনে মনে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে সে।'

হঠাৎ চিত্রলেখা বেগে গিয়ে বললেন, 'আপনি কি এতক্ষণ ওর কথা বলার জন্যে ভূমিকা করছিলেন ?'

'তার মানে ?'

'বলছিলাম, আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয় ?'

'হ্যাঁ, তা হয়। কারণ রোজ সকালে আমরা একসঙ্গে হাঁটি।'

চিত্রলেখার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। জানলার দিকে মুখ করে প্রফেসর রায়কে উদ্দেশ করে বললেন, 'এরপর আর আমাদের দেখা হওয়া উচিত নয় বলেই আমি মনে করি।'

'কেন, আপনি একথা বলছেন কেন ?'

'কারণ আপনি বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পাবেন নি।'

প্রফেসর কথাটাকে স্বীকার করে নিয়ে বললেন, 'আপনি যেটা বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে আমার যে দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব তার মর্যাদা দিতেই চেয়েছিলাম আমি।'

'বাঃ, চমৎকার ! আপনার কথা শুনে মহাভারতের কথা মনে পড়ে গেল। ইন্দ্র কর্ণের কাছে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গিয়ে কবচকুণ্ডল ভিক্ষে চেয়েছিল এবং নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কর্ণ সেটা দান করে দানবীর আখ্যা পেয়ে ধন্য হতে পারেন কিন্তু আপনি নিজের নাম কোন ইতিহাসের পাতায় তুলতে চেয়েছেন ?'

প্রফেসর অবাক হয়ে বললেন, 'আপনার কথা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না !'

চিত্রলেখা মুচকি হেসে বললেন, 'বুঝতে আপনি কোনদিনই পারবেন না। তবে আপনি জেনে রাখুন, আদিনাথ মল্লিক আমার কাছে আজ মৃত। অতএব তার সঙ্গে দেখা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রস্তাব নিয়ে আপনি আর কখনও এ বাড়িতে আসবেন না, প্লিজ।'

তা সত্ত্বেও প্রফেসর বললেন, 'চিত্রলেখা, আমি আপনার সেন্টিমেন্ট বুঝতে পারছি—'

চিত্রলেখা চিৎকার করে উঠলেন, 'কি বুঝেছেন আপনি ? শরতের মেঘ, যার বুকে বিদ্যুৎ নেই বৃষ্টিও নেই, তার বোঝার ক্ষমতা—'

কথাগুলো শেষ না করে চিত্রলেখা কেঁদে ফেললেন।

প্রফেসর রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অপরাধী মনে করে অনুরোধ করলেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি। আপনি এতটা আঘাত পাবেন বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে, আমি আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না—আমি আসছি।'

প্রফেসর রায়কে চলে যেতে দেখে চিত্রলেখা হঠাৎ বললেন, 'দাঁড়ান। আমি কিন্তু আপনাকে অপমান করতে চাইনি।'

প্রফেসর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি এতে একদমই অপমানিত হইনি।'

এতক্ষণে চিত্রলেখার গলায় নরম সুর শুনতে পাওয়া গেল, 'আমাকে—আমাকে আপনিও বুঝতে পারলেন না !'

'কে বলল পারিনি ? সেটা বুঝতে পেরেছিলাম বলেই ওই ধারণাটাকে স্পষ্ট করার জন্য নিজের কাছে যে দায়টা এখনও আছে তা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলাম।'

'দায় মানে ?'

'হ্যাঁ, যতই অসম হোক তবু বন্ধুত্বের দায়। এই কথাগুলো যদি আপনি আদিনাথকে সরাসরি বলতেন তাহলে আমি স্বস্তি পেতাম। হয়তো আপনার কষ্ট হবে, খারাপ লাগবে, কিন্তু চিতায় শোওয়া প্রিয়জনের মুখাগ্নি তো আমাদেরই করতে হয়। আর সেটা না করা পর্যন্ত সৎকার শেষ হয় না।'

চিত্রলেখা মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আমাকে একটু ভাবতে হবে। একটু সময় চাই যে—'

প্রফেসর উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'বেশ তো। আজ আমি তাহলে চলি।'

'না। আপনি এখনই চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে। আপনি আরেকটু বসুন, প্লিজ।'

চিত্রলেখার অনুরোধ ফেলতে পারলেন না প্রফেসর রায়। পায়ে পায়ে ভেতরে গিয়ে সোফায় আরাম করে বসলেন।

॥ ১৫ ॥

দরজার কড়া নাড়তেই কৃশানুর মা দরজা খুললেন।

এত সকালে ভদ্রলোককে দেখে বললেন, 'বলুন, কাকে চাই ?'

'আমি কৃশানুর খোঁজ করছিলাম। আমাকে আপনি চিনবেন না, আমার নাম আদিনাথ মল্লিক।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনার নাম শুনেছি কৃশানুর মুখে। আপনি ভেতরে আসুন।'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কি বাড়িতে আছে ?'

'না। সেই সকালে আপনার কাজ নিয়েই বেরিয়ে গেছে।'

আদিনাথ বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে এখন আর ভেতরে যাব না। কৃশানুকে মনে করে বলবেন আমি খুব জরুরী দরকারে এসেছিলাম।' মনে মনে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'প্রয়োজনের সময় কাউকে না পেলে বড় অসুবিধে হয়—আচ্ছা নমস্কার।'

কৃশানুর মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'শুনুন—মানে ও এতবড় একটা কেস পেয়ে একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছে, আমি ওর হয়ে এবারের মত আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনি বিরূপ হলে বুঝতেই পারছেন ওর পায়ের তলার মাটি সরে যাবে।'

আদিনাথ একটু দাঁড়ালেন, তারপর কি ভেবে বললেন, 'আপনি ওকে বলবেন কাল সকালে যেন আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে।'

আদিনাথ কথা শেষ করে গাড়ির দিকে এগোতে যাবেন, হঠাৎ এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল—মুচকি হেসে বললেন, 'নমস্কার স্যার।'

আদিনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না!'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এই বাড়ির বাড়িওয়ালা। আপনি কি ইনসিওরেন্স করাতে এসেছিলেন ?'

বাড়িওয়ালার এ ধরনের আচরণে এবার আদিনাথ মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন, 'কেন বলুন তো ? আমাকে দেখে কি আপনার সেরকম কিছু মনে হচ্ছে ?'

বাড়িওয়ালা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, এসব কি বলছেন ? আসলে এই বিজ্ঞাপনটা বেরুনোর পর থেকে—আরে আপনি তো এর আগে একবার এসেছিলেন ! হ্যাঁ, ঠিক চিনতে পেরেছি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার স্যার, ওই বিজ্ঞাপন বেরুবার পর সব ফর্সা ফর্সা ছেলে-মেয়ে প্রতিদিনই আসছে।'

আদিনাথের চোখ দুটো কুঁচকে উঠল, 'ছেলে-মেয়ে !'

'হ্যাঁ স্যার, দেখলেই বোঝা যায় সব বড়লোকের ছেলে-মেয়ে। আর মেয়েটাকে তো ঠিক মেমেদের মত দেখতে। আমার খুব ভয় হয় স্যার, এই ছেলেটার আবার মাথা না ঘুরে যায় !'

আদিনাথ এসব কথায় কান দেবার প্রয়োজন নেই মনে করে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা চোখের সামনে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট থেকে ঘুরে আসার পর গৌরীর আর কিছুই ভাল লাগল না। বিশেষ করে ববির কোন সঠিক খবর না পাওয়াতে মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা তৈরী হল। নিজের ফ্ল্যাটে চুপচাপ মাথায় হাত দিয়ে সেইসব কথাই চিন্তা করছিল। ঘরে আলো জ্বলছে। এমন সময় হঠাৎ কলিংবেলটা বাজতেই চমকে উঠল। দ্বিতীয়বারে উঠে দরজার কাছে গিয়ে কী-

হোলে চোখ রেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দরজাটা খুলল।

হঠাৎ অমিতাভকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, তুই এসময়ে ?'

অমিতাভও আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বাঃ, আমাকে দরজায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করছিস ?'

গৌরী অমিতাভকে ভেতরে আসতে বলল। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'না, তুই তো কখনও এই ফ্ল্যাট-এ আসিস নি, তাই একটু অবাক লাগল।'

অমিতাভ হেসে বলল, 'কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু আমরা সম্পর্কে ভাইবোন। তাই এলে এত অবাক হবার কি আছে ? তুই কি এসময়ে অন্য কাউকে এক্সপেক্ট করছিলি ?'

'অন্য কাউকে মানে ?'

'ক'দিন ধরে শুনছি তুই নাকি ববি নামে একটা মাস্তানের সঙ্গে মেলামেশা করছিস ! কথাটা কি সত্যি ?'

গৌরী গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি কারও সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। তুই যদি ওই ব্যাপারে এখানে এসে থাকিস, তাহলে—'

অমিতাভ হাওয়া বুঝতে পেরে হেসে বলল, 'আরে দূর ! তোর ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নয়—আমি এসেছি আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে। আয়, বোস।'

অমিতাভর কথায় একটু সন্দেহ হলেও গৌরী কোন কথা না বলে সোফায় বসে জিজ্ঞেস করল, 'আগে বল, চা না কফি ?'

অমিতাভ বাধা দিয়ে বলল, 'ওঃ নো। শোন, তোর সঙ্গে কাজের কথা বলি। কৃশানু নামে একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর কাছে যে তুই গিয়েছিলি তা আমি জানতে পেরেছি। কি, তাই তো ? কিন্তু কিভাবে তুই কৃশানুর অস্তিত্ব জানতে পারলি সেটা অবশ্য বুঝতে পারিনি। ওই ইডিয়টটা তোকে নিশ্চয়ই বলেছে বাবা কি ফেবুলাস এ্যামাউন্ট-এর ইনসিওরেন্স করাতে চাইছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন ? শুধু তাই নয়, ভারত সেবাশ্রমকে দান করার জন্যে বছরে যে এত লক্ষ টাকার প্রিমিয়াম গুনতে হবে এটা আর যাই করুক আমার পিতৃদেব করবেন বলে একদমই মনে হয় না।' তোর কি মনে হয় ?'

উত্তরটা ওর মুখ থেকেই শোনবার জন্য গৌরী বলল, 'তা সত্ত্বেও তুই কৃশানুকে টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিস ! ভারত সেবাশ্রমের ব্যাপারটা অবিশ্বাস করেও !'

'ইয়েস। কারণ আমার ধারণা ভারত সেবাশ্রম একটা ক্যামোফ্লেজ। ওই টাকা বাবা অন্য কাউকে দিয়ে যেতে চান। প্রথমে ভেবেছিলাম তুই—তোর ওপর বাবার একটা অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল প্রথম থেকেই। আর সেটা জেনে তুই চমৎকার ওঁকে ব্যবহার করছিস। তাই টাকাটা তোকে দেবেন বলেই ভেবেছিলাম। পরে যখন জানলাম তুইও হাজির হয়েছিস কৃশানুর কাছে, চেকটাকে বাউন্স করাতে চাইছিস যাতে বাবার ব্যাঙ্কের টাকা না কমে যায়। আচ্ছা তোর কি মনে হয়, বাবা অরুণকে নমিনি করতে চাইছেন ?'

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, 'কি করে জানব, বাবা তো এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করেন নি।'

'সেটা ঠিকই, তবে একটা কথা তোকে জানিয়ে রাখি, অরুণ-এর ব্যাপারে এমনিতে আমি

একেবারেই ইন্টারেস্টেড নই। কারণ ব্যবসাতে আমাদের দুজনের স্ট্যাটাস সমান। কিন্তু বাবা যদি ওকে ফেবার করেন তাহলে কিন্তু আমি প্রতিবাদ করব।'

'কিন্তু সেটা কিভাবে ?'

'সেটা আলোচনা করার জন্যেই তো তোর কাছে আসা। শোন্ দুটো পথ আছে। একটা হল আমরা দুজনে একসঙ্গে বাবার কাছে গিয়ে জানতে চাইব কেন তিনি এত টাকার ইনসিওরেন্স করছেন এবং নমিনি কে ?'

গৌরী অমিতাভকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই ভুলে গেছিস, তোকে নিশ্চয়ই কৃশানু বলেছে, বাবার পক্ষে ইনসিওরেন্স করা সম্ভব হচ্ছে না, বাবা টাকাটা ইনভেস্ট করছেন।'

অমিতাভ যুক্তিটা মেনে নিয়ে বলল, 'ওই একই হল। কিন্তু যেমন করে হোক ওঁর কাছ থেকে একটা উত্তর পেতেই হবে।'

'উনি যদি বলেন আমার টাকা আমি যা ইচ্ছে করব, তাহলে ? এবং আমার ধারণা বাবা ওই কথাই বলবেন।'

'তাতে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। সেক্ষেত্রে আমাদেব দ্বিতীয় পথে যেতে হবে। গৌরী, তুই আমার সঙ্গে হাত মেলা। বাবা ফর্মগুলো সই করে চেক দিয়ে দিলে বাকি খেলাটা আমি খেলব। কৃশানুকে দিয়ে আমি এখন যা ইচ্ছে করাতে পারি।'

'কি ভাবে ?'

গৌরীর এই অদ্ভুত প্রশ্নে অমিতাভ মুচকি হেসে বলল, 'একটা কথা জেনে রাখ গৌরী, পৃথিবীর সমস্ত ড্রাগের চেয়ে বড় নেশা হল টাকা। শুনলে অবাক হয়ে যাবি, ওকে সেই নেশা ধরিয়ে দিয়েছি। কৃশানু যখন একবাব আমার হাত থেকে টাকা নিয়েছে, তখন ওর বেরুবার পথ প্রায় বন্ধ হয়েই গেছে। পুরো টাকাটা তুই আমি ভাগ করে নেব—ফিফটি ফিফটি, কি রাজী তো ?'

গৌরী একটু চিন্তায় পড়ে গেল, 'কিন্তু বাবা যদি জানতে পারেন ?'

'পারবেন না। পাঁচ বছর পরে টাকাটা যখন ম্যাচিওর করবে তখন বাবা পৃথিবীতে থাকবেন না। এটা তুই আমার ওপর ছেড়ে দে।'

গৌরী এবার উল্টো চাপ দিল, 'তাহলে তো কাজটা তুই একলাই করতে পারতিস। মিছিমিছি আমার সাহায্য চাইছিস কেন ?'

'যেহেতু তুই সব জেনে গেছিস তাই এইমুহূর্তে তোর সাহায্য আমার দরকার। এমনও তো হতে পারে তুই সমস্ত ঘটনাটা বাবাকে জানিয়ে দিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিলি। না, না, এ ব্যাপারে তোকে কিছু করতে হবে না। তোর কাছে অন্য সাহায্য চাই আমি।'

গৌরী অবাক হয়ে তাকাল, 'সাহায্য মানে ?'

'তবে আর বলছি কি ? এটা আমরা সবাই জানি যে মিঃ আদিনাথ মল্লিক-এর তুই ব্লু আইড গার্ল। তুই কিছু বললে তিনি না বলতে পারবেন না। তুই বাবাকে রিকোয়েস্ট করবি যাতে বাইপাসের জমিটার জন্যে তিনি ইন্টারেস্টেড না হন। ওটা রবি পেতে চাইছে।'

'রবি আবার কে ?'

'রবি মানে রবি চাওলা, আমাদের চাওলা আঙ্কল।'

'মাই গড ! চাওলা আঙ্কলকে হঠাৎ নাম ধরে ডাকছিস তুই ? কি ব্যাপার ?'

'ব্যাপার আবার কি ! এখন সম্বোধন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না !'

ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোর সঙ্গে ওদের যোগাযোগ কতখানি ?'

'যেটুকু স্বাভাবিক সেটুকুই।'

'খবরটা বাবা জানেন ?'

'না বলেই মনে হয়।'

হঠাৎ গৌরীর পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গেল। অমিতাভর দিকে চেয়ে বলল, 'তোকে একটা কথা বলব, শুনবি ?'

'কি কথা ?'

'চাওলা আঙ্কলের কাছে আমার লোক ডোনেশন চাইতে যাবে শুনে বাবা আমাকে নিষেধ করেছিলেন। তুই যোগাযোগ রেখে ভাল করছিস না।'

'দেখ, আমার ব্যাপারটা আমাকেই ভাবতে দে। তুই শুধু বাবাকে রাজী করিয়ে দে প্লিজ।'

গৌরী একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কিন্তু বাবা যখন জানতে চাইবেন—'

গৌরীর কথাটা শেষ হবার আগেই অমিতাভ বলল, 'তখন বলবি, প্রিয়া—মানে চাওলা আঙ্কলের বউ অর্থাৎ তোর বান্ধবী তোকে রিকোয়েস্ট করেছে খুব।'

গৌরী একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা ! ব্যাপারটা তাহলে এই ! এতক্ষণে বুঝলাম আসল রহস্যটা। দাদা, তুই বউদিকে কেন অনর্থক কষ্ট দিচ্ছিস !'

অমিতাভ এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'আমি ? আমি কাউকে কষ্ট দিচ্ছি না। একটা কথা জানিয়ে রাখি, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা মানেই যদি কাউকে কষ্ট দেওয়া হয় তাহলে আমার কিছু করার নেই। যাক গে, তুই কবে বাবার সঙ্গে দেখা করছিস ?'

'একটু ভেবে দেখি।'

'এতে ভেবে দেখার কি আছে ? আমাদের হাতে সময় কিন্তু খুবই কম।'

গৌরী বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল অমিতাভর মুখের দিকে। একসময় বলল, 'এর মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটেছে। বাবার ইনভেস্টমেন্ট-এর কাগজপত্র একটা ব্যাগে নিয়ে কৃশানু এখানে এসেছিল। শুনলাম সেই ব্যাগটা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

অমিতাভ অবাক হয়ে বলল, 'সে কি ! ও এখানে কেন এসেছিল ?'

গৌরী হেসে বলল, 'ঠিক যে কারণে তুই ওর কাছে যাচ্ছিস।'

'কিন্তু ব্যাগটা কোথায় গেল ?'

'সম্ভবত ববি নিয়ে গিয়েছে।'

'ববি ! মানে তোর সেই বয়ফ্রেন্ড ? ও এই ব্যাগ নিয়ে কি করবে ?'

গৌরীর মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। মাথা নিচু করে বলল, 'জানি না। হয়ত খেয়ালবশত নিয়ে গিয়েছে, কিংবা—'

কথার মাঝখানে অমিতাভ বলল, 'ঠিক আছে, তুই ববিকে ফোন করে বল ব্যাগটা ফেরৎ দিতে।'

'ফোন তো খারাপ। অবশ্য কৃশানু গিয়েছে ওর ফ্ল্যাট-এ।'

গৌরীকে এ ব্যাপারে চিন্তা করতে না বলে অমিতাভ জানাল, 'একটাই সুখবর যে বাবা এখনও চেক-এ সই করেননি। আজই সই করিয়ে চেক নেওয়ার কথা ছিল কৃশানুর। এখন ওই ব্যাগ না পাওয়া গেলে নতুন ফর্ম ভর্তি করে ওর বাবার কাছে যাওয়া উচিত। আচ্ছা, ববির ঠিকানাটা কি ?'

॥ ১৬ ॥

সেদিন আদিনাথকে কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে নিজের ঘরে চুপটি করে বসেছিলেন। মুখের ওপর একটা বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। এমন সময় ওপর থেকে নেমে এসে নীলা ওঁর ঘরে ঢুকে বলল, 'আমাকে ডেকেছেন, বাবা ?'

'হ্যাঁ, বসো। আচ্ছা বউমা, কিছুদিন আগে একটা বাংলা পেপার-এ একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল সে খবরটা এ বাড়ির কে কে জানে ?'

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন শুনে নীলাও চটপট জবাব দিল, 'আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?'

'কারণ এখনও তোমার ওপর কিছুটা আস্থা আছে আমার।'

নীলা আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলল, 'আপনি যাদেব সন্দেহ কবছেন—'

'হুঁ, কিন্তু তারা কি করে জানল ?'

'ঘটনাটা তেমন কিছু নয়। ওই ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর ভদ্রলোক যেদিন আপনার কাছে এসেছিলেন, কিছু কথাবার্তা আমার কানে গিয়েছিল। আমিও জাস্ট কথাটা আপনার ছেলেকে বলেছিলাম। কিন্তু ও কি করে ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছল আমি জানি না।'

'আচ্ছা, এ কথাটা কি তুমি তোমার ননদকে কখনও বলেছিলে ?'

'না। ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কোন কথা হয়নি।'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন।'

নীলার কৌতূহল হল, 'আপনাকে ওই ইনসিওরেন্স-এর ভদ্রলোক বলেছেন ?'

আদিনাথ এবারে উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালেন। বাইরের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'না। তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।' হঠাৎ পেছন ফিরে নীলাব কাছে এসে বললেন, 'দ্যাখ বউমা, কিছুদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, এ-বাড়ির মানুষজন আর আমার বন্ধু নয়। আজ মনে হচ্ছে এখন আমি শত্রুপুরীতে বাস করছি। এই তোমরা যারা আমার সামনে মুখ নিচু করে থাক, ব্রেকফাস্ট টেবিলে সমীহ করে কথা বলো, প্রত্যেকেই আমাকে অপছন্দ কর। সুযোগ বুঝলে আমার চূড়ান্ত ক্ষতি করতে তোমাদের দ্বিধা হবে না।'

নীলা চিৎকার করে উঠল, 'বাবা!'

আদিনাথ হাত নেড়ে ইশারায় চুপ করতে বললেন, 'কি জান বউমা, সত্য বড় নিষ্ঠুর। কিন্তু কেন ? কি দিইনি আমি এ বাড়ির ছেলেদের ? দেখ, তোমার স্বামীর প্রচুর দোষ—এই কোম্পানির একজন কর্তা হয়েও সে পার্টির কাছে টাকা নেয় আড়ালে। শুনলে অবাক হয়ে যাবে, যে চাওলা আমার প্রতিযোগী তার সঙ্গে গোপনে সে কোন প্রাপ্তির নেশায় দেখা করছে। আমি জানি না ভেবেছে ? আব আমার ছোট ছেলে, তার সব হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত ব্যক্তিত্ব তৈরী হল না—হলে সেও আমার বিরুদ্ধে নেমে পড়বে। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাই গৌরীকে দেখে। ও যে এমন লোভী হবে আমি ভাবিনি!'

'বাবা, আপনি বোধহয় ভুল করছেন।'

'হ্যাঁ, তা তো বলবেই। এখন ওদের হয়ে সাফাই গাও, শুনি।'

নীলা আদিনাথকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'না, বাবা। বিশ্বাস করুন, কারও হয়ে সাফাই গাইতে আমি চাই না। এরা সবাই আপনারই ছেলেমেয়ে। মা মারা যাওয়ার পর আপনি এদের মানুষ করেছেন। আজ যদি আপনার মনে হয় এরা শত্রুতা করছে, তাহলে বুঝতে

হবে সেই মানুষ করাতে কোথাও গলদ ছিল।'

আদিনাথ প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না, গলদ আমার ছিল না। তোমার শাশুড়ির সমস্ত স্বভাব এরা পেয়েছে। সেই ভদ্রমহিলা ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত। আমি জানি মৃত মানুষের নিন্দা করা উচিত নয়, কিন্তু তোমার কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ও যতদিন জীবিত ছিল আমি ততদিন খুবই বিব্রত ছিলাম।'

নীলা হঠাৎ কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলল, 'আচ্ছা বাবা, এমনও তো হতে পারে, আপনার সম্পর্কে তাঁরও কোন সমস্যা ছিল?'

আদিনাথ মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, 'হয়ত থাকতে পারে। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি কোনদিনই সেটা জানতে পারিনি।' একটু ভেবে বললেন, 'এখন ওই প্রসঙ্গ থাক বউমা, যেটা বলতে চাই তা হল, আমাকে লুকিয়ে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যারা নাক গলাচ্ছে তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় বলতে পার?'

'কিন্তু আমার তো মনে হয়, এ ব্যাপারটা নিয়ে ওদের সঙ্গেও আপনার কথা বলা উচিত।'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'উচিত হলেও সেটা সম্ভব নয়, কারণ আমার ডিগনিটিতে লাগছে। এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি সেটাও আমার ভাল লাগছে না। মুশকিল হল, এখন বিজনেস-এর যা অবস্থা তা এককথায় বন্ধ করা যাবে না। আবার এদের ব্যবসা থেকে, এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেও পারব না। আমারই তৈরী করা রোবটগুলো এখন আমার শত্রু। এভাবে চলতে পারে না। আই হ্যাভ টু ফাইন্ড সাম ওয়েজ!'

হঠাৎ বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ শুনে চমকে উঠে বললেন, 'এ সময়ে আবার কে এল?'

নীলা দরজার বাইরে তাকিয়ে প্রফেসর রায়কে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বলল, 'আপনার বন্ধু। আমি তাহলে এখন যাই।'

নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর রায় ঘরে ঢুকে আদিনাথকে বললেন, 'কি ব্যাপার আদিনাথ! এই সন্ধ্যেবেলায় বউমার সঙ্গে এমন কি আলোচনা করছিলে যাতে মুখের অবস্থা বুদ্ধের মুখকেও হার মানায়!'

আদিনাথ গম্ভীর হয়েই বললেন, 'বসো। এখন আমার রসিকতা ভাল লাগছে না।'

'কেন, কী হল আবার?'

'মনটা খুব ডিসটার্বড্ হয়ে আছে, কিচ্ছু ভাল লাগছে না।'

'মনে হচ্ছে পারিবারিক টেনশন!'

'পারিবারিক? বুঝলে প্রফেসর, পরিবার বলতে আমার আর কিছু অবশিষ্ট নেই—এসব কথা কি কাউকে বলা যায়? যাক গে, তা তুমি হঠাৎ এসময়ে?'

'একটা খবর দেওয়ার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে টেলিফোনে চেষ্টা করেও না পেয়ে ভাবলাম যাই খবরটা গিয়েই দিয়ে আসি। তুমি নিশ্চয়ই জান ম্যাডাম এখন কলকাতায়। আমি তোমার কথা ওঁকে বলেছি। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে উনি রাজী হচ্ছিলেন না, অনেক করে বুঝিয়ে বলতে শেষ পর্যন্ত—!'

এতক্ষণে আদিনাথ একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। অজান্তে ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির চিহ্ন ফুটে উঠল। বললেন, 'বিশ্বাস কর প্রফেসর, আজ বিকেল থেকে শুধু মনে হচ্ছিল আমার

সামনে পথ একটাই। তুমি যে সেই পথের দরজা খুলতে সাহায্য করেছ, আমি কৃতজ্ঞ।'

প্রফেসর একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ওঃ, এসব কি বলছ তুমি—তোমার শরীর ঠিক আছে তো ?'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, শরীর আমার ঠিকই আছে। আর ঠিক না থাকলেও ঠিক হয়ে যাবে। এখন বল কবে দেখা করা যাবে ?'

'তুমি চাইলেই আজই হতে পারে।'

'না, আজ নয়। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করো প্রফেসার।'

## ॥ ১৭ ॥

প্রিয়ংবদা বলল, 'কৃশানুবাবু, আমাদের আর দেরী করা উচিত নয়। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এ বাড়ি নির্জন হয়ে যাবে।'

কৃশানু কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'কেন ?'

'রাত ক্রমশ বাড়ছে, খুব পপুলার একটা সিনেমা দেখানো হবে এখন। ঘরের বাইরে কেউ আসবে না সেই সিনেমা ছেড়ে।'

'কিন্তু আমাকে—আমার এখনই একবার যাওয়া দরকার।'

'কোথায় ?'

'আদিনাথ মল্লিকের বাড়ি।'

'এত রাতে ? কেন ?'

কৃশানু মনে মনে বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ না করে বলল, 'ওঁর আজ ফর্মগুলো সই করার কথা, চেকও দেবেন বলেছেন।'

'ঠিক আছে, আপনি বরং একটা ফোন করুন।'

কৃশানু ভেবে বলল, 'ফোন ?'

'হ্যাঁ। বলুন কাল সকালে দেখা করবেন।'

কৃশানু প্রতিবাদ করে উঠল, 'না না, উনি রেগে যাবেন।'

প্রিয়ংবদা মুচকি হেসে বলল, 'কিন্তু কৃশানুবাবু, এখন তো আপনার যাওয়া হবে না। আসল কাজটাই যে বাকি।'

কোন উপায় না দেখে কৃশানু রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'নেই তো ? তাহলে দেখলেন গেলে কোন লাভ হত না ! আর কিন্তু মিনিট দশেক বাদে ববিকে নিচে নামাতে হবে।'

কৃশানু ভয় পেয়ে বলল, 'অসম্ভব। ওই ডেডবডি যদি কেউ দেখতে পায়, তাহলে—'

'ওঃ, আপনি দেখছি বেশ বোকা। ওকে কি কাঁধে করে নিচে নামাবেন যে সবাই দেখতে পাবে ? একটা লম্বা ত্রিপলের ক্যারিব্যাগ আছে, মনে হয় তার মধ্যে বডিটা ঢুকে যাবে।'

কৃশানু আঁতকে উঠল, 'সর্বনাশ !'

'হ্যাঁ, আর কাজটা কিন্তু আপনাকে একাই করতে হবে। কারণ একটা ব্যাগ দুজনে মিলে নিচে নামাতে দেখলে যে কেউ সন্দেহ করতে পারে।'

'তারপর নিচে নামিয়ে ?'

'নিচে দাঁড়ানো আমার মারুতি ভ্যানের ডিকিতে তুলে দেবেন। নিন উঠুন !'

প্রিয়ংবদা আর কিছু না বলে ভেতরে যাবার মুহূর্তেই ফোনটা বেজে উঠল। কৃশানু তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলতে যেতেই প্রিয়ংবদা চেঁচিয়ে উঠল, 'রিসিভারটা তুলবেন না, আসুন আমার সঙ্গে!'

প্রিয়ংবদার পেছন পেছন কৃশানু ভেতরের ঘরে গেল। ববির মৃতদেহটা পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। বেশ কিছুটা জায়গায় রক্ত ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে। দুজনেই মৃতদেহটার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল।

একসময় প্রিয়ংবদা জিজ্ঞেস করল, 'বডিটা কিভাবে ব্যাগে ঢোকাবেন বলুন তো কৃশানুবাবু?'

'আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না।'

'হুঁ! এক কাজ করুন, আগে পা-দুটো ভাঁজ করুন—'

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'সে কি! আমি করব?'

প্রিয়ংবদা সঙ্গে সঙ্গে একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বলল, 'আশ্চর্য! ধরুন আপনি একজন মহিলাকে নিয়ে স্টেশনে ঢুকছেন, তখন সুটকেসটা কার হাতে থাকবে?'

'কেন, আমার?'

'তাহলে? এখন যা বলছি তাই করুন।'

কৃশানু আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেল বডিটার কাছে। প্রথমে পা-দুটো ভাঁজ করে কোলের কাছে নিয়ে আসে। প্রিয়ংবদার নির্দেশমত এবার হাত দুটোকে বুকের ওপর রাখতে গিয়ে রক্ত লেগে আছে দেখে প্রিয়ংবদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রিয়ংবদা বুঝতে পেরে বলল, 'কি হল, রক্ত দেখে থেমে গেলেন কেন? রক্ত থাক, আপনি যেমন করছেন করুন।'

কৃশানু প্রিয়ংবদার কথামত বডিটাকে নাড়াচাড়া করছিল। ইতিমধ্যে প্রিয়ংবদা একটা ত্রিপলের ব্যাগ নিয়ে এসে বলল, 'নিন, এটার মধ্যে ঢোকাতে হবে। হাঁটুর দিক দিয়ে ঢোকান। ব্যাগের মুখটা বড় করে নিন।'

এবার কৃশানু বিরক্ত হয়ে বলল, 'সে কি, আমি একা ঢোকাব কি করে?'

'উঃ! সেই আমাকেই হাত লাগাতে হবে!'

দুজনে অনেক কসরৎ করে শরীরটাকে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যাগটাকে সোজা করতে হঠাৎ ওপাশের জানলায় খট করে একটা শব্দ হতেই দুজনে চমকে তাকাল।

কিছুই না দেখতে পেয়ে প্রিয়ংবদা বলল, 'ও কিছু নয়। বাতাস।'

এরপর একটা তোয়ালে জলে ভিজিয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা রক্ত ভাল করে মুছে পরিষ্কার করতে লাগল প্রিয়ংবদা।

কৃশানু বলল, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কিরকম ক্রিমিন্যালদের মত হয়ে যাচ্ছে না?

প্রিয়ংবদা মুছতে মুছতে উত্তর দিল, 'দেখুন, আপনি বা আমি কেউ ওকে খুন করিনি। কিন্তু মুশকিল হল, পুলিস সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কি, করবে?'

'তা ঠিক। কিন্তু আমরা যদি সমস্ত ঘটনাটা পুলিসের কাছে খুলে বলি, তাহলেও কি—'

প্রিয়ংবদা কৃশানুকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আসলে কি জানেন, এসব ঘটনার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারলে পুলিস কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। অতএব ঝামেলাটাকে কাঁধ থেকে সরিয়ে ফেলাই ভাল।'

এই বলে তোয়ালেটাকে একটা প্যাকেটে পুরে আরেকবার ঘরটাকে দেখে নিয়ে কৃশানুকে বলল, 'একটু ভাল করে দেখে নিন তো কৃশানুবাবু, প্রমাণ পাবার মত কোন চিহ্ন রইল কিনা ? পুলিস এসে যেন বুঝতে না পারে যে ববি এই ঘরেই মারা গিয়েছে—'

কৃশানু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ওই রিভলবারটা !'

'ঠিক আছে, ওটা আমি নেব।' সে একটা বড় রুমালে হ্যান্ডেল জড়িয়ে ব্যাগে পুরে নিল। তারপর দুজনেই সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে ফেলল।

হঠাৎ কৃশানু বলল, 'একটা কথা বলব ?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আচ্ছা আপনি কি কখনও ববিবাবুকে ভালবাসতেন ?'

কৃশানুর এই প্রশ্নে এতটুকু বিচলিত না হয়ে প্রিয়ংবদা অদ্ভুত একটা যুক্তি দেখাল, 'ফুরোনো প্রেম বোঝেন ? অর্থাৎ যে প্রেম ফুরিয়ে যায় ? সেই প্রেমের শব কাঁধে কখে বয়ে বেড়ানো ওই ডেডবডিটাকে নিয়ে হাঁটার চেয়ে ঢের বেশী কষ্টকর। যাই হোক শুনুন, আপনি এই জানলাটার পাশে এসে দাঁড়ান। এখান থেকে বাড়ির পেছনদিকটা দেখা যায়। আমি ওখানে গাড়ি নিয়ে এসে দুবার আলো জ্বালাব নেভাবো সঙ্গে সঙ্গে আপনি ব্যাগটা নিয়ে নেমে আসবেন। বুঝতে পেরেছেন ?'

সব কথা শুনে কৃশানু ভয়ে পেয়ে বলল, 'সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে ?'

'হ্যাঁ শুনন, কেউ থাকলে আমি আলোটা নেভাব না। আর দেখলেও এ বাড়ির লোক অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না।'

কৃশানু ব্যাগটা তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু এত ভারি হয়েছে যে সম্ভব হল না দেখে প্রিয়ংবদা মালপত্র বয়ে নেবার চাকা লাগানো স্ট্যান্ড এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ব্যাগটাকে এটার ওপর চাপিয়ে দিন। আর ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার সময় মনে করে বাইরের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে যাবেন।'

প্রিয়ংবদা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃশানু জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দৃষ্টি তার দূরে। হঠাৎ তার ব্যাগটার কথা মনে পড়ল। সে দ্রুত ঘরের জিনিসপত্র খুঁজতে থাকে, এমনকি আলমারিটাও দেখল, কিন্তু কোথাও পেল না। খুব চিন্তায় পড়ে গেল। স্থির হতে পারছিল না। হঠাৎ র‍্যাকের দিকে চোখ পড়তেই ব্যাগটা দেখতে পেয়ে ছুটে গেল নিতে, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠতে কৃশানু চমকে উঠল। ব্যাগটা নিয়ে রিসিভারের কাছে আসতেই রিং বন্ধ হয়ে গেল। এবার সে জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল দু-দুবার আলো জ্বলল এবং নিভল।

কৃশানু ভারি ব্যাগটাকে কোনমতে গাড়িটার কাছে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ংবদা দ্বিতীয় দরজাটা খুলে দিল। কৃশানু স্ট্যান্ডসুদ্ধ বডিটাকে পিছনের সিটে তুলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। প্রিয়ংবদার কথামত সে সামনের সিটে এসে বসতেই প্রিয়ংবদা ড্রাইভিং সিটে উঠল।

গাড়ি ছাড়ার আগে প্রিয়ংবদা জিজ্ঞেস কবল, 'আচ্ছা কেউ কি আমাদের দেখে ফেলেছে বলে মনে হয় ?'

'তা তো জানি না।'

'ঠিক আছে, এখন বলুন কোনদিকে যাব ?'

'আমি কি করে বলব ?'

'আশ্চর্য ! আপনি পজিটিভ কথা বলতে পারেন না ? আপনি জানেন না কলকাতার সবচেয়ে নির্জন জায়গা কোন্‌টা ?'

কৃশানু একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ইস্টার্ন বাইপাস।'

গাড়ি স্টার্ট দিল। গেট দিয়ে বেরোবার মুখেই হেডলাইটের আলোয় অমিতাভকে একটা গাড়ি থেকে নামতে দেখল কৃশানু। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে নিল সে।

গাড়ি চালাতে চালাতেই প্রিয়ংবদা জিজ্ঞেস করল, 'কি হল ?'

কৃশানু ভয়ে ভয়ে বলল, 'গৌরীদেবীর দাদা অমিতাভ মল্লিককে দেখলাম—'

প্রিয়ংবদা চমকে উঠল, 'সে কি ! ও এখানে কি করতে এসেছে ?'

'তা তো জানি না, আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।'

গাড়ি সল্ট লেকের ভেতর ঢুকে বেশ খানিকটা পথ যাবার পর একটা নির্জন জায়গা দেখতে পেয়ে প্রিয়ংবদা গাড়ি থামিয়ে বলল, 'বাঃ, জায়গাটা সত্যি খুবই নির্জন। এখানে কি পুলিস থাকে না ?'

কৃশানু বলল, 'এত রাত্রে এ রাস্তায় কখনও আসিনি, তাই আমার কিছুই জানা নেই।'

'তাহলে এখানেই ফেলে দেওয়া যাক !'

'ব্যাগসুদ্ধ কি ফেলে দেব ?'

'আরে না না। ব্যাগ থেকে বডিটাকে বের করে ওই ঝোপের মধ্যে ফেলে দিন।'

কৃশানু আপত্তি জানাল, 'অসম্ভব। আমার দ্বারা হবে না।'

'চেষ্টা করে দেখুন না। এখানে কেউ দেখার নেই।'

কৃশানু তা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'ইম্‌পসিব্‌ল্‌ !'

প্রিয়ংবদা অনুরোধের সুরে বলল, 'একটু কো-অপারেট করুন, প্লিজ !'

'আর কত করব বলতে পারেন ?'

প্রিয়ংবদা হেসে বলল, 'কৃশানুবাবু, পঞ্চাশ লাখের অধেক পেতে হলে যা করা উচিত তার কিছুই করেননি এখনও !'

কৃশানুও কথাটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'তা হলেই হয়েছে। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ! আদিনাথ আপনাকে টাকা কেন দেবে ?'

'কেউ যে দেবে না তা আমি জানি। কিন্তু জোর করে আদায় করতে হয়। আচ্ছা আপনার হাতে ওটা কি ?'

'আমার ব্যাগটা। আপনাদের ঘরে পেয়েছি।'

'বাঃ, তাহলে তো কাজ আর একটু এগোল। নেমে আসুন।'

রাত কত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। চারদিক শুনশান। কোথা থেকে একটা পাখি চিৎকার করে উঠল।

কৃশানু গাড়ি থেকে নামল সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা কাঁপুনি দিচ্ছে।

প্রিয়ংবদা আর একটা মুহূর্ত নষ্ট করতে চায় না। যতটা সম্ভব চাপা গলায় কৃশানুকে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে বলল।

কৃশানুও চায় না এই গভীর রাতে এরকম একটা নির্জন জায়গায় থাকতে তাই তখনই ববির শরীরটা টেনেহিঁচড়ে কোনরকমে ব্যাগ থেকে বের করে জিজ্ঞেস করল, 'এবার কি করব ?'

প্রিয়ংবদা পাশে একটা জঙ্গল দেখিয়ে বলল, 'ওই জঙ্গলে ফেলে দিন।'

এবার কৃশানু রেগে গিয়ে বলল, 'না, আমার একার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়।'

প্রিয়ংবদা বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে গজগজ করতে করতে বলল, 'কেমন পুরুষমানুষ আপনি ? গায়ে জোর নেই ? নিন ধরুন !'

অতঃপর দুজনে ধরাধরি করে ববির ভারি শরীরটা বয়ে নিয়ে এল। পড়ে থাকা গাছের পাতায় চলতে গিয়ে শব্দ হয় তাই পা টিপে টিপে কাজটা করল। একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে শরীরটা নামাল। কৃশানুকে বলল, 'পা-টা সোজা করে দিন যাতে পুলিসের দেখলে বুঝতে অসুবিধে হবে না যে কেউ এখানে নিয়ে এসে গুলি করেছে !'

কৃশানুর রাগ তখনও যায় নি। সে বলল, 'আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।'

'আরে, আমার কি আছে ?'

'আমি জানি মেয়েদের অভিজ্ঞতার দরকার হয় না।'

এমন সময় দূরে একটা গাড়ির আলো ও শব্দ ওদের নজরে এল। কৃশানু পালাতে চেষ্টা করলে প্রিয়ংবদা খপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলে বলল, 'না, এখন না। গাড়ির কাছে পৌঁছবার আগেই ওরা আমাদের দেখতে পেয়ে যাবে।'

কৃশানু চুপি চুপি বলল, 'ওরা কারা ?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু আপনার গাড়িটা তো দেখতে পাবে ?'

'পাওয়াটা সম্ভব। তবে কাছে না এলে দেখতে পাবে না কারণ গাছের আড়ালে আছে।'

হঠাৎ দেখা গেল গাড়ির গতি কমে এল। আলোটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছিল, কিছুদূর আসার পর থেমে গেল। দরজা খুলে গেল। কেউ যেন ফিসফিসিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এখানেই কাজটা করা যাক।' কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুলির আওয়াজ হল। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা তীরবেগে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ প্রিয়ংবদা ও কৃশানু দুজনে আড়ালে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। গাড়িটা চলে যেতেই প্রিয়ংবদা বলল, 'ছাড়ুন।'

কৃশানু লজ্জা পেয়ে বলল, 'ও, সরি ! চলুন।'

গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে হেডলাইটটা সামনে পড়তেই আধা অন্ধকারে একটা মানুষকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। কৃশানু ওই দিকে তাকিয়ে আছে দেখে প্রিয়ংবদা ধমক দিয়ে উঠল, 'ওদিকে দেখার কি আছে, চলুন !'

কৃশানুর গলায় শোনা গেল আক্ষেপ, 'আর একটা লোক মরল।'

'মরে আমাদের মুশকিলে ফেলল। যে কোন লোক ডেডবডিটাকে দেখতে পেলেই পুলিস খবর পাবে। আমি চাইছিলাম ববির খবর পুলিস কালকের আগে যেন জানতে না পারে। যা হয় হবে—চলুন।'

গাড়ি শহরের মধ্যে ঢুকতে প্রিয়ংবদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন ?'

'বাড়িতে।'

'কিন্তু এত রাত্রে ?'

'না গেলে মা খুব চিন্তা করবেন।'

অতঃপর গাড়িটা একটা জায়গায় এসে থেমে গেল। একটা প্যাকেট, ব্যাগ আর

রিভলবারটা কৃশানুর হাতে দিয়ে প্রিয়ংবদা বলল, 'ওই হাইড্রেনটার মধ্যে এগুলো ফেলে দিন। খুব তাড়াতাড়ি করুন।'

কৃশানু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কেউ যদি দেখে ফ্যালে ?'

'আরে না, না। গাড়ির আড়াল করে নামুন।'

কৃশানু খুব দ্রুত কাজটা সেরে আসতেই প্রিয়ংবদা মনে করিয়ে দিল, 'কাল সকাল দশটার মধ্যে আমার বাড়িতে আসবেন।'

কৃশানুর কিছু বলার আগেই গাড়িটা বেরিয়ে গেল। কৃশানু হাঁ করে চেয়ে দ্যাখে। তারপর নিজের মনে হাঁটতে থাকে।

বাড়িতে এসে পৌঁছল অনেক রাতে। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দেখে লক্ষ্য করল কেউ নেই। দরজা ঠেলতেই কৃশানুর মা দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি ?'

কৃশানু মাথা নিচু করে বলল, 'কাজ ছিল।'

'কি এমন কাজ যে এত রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকতে হয় ?'

ছেলে চুপ করে আছে দেখে মা রেগে গিয়ে বললেন, 'মাঝরাত পর্যন্ত কোথায় কাটিয়েছিস, সিনেমার নায়িকার সঙ্গে ? ছিঃ !'

কৃশানু চিৎকার করে উঠল, 'মা !'

কৃশানুর মায়ের চোখ ছলছল করে উঠল। কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কালই এবাড়ি ছেড়ে চলে যাব। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকব। তুই মাঝরাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে কাটাচ্ছিস আর একজন এসে আমাকে শাসিয়ে ঘর দখল করে বসে মদ খাচ্ছে। আমাব মরণ হয় না কেন ?'

কৃশানু সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, 'কে ? কে এসেছে ?'

'নিজের ঘরে গিয়ে দ্যাখ। তোমার সঙ্গে দেখা না করে সে নাকি এবাড়ি থেকে নড়বে না।'

কৃশানু ঘরে গিয়ে দ্যাখে অমিতাভ বসে আছে। টেবিলে পা তোলা, পাশে মদের বোতল।

কৃশানু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ? আপনি হঠাৎ ?'

অমিতাভ আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'তার আগে আপনি বলুন আপনার অভিসার কেমন হল ?'

'অভিসার ! কি যা-তা বলছেন ?'

অমিতাভ হেসে ফেলে বলল, 'আপনার কিন্তু ভাই দারুণ ক্যালি আছে। আমি ভেবেছিলাম মাথায় কিছু নেই। যেই শুনলেন গৌরীর সঙ্গে ববি লটরপটর করছে তখনই বুঝে নিলেন যে ববির বউ ফ্রি। আর সেই সুযোগটা নিয়ে—। গুরুদেব লোক আপনি মশাই। বসুন।'

কৃশানু রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি এত রাত্রে এইসব অশ্লীল কথা বলবার জন্যে এখানে এসেছেন ?'

অমিতাভ হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'অশ্লীল ? তাহলে ববি আপনার ফর্ম নিয়ে গেল কি করে ?'

'কে বলেছে আপনাকে ?'

'কেন গৌরী ? আর সেই ফর্ম আনতে আপনি ওদের ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলেন, তাই না ? তখন তো ববি বাড়িতে ছিল না। আচ্ছা প্রিয়ংবদাকে কি ফর্ম-এর কথা বলেছেন ?'

'হ্যাঁ। বলতে বাধ্য হয়েছি।'

'বাঃ বাঃ ! তারপর এত রাত্রে প্রিয়ংবদার সঙ্গেই কোথায় গেলেন ?'

'তার মানে ?'

এবার অমিতাভ গম্ভীর হয়ে বলল, 'ন্যাকামি করবেন না। কোথায় নিয়ে গেল আপনাকে—এলিফ্যান্ট-এ ডিস্কো নাচাতে ? সব উগ্‌রে বসে আছেন ?'

'না, আমি কাউকে কিছু বলিনি।'

'তাই নাকি ? তাহলে আমার চোখের সামনে দিয়ে আপনারা কোথায় বেরিয়ে গেলেন ? বলুন গিয়েছিলেন কিনা ?'

অমিতাভর কথাগুলো কাঁটার মত বিঁধলেও কৃশানু এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে জোর দিয়ে বলল, 'আমার ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব না। শুনুন অমিতাভবাবু, আমি বোকার মত না বুঝে আপনার কাছে টাকা নিয়েছি বলে আমার এ্যাবসেন্স-এ এ বাড়িতে বসে মদ খাওয়ার কোন অধিকার আপনার নেই। জেনে রাখবেন সহ্যের একটা সীমা আছে। আমি কালই ব্যাপারটা আদিনাথবাবুর কাছে খুলে বলব।'

অমিতাভ রসিকতা করে বলল, 'তা না হয় হল, কিন্তু ভাই অভিমন্যু, ঢুকে যখন পড়েছ তখন বেরুবার পথ তো নেই, যদি না আমি তোমাকে চিনিয়ে দিই ! এখন বলুন ফর্মগুলো কোথায় ?'

ফর্ম এর কথায় হঠাৎ কৃশানু চমকে উঠল। একে টেনশন তার ওপর তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে ফর্মগুলো গাড়িতেই পড়ে আছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

এসব দেখে অমিতাভ বলল, 'কি হল কৃশানুবাবু, নাটক করছেন নাকি ?'

কৃশানু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'বিশ্বাস করুন, গাড়ি থেকে নামার সময় ফর্মগুলো আনতে ভুলে গেছি।'

'সেগুলো তাহলে নিশ্চয়ই প্রিয়ংবদার বাড়িতেই পাব !'

'তাই তো পাওয়া উচিত।'

'ঠিক আছে, চলুন ফর্মগুলো নিয়ে আসি।'

'কিন্তু এত রাত্রে ?'

'হ্যাঁ, এখনই ! আপনার কোন ভয় নেই। দারোয়ানের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাড়াতাড়ি করুন।'

এমন সময় কৃশানুর মা ঘরে ঢুকে কৃশানুকে বের হতে দেখে বললেন, 'কি রে, এত রাতে আবার কোথায় চললি ?'

এবার অমিতাভই কথা বলল, 'ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই মাসিমা। আপনি কোন চিন্তা করবেন না, ও আমার সঙ্গেই যাচ্ছে।'

কৃশানুর মা তখন কৃশানুকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শোন্, আজ আদিনাথ মল্লিক এসেছিলেন। খুব রেগে গেছেন তোর ওপরে। আমি অনুরোধ করায় কাল সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। তুই এখন কোথাও যাস না।'

অমিতাভ বুঝিয়ে বলল, 'আপনি আমার উপর সব ছেড়ে দিন। আমরা যাব আর আসব। চলুন কৃশানুবাবু।'

প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট-এর কাছে গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে ওরা নেমে এল। ভেতরে ঢুকতেই অন্ধকারে একটা লোক এগিয়ে আসতে অমিতাভ তার সঙ্গে কথা বলল। তারপর ইশারা করতে কৃশানু ওকে অনুসরণ করল। খানিকটা হেঁটে পার্কিং-এ দাঁড়ানো ভ্যানটার পাশে গিয়ে দারোয়ানের হাত থেকে টর্চ নিয়ে ভেতরে আলো ফেলে ব্যাগটাকে খুঁজল। কিন্তু কোথাও নেই।

অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় রেখেছিলেন ?'

'এই তো এখানে'—বলে জায়গাটা ভাল করে দেখল আর একবার।

অমিতাভ কি ভেবে নিয়ে বলল, 'যান, ওপরে গিয়ে নক্ করে ব্যাগ ফেবৎ চান !'

'কিন্তু এত রাত্রে ?'

'তাতে কি হয়েছে ? আপনার সঙ্গে তো মধুর সম্পর্ক, লজ্জা কিসের ?'

'আমি বরং কাল সকালে এসে নিয়ে যাব ব্যাগটা।'

অমিতাভ চড়া গলায় বলল, 'নো ! যত সময় ইচ্ছে ওপরে থাকুন, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি—যান !'

কৃশানু পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজায় কলিংবেল টিপতেই প্রিয়ংবদা রাতের পোশাক পরে নিজেই এসে দরজা খুলে দিয়ে কৃশানুকে দেখে চমকে উঠে বলল, 'কি ব্যাপার ? আপনি ? বাড়ি যান নি ?'

কৃশানু মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

প্রিয়ংবদা ভয় পেয়ে বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন। এসময় আপনি এসে কিন্তু ঠিক করেন নি। দারোয়ান দেখেছে ?'

'না।'

'ঠিক আছে। বলুন কি খাবেন—চা না কফি ?'

'কিছুই না।'

'তাহলে একটু হুইস্কি ? নার্ভ ভাল থাকবে—'

'না না, আমি ভালই আছি।'

প্রিয়ংবদা একটু থেমে বলল, 'তাহলে আসুন কিচেনে, আমি কফি বানাচ্ছিলাম—'

এবার কৃশানু বলল, 'তবে একটু খাওয়া যেতে পাবে।'

প্রিয়ংবদা খুশী হয়ে বলে, 'আপনি একবারে হ্যাঁ বলতে পারেন না, না ? চাইতে লজ্জা হয় ?'

কৃশানু কিচেনে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। প্রিয়ংবদা কফি বানাতে বানাতে বলল, 'যা হবার তা হয়ে গেল, কি বলেন ?'

কৃশানুর কিন্তু ভয় এখনও কাটে নি। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পুলিস যদি সন্দেহ করে ?'

এবার প্রিয়ংবদা সান্ত্বনা দিল, 'আরে দূর ! সন্দেহ করার কোন স্কোপ আর নেই। ব্যাপারটা জানি কেবলমাত্র আমি আর আপনি। এখন আমরা দুজনে যদি ঠিক থাকি তাহলে কোন ভয় নেই।'

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'ঠিক থাকি মানে ?'

'অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যেন আর কোনরকম ভুল-বোঝাবুঝি না হয়। আপনি এখন থেকে আমার বন্ধু হবেন।'

'কিন্তু আপনি তো আমাকে ভাল করে জানলেনই না।'

প্রিয়ংবদা মনে মনে খুশী হয়ে বলল, 'আরে তাতে কি হয়েছে—এটুকু বুঝে গেছি যে আপনাকে বিশ্বাস করা যায়। নিন, ধরুন।'

কৃশানু হাত থেকে কাপ নিয়ে কফিতে চুমুক দিল।

## ॥ ১৮ ॥

সল্টলেক-এর মতো জায়গায় একই রাতে পর পর দু-দুটো খুনের ঘটনা পুলিসমহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। পুলিস স্টেশনে এ ব্যাপারে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন স্বয়ং ও. সি. এবং এস. আই. জয়ন্ত বোস।

ওঁদের আলোচনার মাঝেই হঠাৎ এক মহিলা ঘরে ঢুকে নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'নমস্কার। আমার নাম কল্পনা মিত্র। 'সুপ্রভাত' কাগজ থেকে আসছি। বসতে পারি ?'

জয়ন্তবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে ও. সি. বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন মিস মিত্র, এখন আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত।'

'আমি জানি, আর সেইজন্যেই ডি. সি. কন্ট্রোল-এর সঙ্গে কথা বলেই আপনার কাছেই এসেছি। গতরাত্রে আপনার এলাকায় দু-দুটো খুন হয়েছে একই স্পটে। আপনাদের টহলদারী ভ্যান ছিল না ?'

থানা অফিসার বললেন, 'কি করব বলুন, আমাদের ভ্যান মাত্র দু'টি। এত বড় এলাকায় কখন কি হচ্ছে তা কভার করা দুটো ভ্যানের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও ভোরের আগেই ডেডবডির খবর পেয়েছি আমরা।'

মিস মিত্র আরও বললেন, 'যে দুজনকে খুন করা হয়েছে তাদের একজনের নাম অসীম সোম। এই ভদ্রলোক শুনেছি সন্তোষপুরের জনপ্রিয় একজন সমাজসেবী। ওখানে সবাই মনে করছেন এটা একটা পলিটিক্যাল মার্ডার। আপনার কি বক্তব্য ?'

'দেখুন আমরা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছি। অতএব তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন মন্তব্য করাই উচিত হবে না। আপনার আর কিছু জানার থাকলে লালবাজার থেকে জেনে নিতে পারেন।'

এবার মিস মিত্র প্রশ্ন করলেন, 'দ্বিতীয় লোকটির নাম জেনেছেন ?'

পাশ থেকে জয়ন্তবাবু বললেন, 'পদবীটা জানা যায় নি, তবে নামটা জেনেছি—ববি। আর কিছু জানা যায় নি।'

মিস মিত্র বললেন, 'আমার কাছে কিন্তু আরও খবর আছে। আমি বডি দেখে এসেছি। ববি অভিনেত্রী প্রিয়ংবদার স্বামী। তবে ইদানীং ওকে একজন বিখ্যাত শিল্পপতির মেয়ের সঙ্গে সর্বত্র ঘুরতে দেখা যায়।'

জয়ন্তবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'অভিনেত্রী প্রিয়ংবদা।'

থানা অফিসার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তবাবুকে মিস মিত্রের মন্তব্যগুলো নোট করতে নির্দেশ দিলেন।

মিস মিত্র এবার বেশ জোরের সঙ্গে বললেন যে, 'ববির খুনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।'

মিস মিত্রের কথাটা শোনার পর হঠাৎ জয়ন্তবাবু অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার, একটা কথা বলব ? ভোরবেলায় বডি আনার সময় আমার মনে হয়েছিল এই ববি লোকটাকে ওখানে খুন করা হয়নি। কারণ অসীম সোমের শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে মাটিতে পড়েছিল। অথচ ববির ডেডবডির ধারেকাছে রক্তের কোন চিহ্ন ছিল না। আর ডেডবডি শুযে থাকার ধরনটাও গুলি খেয়ে পড়া নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ববির পাযে কোন জুতো ছিল না। আপনি বলুন তো স্যার, এটা কি করে সম্ভব ?'

অফিসার মনে মনে বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার !'

এবার মিস মিত্র বললেন, 'তার মানে মনে হচ্ছে ববিকে অন্য কোথাও খুন করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে, তা হল যে স্পটে অসীম বোসকে খুন করা হযেছে সেখানে ববিকে আনা হবে কেন ? তাহলে কি খুনীরা একই দলের ?'

সব শুনে অফিসার বললেন, 'ব্যাপারটা কিরকম জটিল হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, জয়ন্ত তুমি এখনই প্রিয়ংবদাকে খুঁজে বের করো। খুবই জরুরী।'

'ঠিক আছে স্যার।' বলে জয়ন্তবাবু মিস মিত্রকে অনুরোধ করলেন, 'ম্যাডাম, আপনি তো কাগজের লোক, অন্য কোথাও খুন করা হযেছে কথাটা এখন দযা করে লিখবেন না। যদিও এটা এত্যি কিনা জানি না, তবু আপাতত এই দুটো খুনই পলিটিক্যাল মার্ডার বলুন।'

মিস মিত্র অবাক চোখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কেন বলুন তো ?'

জয়ন্তবাবু রহস্যটা বললেন, 'তাহলে খুনীরা আমাদের নির্বোধ ভাববে। আর এটা ভাবতে দেওয়াই দরকার।'

'আপনার অনুরোধ রাখার চেষ্টা করব। আচ্ছা এখন চলি, প্রয়োজনে আবাব আসব।'

মিস মিত্র ঘর থেকে বেরিযে গেলেন।

॥ ১৯ ॥

ইদানীং আদিনাথ মল্লিক বেশির ভাগ সমযটাই চেম্বারে কাটান। সেদিনও ঠিক সমযে চেম্বারে এসে নিজের কাজে ব্যস্ত, এমন সময় মিঃ রহমান ঘরে না ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আসতে পারি ?'

আদিনাথ চোখ তুলে রহমানকে দেখে বললেন, 'আরে আসুন--বসুন।' একটু থেমে বললেন, 'হ্যাঁ বলুন।'

মিস্টার রহমান অভিযোগের সুরে বললেন, 'মিঃ মল্লিক, আমি আপনার সঙ্গে দীর্ঘদিন ব্যবসা করছি। একটু বিপদে পড়েই আমি মিঃ অমিতাভ মল্লিককে রিকোয়েস্ট করেছিলাম এল. সি. না করে এবারের কনসাইনমেন্টটা আমি ঢাকার ব্যাঙ্ককে টাকা দিয়ে ছাড়াতে চাই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাকে মিঃ অরুণাভ মল্লিক জানিযে দিয়েছেন সেটা সম্ভব নয়।'

আদিনাথ শুনে বললেন, 'সবই ঠিক। তবে এক্সপোর্ট-এর ব্যাপারগুলো ও-ই দ্যাখে মিঃ রহমান !'

'তবুও আপনার কাছে অনুরোধ করছি আমার ব্যাপারটা একটু কনসিডার করতে।'

এবারে আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মিঃ রহমান, আপনি অমিতাভকে যখন অনুরোধ করেছিলেন তখন সে কি বলেছিল ?'

'উনি তো প্রথমে রাজী হননি, পরে অবশ্য—'

আদিনাথ কথাটা শেষ করলেন, 'রাজী হয়েছিল। কিন্তু কোথায় দেখা করেছিল আপনার সঙ্গে ?'

রহমান একটু থেমে বললেন, 'দেখা মানে, আমি ওঁকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছিলাম।'

আদিনাথ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাই নাকি ? অমিতাভর খাওয়াদাওয়ার এমন অসুবিধে হচ্ছে জানতাম না তো যে কেউ ডাকলেই লাঞ্চে ছুঁটতে হবে। তা তখন আমার কাছে আসেন নি কেন ?'

'আসলে এতদিন ওঁর সঙ্গেই কনট্র্যাক্ট করতাম। আপনাকে বিরক্ত করার কথা কখনই ভাবিনি। দীর্ঘদিন যাতায়াত করতে করতে ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হয়ে গিয়েছিল বলেই উনি আমার লাঞ্চের নেমন্তন্ন নিয়েছিলেন।'

আদিনাথ বললেন, 'সরি মিঃ রহমান। একটা কথা মনে রাখা দরকার, ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। অতএব ওদের জুরিসডিকশানে আমি নাক গলাই না। আপনি বরং অরুণাভর সঙ্গেই কথা বলুন।'

'আমি ওঁর কাছেই আগে গিয়েছিলাম। উনি জানালেন ওঁর কিছু করার নেই। উনিই তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।'

আদিনাথ শুনে একটু গম্ভীর হযে গেলেন। ইনটারকম্-এ অরুণাভকে ডাকলেন।

অরুণাভ ঘরে এলে আদিনাথ বসতে বললেন। তারপর সামনে থেকে ফাইলপত্র সব সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি মিঃ রহমানকে আমার সঙ্গে দেখার করার পরামর্শ দিয়েছ ?'

অরুণাভ সহজভাবেই বলল, 'কি করব, বার বার ইনসিস্ট করছিলেন বলেই—'

'ঠিক আছে। কিন্তু যখন আমি থাকব না তখন কি করবে ?'

অরুণাভ কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল।

আদিনাথ সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'শোন, যে দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়েছে তা যদি পালন করতে অসুবিধে হয তাহলে আমাকে বলে দাও। আমি তোমাকে রিলিজ করে দেব।'

অরুণাভ এবার বলল, 'ভবিষ্যতে এমনটা আর হবে না।'

আদিনাথ মিঃ রহমানকে বললেন, 'আচ্ছা মিঃ রহমান, ক্রেডিট দিলে আপনার সুবিধে হবে ?'

রহমান সঙ্গে সঙ্গে খুশী হয়ে বললেন, 'খুউব। এ্যাডভান্স-এর বদলে মালটা যাওয়ামাত্র টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেব।'

আদিনাথ বললেন, 'এতে কিন্তু অনেক ঝামেলা বাঁচবে, টাকাটা আটকে থাকার ইনটারেস্টও। তাই না ?'

'আপনি তো সবই জানেন মিঃ মল্লিক।'

'আচ্ছা অরুণাভ যদি এটা করে দেয় তাহলে আপনি ওকে কত দেবেন ?'

রহমান ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, 'আমি ঠিক, মানে—'

'কেন ? ওকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করুন !'

রহমান লজ্জা পেয়ে বললেন, 'স্যার, অন্যায হয়ে গেছে। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।'

'ওটাই কি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'হাউ মাচ ?'

'আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না স্যার, প্লিজ।'

আদিনাথ খুব সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, কাজ না হলে টাকাটা ফেরৎ পাবেন ?'

'এসব টাকা কি ফেরৎ হয় স্যার ?'

আদিনাথ চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'অরুণাভ, এই ভদ্রলোককে শেষবারের মত ক্রেডিট দাও। নিজেদের পাপের বোঝা অন্যদের বইতে দেওযা ঠিক নয় বলেই দাও। যাও ওঁকে নিয়ে যাও।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে অরুণাভ বেরিয়ে যায। রহমানও ওর পেছন পেছন গেলেন। আদিনাথ চশমা খুললেন, জল খেলেন। তাঁর মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। মাথাটা নিচু করে বসে আছেন। এমন সময দরজা খোলার শব্দ হল।

আদিনাথেব সেক্রেটাবি ঘরে ঢুকতেই আদিনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি চাই ? ডোন্ট ডিসটার্ব মি, চলে যাও!'

সেক্রেটারি ভয়ে ভযে বললেন, 'আপনি একজনকে আসতে বলেছিলেন ?'

'না না, আমি কাউকে আসতে বলিনি। প্লিজ লিভ মি এ্যালোন।'

সেক্রেটারী আর কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে যাবার মুখে হঠাৎ আদিনাথ ডাকলেন, 'কি নাম ?'

'কৃশানু, স্যার।'

'হু ইজ হি ? মনে মনে নামটা দু-তিনবার উচ্চারণ করতেই মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ইযেস কৃশানু—এখনই পাঠিয়ে দাও।'

সেক্রেটারী ঘব ছেড়ে চলে যায। আদিনাথ সোজা হযে বসেন। পকেট থেকে রুমাল বেব করে ভাল করে মুখটা মুছে নেন। এমন সময কৃশানু ঘরে ঢোকে।

কৃশানুকে দেখেই আদিনাথ বলেন, 'আরে এসো এসো। বসো। ফর্মগুলো ফিলআপ করেছো ?'

'হ্যাঁ স্যাব।'

'দাও।'

কৃশানু ব্যাগ থেকে ফর্ম বের করে দেয়।

আদিনাথ ভাল করে ফর্মগুলো দেখতে দেখতে বললেন, 'এগুলো কবে জমা দেবে ?'

'আজই স্যার।'

আদিনাথ কৃশানুর দিকে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি নিজেকে কতখানি বুদ্ধিমান ভাবো ?'

কৃশানু কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বোকা-বোকা মুখ করে বলল, 'মানে, ঠিক বুঝতে—'

'দেখো কৃশানু, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে শিখে গিয়েছে যে তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় কিনা জানি না, কিন্তু নির্বোধ ভাবা যায় কি!'

কৃশানু আরও অবাক হয়ে গেল, 'স্যার—'

'আচ্ছা আমি তোমার কাছে কেন গিয়েছিলাম ?'

কৃশানু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'আজ্ঞে এইসব ব্যাপার গোপন রাখবেন বলে—'

'সেই বিশ্বাসের মর্যাদা কি তুমি রেখেছ ?'

কৃশানুর মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হয় না। মাথাটা নিচু করে বসে থাকে।

আদিনাথ উঠে দাঁড়ান। পেছনে দুটো হাত রেখে পায়চারি করতে করতে বলেন, 'কথা বলছ না কেন—খুবই খারাপ লাগছে, আমি চিরকাল বেইমানদের ঘেন্না করে এসেছি। অথচ এমনই দুর্ভাগ্য যে আমার চারপাশে আজ শুধু বেইমানদেরই ভীড়!'

কৃশানু এবার মনে সাহস এনে বলল, 'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে বেইমানি করিনি।'

'শাট আপ! আই সে, গেট আউট—তোমার মিথ্যে কথা শোনার সময় আমার নেই!'

কৃশানুও এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এখনও বলছি, মিথ্যে কথা আমি বলি না—'

'তাই নাকি? তুমি আমার ছেলে, আমার মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করোনি?'

'আমি করিনি, ওঁরা নিজে থেকে করেছেন।'

আদিনাথ অবাক হয়ে কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরা করেছে! কিন্তু ওরা কি করে জানল তোমার কথা?'

কৃশানু এবার উল্টে প্রশ্ন করল, 'সেটা ওদের জিজ্ঞেস না করে আমার কাছে জানতে চাইছেন কেন?'

আদিনাথ রেগে গিয়ে বললেন, 'প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন সহ্য করার অভ্যেস নেই আমার। যা জানতে চাইছি তার জবাব দাও।'

কৃশানু গলার স্বর নরম করে বলল, 'আপনি যে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আমার কাছে এসেছিলেন তা অমিতাভবাবু জানতে পেরেছিলেন। কিভাবে পেরেছিলেন আমি জানি না। আর অমিতাভবাবুর কাছে আমার কথা গৌরীদেবী জানতে পেরেছিলেন।'

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কথার প্রমাণ কি?'

'কেন? ওঁদের জিজ্ঞেস করুন?'

'ঠিক আছে, কিন্তু কেন গিয়েছিল ওরা তোমার কাছে?'

'ওঁরা জানতে গিয়েছিলেন আপনার এত লোক থাকতে আমাকে দিয়ে এসব করাচ্ছেন কেন? শুধু তাই নয়, অমিতাভবাবু প্রথমে নিজের পরিচয় দেন নি, উনি এসেছিলেন ইনসিওরেন্স করানোর অজুহাত নিয়ে—কয়েক কথায় ওঁর কনফিডেন্স আনার জন্যে আপনার মোটা এ্যামাউন্টের কথা বলি। অবশ্য আপনার নাম বলিনি তখন। সঙ্গে সঙ্গে উনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন।'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ। আর গৌরী?'

'গৌরী দেবী ভান করেছিলেন যেন তিনি আপনার ক্ষতি চান না, ওঁর দাদার হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে চান।'

'ভান করেছিল?'

'হ্যাঁ। উনি আপনার দেওয়া চেক যাতে ক্যাশ না হয় সেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন প্রথমে। হঠাৎ দেখছি উনি ওঁর দাদার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।'

আদিনাথ একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ওরা কি চায় কৃশানু?'

'খুবই সোজা কথা। ভারত সেবাশ্রমের বদলে নিজেরা নমিনি হতে চাইছেন।'

কৃশানুর কথায় আদিনাথের চিন্তা আরও গভীরে প্রবেশ করল। তিনি বললেন, 'কিন্তু নমিনি টাকা পাবে যদি ওটা ম্যাচিওর করার সময় আমি বেঁচে না থাকি। তাহলে কি ওরা ভাবছে আমি তার আগেই মারা যাব!'

*'তা তো জানি না।'*

*আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে আরও বললেন, 'তাছাড়া ফর্মে লিখে দেওয়া নমিনির নাম ওরা পাল্টাবে কি করে?'*

কৃশানু এবার সে সম্বন্ধেও জানাল, 'দেখুন মিঃ মল্লিক, অমিতাভবাবু বলেছিলেন আপনার অভ্যেস সঙ্গে কলম না রাখা। উনি এই দুটো কলম আমাকে দিয়ে বলেছিলেন একটা দিয়ে আপনাকে সই করাতে আর একটা দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করাতে। এর কালির রহস্য আমি জানি না। তবে শুনেছি কোন কোন কালি আগুনের সামনে ধরলে উবে যায়। সেক্ষেত্রে এই নমিনির নাম মুছে নিজেদের নাম লিখে দিতে বাধ্য করতে পারেন।'

'বাঃ, চমৎকার আইডিয়া! কিন্তু বাধ্য করাবে কাকে? তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'এতখানি দুঃসাহস ওদের হল কি করে?'

কৃশানু স্বীকার করল, 'অমিতাভবাবু প্রথমবারই জোর করে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকেই সমানে ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছেন।'

হঠাৎ আদিনাথ উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বড় করে বললেন, 'এরপরও তুমি জোরগলায় বলছ আমার সঙ্গে বেইমানি করনি?'

'আপনি তো সবই শুনলেন। এরপরেও বলবেন আমি বেইমানি করেছি! তা যদি করতাম তাহলে আজ আপনাকে এত কথা খুলে বলতাম না। আমি ঠিকই করেছিলাম আপনাকে সব কথাই বলব। আমি কোনদিন অন্যায় করিনি, এসব আমার পক্ষে সহ্য করা মুশকিল হয়ে পড়ছে ক্রমশ।'

'কত টাকা নিয়েছ ওদের কাছ থেকে?'

কৃশানু প্রতিবাদ করে উঠল, 'আপনি আবার ভুল করছেন। আমি নিইনি, জোর করে দিয়েছেন। তবে খুব বেশী না।'

'আর কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?'

কৃশানু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, এছাড়াও প্রথমে বলেছিলেন একটা বাড়ি, পরে অবশ্য ফ্ল্যাট-এর কথা বলেছেন।'

আদিনাথ একটু মুচকি হেসে বললেন, 'ভালোই তো। এই সুযোগে একটা ফ্ল্যাট বাগিয়ে নাও। আর কতকাল ভাড়া বাড়িতে থাকবে!'

কৃশানু চমকে উঠল, 'আপনি কি বলছেন স্যার?'

'ঠিকই বলছি। কলমটা দাও।'

'তার মানে?'

'হ্যাঁ, আমি সই করে দিচ্ছি।'

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি সই করে দেবেন!'

'অবশ্যই।'

কৃশানু ব্যাগ খুলে ফর্ম আর কলমটা আদিনাথের হাতে দিল।

আদিনাথ ফিলআপ করা ফর্মের ওপর চোখ বুলিয়ে চেক-বইটা নিয়ে এসে পর পর চেক সই করে কৃশানুর হাতে দিয়ে বললেন, 'নাও। তুমি তাহলে এখনই এগুলো জমা দিচ্ছ না!'

কৃশানু চেকগুলো ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল, 'আমি এখান থেকে বেরিয়ে সোজা জমা

দিতে যাব।'

'কিন্তু তাহলে ওদের সঙ্গে দেখা হবে কি করে?'

'অমিতাভবাবু আমার জন্যে ভি আই পি বাইপাসের মোড়ে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু আমি ওখানে যাব না।'

আদিনাথ বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'উঁহু, অবশ্যই তুমি যাবে!'

'আপনি একথা বলছেন!'

'হ্যাঁ, বলছি। ওরা এই ফর্মগুলো নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুক। কিন্তু সেই করাটা আমি দেখতে চাই। অতএব ওখান থেকে সোজা আমার এখানে চলে আসবে।'

'কিন্তু যদি ওঁরা আমার সঙ্গে যেতে চান?'

'যাহোক একটা অজুহাত দেবে। তুমি বলবে আমি আমার সেক্রেটারীকে ওই অফিসে পাঠাচ্ছি যদি কোন প্রয়োজন পড়ে তা মিটআপ করতে। দেখবে এটা শোনার পর আর যেতে চাইবে না।'

কৃশানু ক্রমশ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। 'কিন্তু সত্যি সত্যি আপনি কি করতে চাইছেন আমার মাথাতেই আসছে না!'

আদিনাথ এবার হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, 'না হে, এখন মনে হচ্ছে তুমি নেহাৎই নির্বোধ। শোন কৃশানু, তোমার মত এরকম তরল মনের ছেলে আমার দুশো গজের মধ্যে আসতে পারে না। গতকালই আমি ভেবেছিলাম তোমাকে বলে দেব আর কোন প্রয়োজনে তুমি লাগছ না। কিন্তু তোমার মাকে দেখে মনে হল সি ইজ ভেরি মাচ রেসপেকটেব্‌ল্ লেডি। শুধুমাত্র তাঁর জন্যে তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। কিন্তু এই সুযোগটা তুমি পাবে এখানে ফিরে এলে। এখন যাও, ওদের সঙ্গে দেখা করো।'

কৃশানু তখনও কিন্তু-কিন্তু করছিল, 'স্যার, আপনি ঠিক কি চাইছেন—'

আদিনাথ ইনটারকম্-এর বোতাম টিপলেন। ওপাশ থেকে সাড়া মিলতেই বললেন বাইপাসের জমিটার করেসপন্ডেন্স ফাইল নিয়ে এখনই আসতে।

কৃশানু ধীরে ধীরে চলে গেল ফর্ম এবং চেক নিয়ে।

কৃশানু বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ আবার রিসিভারে মুখ রাখলেন, 'হ্যাঁ শোন, আমার ব্যাঙ্ককে আজই একটা চিঠি লিখতে হবে। আমার ইনস্ট্রাকশন না পেলে ওরা যেন চেক পাস না করে। নাম্বারগুলো এসে নিয়ে যাও।'

## ॥ ২০ ॥

ও. সি.-র নির্দেশ পেয়ে এস. আই. জয়ন্ত সেন প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট-এ এসে উপস্থিত। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে পুলিস দেখে প্রিয়ংবদা ঘাবড়ে গেল।

কাঁপা গলায় বলল, 'বলুন।'

জয়ন্তবাবু ভূমিকা না করে বললেন, 'মিঃ ববি—'

'হ্যাঁ, আমার স্বামী।'

'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' পাশে সরে দাঁড়াতে জয়ন্তবাবু ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকে চারদিক ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে একসময় প্রিয়ংবদাকে জিজ্ঞেস

করলেন, 'আপনার নাম নিশ্চয়ই প্রিয়ংবদা ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'দেবীটা নাই বা বললেন !'

'আচ্ছা আপনার স্বামী বাড়িতে আছেন ?'

'না তো।'

'কতক্ষণ নেই ?'

একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'গতকাল বিকেল থেকে। একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর সঙ্গে ঝগড়া করে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

'কোথায় ?'

'আমাকে বলে যান নি।'

'আচ্ছা আপনি কোন অনুমান করতে পারেন ?'

প্রিয়ংবদা সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'না। কারণ ওর বাইরের জীবন সম্পর্কে আমি বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই।'

জয়ন্তর কৌতূহল বেড়ে গেল। বললেন, 'উনি কি করতেন—আই মিন, কি করেন ?'

এবারেও প্রিয়ংবদা জবাব দিল, 'আমি সত্যি জানি না।'

জয়ন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আপনার কথা শুনে কিন্তু অবাক লাগছে। উনি তো আপনার স্বামী, তাই না ?'

'ঠিকই। কিন্তু বিশ্বাস করুন ও সব কথা আমাকে কখনও বলত না, আমিও জানতে চাইতুম না।'

জয়ন্ত হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর সঙ্গে ঝগড়া হল কেন ?'

'খুব সম্ভব প্রিমিয়াম দেবার ব্যাপারে।'

'তার মানে ববি নিজের জীবনের ইনসিওরেন্স করেছিলেন ?'

'হবে হয়তো।'

'আশ্চর্য, এটাও আপনি জানেন না ?'

'না।'

এতক্ষণ যে কথাটা জয়ন্ত বলতে পারেন নি এবার সেই কথাটাই বললেন, 'প্রিয়ংবদা আপনি জানেন না, ববি আর নেই ?'

চমকে উঠে প্রিয়ংবদা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলল, 'নেই মানে ?'

'মানে উনি আর বেঁচে নেই।'

দ্বিতীয়বার কথাটা শোনামাত্র প্রিয়ংবদা চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার শরীর টলতে লাগল। পড়েই যাচ্ছিল, জয়ন্ত দৌড়ে গিয়ে ধরে সোফায় বসিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'প্রিয়ংবদা দেবী ! প্লিজ, আপনি একটু শক্ত হোন।' তিনি সোফার ওপরে প্রিয়ংবদার মাথাটা হেলিয়ে দেন। আস্তে আস্তে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রিয়ংবদা তাকাল। সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্বপ্নের মত মনে হল। হঠাৎ ববি ববি করে ডুকরে কেঁদে ফেলল।

জয়ন্ত ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, 'প্রিয়ংবদা দেবী, আপনি যদি এসময়ে শক্ত না হন তাহলে তো আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবে।'

প্রিয়ংবদা তখনও ডুকরে ডুকরে কেঁদে বলছে, 'না, এ হতে পারে না। ববি কখনই মারা যেতে পারে না।'

জয়ন্ত ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু এটাই সত্যি। কেউ বা কারা ওঁকে খুন করে গতরাত্রে সল্ট লেক বাইপাসে ফেলে দিয়ে এসেছে।'

প্রিয়ংবদা চেঁচিয়ে উঠল, 'না, আমি বিশ্বাস করি না।'

জয়ন্ত আবার বললেন, 'ঠিকই, বিশ্বাস না করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খুন যে উনি হয়েছেন এটা তো ঘটনা।'

'কে, কে খুন করল ওকে ?'

'সেই প্রশ্নটা তো আমাদেরও। আচ্ছা ওঁর কোন শত্রু ছিল ? অথবা ইদানীং কারও সঙ্গে কোন ব্যাপারে ঝামেলা হচ্ছিল ?'

'তা তো আমি জানি না।'

জয়ন্ত এবার একটু চাপ দিলেন, 'ওর কি কোন বন্ধু ওঁর কাছে যাওয়া-আসা করত ?'

'হ্যাঁ, গৌরী। এ খবরটা গৌরী জানতে পারে।'

নতুন আর একটা নাম শুনতে পেয়ে জয়ন্তকে একটু উৎফুল্ল মনে হল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'গৌরী কে ? প্লিজ প্রিয়ংবদা, আপনি একটু ডিটেল্‌সে আমাকে সব কথা বলুন।'

'গৌরী আমার এবং ববির—দুজনেরই বন্ধু। এর বেশী আর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না দয়া করে।'

'তা কি করে সম্ভব ? আমাকে আরও দু-তিনটে প্রশ্ন করতেই হবে। আচ্ছা, উনি থাকেন কোথায় ?'

'ওই তো, ৩২ পার্ক প্লাজা। ৩০২ নম্বর ফ্ল্যাট।'

জয়ন্ত নোট করে নিলেন, 'আর ওই ইনসিওরেন্স এজেন্ট কে ?'

'তাও আমি জানি না।'

জয়ন্ত ভাবলেন প্রিয়ংবদার কাছ থেকে কিছুটা কিনারা পাওয়া যেতে পারে। তাই একটা অনুরোধ করল, 'ঠিক আছে প্রিয়ংবদা, আপনাকে একটা অপ্রিয় কাজ করতে হবে। ববির ডেডবডি আপনাকে আইডেনটিফাই করতে হবে।'

'সে কি ! আচ্ছা ওটা কি সত্যিই ববির ডেডবডি ?'

'আমাদের তাই মনে হচ্ছে।'

একটু স্থির হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেয়েছেন বডিটা ?'

'ওই যে বললাম, 'সল্টলেকের রাস্তায় !'

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ংবদা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

জয়ন্ত বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'আমি সত্যিই আপনার জন্যে দুঃখিত প্রিয়ংবদা। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ যে কোন স্ত্রীর পক্ষেই—কিন্তু বাস্তবকে তো মেনে নিতে হবেই।'

'ও কিভাবে মারা গেছে ?'

'কেউ ওকে গুলি করেছে।'

'ওঃ, গুলি !'

'হ্যাঁ। তবে দেখে মনে হল আগে কোথাও গুলি করে ওর ডেডবডি ওখানে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মজার কথা হল, সেম স্পটে আরও একটা পলিটিক্যাল লিডারের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।'

প্রিয়ংবদা অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু ববি তো আগে কখনই পলিটিক্‌স্ করত না !'

'সে খবরও আমরা পেয়েছি।'

এতক্ষণে প্রিয়ংবদা একটু শান্ত হল। চোখের জল মুছে অত্যন্ত নরম সুরে বলল, 'স্যার, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন ?'

'আমি একজন অভিনেত্রী। এই ঘটনা নিয়ে বেশী পাবলিসিটি হলে বুঝতেই পারছেন আমার এ্যাকটিং ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই যতটা সম্ভব—'

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত বললেন, 'বুঝতে পারছি, কিন্তু কোন উপায় নেই। আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'এখনই ? কোথায় যেতে হবে ?'

'ববির ডেডবডি আইডেনটিফাই আপনাকেই করতে হবে।'

'কিন্তু তার আর কি দরকার ? আপনারা যখন জেনেই গিয়েছেন মৃতদেহ কার, তখন—'

জয়ন্ত এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখুন এটাই নিয়ম। তাছাড়া ডেডবডি মর্গে পড়ে থাকলে আপনার ভাল লাগার কথা নয়, তাই না ?'

## ॥ ২১ ॥

আদিনাথের কাছ থেকে ফর্ম ও চেক নিয়ে কৃশানু সোজা ভি. আই. পি. বাইপাসের মোড়ে বাস থেকে নামল। ওর হাতে ব্যাগ। এপাশ-ওপাশ তাকাল। খুব নার্ভাস লাগছে। হঠাৎ দূরে পার্ক করা গাড়িটা দেখতে পেল। সে আরও দেখল ওই গাড়ি থেকে একটা হাত ইশারায় তাকে ডাকছে।

কৃশানু গাড়ির কাছে যেতেই অমিতাভ দরজা খুলে বলল, 'উঠুন।'

কৃশানু গাড়িতে উঠে দেখল অমিতাভর পাশে গৌরী বসে আছে।

কোন ভনিতা না করেই অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'কি, কাজ হয়ে গিয়েছে ?'

কৃশানু ভয়ে ভয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'বাবা কোন প্রশ্ন করেননি ?'

'না তো। সঙ্গে সঙ্গে সই করে দিলেন।'

অমিতাভ খুশী হয়ে বলল, 'দেখি ফর্মগুলো।'

কৃশানু ব্যাগ খুলে ফর্মগুলো অমিতাভর হাতে দিল।

ফর্মগুলো দেখতে দেখতে অমিতাভ গৌরীকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোকে বলেছিলাম গৌরী, কৃশানু এখানে আসবেই।'

এবার কৃশানুর কাছে চেকটা চাইল। কৃশানু সঙ্গে সঙ্গে চেকগুলো এগিয়ে দিল।

অমিতাভ চেকগুলো নিয়ে বলল, 'শুনুন কৃশানুবাবু, আপনি এখান থেকে সোজা অফিসে চলে যাবেন। এগুলো জমা দিয়ে রসিদ আমাকে দেখাবেন। আপনাকে যা দেব বলেছি তার কিছুটা এখন পাবেন, বাকিটা এই ডিপোজিট ম্যাচিওর করলে পেয়ে যাবেন। বুঝেছেন ?'

অমিতাভর যুক্তিটা মেনে নিতে পারল না কৃশানু। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'সেরকম তো কথা ছিল না।'

পাশ থেকে গৌরী বলল, 'কি কথা হয়েছিল ?'

অমিতাভর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে কৃশানু বলল, 'উনি আমাকে একটা ফ্ল্যাট কেনার টাকা দেবেন বলেছিলেন—'

গৌরী আর চুপ করে বসে না থেকে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'আ-চ্ছা !'

অমিতাভ একটু জোর দিয়ে বলল, 'সেটা আপনি এখনই আশা করতে পারেন না। কারণ যে কোন মুহূর্তেই এই ব্যাপারটা বাবা ধরে ফেলতে পারে।'

'চমৎকার ! আপনাদের বাবা যদি ধরে ফেলেন, তাহলে আমার অবস্থা কি হবে ভাবতে পারছেন ? সেক্ষেত্রে ঝুঁকিটা কার বেশী ?'

গৌরী শুনে বলল, 'তা কেন ? একবার জমা পড়ে গেলে বাবা জানতেও পারবেন না। দাদা, যা করার তাড়াতাড়ি কর। আমাকে ফিরতে হবে।'

'ঠিক আছে।' অমিতাভ পকেট থেকে লাইটারটা বের করে গৌরীকে বলল, 'ভারত সেবাশ্রম লেখাগুলোয় এই লাইটারটার আগুন ছোঁয়ালেই এক নিমেষে উধাও হয়ে যাবে। ঝুঁকিটা কিন্তু আমিই বেশী নিচ্ছি। অতএব দুটো ফর্মের নমিনি আমি হব আর একটাতে তোর নাম থাকবে। তবে এগুলো লিখবে কৃশানু, কারণ হাতের লেখা একইরকম হওয়া উচিত।'

কৃশানু সব শুনে প্রতিবাদ করে উঠল, 'দেখুন অমিতাভবাবু, আমি আর লেখালেখি করতে পারব না !'

অমিতাভ ব্যঙ্গ করে বলল, 'তাই নাকি ? চাঁদু আমার, মাল নেবার সময় হাত পাতবেন আর এখন পারব না বললে চলবে ? আপনার জানা উচিত একই ফর্মে হাতের লেখা বদলে গেলে যে কেউ সন্দেহ করবে। আরে এতে কোন ভয় নেই, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

কৃশানু চমকে উঠল, 'কোথায়, জমা দিতে ? পাগল ! ওখানে বাবার সেক্রেটারী থাকবেন।'

গৌরী হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'কেন ?'

'যদি কোন প্রয়োজন পড়ে তাই আপনার বাবা ওঁকে পাঠাচ্ছেন।'

গৌরী বলল, 'দাদা, আমি কিন্তু এর মধ্যে গোলমালের গন্ধ পাচ্ছি। যা করবি ভেবেচিন্তে কর। তাছাড়া তোর সঙ্গে আমার কথা ফিফটি ফিফটি—ওয়ান থার্ড কিন্তু নয় !'

অমিতাভ আর কথা না বাড়িয়ে বলল, 'ও কে।'

গৌরী বোঝাল, 'আমি বলি কি, যেমন আছে তাই জমা দিতে বল।'

'তার মানে ? পুরো টাকা ভারত সেবাশ্রম পাবে ?'

'আরে দূর, চেকগুলো উল্টোপাল্টা করে দে যাতে ক্যাশ না হয়। এর ফলে কোম্পানি প্রপোজাল ফেরৎ দেবে। অন্তত দিন পাঁচেক সময় পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু তা নয় হল, তারপর ?'

'এর মধ্যে একটা প্ল্যান আমাদের বের করতে হবে।'

অমিতাভ একটু চিন্তা করে বলল, 'কিন্তু গৌরী, আজ পর্যন্ত বাবার চেক বাউন্স হয় নি। বাবা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন কেন চেক ক্যাশ হল না ?'

গৌরী বলল, 'ঠিক আছে, চেকগুলো আমাকে দে।'

অমিতাভ চেকগুলো দিলে গৌরী ভাল করে দেখতে দেখতে হাসতে লাগল। তারপর কলম বের করে একটা জায়গায় একটা সক্ষ্ম আঁচড় দিয়ে চেকগুলো আবার অমিতাভর হাতে ফেরৎ দিল।

চেকগুলো দেখে কিছু বুঝতে না পেরে অমিতাভ গৌরীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, কোথায় কি করলি ?'

গৌরী বুঝিয়ে দিল। এটা মার্চ মাস। বাবার হাতের লেখায় তিনকে পাঁচ করে দিয়েছি। তুই জানিস, এরকম ভুল বাবা নিজেও অনেকবার করেছে। এখন বুঝতে পারছিস, মে মাসের আগে এটা ক্যাশ হবে না !'

অমিতাভ গৌরীকে বাহবা জানিয়ে চেকগুলো কৃশানুর হাতে দিয়ে বলল, 'এগুলো জমা দিয়ে দেবেন। আচ্ছা আমার সঙ্গে কোথায় দেখা করবেন ?'

কৃশানু সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'এগুলো কখনই জমা নেবে না ওরা।'

'কেন ?'

'চেকগুলোর তারিখ দেখলেই পাল্টিয়ে আনতে বলবে।'

'ওঃ, আপনি যেন সব জেনে বসে আছেন ! টেক এ চান্স—যান ! আমি আপনার বাড়িতে আজ বিকেল ছটায় যাব। এখন আপনি যেতে পারেন।'

কৃশানু আর কোন কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল।

কৃশানু চলে যেতে গৌরী বলল, 'দাদা, আমি এই লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

অমিতাভ বলল, 'কেন ? অবিশ্বাস করার কি আছে ?'

'আসলে কি জানিস, প্রথমে যখন এসেছিলেন তখন ওঁকে অত্যন্ত সরল গোবেচারা বলে মনে হয়েছিল। নিম্নবিত্ত বাঙালীর আনস্মার্ট ছেলে। কিন্তু আজ ওঁর মুখেব চেহারা পাল্টে গিয়েছে। এই মুখ সম্পূর্ণ আমার অচেনা।'

'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুই কৃশানুকে ঠিক চিনতে পারিস নি। ও বেসিক্যালি ইডিয়ট।'

'হতে পারে। কিন্তু কাল ববির ফ্ল্যাট-এ যাওয়ার পর থেকে—না দাদা, আমার একদম ভাল লাগছে না।'

'আচ্ছা ববির ঠিকানা কি তুই দিয়েছিলি ?'

'হ্যাঁ। কারণ ববি ওঁর ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিল।'

'কেন ?'

'কোন কারণ নেই। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল।'

'কৃশানু কখন গিয়েছিল ?'

গৌরী সময়টা মনে করার চেষ্টা করল। না পেরে বলল, 'বিকেলের দিকে।'

অমিতাভ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুই কি বলছিস ! অথচ আমি ওকে প্রিয়ংবদার সঙ্গে বেরুতে দেখি অনেক রাত্রে ! তাহলে এতক্ষণ সে কি করছিল ওখানে ?'

গৌরীও অবাক হয়ে গেল অমিতাভর কথা শুনে, 'সে কি, ওরা যে বলল কৃশানু ববিব সঙ্গে বিকেলেই বেরিয়ে গেছে ! তুই ঠিক দেখেছিস ?'

'কাল আমি একদমই বেসামাল অবস্থায় ছিলাম না যে ভুল দেখব।'

গৌরী মাথা নিচু করে ভেবে নিয়ে বলল, 'তাহলে ওরা আমাকে মিথ্যে বলল কেন ?'

এবার অমিতাভ একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, প্রিয়ংবদার সঙ্গে কৃশানুর কি আগে থেকে আলাপ ছিল ?'

'না। গতকালই আলাপ হয়েছে।'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে এমন কিছু ঘটেছে যা আমরা জানি না। তোর কাছেও একদম চেপে গেছে। নাঃ, ওকে আর ইডিয়ট ভাবা যাচ্ছে না।'

গৌরী ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। আচ্ছা একবার খোঁজ নিয়ে

দ্যাখ তো বাবার সেক্রেটারি অফিসে আছে কিনা। কৃশানুর কথামত ওর এখন ওখানে থাকা উচিত নয়।'

অমিতাভ আর দেরী না করে গাড়ি স্টার্ট দিল।

থানা অফিসার এবং জয়ন্ত যতই শান্ত করার চেষ্টা করুক না কেন, প্রিয়ংবদা কিছুতেই ববির মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না। জয়ন্ত যতই বোঝাতে চেষ্টা করছেন প্রিয়ংবদা ততই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এভাবে খুনের কিনারা করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে থানা অফিসার অনুরোধ করলেন, 'দেখুন প্রিয়ংবদা দেবী, আপনি শান্ত হন। আমি বুঝতে পারছি স্বামীর মৃত্যুসংবাদ স্ত্রীর পক্ষে কতখানি বেদনাদায়ক, কিন্তু আপনি এইসময় ভেঙ্গে পড়লে খুনীকে ধরতে পারব না আমরা। আপনি নিশ্চয়ই চান আপনার স্বামীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক—কি প্রিয়ংবদা দেবী?'

প্রিয়ংবদার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল।

থানা অফিসার এবার জয়ন্তকে বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি একটু বোঝাও!'

জয়ন্ত একই অনুরোধ করল, 'দেখুন যা হবার তা হয়ে গেছে! একটু শক্ত হন আপনি, প্লিজ!'

প্রিয়ংবদা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'কি করে শান্ত হব বলুন তো? ববি নেই এটা তো আমি ভাবতেই পারছি না! ওর জন্যে আমি বাপের বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলাম। এখন ববি চলে গেল, আমি একদম একা, ওঃ!'

জয়ন্ত সান্ত্বনা দিল, 'আপনার কষ্ট আমরা বুঝতে পারছি, প্রিয়ংবদা দেবী!'

'না, না। আপনারা কেউ বুঝতে পারছেন না ববি আমার কি ছিল! আজ অভিনয় করে আমার যতটুকু নাম হয়েছে তা ববির জন্যে। ও যে কেন রাজনীতির মধ্যে জড়াল! কত মানা করেছিলাম!'

প্রিয়ংবদার মুখে হঠাৎ রাজনীতির কথাটা শোনামাত্র থানা অফিসারের চোখদুটো চকচক করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তকে ইশারা করলেন।

জয়ন্ত থানা অফিসারের ইশারার অর্থ বুঝতে পেরে প্রিয়ংবদাকে একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ববিবাবু রাজনীতি করত?'

প্রিয়ংবদা কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'আগে করত না। তবে কিছুদিন হল সবসময় নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। নেতারা ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাত।'

'নেতা? কোন্ নেতা? একটা নাম বলুন!'

'কি করে বলব? ববি ওসব কথা আমাকে বলতেই চাইত না!'

জয়ন্ত কিছুটা হতাশ হয়ে বলল, 'তাহলে তো খুব মুশকিল হল। প্রিয়ংবদা, কিনারার সন্ধান কি করে পাই বলুন তো?'

ঠিক সেই সময় সাংবাদিক কল্পনা মিত্র ঘরে ঢুকতেই থানা অফিসার ভীষণ রেগে বললেন, 'আপনি এরকম হুটহাট ভেতরে ঢুকতে পারেন না! রিপোর্টার বলে সাতখুন মাপ হয়ে যাবে ভেবেছেন?'

মিস মিত্র হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'কি বলছেন মশাই, সাতখুন তো অনেক বড় ব্যাপার, আগে দুটো খুনের রহস্য সমাধান করুন!' হঠাৎ প্রিয়ংবদার দিকে চোখ পড়তেই বলল, 'ও হো, আপনিই প্রিয়ংবদা?'

প্রিয়ংবদা চোখের জল মুছে বলে, 'হুঁ।'

মিস মিত্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমার নাম কল্পনা মিত্র। 'সুপ্রভাত' কাগজের সাংবাদিক। আপনাকে এখানে পেয়ে যাব ভাবতেই পারিনি ! ভালই হল, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই !'

প্রিয়ংবদা হাত জোড় করে অনুরোধ করল, 'প্লিজ, আমার এখন আর কথা বলার মানসিকতা নেই !'

'আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা ! কিন্তু একটা কথা শুনতে পেলাম, জানি না সেটা আদৌ সত্যি কিনা ? আপনার সঙ্গে ববিবাবুর সম্পর্ক ইদানীং ভাল ছিল না ?'

প্রিয়ংবদা প্রতিবাদ করে বলল, 'মোটেই না। এসব কথা আপনাকে কে বলেছে ? আমাকে ও খুব উৎসাহ দিত।'

'আচ্ছা ববিকে কেন খুন করা হল ? আপনার কি ধারণা ?'

'আমার কোন ধারণাই নেই। বিশ্বাস করুন, ওকে কেউ খুন করতে পারে আমি কল্পনাও করিনি। তবে দোষের মধ্যে ওর একটু রাগ ছিল।'

'তাই নাকি ? আপনার সঙ্গে রাগারাগি করত কখনও ?'

প্রিয়ংবদা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, 'কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাগারাগি হয় না বলুন ?'

থানা অফিসার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তকে কথাটা নোট করতে বললেন।

জয়ন্ত বলল, 'ইয়েস স্যার !'

এবার মিস মিত্র জিজ্ঞেস করল, 'প্রিয়ংবদা, আপনার কোন বয়ফ্রেন্ড আছে ?'

'বয়ফ্রেন্ড ? ছিঃ ! এসব কি বলছেন ?'

'কারণ আপনার সঙ্গে নাকি একজন ফিল্ম ডিরেকটর খুব ঘনিষ্ঠ ?'

প্রিয়ংবদা চেঁচিয়ে উঠল, 'বাজে কথা ! একদম মিথ্যে কথা !'

'ঠিক আছে। ববিবাবুর কোন গার্ল ফ্রেন্ড ?'

'থাকার কথা নয়, কারণ ও খুব কাঠখোট্টা লোক।'

মিস মিত্র এবার টেবিলের ওপর দুটো হাত রেখে বলল, 'আমাদের কাছে কিন্তু খবর আছে একজন অত্যন্ত স্মার্ট মহিলার সঙ্গে ববিবাবুর রীতিমত ঘনিষ্ঠতা ছিল। আপনি কি জানেন সেই মহিলার নাম কি ?'

প্রিয়ংবদা চট করে কোন উত্তর দিতে পারল না। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনি কি গৌরী মল্লিকের কথা বলছেন ? তাহলে জেনে রাখুন, গৌরী আমার বান্ধবী, ববির নয়। ওর বাবা বিখ্যাত ব্যবসায়ী আদিনাথ মল্লিক। অতএব গৌরী তার বান্ধবীর স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারে না। আর তাছাড়া এটা একটা পলিটিক্যাল খুন, ব্যক্তিগত স্ক্যান্ডাল ছড়াবার চেষ্টা করবেন না, প্লিজ !'

মিস মিত্র হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'কেন, এটাকে পলিটিক্যাল খুন মনে হচ্ছে কেন ?'

প্রিয়ংবদা কিছু বলার আগেই থানা অফিসার বললেন, 'আসলে ওঁর সঙ্গে অসীম সোমের ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে, মানে দুজনকে একই দল খুন করতে পারে, তোমার কি মনে হয় জয়ন্ত ?'

'স্যার, হতেও পারে আবার নাও হতে পারে !'

প্রিয়ংবদা এবার নিজে থেকেই বলল, 'ওই অসীম সোম নামটা আমি ববির মুখে শুনেছি।'

থানা অফিসারের কৌতূহল বেড়ে গেল, 'কেসটা খুব ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে! জয়ন্ত নোট কর!'

জয়ন্ত প্রিয়ংবদার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কবে জেনেছেন ম্যাডাম ?'

'দু-তিনদিন আগে, কাউকে টেলিফোনে বলছিল।'

'কাকে ?'

'জানি না। আমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করত না।'

মিস মিত্র জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ববিবাবুকে আপনি শেষ কখন দেখেছেন প্রিয়ংবদা ?'

একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কাল সন্ধ্যেবেলায়। হঠাৎ একটা ফোন পেয়ে চলে গেল।'

'কার ফোন বলে মনে হয় আপনার ?'

'আমাকে কিছু বলেনি।'

থানা অফিসার বললেন, 'তারপর আর ফেরেন নি ?'

'না।'

মিস মিত্র আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আপনার স্বামী সারারাত বাড়িতে ফিরলেন না, এতে আপনি উদ্বিগ্ন হন নি ?'

'উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম বৈকি! কিন্তু ও মাঝেমাঝেই এমন প্রায়ই উধাও হয়ে যেত।'

'কিন্তু কোথায় ?'

'বলত পলিটিক্যাল ব্যাপার, আমি নাকি বুঝব না!'

'কিন্তু একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে যে প্রিয়ংবদা! ববিবাবু কাল সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, সারারাত্রে বাড়ি ফিরলেন না, আপনি কোথায় ছিলেন ?'

'কেন বলুন তো ? বাড়িতেই ছিলাম!'

'একাই ছিলেন ?'

'আশ্চর্য! আব কে থাকবে ? আচ্ছা, আমি কি এবার যেতে পারি ?'

থানা অফিসার জয়ন্তকে বললেন, 'জয়ন্ত, তোমার আর কিছু প্রশ্ন আছে ?'

'না স্যার, উনি এখন যেতে পারেন। তবে ক'দিন যেন বাড়িতেই থাকেন!'

প্রিয়ংবদা কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'এই অবস্থায় আমি কোথায় যাব ? আচ্ছা ববির ডেডবডি, শেষ কাজ—'

থানা অফিসার বললেন, 'পোস্টমর্টেম হোক, তারপর আপনাকে জানিয়ে দেব। জয়ন্ত, ওঁকে একটা ট্যাক্সি ডেকে তুলে দাও!'

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই থানা অফিসার বললেন, 'একটা কথা ম্যাডাম, আমি কিন্তু বেআইনিভাবে আপনাকে কিছু সুবিধে দিয়েছি। এখন এসব কথা আপনার কাগজে বের হলে অন্য সাংবাদিকরা আমাকে ঝামেলায় ফেলবেন।'

মিস মিত্র আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন অফিসার। আমি এই মুহূর্তেই কিছু লিখছি না! এই দুটো খুন সম্পর্কে পুরো তদন্ত না করে লিখব না!'

থানা অফিসার অবাক হয়ে গেলেন মিস মিত্রের কথায়, 'তার মানে ? আপনি তদন্ত করবেন নাকি ? তাহলে আমরা কি জন্যে আছি ?'

'আরে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? আমাকে আপনাদের বন্ধু ভাবুন না! পৃথিবীর সব সভ্যদেশেই পুলিশ সাংবাদিকদের সঙ্গে এসব কাজে সহযোগিতা করে। হয়তো আমি

আপনাকে এমন কোন ক্লু দেব যাতে আপনার তদন্তের সুবিধে হবে!'

থানা অফিসার কোনরকম গুরুত্ব না দিয়েই বললেন, 'আরে এ হল পলিটিক্যাল মার্ডার! প্রতিদিন গ্রামেগঞ্জে হচ্ছে! এসব কেসের কোন সুরাহা হয় না, অপরাধীকে আড়াল করতে বড় বড় নেতারা রয়েছেন, বুঝতে পারছেন?'

'তাহলে তো চুকেই গেল। কিন্তু যদি তা না হয়! যদি দুটো মৃতদেহ কাকতালীয় ভাবে একই জায়গায় পাওয়া যায়! আমি আজই খবর পেয়েছি, গৌরী মল্লিক তার বাবার কাছে থাকে না। কারণ এমন তো হতেই পারে, ওর বাবা আদিনাথ মল্লিক ববিবাবুর সঙ্গে ওর মেলামেশা পছন্দ করেন না! বুঝতে পারছেন?'

থানা অফিসার স্পষ্টই বললেন, 'না। এর মধ্যে ওই ভদ্রলোক আসছেন কেমন করে?'

মিস মিত্র খুব সহজ করে বলল, 'দেখুন স্যার, ভদ্রলোক আসতেই পারেন! প্রিয়ংবদা যতই বলুন গৌরী ওর বান্ধবী, কিন্তু ববিবাবুর সঙ্গে গৌরীর যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সে খবরটা আমি গৌরীর ফ্ল্যাট-এ গিয়ে জেনেছি।'

গৌরী ফ্ল্যাট-এ ফিরে এলে ওর কাজের মহিলাটি ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ আগে কল্পনা মিত্র নামে এক মহিলার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সমস্ত বলল। শুধু তাই নয়, গতকাল ববি ঝগড়া করে বেরিয়ে গেছে বলেছে তাও বলল।

সব শুনে গৌরী রেগে গিয়ে বলল, 'তোমাকে এত কথা বলতে কে বলেছে? বাইরের লোকের কাছে আর কখনও ঘরের কথা বলবে না! এখন যাও!'

হঠাৎ কি মনে হল টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল। অন্য দিক থেকে সাড়া পেতেই বলল, 'হ্যালো, গৌরী মল্লিক বলছি।'

অন্য প্রান্ত থেকে উত্তর এল, 'একটু ধরুন' বলে কাকে যেন বলল, 'চাওলা সাহেবকে একটু অপেক্ষা করতে বল। 'তারপর হাসল, 'হ্যাঁ বলুন!'

'কি ব্যাপার, চাওলা সাহেব মানে?'

'ওঃ ম্যাডাম, অন্যের ব্যাপারে কেন ইন্টারেস্টেড হচ্ছেন বলুন!'

গৌরী হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা ববি কি—'

'আপনার দ্বিতীয় ফোন পাওয়ার আগেই কাজ হয়ে গিয়েছিল। মজার কথা হল, ওঁর ডেডবডি পাওয়া গেছে সল্টলেক-এর কাছে যেখানে আর একটা পলিটিক্যাল খুন হয়েছে।'

গৌরী শুনেই চিৎকার করে উঠল, 'কি বললেন? ববির ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওটা থাকার কথা ওর নিজের ফ্ল্যাট-এ বাথরুমের সামনে। আচ্ছা আপনি কি জানতে চান ওটা কি করে সল্ট লেক-এ গেল?'

'হ্যাঁ, আমি জানতে চাই।'

'ঠিক আছে। আসলে এর আগে আমি আমার কোন কেস-এ এমন অবাক হইনি, তাই খবরটা আপনাকে গিফ্‌ট্ দেব।'

গৌরী আর কিছু না বলে টেলিফোন রেখে দিল।

কৃশানু ফর্মগুলো এবং চেক নিয়ে আবার আদিনাথ মল্লিকের চেম্বারে এল।

কৃশানুকে দেখেই আদিনাথ বললেন, 'কই, ফর্মগুলো দেখি!'

কৃশানু ব্যাগ থেকে ফর্মগুলো বের করে আদিনাথের হাতে দিল। আদিনাথ দেখতে দেখতে বললেন, 'কি ব্যাপার, এ তো দেখছি ঠিকই আছে! তবে যে বললে—'

'ঠিকই স্যার। আসলে ওরা, বিশেষ করে আপনার মেয়ে, আমাকে সন্দেহ করেছেন। তাই ফর্মগুলোতে কিছুই করে নি। কিন্তু চেকগুলো দেখুন! এগুলো অবশ্যই বাউন্স করবে!'

হঠাৎ আদিনাথ বলে উঠলেন, 'মাই গড, মার্চ মাসকে মে মাস করে দিয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যাতে কিছু সময় পাওয়া যায়! স্যার, আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আপনি আমাকে বাঁচান, প্লিজ!'

আদিনাথ বোঝালেন, 'এগুলো আমার কাছে থাক। তুমি ওদের বলবে জমা দেবার আগে আমার সেক্রেটারি তোমার কাছ থেকে ফর্মগুলো চেকসমেত ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বলেছে আগামীকাল জমা দেওয়া হবে।'

কৃশানু শুনে বলল, 'কিন্তু অমিতাভবাবু যদি জানতে পারেন আমি এখানে এসেছি—'

'হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? তুমি বলবে আমার সেক্রেটারি জোর করে এখানে নিয়ে এসেছে। কৃশানু, আমি তোমার মায়ের অনুরোধ রাখব। তুমি এসব কাজ ছেড়ে দাও। আমার এখানে চাকরির জন্যে একটা দরখাস্ত কাল জমা দিয়ে যাবে। এখন যেতে পার।'

কৃশানু চলে যেতেই সেক্রেটারি ঘরে ঢুকে বলল, 'স্যার, অমিতাভবাবু ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন আমি অফিসে আছি কিনা—'

'তাই নাকি? তারপর?'

'আপনার নির্দেশমত উত্তর দেওয়া হয়েছে।'

আদিনাথ চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তারপর একসময় বললেন, 'সেই কাঁকড়ার গল্পটা, যারা ডিম থেকে বেরিয়েই মায়ের মাংস খায়—বাট আমি সেটা হতে দেব না! নো, নেভার!'

## ॥ ২২ ॥

প্রথম দিন কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা না হলেও এবার নীলা ঠিক করেছিল যেমন করে হোক দেখা করবেই। তাই কাঞ্চনের ফ্ল্যাট-এর বৃদ্ধ লোকটিকে বলতেই সে বলল 'আমার খুব ভয় করছে মা। দাদাবাবুর আদেশ অমান্য করা কি উচিত হবে? ঐ ফ্ল্যাট-এ উনি আঁকেন। খুব দরকার পড়লে ওখান থেকে ফোন করতে বলেছেন এখানে। তাই আপনি যদি আর জোর না করেন!'

নীলা একটু হতাশ হয়ে বলল, 'বাঃ, এতদূরে এসে ফিরে যাব? আচ্ছা, সেবার যখন ওই ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলাম, সেই খবর শুনে আপনার দাদাবাবু কি বলেছিলেন?'

'আমি নাম বলতে পারিনি বলে খুব রেগে গিয়েছিলেন। কারণ আপনি বলেছিলেন বন্ধু বললেই চিনতে পারবেন!'

'তারপর?'

'দাদাবাবু একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'বন্ধু? নীলা নাকি? তা হ্যাঁ মা, আপনার নাম কি নীলা?'

এবার নীলা হেসে ফেলল, 'হ্যাঁ। আমি এই আঁকার ফ্ল্যাট-এ গেলে আপনার দাদাবাবু কিছুই মনে করবেন না। আমি বলছি আপনার কোন বিপদ হবে না।'

বৃদ্ধ লোকটির কি জানি কেন একটু সন্দেহ হতে বলল, 'তা হ্যাঁ মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব যদি কিছু মনে না করেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'বুড়ো হয়েছি তো, আমি ঠিক বুঝতে পারি না আজকালকার মেয়েদের দেখে। আপনি এখনও আইবুড়ো না বিয়ে-থা হয়ে গিয়েছে?'

নীলা হেসে বলল, 'ধরুন বিয়ে হয়নি!'

'তাহলে আমি বেঁচে যাই। আপনার নাম বলার পর বাবুর মুখটা কিরকম নরম হয়ে গিয়েছিল। মানুষটা বড় উড়নচণ্ডী। নিজের খেয়ালে থাকে। তাই বলছিলাম—'

এবার নীলা আশ্বস্ত করল, 'আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আপনি ওই ফ্ল্যাট-এ চলে যান। শুধু বলুন ক'তলায় আর কত নম্বর ফ্ল্যাট?'

বৃদ্ধ লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'তিনতলায়, ডানহাতি ফ্ল্যাট। কোন নম্বর নেই।'

নীলা আর অপেক্ষা না করে দ্রুত উঠে গিয়ে দরজার পাশে বোতাম টিপল। দ্বিতীয়বার বাজাবার পর দরজা খুলল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা কাঞ্চনই দরজা খুলল।

নীলাকে দেখেই অবাক হয়ে বলল, 'আরে কি ব্যাপার? এখানে?'

'উত্তরটা এখানেই দাঁড়িয়ে বলব, নাকি ভেতরে ঢুকতে দেবে?'

কাঞ্চনকে একটু চিন্তা করতে দেখে নীলা বলল, 'অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি!'

কাঞ্চন বলল, 'আরে না না। এসো ভেতরে এসো।'

নীলা ভেতরে ঢুকলে কাঞ্চন আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

ঘরের চারদিক দেখতে দেখতে নীলা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখন আঁকছিলে?'

'হ্যাঁ। তুমি নিশ্চয়ই আমার ওই ফ্ল্যাট থেকে ঠিকানা আদায় করেছ?'

নীলা বলল, 'ঠিকই ধরেছ। আর সেজন্যে কিন্তু ওই বুড়ো মানুষটাকে দায়ী করো না!'

'দায়ী নিশ্চয়ই কবব! ওকে বারবার বলেছিলাম এখানে কাউকে আনবি না। এমন কি ওকেও এখানে আসতে বারণ করেছিলাম। খুব দরকার পড়লে ফোন করতে বলেছিলাম। তা সত্ত্বেও—'

'ও সেইজন্যে তুমি আমাকে বসতে বলছ না?'

'না, না। তুমি বসো।'

নীলা এবার নরম সুরে বলল, 'আমি বুড়ো মানুষটাকে জোর করে এই ফ্ল্যাটের ঠিকানা নিয়েছি। ও সত্যিই নির্দোষ। আসলে তোমার ছবি আঁকার জগৎটাকে দেখার খুব ইচ্ছে করছিল।'

'হঠাৎ?'

'দেখ কাঞ্চন, সব কিছু কি ছন্দ মেনে হয়?'

কাঞ্চন কথাটাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'আমার এখানে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই, তবে ফ্লাস্কে কফি আছে। খাবে? আমি এই একটু আগে খেলাম।'

নীলা মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি কেমন আছ কাঞ্চন?'

'খুব ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? শুনেছি বিশাল বড়লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। সুখ তোমার পায়ে নূপুরের মত বেজে চলেছে। তোমার তো খারাপ থাকার কথা নয়!'

নীলা মুখ গম্ভীর করে বলল, 'ঠিকই শুনেছ। তবে সেই নূপুরের ভাঙ্গা দানায় পা কেটেও তো যেতে পারে! বাদ দাও ওসব কথা। কাঞ্চন, এবার তুমি বিয়ে কর!'

কাঞ্চন ফিক করে হেসে বলল, 'এই প্রস্তাব দিতে তুমি এত কষ্ট করে এখানে এসেছ?'

নীলাও ছাড়ল না, 'বেশ বল, কেন বিয়ে করছ না?'

'এটা কেন বুঝছ না, অনেকের অনেক কিছু হয় না, আমারও বিয়েটা হল না। কিন্তু তুমি যদি ভাব আমি দেবদাস হয়ে জীবন কাটাচ্ছি, তাহলে তোমার ধারণা ভুল হবে। আমি ছবি আঁকি। অতএব মহিলার সঙ্গ পেতে আমার অসুবিধে হয় না।'

নীলা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কাঞ্চনের মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় কাঞ্চনের সামনে।

নীলার হঠাৎ এখানে আসার কারণ বুঝতে না পেরে কাঞ্চন বলল, 'দেখ নীলা, সেদিন আকাদেমীর সামনে তোমাকে অনেকদিন পরে দেখলাম। এটা তো ঠিক, আমি তোমাকে কখনও বিরক্ত করিনি। আমার ওপর আস্থা না রেখে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ বেছে নিয়েছিলে। এর জন্যে কি আমি কোনদিন কোন অভিযোগ করেছি? তাহলে কি দরকার ছিল গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে আমার খবর নেবার? আর আজই বা কেন এখানে এসেছ?'

নীলা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'শুনবে কেন এসেছি? আসলে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। মনে হল, এসময় তোমার কাছে না এসে আমার পরিত্রাণ নেই, তাই এলাম।'

কাঞ্চন অবাক হয়ে গেল, 'সে কি! এখন তুমি বিখ্যাত মল্লিক বাড়ির বউ, তোমার চারপাশে অমিতাভ মল্লিকের গৌরব, তোমার পেছনে ওই বাড়ির ঐতিহ্য ...'

নীলা আর শুনতে না চেয়ে বলল, 'একেবারে ভুল কথা। আচ্ছা কাঞ্চন, মহাভারতের পর্ব তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই? দুর্যোধন-যুধিষ্ঠিরদের দিন এখন শেষ। মনে করে দেখ কৃষ্ণ যদুবংশের পতন কাতর চোখে দেখছেন। অতএব আমার কোন অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎকেও মানতে চাই না।'

নীলার কথা শুনে কাঞ্চন আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস না?'

নীলা একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'ভালবাসা! ভালবাসা কাকে বলে জান তুমি? একপক্ষ শুধু যন্ত্রণা দেবে, নেবে না। আর তাকে মেনে নিতে হবে? বাঙালী মেয়েদের প্রতিটি দিন অপমানিত হয়েও সিঁথিতে সিঁদুর পরার যে অভ্যেস তাকে কি ভালবাসা বলা যায়? তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে হঠাৎ খেয়াল হলে যে ভদ্রলোক তাকে রেপ করেন, তিনি স্বামী বলে তাঁকে ভালবাসতে হবে? কাঞ্চন, বিশ্বাস কর আমি আর পারছি না!'

'তাহলে তুমি বেরিয়ে আসছ না কেন?'

'ওখানেও তো সেই মহাভারতের গল্প। বেশিরভাগ বাঙালী মেয়ে আজ মহাভারতের অভিমন্যু, শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে জানে—বেরুতে জানে না।'

কাঞ্চন মাথা নেড়ে বলে, 'এটা কোন যুক্তি নয়। অন্তত তোমার মত মেয়ের মুখে এ-ধরনের কথা মানায় না। আসলে আমার ধারণা তুমি ভয় পাচ্ছ, নিজের সিকিওরিটির কথা চিন্তা করছ!'

নীলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিকই। কাঞ্চন, অতীতকে তোমার মনে পড়ে? কলেজে পড়ার

সময় একদিন আমরা সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিলাম। একটা জায়গায় অলকানন্দা রায় যখন বিশ্বনাথকে অবহেলা করেছিল তখন উনি বলেছিলেন, 'মনীষা, কলকাতায় ফিরে গিয়ে যদি তোমার মনে হয় ভালবাসার চেয়ে সিকিওরিটি অনেক মূল্যবান, তাহলে আমার সঙ্গে দেখা কোর! মনে আছে সে দিনটার কথা? সেদিন হাউস থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনেই বড়লোক বিশ্বনাথকে উড়িয়ে দিয়ে গরীব অরুণ মুখার্জীকে ভালবেসেছিলাম!'

কাঞ্চন বলল, 'হ্যাঁ, মনে আছে। তখন আমিও গরীব ছিলাম।'

'সে তো আমিও।'

কাঞ্চন একটু ভেবে বলল, 'কিছু যদি মনে না কর তো একটা অনুরোধ করছি! অবশ্য তোমার কথা ভেবেই বলছি, আমার মনে হয় তোমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। কারণ আমরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।'

নীলা হেসে বলল, 'আমার কথা? হায় রে, তুমি আমার কথা কতটুকু জান? আমার স্বামী মদ্যপান এবং বান্ধবীদের সঙ্গ উপভোগ করে বাড়ি ফেরেন সেই মধ্যরাত্রে। আমার শ্বশুরমশায় তাঁর ক্ষমতার গর্বে ধৃতরাষ্ট্র হয়ে আছেন। আর আমার ননদ থাকে আলাদা এবং একা। সে প্রায়ই বলে, বউদি, তুমি কি করে এখনও সহ্য করে আছ?'

নীলার দু চোখে জল টলটল করছে দেখে কাঞ্চন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'একি, তুমি কাঁদছ?'

নীলা আস্তে আস্তে মুখ তুলতে কাঞ্চন এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নীলা, তুমি পারবে আমাকে সাহায্য করতে?'

নীলা অবাক হয়ে বলল, 'কি বলছ তুমি কাঞ্চন?'

'হ্যাঁ। বিশ্বাস কর, এতদিন ধরে আমি যে ছবি এঁকে চলেছি, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে যে সব ছবি বিক্রী হয়েছে, তার কোনটাই আমাকে তৃপ্তি দেয় নি। কারণ তার কোনটার মধ্যেই প্রাণ ছিল না। আমি যে মুখ আঁকতে চেয়েছিলাম অথচ আমি পারিনি—তা এই মুহূর্তে দেখতে পেলাম।'

নীলা তার বর্তমান ভবিষ্যৎকে ভুলে গিয়ে আবেগের বশে ছুটে গিয়ে কাঞ্চনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাঞ্চন!'

অনেকক্ষণ এভাবে থাকার পর একসময় নীলা কাঞ্চনের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমি যাচ্ছি, কাঞ্চন!'

'তুমি কি আর আসবে না? আমি কিন্তু তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব, যতদিন তুমি না ফিরে আস!'

নীলা বলল, 'তুমি বড় সহজ মানুষ কাঞ্চন। অভিমন্যুরা কখনও ফিরে আসে না। আমি চেষ্টা করলেও আর ফিরতে পারব না। এই দ্যাখ না, তোমার কথা কিরকম ভুলেছিলাম! তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু সেদিন আকাদেমির সামনে তোমায় দেখে যে টান অনুভব করলাম তা তো আগে করিনি। এখন তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মানে আমার স্বামী যে জীবনযাপন করছে তাই অনুসরণ করা। কিছু মনে করো না, এটা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব।'

কাঞ্চন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'তাহলে?'

'না না, আর আমাকে বাধা দিও না, আমাকে যেতে দাও, প্লিজ!'

কাঞ্চন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে আর বাধা দেব না! কিন্তু নীলা, আমার একটা কথা রাখবে?'

নীলা বলল, 'তুমি এভাবে আমাকে দুর্বল করে দিও না !'

'না, সেরকম কিছু নয়। আমি তোমার একটা ছবি আঁকতে চাই। তুমি ঘন্টাখানেক আমাকে সময় দাও !'

নীলার আবার চোখ ছলছল করে উঠল। কোনরকমে চেপে বলল, 'এই শরীর দেখে দেখে ক্যানভাসে ছবি আঁকবে ? তার চেয়ে চোখ বন্ধ করো, দ্যাখ তো, বন্ধ চোখের পাতায় আমায় দেখতে পাও কিনা ! যদি পাও তাহলেই আমায় এঁকো ! এবার আসি।'

আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এতদিন আদিনাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে কোনরকম বিরোধিতা না করলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু তার সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন চাওলা। আর এ কাজে উনি রাজেশের সাহায্য চান। তাই সেদিন রাজেশের চেম্বারে গিয়ে ওঁর সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন চাওলা। লোকটির চেহারা এবং পোশাক দেখলে মনে হবে একজন দর্শনের অধ্যাপক। কথা বলছিলেন চিবিয়ে চিবিয়ে।

'বলুন চাওলা সাহেব, আপনার জন্যে কি করতে পারি ?'

চাওলা বললেন, 'আপনাকে তো আমি টেলিফোনে সব বলেছি।'

'ঠিক আছে, আপনি বসুন।' এবং সঙ্গের লোকটিকে বললেন, 'মঞ্জুল, চাওলা সাহেবের ক্যাসেটটা অন কর !' বলে ইশারা করলেন।

ইশারা দেখামাত্র লোকটি এগিয়ে গিয়ে টেপ-এ ক্যাসেট ঢুকিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাওলার গলা শোনা গেল ঃ "আদিনাথ মল্লিক আমাকে শেষ করে দিতে চান। আমার আমেরিকার ব্যবসা উনি নষ্ট করেছেন, বাইপাসের জমিটা ওঁর ইনফ্লুয়েন্স-এ আটকে আছে। আমি আপনার সাহায্য চাই ! আমি বদলা চাই !'

ক্যাসেটের গলা চিনতে পেরে চাওলা অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি ! আমার টেলিফোনের কথা আপনি টেপ করেছেন ?'

'কি করব বলুন ! আজকাল আমার মেমারি ভাল কাজ করে না। সবকথা মনেও রাখতে পারি না। আর আপনি যা বলেছেন তা যে কখনও ভুলে যাবেন না এর তো কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই না ? হ্যাঁ, আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান ?'

'হ্যাঁ চাই। এতদিন আমি লোকটাকে ডিস্টার্ব করিনি। কিন্তু উনি যখন আমার সঙ্গে—, আমি ওঁর ছেলেকে দিয়ে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু কোন কাজ হয়নি।'

সব শুনে রাজেশ বললেন, 'ঠিক আছে, ওঁর ফ্যাক্টরিগুলোতে আমি স্ট্রাইক করিয়ে দিচ্ছি। নাকি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে বলছেন ! আসলে আমি জানতে চাই আপনি কি চান ?'

চাওলা বললেন, 'অল আউট।'

রাজেশ একটু মাথা চুলকে বললেন, 'তাহলে খরচ একটু বেশী পড়বে, চাওলা সাহেব।'

'কোন অসুবিধে হবে না।'

রাজেশ আর একবার জানতে চাইলেন, 'ওঁর ছেলেকে ম্যানেজ করতে পারলেন না ?'

'আসলে অমিতাভর কোন ক্ষমতাই নেই !'

'কিন্তু এটা তো ঠিক, বাবা মারা গেলে সব ক্ষমতা ওর হাতে যাবে। তাই বলি কি, বাপটাকে মেরে ফেলুন !'

'না, লোকটাকে আমি মারতে চাই না।'

রাজেশ বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে ছি ছি, আপনি কেন মারবেন ? এর জন্যে তো মঞ্জুল আছে।'

হঠাৎ চাওলা গম্ভীর হয়ে বললেন, রাজেশভাই, আদিনাথ মল্লিককে খুন করলে পুলিশ কিন্তু আমাকে সন্দেহ করতে পারে। ওঁর ছেলেরাই হয়তো পুলিসকে আমার নাম বলবে। তার চেয়ে আমার হাতে অন্য অস্ত্র আছে। কিন্তু এককালে নুন খেয়েছি তো, তাই ওই অস্ত্রটা ব্যবহার করতে চাই না !'

রাজেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বেশ মজার কথা বলেন তো আপনি !'

'শুনুন রাজেশভাই, এই কাগজে যে ফোন নাম্বার রয়েছে সেটা একজন ডাক্তারের। আপনি এই লোকটাকে ব্যবহার করুন। কারণ আদিনাথের ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেই সেই অস্ত্রটা পেয়ে যাবেন। আমি কি আপনাকে এখন চেক দিতে পারি ?'

রাজেশ হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার ! আপনি আমাকে ফাঁসাতে চাইছেন চাওলা সাহেব ?'

মিঃ চাওলা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ছি ছি, এ কি বলছেন।'

'শুনুন চাওলা সাহেব, ওই চেক-টেক-এর কারবার এই লাইনে চলে না তা আপনি তো ভাল করেই জানেন ! আমার সঙ্গে দুনম্বরী করে কলকাতায় কেউ পরের দিন ঘুম থেকে ওঠে না। কি বুঝলেন ?'

ঠিক সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠতেই রাজেশ এগিযে গিয়ে রিসিভারটা তুলে কথা বললেন, 'কে ? ও ! হ্যাঁ ভাইটি ! মারুতি ভ্যান ? কত নম্বর ? ভেরি গুড !'

রিসিভারটা রেখে চাওলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে চাওলা সাহেব। আমি আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি। কারণ ব্যবহার করাব আগে অস্ত্রটা দেখে দেওযা উচিত। কিন্তু আপনি আজই পাঁচ লক্ষ রেডি রাখুন। মঞ্জুল নিযে আসবে।'

চাওলা মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'পাঁচ লক্ষ টাকা !'

রাজেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আমি দরাদরি ভালবাসি না, চাওলা সাহেব। আর হ্যাঁ, ক্লায়েন্টকে স্কুইজ করি না কখনই। আপনার চিন্তা কিসের ? আমেরিকাব ব্যবসা আর বাইপাসের জমি থেকে এটা সহজেই ম্যানেজ করে নিতে পারবেন। ও তো আপনাব হাতের ময়লা। এটা তো ঠিক, আদিনাথ মল্লিককে খতম করতে যদি অস্ত্র ব্যবহার কবতে হয় তাহলে আপনাকে তার জন্যে বহুগুণ দাম দিতে হবে। তৈরী থাকুন। এখন আপনি আসতে পারেন—

চাওলা ঘর থেকে বেবিযে যেতেই রাজেশ ইন্টারকমের বোতাম টিপে বললেন, 'সুধাকর, চলে এসো !'

মনটাকে ফ্রি রাখতে টেপ-এ একটা হিন্দী গানের ক্যাসেট ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিতে লাগলেন। এমন সময় উকিলের কোট পরা সুধাকর ঘরে ঢুকতেই রাজেশ শব্দটা কমিয়ে দিয়ে বললেন, 'এসো ভাইটি ! তোমরা জুনিয়ররাই তো কোর্ট সামলে দিচ্ছ। এই সিনিয়রকে আর দরকারই পড়ছে না। যাই হোক, সব ঠিক হ্যায় ?'

'বিলকুল।'

'হ্যাঁ দ্যাখো ভাইটি, আমার মন বলছে একজনের উকিল দরকার হবে খুব শিগগির।

আমি বলি কি, আজেবাজে লোকের হাতে পড়ার আগে আমাদের উচিত তার কাছে যাওয়া, সাহায্য করা। কিন্তু লোকটা যে কে তা অবশ্য এখনও আমি জানি না। কিন্তু এই মারুতি ভ্যানের নাম্বারটা পেয়ে গেছি। তুমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভ্যানের মালিকের নামঠিকানা যোগাড় করে ফেল—' একটা কাগজে নাম্বারটা লিখে লোকটির হাতে দিয়ে টেপ-এর শব্দটা বাড়িয়ে দিলেন।

লোকটি নাম্বারটা নিয়ে চলে গেল।

চিত্রলেখার কলকাতায় আসার খবরটা প্রফেসর রায়ের মুখ থেকে শোনবার পরেই আদিনাথের মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দিল। শুধু তাই নয়, যেদিন শুনলেন চিত্রলেখা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান সেই দিন থেকেই মনটা ছটফট করছিল। তাই নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে সোজা প্রফেসর রায়ের বাড়িতে এসে হাজির। বেল টিপতেই দরজাটা খুলে গেল।

আদিনাথকে দেখে প্রফেসার রায় একগাল হেসে বললেন, 'আরে এসো এসো!'

আদিনাথ ঘরে ঢুকলে প্রফেসার ওঁর হাতদুটো ধরে বললেন, 'এক্কেবারে সাহেবদের টাইম দেখছি! কিন্তু যাই বল অদিনাথ, দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে! সন্ধ্যেবেলায় মানিয়েছে ভাল।'

আদিনাথ আরেকবার নিজেকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন. 'না, ভাবলাম অনেকদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা হয়নি। তাই—যাবে না ?'

'আরে বসো বসো! কি খাবে বল ?'

আদিনাথ সোফায় বসে বললেন, 'সরি। আমি যে যখন তখন খাই না তা তো তুমি জান।'

'ও হ্যাঁ। একদম ভুলে গেছি।' খানিকক্ষণ আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বল তো ?'

'কেন, তোমার কি কিছু মনে হচ্ছে ?'

'তোমার মুখ কিন্তু তাই বলছে।'

সোফায় মাথাটা হেলান দিয়ে বললেন, 'আসলে কি জান, আমি এতদিনে শাজাহানের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। বৃদ্ধ শাজাহান, যার চারপাশে শুধু বিশ্বাসঘাতকের ভীড়। আমার অবস্থাটাও ঠিক তেমনই। একমাত্র তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, রায়। বিশ্বাস করো, একেবারে একলা হয়ে গেছি।'

প্রফেসর বন্ধুর ধারণাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কি যা-তা বলছ ? তোমার অত সুন্দর ছেলেমেয়েরা—'

আদিনাথ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'ঠিকই বলেছ। কিন্তু জেনে রাখো, যে কোন মুহূর্তেই ওরা ঔরঙ্গজীব হয়ে যাবে। ঔরঙ্গজীব তো তবু বাপকে প্রাণে মারে নি, দুর্গে বন্দী করে রেখেছিল। আমিও ভাবতাম এরা সব আমার—আমি যেমন চাইব এরা তেমন চলবে। আমি ভুল ভেবেছিলাম, প্রফেসার।'

প্রফেসার আদিনাথের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, 'তাই যদি মনে হয় তাহলে আর ওদের পথ আগলে আছ কেন আদিনাথ! সরে দাঁড়াও! লেট দেম গো এ্যাহেড! ব্যবসা-ট্যাবসা সব ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নাও। তেমন বুঝলে তোমার দার্জিলিং-এর বাড়িতে চলে যাও। ওরা ওদের মত চলুক।'

আদিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক। আমিও সেইরকমই ভাবছি। শুধু একজনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। সে যদি আমাকে ক্ষমা করে, এইসময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আর একমুহূর্ত আমি এখানে থাকব না। সকলে জানবে আমি হয়তো পালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু চিত্রলেখা সঙ্গে থাকলে আমি সেই হার মেনে নিতে রাজী আছি। চল!'

'কোথায়?'

'বাঃ, আমাদের কোথায় যাওয়াব কথা ছিল তা ভুলে গেলে কি করে?'

প্রফেসার ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিল বটে, কিন্তু একটু সমস্যা হয়ে গেছে আদিনাথ। আমার এক কাজিন গুরুতর অসুস্থ। তাকে দেখতে যেতে হবে আমাকে।'

'খবরটা কখন পেয়েছ?'

'এই একটু আগে।'

আদিনাথ হতাশ হয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন।

আদিনাথকে ভেঙ্গে পড়তে দেখে প্রফেসার বললেন, 'কিছু করার নেই। চিত্রলেখাও হঠাৎ মত পরিবর্তন কবেছেন।'

আদিনাথের মুখের চেহারা এক মুহূর্তে পাল্টে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কবলেন, 'তার মানে? সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না?'

'নো নো, তা নয়। আসলে চিত্রলেখা তাঁর বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান না। তিনি বলেছেন ও-বাড়িতে গেলে তুমি ওঁর গেস্ট হয়ে যাবে। তাই তোমার সঙ্গে সব কথা স্পষ্ট বলতে পারবে না।'

আদিনাথের কৌতূহল বেড়ে গেল, 'তাহলে?'

'তুমি এখানে বসো। বাড়িতে কাজের লোক আছে। যা চাইবে সে এনে দেবে। চিত্রলেখা এখানেই আসবেন।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। উনি সেটাই পছন্দ করলেন। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নাও। আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসতে। ঠিক আছে?'

'বেশ। তবে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো কিন্তু!'

প্রফেসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দরজা বন্ধ করে। আদিনাথ একটা বই নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। মনটা উসখুস করতে লাগল। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, আবার সোফায় বসছেন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে কাকে যেন ডাকলেন, 'কেউ আছো?'

কাজের লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল।

আদিনাথ বললেন, 'শোন, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার বাবুকে বলবে পরে ফোন করতে!'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলিংবেলটা বেজে উঠল।

কাজের লোকটি দরজার দিকে এগোতেই আদিনাথ বললেন, 'দাঁড়াও, তুমি ভেতরে যাও—আমি দেখছি!'

দরজা খুলেই চিত্রলেখাকে দেখে আদিনাথের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু কোনরকম উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে বললেন, 'এসো, ঘরে এসো!'

চিত্রলেখা ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করতে লাগলেন।

## ॥ ২৩ ॥

কৃশানুর সঙ্গে কথামতো অমিতাভ সোজা কৃশানুর বাড়িতে এসে পৌঁছল সন্ধ্যেবেলায়।

কৃশানুর কথাটা মনে ছিল কিনা বোঝা গেল না। কারণ এই সময়ে অমিতাভকে আসতে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার অমিতাভবাবু, আপনি ?'

অমিতাভ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি ! আমি তো বলেছিলাম আসব। যাই হোক, আমি আপনাকে টাকাটা দিতে এসেছি। জমা দেওয়ার রসিদটা আমার চাই !'

কৃশানু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'ওগুলো তো আজ জমা দেওয়া হয়নি !'

'কেন ?'

'আপনার বাবার সেক্রেটারি ওগুলো ফেরৎ নিয়ে গেলেন। আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে হয়েছিল আপনাদের অফিসে।'

'তারপর ?'

'আপনার বাবা বললেন, আগামীকাল জমা দিতে।'

একথা শোনার পর অমিতাভ বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কেন ? তিনি কি তিথিনক্ষত্র দেখে জমা দিচ্ছেন নাকি ?'

কৃশানুও এবার একটু রেগে বলল, 'এসব প্রশ্ন আপনি আপনার বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। আমাকে খামোকা বিরক্ত করছেন কেন ?'

অমিতাভ অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কি ব্যাপার ! হঠাৎ দেখছি গলা তুলে কথা বলছেন ? শুনুন কৃশানুবাবু, টাকার বিনিময়ে যারা কাজ করে, তাদের গলা তোলা মোটেই শোভা পায় না। একটা কথা জেনে রাখুন, হেলে সাপের দাঁতে যতই চেষ্টা করুক কেউটের বিষ জমতে পারে না।'

কৃশানু শুনে বলল, 'মনে হচ্ছে উনি নমিনি পাল্টাতে পারেন।'

'একথা কি উনি বলেছেন ?'

'হ্যাঁ। তবে কাকে করবেন জানি না।'

'আচ্ছা, আপনি আমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা জমা দিতে গিয়েছিলেন ?'

'কেন ? আপনার সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?'

অমিতাভ বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'হ্যাঁ, হচ্ছে। যদিও অফিসে ফোন করে জেনেছি বাবার সেক্রেটারি বাইরে গেছেন, তবু— ! কারণ এর মধ্যে আমরা জেনে গেছি যে আপনি মিথ্যেবাদী !'

কৃশানু চিৎকার করে বলল, 'কি বললেন, মিথ্যেবাদী ! তবে শুনে রাখুন, আপনি যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন ! আপাতত আমাকে রেহাই দিন !'

অমিতাভ এবার একটু নরম সুরে বলল, 'শুনুন কৃশানুবাবু, গৌরী আমার বোন এটা তো আপনার জানা ! ও এখন খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ববিকে ও বন্ধু বলে মনে করত, সেই ববি খুন হয়েছে। এ খবরটা কি জানেন ?'

কৃশানু 'হ্যাঁ-না' কি বলবে ভেবে না পেয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি কিছু জানি না।'

'হুঁ। তবে ববি খুন হওয়ায় আমি অবশ্য খুশী হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটা একটা লুম্পেন। গৌরী যে কিভাবে ওর খপ্পরে পড়েছিল তা ঈশ্বরই জানেন। মুশকিল হল, আপনি গৌরীর কাছে কিছু মিথ্যে কথা বলেছিলেন, কিন্তু কেন ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'আপনি গৌরীকে বলেছেন ওই ফ্ল্যাট থেকে ববি আপনার সঙ্গে বিকেল নাগাদ বেরিয়েছিল। বেরিয়ে সে তার মত চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি আপনাকে অনেক রাতে প্রিয়ংবদার গাড়িতে চেপে ওখান থেকে বেরুতে দেখেছি। এখন আমার প্রশ্ন, এই মিথ্যেটা বললেন কেন ?'

কৃশানু বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'আমি এখনও বলছি, আমি মিথ্যে বলিনি।'

অমিতাভ বলল, 'কিন্তু আমি জানি, আপনি ববির ফ্ল্যাট-এ ঢুকেছিলেন বিকেলে, বেরিয়েছেন মাঝরাতে।'

'আপনি ভুল করছেন অমিতাভবাবু, আমি বিকেলেই চলে গিয়েছিলাম। আর ববিও তখন চলে গিয়েছিল। গৌরী দেবীকে আমি সেই কথাটাই বলেছিলাম। পরে যে আবার আমাকে আসতে হয়েছিল সেটা আর ওঁকে বলা হয় নি। অতএব আপনার কি মনে হয় আমি মিথ্যে কথা বলেছি ?'

অমিতাভ ওসব কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'পরে আবার কেন আপনাকে যেতে হয়েছিল ওখানে ?'

'সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রিয়ংবদা আমাকে একজন ক্লায়েন্ট দেবেন বলেছিলেন। ভদ্রলোক একজন ফিল্ম ডিরেক্টর। রাত্রে ওঁদের ওখানে ওই ভদ্রলোকের যাওয়ার কথা ছিল। আর একটা নতুন কেস পাব এই আশায় আমি ওখানে ফিরে গিয়েছিলাম।'

'তারপর ?'

'পরে অবশ্য সেই ভদ্রলোক আসেননি। ববিবাবুও ছিলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটু রাত হয়ে গেছে বলে প্রিয়ংবদা আমাকে লিফ্‌ট দিয়েছিলেন।'

অমিতাভ মাথা নেড়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনি এক এক সময় এক এক গল্প করছেন কেন ?'

কৃশানুর মুখে প্রতিবাদ শোনা গেল, 'আমি একই কথা বলছি!'

অমিতাভ হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস কবল, 'আপনি কাল কখন আসছেন আমাদের অফিসে ?'

'সকাল দশটায়।'

'ঠিক আছে। আমি আমার ঘরে থাকব। বাবা নমিনির নাম পাল্টে কি করল এই খবরটা আমাকে দেবেন। আর হ্যাঁ, গৌরী আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।'

'কিন্তু কেন ?'

অমিতাভ মুখে বিরক্তির ভাব এনে বলল, 'আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি ওর ব্যাপারে আমি আদৌ উৎসাহী নই। তবে গৌরীকে না চটালেই ভালো! তাই বলছি একবার দেখা করুন এবং সেটা আজই!'

অমিতাভ আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কৃশানু বোকার মত সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

আদিনাথ মল্লিককে দেখে চিত্রলেখা ঘরে ঢুকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় উনি বললেন, 'রায় বাড়িতে নেই। ওর হয়ে আমি তোমাকে ভেতরে আসতে বলছি। এসো!'

চিত্রলেখার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, 'কিন্তু তাঁর তো এখন বাড়িতে থাকার কথা ছিল।'

'হ্যাঁ ছিল। কিন্তু হঠাৎ ওর এক কাজিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওকে একটু বেরুতে হয়েছে। অবশ্য বলে গেছে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

চিত্রলেখা এবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। সামনে সোফায় একটু আরাম করে বসলেন।

দুজনেই চুপচাপ। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর হঠাৎ চিত্রলেখাই প্রথম কথা বললেন, 'তুমি নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছ?'

আদিনাথ আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'হ্যাঁ।'

আবার চুপচাপ। দুজনের মুখেই একটা গম্ভীর ভাব ফুটে উঠেছে। আদিনাথকে দেখে মনে হচ্ছে অনেক কিছু বলার আছে অথচ ভরসা পাচ্ছেন না।

এভাবে চুপচাপ বসে থাকার কোন মানে হয় না মনে করে চিত্রলেখা বললেন, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না, এত বছর পর নতুন কোন কথা শুনব!'

আদিনাথ এবার মনে যথেষ্ট সাহস এনে বললেন, 'আসলে কিভাবে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না!'

'সেকি! দেখা করতে যখন চেয়েছ তখন নিশ্চয়ই ভাবনাটা মাথায় ছিল!'

'সত্যি ছিল। কিন্তু তোমাকে দেখার পর—'

'দেখ, এইসব ছেলেমানুষী কথা শোনার বয়স আমার অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছে!'

'বেশ। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।'

চিত্রলেখার মুখ তখন গম্ভীর। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'আসলে আমি তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি তার জন্যে সত্যি অনুতপ্ত!'

'কি ব্যবহার করেছ?'

'আমি স্বীকার করছি, আমি তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা রাখতে পারিনি!'

চিত্রলেখা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। মুখের ওপর বললেন, 'সেটাই তো স্বাভাবিক। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে যে নারী ঘনিষ্ঠ হয় তার জেনে রাখা উচিত যে কোন মুহূর্তে সে প্রতারিত হবে। আমি তখন সেটা সহ্য করতে পারিনি, সে দায় আমার।'

'তুমি বিশ্বাস কর চিত্রলেখা, আমি তোমাকে প্রতারণা করতে চাইনি।'

চিত্রলেখা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এখন এসব কথা আমার কাছে অবান্তর। সেই অধ্যায় আমি মন থেকে, জীবন থেকে অনেকদিন আগেই মুছে ফেলেছি। তোমার জন্যে আমার মনে আর কোন উন্মাদনা নেই।'

'উন্মাদনা হয়তো নেই, কিন্তু—'

চিত্রলেখা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি অযথা কথা বাড়াচ্ছ।'

'না না, অযথা নয়, আমাকে বলতে দাও! কেন স্ত্রী বেঁচে থাকতে, পুত্র-কন্যারা থাকতে আমি তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম তা তুমি জান।'

'তুমি যে কারণ দেখিয়েছিলে সেইসময় সেটা বিশ্বাস করেছিলাম।'

আদিনাথ বললেন, 'আমি এখনও বলছি আমি মিথ্যে বলিনি। সে আমাকে স্বস্তি দেয়নি, কেবলই সন্দেহ করেছে। তার সন্দেহের বিষ কি মারাত্মক তা তুমি জান না। সেইসময় আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম, তাকে সব কথা বলব, নিস্কৃতি চাইব। কিন্তু সেটা করার আগেই সে মারা

গেল। এত আচমকা সে মরে যাবে আমি ভাবিনি। তখন আমার অসহায় অবস্থা। একদিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, অন্যদিকে আমার ব্যবসা। আমি সবদিকই সামলাতে চাইলাম। সত্যি কথা বলতে কি, তখন মনে হয়েছিল নিজের ব্যক্তিগত ভালবাসাকে সম্মান জানানোর সময় সেটা নয়। চারপাশের মানুষজন আমাকে সম্মানের চোখে দেখবে না। শুধু তাই নয়, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যখন শুনবে তাদের মা মারা যাওয়ার পরেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, ওরা কিছুতেই মেনে নিত না। বিশ্বাস কর আমি ওদের কাছে ছোট হতে চাইনি।'

'অদ্ভুত ! আর তাই সহজেই আমাকে বিসর্জন দিতে পারলে !'

আদিনাথ তখনও করুণ চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ আমার লজ্জা, চিত্রলেখা, আমার হেরে যাওয়ার লজ্জা। সে যদি তখন বেঁচে থাকত তাহলে আমি লড়াই করে আলাদা হতে পারতাম। কিন্তু মারা গিয়ে সে আমার সঙ্গে চরম শত্রুতা করে যাবে আমি কল্পনাও করিনি।'

এবার চিত্রলেখাও তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'বেশ তো ! তুমি ছেলেমেয়েদের বড় করলে, ব্যবসা বাড়ালে—এতগুলো বছরে আমি কি তোমাকে একটিবারও বিরক্ত করেছি ?'

আদিনাথ একটু থেমে বললেন, 'না। আর সেটাই আমার দুঃখ।'

'তাহলে আজ নতুন করে এসব কথা কেন শোনাচ্ছ ? একটা সম্পর্ক মৃত হয়ে গেলে শুধু ক্লেদ ছাড়া মনে আর কিছু জমে না, এতখানি বয়সেও তুমি সেটা বুঝতে পারলে না ?'

'পারি, চিত্রলেখা, পারি ! কিন্তু আমি যে মৃত বলে ভাবতে পারিনি !'

'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ ?'

'না, বিশ্বাস কর, একদম না !'

চিত্রলেখা আস্তে আস্তে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে মুখ করে বলল, 'বেশ। তাহলে তোমাকে কতকগুলো কথা বলি। আমি তখন একলা। এদেশে একলা মেয়ের বেঁচে থাকা, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা, শুধু পুরুষরাই নয় মেয়েরাও সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে যার সিঁথি থেকে একবার সিঁদুর মুছে গেছে তাকে কোন বিবাহিত মহিলাই সন্দেহ ছাড়া অন্য চোখে দেখতে পারে না আর পুরুষরা ভাবে খোলা মাঠ, যখন ইচ্ছে লুকিয়ে-চুরিয়ে হাওয়া খেয়ে আসা যায়। আমার ওরকম সময়ে তুমি এলে। আমি ভয় পেয়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু তুমি আমার বিশ্বাস অর্জন করলে। আমাকে স্বপ্ন দেখালে। তারপর যেই তোমার স্ত্রী মারা গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখোশ পরে ফেললে। আমার অস্তিত্ব একমুহূর্তে ভুলে গেলে। একদিকে আক্রোশ, অন্যদিকে লজ্জা—আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কলকাতায় থাকলে যদি তোমার কোন ক্ষতি করে ফেলি এই ভয়ে চাকরি নিয়ে আগরতলায় পালিয়ে বাঁচলাম। নিজের সম্মান আর আত্মীয়স্বজনের কাছে হাততালি কুড়নোর লোভ তোমার কাছে এত বড় হয়েছিল ! সেদিন আমি তোমাকে প্রশ্ন করিনি আমার সঙ্গ যদি এত অসম্মানের হয় তাহলে এসেছিলে কেন ? এরপর বুঝতে পারছ আমার মনের অবস্থা, তবুও একটু একটু করে তোমাকে মন থেকে মুছে ফেলেছি। ঈশ্বর আমাকে দয়া করেছেন।' হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আর কিছু বলবে ?'

'তুমি জান না, এর শাস্তি আমি পেয়েছি, চিত্রলেখা !'

'শাস্তি ? কিসের শাস্তি ?'

'হ্যাঁ, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে চিত্রলেখা, আজ আমি শত্রুপুরীতে বাস করছি।

আমার মেয়ে আলাদা থাকে। একা। কাউকে কেয়ার না করে। ইচ্ছেমত জীবনযাপন করছে। আমার ছেলে এখন মেয়েমানুষ আর মদ বেশী পছন্দ করে। এতদিন এইরকম ছিল। এখন তারা আমার সম্পত্তি, টাকাপয়সার দিকে হাত বাড়িয়েছে। আমাকে ঠকিয়ে সেগুলো দখল করতে তাদের আর দ্বিধা হচ্ছে না। তুমি বুঝতে পারছ না এইভাবে চললে আর কিছুদিনের মধ্যে আমি খুন হয়ে যাব! যে লোকটা আমার শত্রু, আমার প্রতিযোগী, তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমারই ছেলে। শুধু তাই নয়, আমারই কোম্পানির ডিরেক্টর হয়েও সে ঘুষ নিচ্ছে পার্টির কাছ থেকে। এসব আমার শাস্তি নয়, বল?'

চিত্রলেখা মাথা নামিয়ে বলল, 'এসব এখন আমাকে শুনিয়ে কি লাভ বল! কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে? তুমি আমাকে বিয়ে করলে না কেন?'

আদিনাথ অবাক হয়ে বললেন, 'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ। স্ত্রী মারা যাওয়ার দু-চার বছর বাদেও তোমার বয়স ছিল। তখন স্বচ্ছন্দে ছেলেমেয়ের দেখাশোনার দোহাই দিয়ে কাউকে ঘরে আনতে পারতে!'

আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'আমার সম্পর্কে তুমি এমন ভাবতেই পার। আজ আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না। প্রতিদিন ঘুমের ওযুধ খেয়ে শুই, তবু মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। বড় জ্বালা, বড্ড কষ্ট চিত্রলেখা! মাঝে মাঝে এত অসহায় লাগে নিজেকে!'

চিত্রলেখা মুচকি হেসে বললেন, 'সত্যি, তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। সেদিন যে মেয়েটা প্রতারিত হয়ে একা একা দিনরাত কেঁদে ভাসিয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে যার বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল তার কথা একবার ভেবেছিলে?'

চিত্রলেখার মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে আদিনাথ বললেন, 'ভেবেছি। আর ভেবেছি বলেই এখন আমি তাকে গভীরভাবে অনুভব করি।'

'কিন্তু সময়টা যে বড্ড বেশি এগিয়ে গেছে! এসব কথা ভেবে কি লাভ বল?'

'তুমি এতটা পাল্টে গেলে কি করে, চিত্রলেখা?'

'বাঃ অদ্ভুত কথা বললে তো! তোমার সমস্যা তোমাকেই সমাধান করতে হবে।'

আদিনাথ কিছুটা হতাশ হয়ে বললেন, 'ও! তাহলে তো এসব কথা শুনে তোমার খুশী হবার কথা।'

চিত্রলেখা মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'প্রফেসর রায় এলে বলে দিও, আমি এসেছিলাম। এখন চলি—'

চিত্রলেখা পেছন ফিরতেই আদিনাথ বললেন, 'তুমি কি সত্যি চলে যাচ্ছ?'

চিত্রলেখা আবার ফিরে আদিনাথের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আর কি এখানে থাকার প্রয়োজন আছে?'

'কিন্তু আই নিড ইউ, চিত্রলেখা! বিশ্বাস কর আজ আমার চারপাশে এত অন্ধকার, এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সত্যিকারের একজন বন্ধু দরকার। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে আজ আমি সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত।'

'সে কি! তোমার ছেলেমেয়ে? তোমার ব্যবসা?'

'আর কোন মোহ আমার নেই। আমি সবকিছু ত্যাগ করেছি। তুমি আমাকে আশ্রয় দাও, প্লিজ!'

চিত্রলেখার মুখে আবার করুণ হাসি দেখা গেল, 'সবই কপাল। যার নিজের পায়ের তলায়

মাটি নেই তার কাছে তুমি আশ্রয় চাইছ ? তবে এত কথা বললে বলেই বলছি, যদি তুমি সত্যিই মোহ এবং মায়ামুক্ত হও, তাহলে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিজেকে নিয়ে থাকার চেষ্টা করো, আমি বা প্রফেসার রায় যেমন রয়েছি।'

'সব কিছু সবার জন্য নয়, চিত্রলেখা। আর তোমার বা প্রফেসারের মত মনের জোর আমার নেই।'

এবারে চিত্রলেখা বেশ শব্দ করে হেসে বললেন, 'মেয়েদের কাছে নিজেদের দুর্বল বলা পুরুষদের একটা পুরোনো অস্ত্র।'

আদিনাথ মনে জোর পেয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি যা বললে আমি তাই করব।'

চিত্রলেখা সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল, 'না। আমি বললাম বলেই যে তোমাকে করতে হবে এটা ঠিক নয়।'

'তাহলে তুমি আমাকে একটা কথা দাও!'

'বল কি কথা ?'

'এখন থেকে সরাসরি যোগাযোগ করলে বল তুমি আপত্তি করবে না ?'

'এ প্রশ্নের উত্তর এখনই দেওয়া তো সম্ভব নয়। একটু ভাববার সময় দিতে হবে।'

'সে কি! তোমাকে ভাবতে হবে!'

চিত্রলেখা এবার একটু ভেবে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আজ তুমি একথা বলতে পারছ কারণ তোমার চারপাশে বিশ্বাস করার কেউ নেই। থাকলে অবশ্যই পারতে না। কিন্তু এতগুলো বছরে আমিও অন্য মানুষ হয়ে যেতে পারি, অথবা আমার জীবনে অন্য মানুষ আসতে পারে, সে কথা একবারও ভাবছ না কেন ?'

আদিনাথের ভয়ে এবং সন্দেহে গলা কেঁপে উঠল, 'চি-ত্র-লে-খা!'

'কি ব্যাপার! অবাক হয়ে গেলে কেন ? আচ্ছা এটা কি একদম অস্বাভাবিক ? একমাত্র জন্মগত সম্পর্কগুলো সময় গ্রাস করতে পারে না। যতই অনাদর কর, অবহেলা কর, মা বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক একই জায়গায় পড়ে থাকে। কিন্তু তৈরী করা সম্পর্কগুলো যত্ন চায়। নইলে সে তার চেহারা বদলায়। তুমি বললে, ঠিক আছে, আমি ভাবব। আমি এলাম।'

আদিনাথ হঠাৎ বললেন, 'আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি ?'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'আর একটা কথা, তবে তোমার কথা শোনার পর মনে হচ্ছে অবান্তর হয়ে যাবে, তবুও—'

চিত্রলেখা মাথা নেড়ে বলল, 'বলতে পার।'

আদিনাথ পকেটে হাত ঢুকিয়ে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কি জান চিত্রলেখা, আমার কেবলই মনে হচ্ছে সময় বুঝি আর বেশিদিন নেই। ইদানীং মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছি আমি। তাই—' বলে পকেট থেকে ভাঁজ করা ফর্মগুলো বের করে বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, তোমাকে নমিনি করে যাব।'

চিত্রলেখা সঙ্গে সঙ্গে দু-পা পিছিয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'পাগল! ভুলেও অমন কাজ করো না। যৌবনে যে সাদা শাড়ি পরে এল, বৃদ্ধা হলে কি তাকে বেনারসী পরানো যায় ? আসছি।'

আর এক সেকেণ্ডও অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আদিনাথ কিছুক্ষণ তার চলার গতি লক্ষ্য করে ফর্মগুলো দু টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

অমিতাভর কথামত পরের দিনই সকালে কৃশানু গৌরীর ফ্ল্যাট-এ পৌঁছল। বেল টিপতেই কাজের লোক এসে দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেল।

কৃশানু জিজ্ঞেস করল, 'গৌরী দেবী আছেন ?'

কাজের লোকটি সন্দেহ প্রকাশ করল, 'কি দরকার ? দিদি এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।'

কৃশানু বুঝিয়ে বলল, 'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ? উনি নিজেই আমাকে ডেকেছেন। তুমি শুধু গিয়ে বল, আমি এসেছি। আর তুমি আমাকে আগে এখানে দ্যাখনি ?'

কাজের লোকটি চোখ নামিয়ে বলল, 'দেখব না কেন ? আসলে রবিদা মারা গিয়েছে। আর তারপর থেকেই—। ঠিক আছে, আপনি দাঁড়ান, আমি বলছি—!'

কাজের লোকটি দরজা ভেজিয়ে ভেতরে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই গৌরী ঘরে ঢুকল। দরজা খুলে কৃশানুকে দেখেই বলল, 'আসুন!'

কৃশানুর মুখে একটা চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ঘরে ঢুকেই বলল, 'রবিবাবু, আজকের কাগজে—'

গৌরী কৃশানুর কথা থামিয়ে বলল, 'থাক। আমার বাড়িতেও কাগজ রাখা হয়। আপনি বসুন—'

গৌরীই প্রথমে কথা বলল, 'দাদার সঙ্গে গতকাল সন্ধ্যায় আপনার দেখা হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ। উনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।'

'তাহলে আপনি আমাকে একটা রাত টেনশনে রাখলেন কেন ?'

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'টেনশানে ?'

গৌরী একমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বলল, 'দেখুন কৃশানুবাবু, আমার সঙ্গে প্রেম করবার জন্য আমি আপনাকে এখানে ডাকিনি। আপনি আমাকে বলেছিলেন সেদিন বিকেলেই রবির ফ্ল্যাট থেকে আপনি চলে গিয়েছিলেন, অথচ দাদা আপনাকে অনেকে রাত্রে ওখান থেকে প্রিয়ংবদার সঙ্গে বেরুতে দেখেছে। কোনটা মিথ্যে ?'

কৃশানু কিছুমাত্র চিন্তা না করেই বলল, 'দুটোই সত্যি। তবে শুনুন, প্রিয়ংবদা আমাকে একজন নতুন ক্লায়েন্ট দেবেন বলেছিলেন, তাই আমি রাত্রে ওঁর ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলাম।'

বাকিটা গৌরী বলল, 'তারপর প্রিয়ংবদা আপনাকে পৌঁছে দিতে গেল তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর সেই পৌঁছে দেওয়া শেষ হল রাত দুটো নাগাদ যখন আপনি বাড়ি ফিরে দাদাকে দেখলেন ? তাহলে এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?'

কৃশানু রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, গৌরী দেবী ?'

গৌরী এবার আস্তে আস্তে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'শুনুন তাহলে। দাদা আপনাকে অত রাত্রে তুলে নিয়ে প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট বাড়ীতে গেল ফর্ম আনতে। কারণ আপনি নাকি ভুল করে ফর্মগুলো ফেলে এসেছিলেন। আর আপনি একজন ভদ্রমহিলার ফ্ল্যাট-এ স্বচ্ছন্দে রাত তিনটের সময় ঢুকে আধঘণ্টা গল্প করে ফর্ম নিয়ে বেরিয়ে এলেন! কি, ঠিক বলছি তো ?'

কৃশানু কথাটাকে স্বীকার করে বলল, 'আপনার দাদা আমাকে বাধ্য করেছিলেন।'

'ঠিক আছে। কিন্তু প্রিয়ংবদা অত রাত্রে আপনাকে আপ্যায়ন করল কেন ?'

'প্রথমে বেশ অবাক হয়েছিলেন। তবে ববিবাবু তখনও বাড়ি ফেরেননি দেখে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর ঘুমও আসছিল না।'

গৌরী কৃশানুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। দেখুন কৃশানুবাবু, আপনি যদি সত্যি কথা না বলেন তাহলে আমি ব্যাপারটাকে পুলিসকে জানাতে বাধ্য হব। আর এটা ঠিক, ববি খুন হয়েছে, পুলিস ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই খুনীকে ধরার চেষ্টা করছে।'

কৃশানু আশ্চর্য হয়ে গেল, 'আমি বুঝতে পারছি না, ববিবাবু খুন হয়েছেন, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?'

'আপনি কিন্তু আবার ভুল করছেন। যে রাত্রে ববি মিসিং ছিল সেই রাত্রে আপনারা সন্দেহজনক আচরণ করেছেন। আমাকে মিথ্যে কথা বলেছেন।'

কৃশানু এবার বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে যদি আপনার সন্দেহ হয় তাহলে প্রিয়ংবদা দেবীকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

গৌরী চেঁচিয়ে উঠল, 'সি ইজ এ বিচ্ ! আচ্ছা কৃশানুবাবু, আমি যখন ওর ফ্ল্যাট-এ ববির খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম তখন কি আপনি ভেতরে ছিলেন ?'

'এসব কি বলছেন ? যারা আমাকে চেনে না তারা কেন ভেতরের ঘরে যেতে দেবে ? এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

সঙ্গে সঙ্গে গৌরী তাকাল কৃশানুর মুখের দিকে।

'হ্যাঁ, ববিবাবু তো আপনাকে মারধোর করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ? আপনি ওঁর ওপর খুব রেগে গিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎই উনি কোথায় আছেন খোঁজ করতে প্রিয়ংবদা দেবীর ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলেন কেন ?'

গৌরী একটু নার্ভাস হয়ে গিয়ে বলল, 'আমি সামনাসামনি কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'শুনুন গৌরীদেবী, আমার কথা পুলিসকে বললে এই কথাটাও বলবেন।'

'তার মানে ?'

'মানেটা বুঝতে পারছেন না ? মার খাওয়ার পর জ্ঞান ফিরে এলে আপনি প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এটা জানলে পুলিস কিন্তু প্রথমে আপনাকেই সন্দেহ করবে।'

গৌরী মনে মনে একটু ভয় পেলেও তা প্রকাশ না করে বলল, 'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?'

কৃশানু খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'মোটেই না। সে ক্ষমতা আমার নেই। আপনাদের অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে—সে তুলনায় আমি কি ? কিস্যু না !'

ওদের কথার মাঝেই আচমকা কলিংবেলটা বেজে উঠল। কাজের লোকটি যাওয়ার আগেই কৃশানু উঠে গিয়ে দরজা খুলল। দরজার বাইরে মিস কল্পনা মিত্র—সুপ্রভাত কাগজের সাংবাদিক।

কৃশানু কিছু বলার আগেই মিস মিত্র বলল, 'নমস্কার। আমাকে চেনেন কিনা জানি না, আমি সুপ্রভাত কাগজ থেকে আসছি।'

এবার গৌরী উঠে গিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

মিস মিত্র বলল, 'আপনার সঙ্গে দুটো বিষয় নিয়ে একটু আলোচনার ছিল।'

গৌরী দুঃখপ্রকাশ করে বলল, 'সরি, আমি এখন খুব ব্যস্ত। আপনি দয়া করে পরে ফোন করে আসবেন।'

মিস মিত্র বোঝাল, 'আমি মাত্র কয়েক মিনিট সময় নেব!'

অগত্যা গৌরী কাঁধ নাচিয়ে বলল, 'আসুন!'

মিস মিত্র ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কৃশানু গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তাহলে আসি এখন?'

গৌরী বাধা দিয়ে বলল, 'না। আপনার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়নি। আপনি বসুন'— বলে মিস মিত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আপনি বলুন—'

মিস মিত্র সোফায় বসে গৌরীকে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই খবরের কাগজে দেখেছেন আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ববি খুন হয়েছেন! ওঁর মৃতদেহ বাইপাসের কাছে পাওয়া গিয়েছে।'

গৌরী ধীরে মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি। কিন্তু ববি যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ তথ্য আপনি পেলেন কোথায়? আমি তাকে চিনতাম এই পর্যন্ত।'

'দেখুন গৌরীদেবী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলে ববি প্রায় প্রতিদিন আপনার বাড়িতে আসতো না। আপনার শো-এর জন্যে টাকা তুলতে এফর্ট দিত না। আপনি খবরের কাগজে দেখেছেন, ববির মৃতদেহের কাছাকাছি আরও একটা মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে! সেটা একজন নামকরা নেতার। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে উঠেছে।'

গৌরী শুনে বলল, 'তা আমি কি করতে পারি?'

মিস মিত্র বললেন, 'রহস্য সমাধানে সাহায্য করতে পারেন।'

গৌরী মৃদু হেসে বলল, 'এটা তো পুলিসের কাজ, পুলিসকেই করতে দিন না!'

গৌরীর যুক্তিকে মেনে নিয়ে মিস মিত্র বলল, 'নিশ্চয়ই। তবে খবরের কাগজের দায়িত্ব থাকে পাঠককে সঠিক খবর জানানোর। আচ্ছা ববি খুন হতে পারে বলে কি অনুমান করেছিলেন?'

'না।'

'কে খুন করতে পারে বলে মনে হয়?'

'জানি না।'

'আচ্ছা, ববির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ঠিক কি রকমের বলুন তো?'

'কেন, আপনিই তো বললেন, বন্ধুত্বের!'

মিস মিত্র এতটুকু বিরক্ত না হয়ে আবার বলল, আপনাদের এই বন্ধুত্বের খবর প্রিয়ংবদা দেবী মেনে নিয়েছিলেন?'

গৌরী এবার একটু রেগে গিয়ে বলল, 'তার মানে?'

মিস মিত্র এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'এটা তো স্বাভাবিক, কোন বিবাহিত মহিলাই তার স্বামী অন্য একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে মেনে নেবে না।'

'কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, প্রিয়ংবদা আমারও বন্ধু।'

'সে তো ঠিকই। আচ্ছা, শেষ কখন আপনি ববির খবর পেয়েছেন?'

গৌরী কৃশানুকে দেখিয়ে বলল, 'ববি ওর বাড়ি থেকে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বিকেল নাগাদ বেরিয়ে গিয়েছিল।'

মিস মিত্র অবাক হয়ে কৃশানুর মুখের দিকে তাকাতে কৃশানু একটু অস্বস্তি বোধ করল।

মিস মিত্র বলল, 'আপনার নামটা জানতে পারি ?'
কৃশানু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'কৃশানু, কৃশানু দত্ত।'
'আপনি কি ববির বন্ধু ?'
'না-না। আমার সঙ্গে আগে আলাপ ছিল না।'
এবার গৌরী বলল, 'উনি একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট। ববি বোধহয় ওঁকে ইনসিওরেন্স করানোর জন্যে বাড়িতে ডেকেছিল, তাই না কৃশানুবাবু ?'
মিস মিত্র অবাক হয়ে বলল, 'আচ্ছা ! ববি জীবনবীমা করিয়েছেন ? তা কতদিন আগে ?'
কৃশানু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না, না। সেরকম কোন ব্যাপার নয়—' বলে আড়চোখে গৌরীর দিকে দেখে নিল।
মিস মিত্রের একটু সন্দেহ হতে বলল, 'তাহলে ব্যাপারটা কিরকম ?'
গৌরী উত্তর দিল, 'ববি একবার ইনসিওরেন্স করাবার কথা ভেবেছিল, আমাকে বলেওছিল, আমি তাই কৃশানুবাবুকে বলেছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে।'
'ও, তাহলে আপনাদের আগেই আলাপ ছিল ?'
'হ্যাঁ, তা ছিল। কারণ কৃশানুবাবু আমার বাবার ইনসিওরেন্স করেছেন।'
হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে মিস মিত্র বললেন, 'আচ্ছা আপনার বাবা তো আদিনাথ মল্লিক ? উনি এই বয়সে ইনসিওরেন্স করাচ্ছেন ?' কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি তো করছেন বললেন ?'
কৃশানুর উত্তর দেবার আগে গৌরী বলল, 'মিস মিত্র, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কি চাইছেন ? দেখুন, ববির মৃত্যুর ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন, অতএব যা জানতে চান তাই বলুন ! অন্য কোন ব্যাপারে কথা বলার তো প্রয়োজন নেই !'
মিস মিত্র মাথা নিচু করে বলল, 'আমি দুঃখিত। একটা কথা, ববির স্ত্রী প্রিয়ংবদা দেবী প্রথমে পুলিসকে বলেছিলেন যে, ববির সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার অল্প পরেই তিনি উল্টো স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি ?'
গৌরী স্পষ্টই জানাল, 'ববির ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারব না।'
'অথচ আপনারা ঘনিষ্ঠ ছিলেন ?'
গৌরী চেঁচিয়ে উঠল, 'কি তখন থেকে ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ বলে চলেছেন ? আমার একটা সম্মান আছে, আমার বাবা একজন প্রতিষ্ঠিত মানুস। এভাবে বলবেন না।'
মিস মিত্র বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, গৌরী দেবী ? দেখুন, ববি খুব সামাজিক মানুষ ছিল না। সে এখানে প্রায়ই আসত। আপনার মত সম্মানিত মহিলা সেটাকে প্রশ্রয় দিতেন। আপনার বাবার কাছে না থেকে আপনি একা থাকেন। ফলে প্রশ্নগুলো উঠছে। এর পর পুলিস আসবে আপনার কাছে। আপনি কিন্তু চেষ্টা করলেও ববির ব্যাপারে নিজেকে আলাদা করতে পারবেন না !'
গৌরী বলল, 'বলুন, আপনি কি জানতে চান ?'
'দেখুন গৌরী দেবী, প্রশ্নটা একটু তির্যক মনে হলেও দয়া করে ভেবে দেখুন ! আপনাদের এই ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে না পেরে প্রিয়ংবদা রিভেঞ্জ নিয়েছেন বলে কি আপনার মনে হয় না ?'
গৌরী স্পষ্টই বলল, 'না। কারণ এ ব্যাপারে ওর মনে সন্দেহ থাকলে সরাসরি আমার

সঙ্গে কথা বলত। আশা করি আপনার আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই। কিছু মনে করবেন না, আমরা একটা জরুরী ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম, সেটা শেষ করা দরকার।'

মিস মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। দেখুন, গতকাল থেকে ববি সম্পর্কে আমরা যা তথ্য পেয়েছি তা সুস্থ মানুষের নয়।'

গৌরী রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'ববির মৃত্যুতে কি আপনার কোন লাভ হয়েছে?

গৌরী প্রচণ্ড চিৎকার করে বলল, 'কি? আপনি রিপোর্টার বলে যা খুশী তাই বলতে পারেন না? কোন কাগজ থেকে এসেছেন বললেন?'

'সুপ্রভাত। আর একটা কথা, ববির বিশেষ বন্ধু হয়েও তার মৃত্যুর পর আপনাকে একটুও শোকগ্রস্ত দেখাচ্ছে না, উল্টে বাবার ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর সঙ্গে জরুরী আলোচনা করছিলেন—ও কে! প্রয়োজনে আবার আসব কিন্তু।'

কৃশানুর দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিস মিত্র বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী সোফায় বসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

কৃশানু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আপনি ওঁকে আমার পরিচয় কেন দিতে গেলেন?'

'বাট হোয়াই?'

'আসলে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না।'

গৌরী মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'যুধিষ্ঠির! প্রিয়ংবদার সঙ্গে অত রাত্রে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে শুনুন, প্রিয়ংবদা সে রাত্রে খুব টেনশনে ছিলেন ববিবাবুর জন্যে। আমাকে বললেন কলকাতার ফাঁকা রাস্তায় হাওয়া খেতে চান। একা গাড়ি চালানো ঠিক নয় বলে আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন।'

গৌরী হাত নেড়ে বলল, 'বাঃ, সঙ্গে যেতে বলল আর চলে গেলেন?'

এবার কৃশানু কথাটা একটু অন্যভাবে বলল, 'দেখুন গৌরী দেবী, আমি তো বিয়ে-থা করিনি, কোন বান্ধবীও নেই, প্রিয়ংবদা দেবীর মত সুন্দরী মহিলা ওইরকম প্রস্তাব দিলে—। আচ্ছা আমাকে নিশ্চয়ই বৃদ্ধ বলে মনে হয় না?'

গৌরী অবাক হয়ে বলল, 'সর্বনাশ! আপনি কি শেষপর্যন্ত প্রিয়ংবদার প্রেমে পড়ে গেলেন নাকি?'

গৌরীর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে কৃশানু বলল, 'দূর! সেটা কি করে সম্ভব? তখনও তো ওঁর স্বামী জীবিত ছিল।'

গৌরী বলল, 'তাহলে ওর স্বামীর মৃত্যু আপনার কাম্য হলেও হতে পারে?'

'আরে আপনি তো বেশ! কথা ঘুরিয়ে নিজের ট্র্যাকে ফেলছেন কেন? প্রিয়ংবদা দেবী যে সুন্দরী—'

গৌরী প্রতিবাদ করল, 'সুন্দরী? ওকে সুন্দরী বলে? ফিগার বলে কিছু আছে ওর? বাংলা ফিল্মে ও করে খাচ্ছে, আর তাতেই আপনার মাথা ঘুরে গেল? সত্যিকারের সুন্দরী মেয়ের ধারেকাছে আপনি কি কখনও যাননি?'

'স্বীকার করছি, যাই নি।'

গৌরী নিজেকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমাকে কি আপনার কুৎসিত লাগে ?'

কৃশানু ইতস্তত করে বলল, 'এ্যাঁ ! না, না। আপনাকে নিয়ে ওসব ভাবার সাহসই হয়নি। আপনার বাবা যা রাগী ! তার ওপর তিনি আমার ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্টের মেয়ে মানে তো নিজের আত্মীয়া। তাছাড়া ববিবাবু আপনার বন্ধু। উনি যেরকম হাত চালান তাতে—'

'শুনুন কৃশানুবাবু, ববি আমার বন্ধু নয়। আমিও আপনার আত্মীয়া নই। আমি শুধু আপনাকে একটা কথাই বলতে চাই। প্রিয়ংবদার নিত্যনতুন ছেলে লাগে। দুদিন পরেই ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাই একটু সাবধানে মিশবেন। নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। এখন বলুন তো, আপনি দ্বিতীয়বার যখন ওই ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলেন তখন কি প্রিয়ংবদা আপনাকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল ?'

'না।'

'আমার ধারণা গেলে দেখতে পেতেন ববির ডেডবডি হয়তো সেখানেই পড়ে আছে।'

কৃশানু চমকে উঠল, 'এ কি বলছেন ?'

'এটা কিন্তু আমার সন্দেহ।'

'কিন্তু আপনার এরকম সন্দেহের কারণ ?'

গৌরী একটু থেমে কৃশানুর কাছে এসে বলল, 'সেটা জানলে বুঝতে পারব আমি কতখানি সত্যবাদী ? ঠিক আছে কৃশানুবাবু, আপনি এখন যেতে পারেন।'

কৃশানু দরজার কাছে পৌঁছতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। গৌরী গিয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো ! হ্যাঁ, আমিই বলছি। ডবলু বি জিরো নাইন ফোর ? না, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কি, কি বললেন ?'

ইতিমধ্যে কৃশানু ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এদিক-ওদিক দেখে এগিয়ে একটা টেলিফোন বুথের কাছে এগিয়ে গেল। আবার তাকাল চারদিক। কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে বুথের মধ্যে ঢুকে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল।

গৌরীর ফ্ল্যাট-এ কৃশানুকে দেখে এবং ওদের কথাবার্তা শুনে মিস মিত্রের সন্দেহ হয়েছিল। তাই গৌরীর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে তিনি একটা নির্জন জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন। উদ্দেশ্য কৃশানুকে ফলো করা। এইমাত্র কৃশানুকে টেলিফোন বুথে ঢুকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

ততক্ষণে কৃশানু টেলিফোনে কথা বলা শুরু করেছে, 'ম্যাডাম, পরশু ভোরবেলায় চা ভাল হয়েছিল।'

অন্য দিক থেকে প্রিয়ংবদার গলা ভেসে এল, 'বুঝতে পেরেছি'—বলে হাসতে লাগল।

এবার কৃশানু অন্য কথা বলল, 'আচ্ছা, আপনার গাড়ির নম্বর কি ডব্লু বি জিরো নাইন ফোর ?'

'না। ডব্লু বি জিরো জিরো ফোর নাইন।'

কৃশানু গলাটাকে যতটা সম্ভব নরম করে বলল, 'একটু এদিক-ওদিক হলেও, ওরা মনে হচ্ছে নাম্বার পেয়ে গেছে !'

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞেস করল, 'কারা ?'

'মহাদেববাবুর স্ত্রী।'

'ম-হা-দে-ব ? ও, হ্যাঁ, গুড ! কি করে জানলেন ?'

কৃশানু বলল, 'এইমাত্র ফোনটা এল।'

'কার ফোন ?'

'ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'ও, তাহলে আমার মাসতুতো ভাই মজা করেছে। ওকে আপনার মনে নেই। মাথায় একটু ছিঁট আছে। শুনুন, মা বলেছে আপনার যে বন্ধু ফিল্মে নামতে চায় তাকে সুযোগ দিতে। ঠিক আছে, তাকে কাল একবার দেখা করতে বলবেন।'

'ও কে—' বলে কৃশানু রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসার মুখে মিস মিত্রের সঙ্গে সামান্য ধাক্কা হতে মিস মিত্র 'উঃ !' বলে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কৃশানু লজ্জা পেয়ে বলল, 'সরি, বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি দেখতেই পাইনি।'

এবার মিস মিত্রও অবাক হয়ে বলল, 'আরে. একটু আগে আপনাকে গৌরীদেবীর ফ্ল্যাটে দেখলাম না ?'

কৃশানু মিস মিত্রের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ। আপনিই তো সেই রিপোর্টার। আচ্ছা চলি।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস মিত্র বললেন, 'আরে দাঁড়ান দাঁড়ান ! আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ?'

'বাড়ি। সকাল দশটায় একটা অফিসে যেতে হবে।'

মিস মিত্র বললেন, 'থাক, এখন আর ফোন করব না। চলুন।'

কিছুটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ মিস মিত্র থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, আপনি গৌরীদেবীর বাড়ি থেকে ফোন না করে এখানে এলেন কেন ?'

'আসলে তখন ফোন করার কথা খেয়াল হয়নি।'

'ও। আপনি কতদিন ধরে ইনসিওরেন্স করছেন ?'

'বেশীদিন নয়।'

মিস মিত্রের কৌতূহল ক্রমশ বাড়তে লাগল। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম পান ? প্রচুর ?'

'দূর ! কেউ ইনসিওরেন্স করতে চাইত না, আমার বস তো খেপে গিয়েছিল খুব, শেষে এই আদিনাথ মল্লিকের কেসটা পেয়ে প্রাণে বেঁচেছি।'

'আচ্ছা, ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হল কি করে ?'

কৃশানু এবার মনে সাহস এনে বলল, 'বাঃ, আমি তো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম !'

মিস মিত্র বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'আর বিজ্ঞাপন দেখে কি উনি আপনার কাছে চলে গেলেন ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

মিস মিত্র এবার হেসে বললেন, 'আপনার ভাগ্য খুবই ভাল। তা এ্যামাউন্টটা কত ?'

কৃশানু এবার মাথা নেড়ে বলল, 'দেখুন, আমার ক্লায়েন্ট চাইবেন না তাঁর গোপন খবর আমি খবরের কাগজকে জানিয়ে দিই !'

মিস মিত্র প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে করলেন, 'ঠিক আছে। তাহলে ববি কত টাকার ইনসিওরেন্স করেছে ? এখন যখন ও মারা গিয়েছে, আশা করি আপনার বলতে কোন আপত্তি হবে না ?'

কৃশানু বলল, 'ববিবাবু কিছুই করেন নি।'

'তাহলে আপনি ওর বাড়িতে গেলেন কেন ?'

কৃশানু মিস মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করছেন বলে মিথ্যে বলছি, চেষ্টা করে বলতে বাধ্য হচ্ছি। উনি আমার একটা ব্যাগ ভুল করে গৌরীদেবীর ফ্ল্যাট থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা ফেরৎ আনতেই আমাকে যেতে হয়েছিল।'

মিস মিত্র জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি মিথ্যে কথা ?'

'আপনি যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আপনার ব্যাগটা ও কোথায় পেয়েছিল ?'

কৃশানু সত্যি কথাটাই বলল, 'গৌরী দেবীর ফ্ল্যাট-এ।'

মিস মিত্র সঙ্গে সঙ্গে কি ভেবে বলল, 'গৌরী দেবীর ফ্ল্যাট-এ তাহলে আপনারা তিনজনেই ছিলেন ? সেটা কখন ?'

কৃশানুর আর ভাল লাগছিল না কথা বলতে। তাই কোনরকমে বলল, 'বিকেলবেলায়। আচ্ছা চলি— !'

মিস মিত্র বলল, 'আর একটা কথা কৃশানুবাবু, আপনার কি খুব তাড়া আছে ? দযা করে যদি আপনার ঠিকানাটা লিখে দেন এইখানে !' বলে ব্যাগ থেকে ছোট ডায়েরিটা কৃশানুর সামনে রাখল।

কৃশানুও আর কোন কথা না বলে ডায়েরিটা হাতে নিয়ে লিখে দিল, কৃশানু দত্ত.........

॥ ২৪ ॥

প্রফেসর রায়ের বাড়িতে চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে আদিনাথের মনের মধ্যে হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা দিল। এত বড় বাড়িতে একা একা থাকা তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রফেসার রায়ের কথাটাও মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয। সত্যিই তো, এই বয়সে আর কেন সংসারে জড়িয়ে থাকা ? ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে। তিনি ঠিকই করেছেন, আর নয, এবার সবকিছু ত্যাগ করে নিজের মত থাকবেন। তাই অনেকদিন অপেক্ষা করার পর হঠাৎ তিনি ছেলেমেয়েদের এবং নীলাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আদিনাথ সেদিন তাঁর নিজের ঘরে পায়চারি করছিলেন। দুটো হাত পেছনে। জানলার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। এমন সময় নীলা ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে ডাকল, 'বাবা !'

আদিনাথ ওই অবস্থাতেই বললেন, 'বসো !'

নীলার কেমন যেন সন্দেহ হল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনার কি শরীর খারাপ ?'

'হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন, বউমা ?'

নীলা লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, মানে আজ ব্রেকফাস্ট খেতে গেলেন না, তাই—'

আদিনাথ মুখে একটা ছোট শব্দ করে বললেন, 'বউমা, আমি যখন নিয়ম ভাঙ্গি তখন জানবে তার পেছনে যথেষ্ট কারণ থাকে। তবে আমি অসুস্থ নই।' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার স্বামী এবং দেওর কোথায় ? তোমাদের তিনজনকেই ডেকেছিলাম এখানে !'

নীলা মাথা নিচু করে বলল, 'ও আসছে।'

আদিনাথ ঘরের এককোণে রাখা চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন যাতে সবাইকেই দেখতে পান।

নীলা আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি কিছু হয়েছে বাবা ?'

আদিনাথের কিছু বলার আগেই অমিতাভ ও অরুণাভ ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'তোমরা বসো !'

অমিতাভই প্রথমে কথা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি অসুস্থ।'

আদিনাথ চোখ বন্ধ করে বললেন, 'তুমি তাহলে এখনও পরিবারের লোকজন সম্পর্কে ভাব ?'

অমিতাভ ঠিক বুঝতে না পেরে নীলার দিকে আড়চোখে তাকাল। নীলার মুখও খুব গম্ভীর তখন।

সবাই চুপচাপ রয়েছে দেখে অরুণাভ এবার ডাকল, 'বাবা !'

আদিনাথ চোখ বন্ধ করা অবস্থাতেই বললেন, 'আর দু-মিনিট অপেক্ষা কর ! আরেকজনকেও খবর দিয়েছি। তারও থাকা দরকার, কারণ সেও এই পরিবারের একজন। তবে সে যদি না আসে, তাহলে তাকে বাদ দিয়েই—'

কথা শেষ হবার আগেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই গৌরী বলল, 'গুড মর্নিং বাবা !'

আদিনাথ বললেন, 'মর্নিং ! বসো।'

গৌরী প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বাবা ? হঠাৎ এই জরুরী তলব ?'

আদিনাথকে চুপচাপ দেখে নীলার দিকে তাকিয়ে গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ?'

এবার আদিনাথের গলা শোনা গেল, 'আমি যখন তোমাদের ডেকেছি তখন উত্তরটা তোমার বউদি কি করে দেবেন গৌরী ? দ্যাখো, এখন তোমরা বড় হয়েছ, যথেষ্ট সাবালক। এইখানে পৌঁছতে যা যা প্রয়োজন আমি বাবা হয়ে তোমাদের তা দিয়েছি। তোমাদের মা মারা যাওয়ার পর ব্যবসার বাইরে সমস্ত সময় আমি তোমাদের জন্য খরচ করেছি। এ ব্যাপারে তোমাদের কিছু বলার আছে ?'

বাবার এই প্রশ্নে ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকালো। কারও মুখে কোনও উত্তর এলো না।

হঠাৎ অমিতাভ মাথা নিচু করে বলল, 'এই কথাটা বাবা আপনি অনেকবার বলেছেন !'

আদিনাথ এবার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বলতে চাইছ ?'

'না, আসলে কেউ কিছু করে যদি বারংবার সেটা বলে, তখন মনে হয়—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আদিনাথ বললেন, 'কাজটা করার জন্যে তার আফসোস হচ্ছে ?'

অমিতাভ একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'ঠিক তা বলতে চাইছি না।'

'দ্যাখো অমিত, আমি মারা গেলে আমার ব্যবসা, পার্সোনাল এ্যাকাউন্টস, সমস্ত সম্পত্তির অধিকার তোমরাই পাবে। এই অধিকার তোমরা পাচ্ছ জন্মসূত্রে। তাই তো ? কিন্তু আমি বেঁচে থাকতেই তোমরা কেন আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে ?'

অমিতাভ চমকে উঠে বলল, 'প্রতারণা ? কি বলছেন আপনি ?'

আদিনাথের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল, 'বাঃ, গুড ! তুমিই প্রতিবাদটা করলে ? তবে শোন, হ্যাঁ প্রতারণাই। আর সেটা যে তুমি অনেকদিন ধরেই করছ আমি বুঝতে পেরেছি।

এই কোম্পানির একজন ডিরেক্টর হয়েও পার্টিদের কাছে টাকা নিচ্ছ তাদের কিছু ফেসিলিটিস পাইয়ে দিয়ে। নিচ্ছ না ?'

উত্তরে অমিতাভ হাত নেড়ে কিছু বলতে গেলে আদিনাথ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি জেনে রাখো, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে এসব আমার পক্ষে অসহনীয় মনে হলেও আমি কিছু বলিনি। এখানে তোমার স্ত্রী আছেন। তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক কথা আমার কানে আসে। তবে আমি মন্তব্য করতে চাইনি, এখনও চাইছি না, কারণ ও ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার স্ত্রীর দায়িত্ব বেশী। কিন্তু যখন শুনছি আমারই এক কর্মচারীর স্ত্রীর সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, যে কর্মচারী এখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে, তখন সেটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আদিনাথের কথা শুনে নীলা একবার আড়চোখে অমিতাভর দিকে তাকাল।

আদিনাথ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিল থেকে ফর্মগুলো হাতে নিয়ে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কৃশানু দত্তের কাছে কেন গিয়েছিলে ?'

অমিতাভ যথেষ্ট নিচু স্বরে বলল, 'আমার কৌতূহল হয়েছিল।'

'তাই নাকি ? শুধুই কৌতূহল না অন্য কিছু ?'

'ওই বয়সে ইনসিওরেন্স করালে কৌতূহল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।'

'ঠিক আছে, কিন্তু সেটা সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে বাইরের লোকের কাছে গেলে কেন ?'

'কারণ ইদানীং আপনি যে দূরত্ব রেখে আমাদের সঙ্গে চলেন তাতে আপনাকে প্রশ্ন না করাই আমার পক্ষে অভ্যেস হয়ে গেছে।'

অমিতাভর কথায় হঠাৎ রাগে ফেটে পড়েন আদিনাথ। চোখ বড় করে চেঁচিয়ে ওঠেন, বাজে কথা ! আমি তোমার মুখে আর একটিও বাজে কথা শুনতে চাই না ! শুধু কৌতূহল থাকলে তুমি কৃশানুকে টাকা দিয়ে আসতে না ! শুধু তাই নয়, তাকে বাড়ি-ফ্ল্যাট-এর লোভ দেখাতে না। আরও শুনতে চাও ? আমার ইনভেস্টমেন্ট-এর পুরো টাকার নমিনি হবার জন্য ওকে অসৎপথে যেতে বাধ্য করতে না !'

অমিতাভ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি কি বলতে চাইছেন ?'

আদিনাথ একটু থেমে বললেন, 'সেটা একটু পরে বলব। শুধু জেনো, তোমার মত একটি মস্তানের পিতা হিসেবে নিজেকে ভাবতে আমার এখন ঘেন্না লাগছে। বেআইনি পথে, বিনা পরিশ্রমে টাকা রোজগার করতে তোমার যা উৎসাহ তাতে আমাকে খুন করে ফেলতেও দ্বিধা করবে না।'

এবারে নীলা ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বা-বা !'

আদিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'ইয়েস বউমা ! কথাগুলো কোন বাবা তার ছেলের সম্পর্কে আনন্দে বলে না। তোমার সঙ্গে ওর ভেতরের সম্পর্ক কি আমি জানি না, কিন্তু যে হাতে একবার রক্ত লাগে সেই হাতকে বিশ্বাস করা বড় কঠিন।'

গৌরী এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অভিযোগের সুরে বলল, 'আপনি হয়তো ভুল করছেন বাবা ! আমার ধারণা বাইরের কোন লোকের কথায় বিশ্বাস করছেন। কোন প্রমাণ কি আছে ?'

আদিনাথ সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আমার লেখা চেকগুলোর তারিখ পাল্টে দিয়েছে কে ?'

গৌরী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'যে আপনাকে এসব বলেছে সেই করতে পারে!'

অমিতাভ আর অপেক্ষা না করে বলল, 'এরপর এই বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা ফালতু ইনসিওরেন্স-এর এজেন্টের কথায় বিশ্বাস করে আপনি নিজের ছেলেকে যে ভাষায় অভিযুক্ত করতে পারলেন সেটা একমাত্র আপনিই পারেন। কিন্তু যাওয়ার আগে আমার সমস্ত কনট্রিবিউশনের মূল্য আমি ফেরৎ চাই। আপনি জেনে রাখুন, আমি অসৎ হতে পারি কিন্তু এই শিক্ষা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি!'

আদিনাথ চকিতে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কি বললে তুমি? আমি তোমাকে অসৎ হতে শিক্ষা দিয়েছি?'

অমিতাভ বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'অনেক। এই কদিন আগে চাওলা আঙ্কলের ম্যানেজারকে হাত করে ওর এক্সপোর্ট-এর পুরো লট সাবস্ট্যান্ডার্ড করে দেননি আপনি? এটা কোন ডিকশনারিতে অত্যন্ত সৎ কর্ম হিসেবে লেখা হবে? বলুন, উত্তর দিন!'

অমিতাভর কথায় আদিনাথ মুচকি হেসে বললেন, 'বাঘ যখন তার বাচ্চাকে রক্ত খেতে শেখায় তখন তাকে প্রথমে হরিণের বাচ্চাকে মারতে হয়। সেটা তার বেঁচে থাকার যুদ্ধ। ব্যবসায়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সেই একই যুদ্ধে নামতে হয়। বড় নির্বোধের মত কথা বললে অমিতাভ!'

'আমাকে নির্বোধ করতে আপনার চিরকালই ভাল লাগে। ঠিক আছে, আপনি কি চান? কোম্পানি থেকে রিজাইন করি?'

আর এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে আদিনাথ বললেন, 'ইয়েস, মাই সন! তোমার জায়গায় আমি বউমাকে চাই!'

নামটা শুনেই নীলা চমকে উঠে বলল, 'আমি?'

আদিনাথ নীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি!'

অমিতাভ কোন প্রতিবাদ না করে বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে আমার প্রাপ্য মিটিয়ে দিন!'

'সেটা এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট হিসেব করছে।'

ছোট ছেলে অরুণাভ এতক্ষণ চুপ করে প্রত্যেকের কথা শুনছিল। আদিনাথ কেন ওদের আসতে বলেছেন সেটা জানতে এবং বুঝতে পেরে বলল, 'আমার কি কিছু করণীয় আছে বাবা?'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি এই ব্যবসা ভাল লাগে না?'

অরুণাভ অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো একথা কখনও বলিনি!'

আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'বলোনি, কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে তুমি এমন ঠাণ্ডা চুপচাপ থাকো যে আমার মনে হয় তুমি যা করছ বাধ্য হয়ে করছ! ব্যবসাটাকে কখনই নিজের বলে ভাবতে পারছ না।'

অরুণাভ মাথা নিচু করে বলল, 'আসলে আমি সমস্যা বাড়াতে চাইনি।'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্যা? কিসের সমস্যা?'

অরুণাভ একবার আড়চোখে দাদার দিকে তাকাল। সত্যি কথাটা বলা উচিত হবে কিনা ভেবে নিয়ে বলল, 'আজ যখন আপনি সবাইকে ডেকে এসব কথা তুললেন তখন বলতে বাধ্য হচ্ছি, একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দাদার এমন সব সিদ্ধান্ত আমাকে মেনে নিতে হয়

যা মানলে কোম্পানির কোন লাভ হয় না। সম্পর্কের সুবিধে নিয়ে দাদা আমাকে তা মানতে বাধ্য করে।'

হঠাৎ অমিতাভ প্রতিবাদ করে ওঠে, 'অরুণ ?'

আদিনাথ হাত তুলে অমিতাভকে থামিয়ে বললেন, 'কিন্তু অরুণ, সেসব ক্ষেত্রে তুমি আমায় বলোনি কেন ? দাদার ভয়ে না শ্রদ্ধায় ?'

অরুণাভ এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাথা নামিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

অমিতাভ রেগে গিয়ে বলল, 'আপনারা কি চাইছেন ? সকলে মিলে আমাকে কোণঠাসা করে অপমান করাই কি আজকের এই মিটিং-এর উদ্দেশ্য ?'

আদিনাথ এ কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে একটা কথাই শুধু বললেন, 'তুমি নিজেকে এত ইমপর্ট্যান্ট ভাবছ কেন ? যাক, তাহলে এই কথাই রইল, অমিতাভ কোম্পানি থেকে সরে যাবে এবং তার জায়গায় নীলা ব্যবসার কাজকর্ম বুঝে নেবে।'

এবার গৌরী বলল, 'কিন্তু বাবা ...'

আদিনাথ গৌরীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার তোমার কথায় আসছি। আচ্ছা গৌরী, আমি তোমাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, তুমি তার মর্যাদা কতটুকু রেখেছ ?'

গৌরী হতাশভাবে চেয়ে বলল, 'তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, বাবা !'

আদিনাথ মাথা ঠাণ্ডা রেখে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'দ্যাখো, আজকের শিক্ষিত অবস্থাপন্ন বাঙালী পরিবারের অনেক মহিলাই সিগারেট মদ খেতে অভ্যস্ত, তাদের বয়ফ্রেন্ডও থাকে। আমার রুচির সঙ্গে তা না মিললেও তোমার ক্ষেত্রে সেটা মেনে নিয়েছিলাম। অবশ্য তোমার দাদা এ ব্যাপারে আমার কাছে সুযোগ পেলেই প্রতিবাদ করে গেছে, যদিও সে তার মহিলা বান্ধবীর সংখ্যা বাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার ইচ্ছে, এবার তোমাকে অন্য জীবন যাপন করতে হবে। এখন থেকে এই বাড়িতে এসে থাকবে তুমি।'

'কেন ?'

'কারণ স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছ তুমি !'

'কিরকম ?'

আদিনাথ ভুরু কুঁচকে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন তাহলে, তোমাব একটি পুরুষ বন্ধু ছিল। লোকটির নাম ববি। সে একজন মাস্তান। লোকটি নিয়মিত তোমার ফ্ল্যাট-এ যেত। এই লোকটিকে কেউ বা কারা খুন করেছে। আগামীকাল যদি খবরের কাগজে লোকটির সঙ্গে জড়িয়ে তোমার নাম ছাপা হয়, তাহলে আমার সম্মান কোথায় থাকবে ?'

গৌরী স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আশ্চর্য ! আচ্ছা, যে কোন লোক যখন তখন খুন হতে পারে, কিন্তু তাই বলে সেই লোকটার কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধব থাকাটা কি অন্যায় ?'

'না, কোন অন্যায় নয়। তবে সেই লোকটি যদি এ্যান্টিসোস্যাল হয় তবে তার ছায়া ওইসব বন্ধুবান্ধবদের ওপরেও পড়ে।'

'কিন্তু এখন তো সে নেই, এই কথা তাহলে আর কেন উঠছে ?'

'তুমি হয়ত বুঝতে পারছ না, কিন্তু একই ভুল তোমার পক্ষে আবার করা সম্ভব।'

কথাটা গৌরীকে আঘাত করলে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বা-বা !'

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ বললেন, 'ইয়েস ! গৌরী, ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে এবাড়িতে চলে আসবে তুমি।'

গৌরী হেসে বলল, 'বেশ। তারপর? আমার বাকি জীবনটা কি ভাবে কাটবে?'

'ওয়েল, আমি চাই তুমি বিয়ে-থা করে সেটল্ড্ হও।'

কাজটা সম্ভব নয় ভেবে গৌরী বলল, 'বিয়ে? কাকে?'

আদিনাথ যথেষ্ট গর্বের ভঙ্গিতে বললেন, 'একটা কথা জেনো, আদিনাথ মল্লিকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে কলকাতার অনেক এলিট পরিবারের ছেলে গর্ব বোধ করবে।'

আদিনাথের কথায় এতটুকু বিচলিত না হয়ে গৌরী তার মনের কথাটা বলল, 'কিন্তু তাদের গৌরবান্বিত করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই, বাবা!'

আদিনাথ রেগে গিয়ে বললেন, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

'আমাকে আমার মত থাকতে দাও!'

'এতদিন তাই দিয়েছিলাম, এখন আর আমি এ্যালাউ করতে পারছি না!'

এই কথা শোনার পর গৌরী আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কেন? ববি খুন হয়েছে বলে? খবরের কাগজে কি লেখা হবে তা অনুমান করে আমার ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছ? তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি এখন এ্যাডাল্ট, তোমার সব কথা শুনতে আমি বাধ্য নই!'

মেয়ের এই যুক্তিতে আদিনাথ কিঞ্চিৎ অপমানিত বোধ করলেও সেটা অন্যভাবে প্রকাশ করলেন, 'বাঃ, তাহলে তো চুকেই গেল! তোমার সম্পর্কেও আমার কোন অবলিগেশন থাকছে না। কথাটা মনে রেখো।'

'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ। সেক্ষেত্রে আমার সম্পত্তি থেকে তোমায় আমি বঞ্চিত করতে পারি। তোমার দাদাকে কি দেব তা এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট হিসেব করে দেখছে, তোমার ক্ষেত্রে সেই প্রয়োজন নেই, কারণ তুমি কোন কন্ট্রিবিউট করোনি।'

'কিন্তু তুমি তা পারো না।'

আদিনাথ একটু থেমে বললেন, 'পারি। কারণ শরীরের কোথাও টিউমার হলে সেটা কেটে ফেলে দিতে হয়।'

গৌরীও মুখের ওপর বলল, 'কিন্তু তুমিও জেনে রাখো, সেই টিউমার অপারেশন করতে গেলে যদি রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত মনে হয় তাহলে ডাক্তাররা কখনই অপারেশন করে না!'

আদিনাথ বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

এবার গৌরী নরম সুরে বলল, 'উত্তরটা দিতে হলে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমার মনে হয়, এই এদের সামনে সেই উত্তরটা শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। সেটা অনুমান করতে পেরে নীলা হঠাৎ বলল, 'গৌরী, তুমি এসব কি বলছ?'

গৌরী চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি চুপ কর বউদি! এটা মল্লিক বাড়ির নিজস্ব ব্যাপার!'

নীলা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ও, তাহলে আমি এখনও তোমাদের পরিবারের কেউ নই?'

আদিনাথ বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'নো। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি বউমা। উন্মাদের মত যে কথা বলে তার কথায় আঘাত পেয়ো না!'

অমিতাভ হঠাৎ ওদের কথার মধ্যে বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই!'

আদিনাথ না তাকিয়েই বললেন, 'ইয়েস—'

'আমি শুনেছি, আপনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স এই বয়সে করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন কারণে সেটা সম্ভব না হওয়ায় ওই টাকাটাই আবার ইনভেস্ট করতে চেয়েছেন—কেন ?'

'প্রয়োজন ছিল, তাই।'

'শুধু তাই নয়, আপনি ভারত সেবাশ্রমকে নমিনি করেছিলেন। কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। আপনার নিশ্চয়ই অন্য ইচ্ছে আছে ...'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আছে নয়, ছিল। আমি প্রস্তাবটা খারিজ করেছি। অবশ্য তার আগে তোমরা চেক সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড জেনে ব্যাঙ্ককে নোটিশ দিয়েছি ওগুলো বাতিল করতে। আর এখন ওসবের দরকার নেই।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে আদিনাথ একটু দম নিয়ে হাত নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, এখন তোমরা যেতে পার।'

অমিতাভ, নীলা এবং অরুণাভ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সবাই চলে গেলেও গৌরীকে বসে থাকতে দেখে আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ! তোমার কি হল ?'

গৌরী বলল, 'আমি যে কথা শুরু করেছিলাম তা তো শেষ করিনি !'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা আর নেই।'

গৌরী ভুরু কুঁচকে বলল, 'নেই বলেই তুমি এড়িয়ে যাবে ভাবছ কেন ? আমি জানতাম তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে আমাকে কখনও ঘাঁটাও না। আমি যা চাই তাই দাও। অবশ্য তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, আজ পর্যন্ত আমি তোমাকে বিব্রত করার মত কিছু চাই নি !'

আদিনাথ সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি যা বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বল।'

'বেশ। কুড়ি বছর আগে আমাদের মা মারা গিয়েছিলেন ...'

আদিনাথ চমকে উঠলেন, 'হ-হঠাৎ একথা ?'

'হ্যাঁ, সবাই জানে মা হার্ট-এ্যাটাকে মারা গিয়েছেন ...'

আদিনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সবাই জানে মানে ? ডাক্তার সেই সার্টিফিকেটই দিয়েছেন।'

এবার গৌরী আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সার্টিফিকেটের কপি তোমার কাছে নিশ্চয়ই আছে ?'

'নিশ্চয়ই।'

গৌরী হেসে বলল, 'কোন না কোন পরিবারে কেউ না কেউ হার্ট-এ্যাটাকে মারা যায়। খোঁজ নিয়ে দেখ তো তাদের কজন ডাক্তারের লেখা ডেথসার্টিফিকেট বছরের পর বছর যত্ন করে রেখে দেয় ? মৃত্যুর পরে আইনগত কাজ মিটে গেলে ওই সার্টিফিকেটের দাম ফুরিয়ে যায়। অথচ তুমি এখনও যত্ন করে সেটা রেখে দিয়েছ।'

আদিনাথের চোখে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল, 'কি বলতে চাইছ তুমি ?'

গৌরী হাত তুলে বলল, 'চিৎকার করো না। তখন আমার কত বয়স ছিল ? পাঁচ কি ছয় ! অথচ সেই দৃশ্যটা আজও কত সুন্দর মনে রেখেছি ! প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে জেনেছি যতদিন ওই ঘটনাটা শুধু তুমি আর আমি জানবো ততদিন আমার কোন অভাব থাকবে না, আমি যা চাইব তাই তুমি দেবে—কি বল তুমি ?'

আদিনাথ কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য ! কুড়ি বছর আগে ছেলেবেলায় কী দেখতে কী দেখেছ তার কোন ঠিক নেই, এখন গপ্পো বানাচ্ছ !'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল, 'না, গপ্পো নয়। আমি তখন এই ঘরেই ছিলাম। যা বলছি সবটাই সেদিন ঘটেছিল। আমার এখনও স্পষ্ট ছবিটা মনে আছে। তখন দেয়ালে মায়ের ছবিটা ছিল না। ওই খাটটায় মা শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। বার বার বলছিল, আঃ আঃ, গলা জ্বলে যাচ্ছে, আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে ! তোমার দিকে তাকিয়ে বলছে আমাকে বাঁচাও ! আমি—আমি বিষ খেয়েছি। ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমাকে বাঁচাও। তুমি ওই চেয়ারটায় বসে বই পড়তে পড়তে হঠাৎ হো হো করে হেসে বললে, বাঃ ! এ্যাকটিংটা ভাল জমছে না সুখলতা, এর আগে তুমি অন্তত বার তিনেক ওই এ্যাকটিং করেছ কিন্তু একটুও ইমপ্রুভ করলে না। হয় ঘুমিয়ে পড়ো নয় অন্য কাজে যাও। মা আমাকে দেখতে পেয়েই কেঁদে ফেলল। থেমে থেমে বলল, আমি মরে যাচ্ছি রে ! তারপরেই তোমাকে বলল, ওগো তুমি হেসো না, আমি মরে যাচ্ছি। এই সময় তুমি উঠে দাঁড়িয়ে মাকে ধমক দিয়ে বললে কি হচ্ছেটা কি ? আমাকে দেখিয়ে বললে, ওইটুকু বাচ্চার সঙ্গে অভিনয় করতে লজ্জা করছে না তোমার ? মা বারবার তোমাকে বলছিল, না গো, অভিনয় নয়। এই দ্যাখো—বিষ, মরে গেলাম, সমস্ত শরীর জ্বলে গেল। হঠাৎ দেখলাম তুমি ম'ার কাছে গিয়ে বিছানায় পড়ে থাকা শিশিটা তুলে কি যেন দেখলে। তারপর মা'র মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, সত্যি সত্যি তুমি বিষ খেয়েছ সুখলতা ? মা'র মুখের দু'পাশ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে, দেখে ভয়ে চমকে উঠে বললে, এ তুমি কি করলে ? সর্বনাশ ! ডাক্তার, ডাক্তার ডাকা উচিত। তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বললে, গৌরী, তুমি এখন যাও। মায়ের হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে, এখন তোমার এখানে থাকতে নেই। যাও ! আমি তখন অত বুঝি না। আব্দার করে বলেছিলাম, আমার শরীর খারাপ হলে মা থাকে, মায়ের শরীর খারাপ হলে আমি থাকব না কেন ? তুমি রেগে বললে, আঃ বড্ড প্রশ্ন করো ! যাও বলছি ! আমি আর কোন কথা না বলে দরজার বাইরে এসে উঁকি মেরে দেখছিলাম। দেখলাম তুমি টেলিফোন তুলে বললে, ডাক্তার ! এক্ষুনি চলে এসো ! এক্ষুনি ! রিসিভারটা নামিয়ে ছুটে এলে মায়ের কাছে। মায়ের শরীর তখন স্থির। তুমি একটা তোয়ালে দিয়ে মায়ের মুখের গ্যাঁজলা মুছিয়ে দিলে। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লে।'

একনাগাড়ে সমস্ত ঘটনাটা বলে গৌরী আদিনাথকে প্রশ্ন করল, খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, তাই না ? কিন্তু বাবা, এই ঘটনার কথা অস্বীকার করতে পার তুমি ?"

আদিনাথকে দেখে মনে হল তিনি যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার স্মৃতিতে যে ওই ঘটনা আছে তা এতদিন বলোনি কেন ?'

'কারণ আমি জানতাম, আমি যে জানি তা তুমি জানো। আর আমি ঠিকই করেছিলাম যদি কখনও আমার স্বাধীনতায় হাত দাও তাহলেই বলব। আজ সেই দিনটাকে তুমিই আনলে।'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেশ, এতে আমার ভূমিকা কি ?'

গৌরী যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছো বাবা, পরোক্ষে মাকে মরতে সাহায্য করাও আইনের চোখে অপরাধ। মা বিষ খেয়েছিল জেনেও তুমি হেসেছিলে। ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করেছো, সাহায্য করোনি। হয়তো ঠিক সময় ওষুধ পড়লে মা বেঁচে যেত। তুমি মাকে নিঃশব্দে মেরে ফেলেছিলে।'

'তা তোমার হঠাৎ এ ধারণা হল কেন ?'

'নিশ্চয়ই তোমার কোন স্বার্থ ছিল !'

মেয়ের মুখের 'স্বার্থ' কথাটা শুনে আদিনাথ অবাক হয়ে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চমৎকার ! তবে শোন গৌরী, আমি কখনও কাউকে কৈফিয়ৎ দিই না। কিন্তু আজ তুমি যে প্রশ্ন তুললে তাতে মনে হচ্ছে কুড়ি বছরেরও আগের কোন ঘটনা তোমার জানা উচিত। সুখলতা, মানে তোমাদের মা, আমার স্ত্রী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর জগৎ ছিল আলাদা। বনেদী বাড়ির অল্পশিক্ষিতা সুন্দরী মহিলার যাবতীয় কুসংস্কার তাঁর মধ্যে ছিল। সেদিন সকালে ঘরে ঢুকে দেখি পান চিবোতে চিবোতে টেলিফোনে কথা বলছে, যখনই বাড়িতে থাকে বই আর বই, দুটো রসের কথা বললে বলে এত নীচ রসিকতা শিখলে কোথায় ? আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম এ বোধহয় এযুগের রামকৃষ্ণ। তিন-তিনটি বাচ্চা হওয়ার পর সন্ন্যেসী হয়েছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাইরে কেউ আছে। হ্যাঁ গো, মন না মতি, পুরুষ জাতটাকে বিশ্বাস নেই ! তাই তোমাকে বলছি ভাই, তোমাদের কালীবাড়ির তান্ত্রিকটাকে বলে একটা বশীকরণ কবচ এনে দাও না ! হ্যাঁ, একবার চেষ্টা করে দেখব। হঠাৎ আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে আর কথা না বাড়িয়ে বলল, ঠিক আছে রেখে দিচ্ছি ভাই। কাল দুপুরে ফোন করো। তারপর টেলিফোন রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার ? এত সক্কাল সক্কাল, নিশ্চয়ই একটু বাদে চরতে বেরোবে ? আমি স্বাভাবিকভাবেই বলেছিলাম, হ্যাঁ, একটু কাজ ছিল। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মা রেগে গিয়ে বলল, অত কাজ দেখিও না তো বাপু ! আমার বাবাও কাজের মানুষ কিন্তু সূর্য ডুবলে বাড়ি থেকে আব বেরুতো না। আমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি করতেন ? বলল, কি আবার ? এই ধর্মকর্ম। তারপর হঠাৎ আমায় বলল, পরশু আমাকে তারকেশ্বর নিয়ে যেতে হবে। আমি বললাম, হঠাৎ ? তাতে বলল, বাবার মাথায় জল দেব। আমি বললাম, অসম্ভব, সেদিন আমার জরুরী কাজ আছে। শুনে বলল, আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। মা বলে পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করা আর সাপের ফণায় চুমু খাওয়া একই ব্যাপার। আমি হেসে বলেছিলাম, তাহলে তোমার বাবাকে তিনি বিশ্বাস করেন না ? তোমার মা আমার রসিকতা বুঝতে না পেরে রেগে বলল, তুমি আমার বাপ তুলে কথা বললে ? নাঃ, আমি আত্মহত্যা করবো তুমি দেখে নিও। অতি তুচ্ছ কারণে আত্মহত্যার ভয় দেখাতো। শেষ পর্যন্ত কোন এক তান্ত্রিক ওর মাথায় ঢোকালেন, ও যদি সপ্তম সন্তানের জননী হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণ ওর কোলে আসবেন। এরপর থেকে প্রাযই আমাকে বলত, তুমি আমার স্বামী, আমার আশা পূর্ণ করবে কি না বল ? আমি বলতাম, অসম্ভব ! তিনটি সন্তানই আমাদের যথেষ্ট। শুনে বলল, আমি তাহলে সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করব। আমিও বলেছিলাম, বেশ তো, করো না।'

এই পর্যন্ত বলে আদিনাথ গৌরীর মুখের দিকে করুণ চোখে তাকালেন, 'কুড়ি বছর আগে সেইদিন সকালেও তোমার মা আবার আমাকে ওই একই প্রস্তাব করেছিলেন এবং আমিও আপত্তি জানিয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, সত্যি সত্যি যে উনি বিষ খাবেন তা কল্পনাও করিনি। আশা করি ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পেরেছ।'

গৌরী ঠিক ওই মুহূর্তে মন থেকে ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারল না। সে বলল, 'তুমি যা বলছ তা সত্যি এমন কোন প্রমাণ আছে ? তুমি তো বানিয়েও বলতে পার, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একটা গল্প তৈরী করতে পারো, কারণ মায়ের মৃত্যুর পরে মামার বাড়ির

লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তুমি রাখোনি, আমাদেরও রাখতে দাও নি। হয়তো প্রমাণ করার পথ বন্ধ করে দিতে চেয়েছ। ঠিক কিনা ?'

আদিনাথ উঠে গিয়ে জানলার বাইরে উদাসভাবে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পার। কিন্তু গৌরী, তোমাদের মা মারা যাওয়ার পর এই কুড়ি বছর আমি কি একটা দিনের জন্যেও তোমাদের অবহেলা করেছি ? আমার সমস্ত সাধআহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে তোমাদের বড় করার চেষ্টা কি আমি করিনি ? তাহলে ওঁকে খুন করে আমার কি লাভ হয়েছে বলো, উত্তর দাও ! আর আমার কথা কি একবার তোমরা ভেবেছ ?'

গৌরী জবাব দিল, 'ভাবার দরকার মনে করিনি।'

আদিনাথ মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম তোমার শরীরে শুধু আমার রক্ত নেই, তোমার মায়েরও রয়েছে।'

গৌরী চিৎকার করে বলল, 'না। বিষ খেয়ে যে আত্মহত্যা করল তার হার্ট-এ্যাটাকে মৃত্যু বলে প্রচার করে তুমি নিজেকে পরিস্কার রাখোনি ! সেই দুপুরে ডাক্তার আর চাওলা আঙ্কল ছাড়া আর একজন সাক্ষী যে থেকে গেল সেটা বুঝে আজ নিশ্চয়ই তোমার আফসোস হচ্ছে !'

আদিনাথ এবার চিৎকার করে উঠলেন, 'গৌরী !'

গৌরী বাধা দিয়ে বলল, 'ভয় দেখিয়ে তুমি আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে ? শোন, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি, দাদাকে তুমি তোমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাইছ করো, কিন্তু আমাকে নয় ! আর তা যদি করতে চাও, তাহলে মায়ের আত্মহত্যার খবর পৃথিবী জেনে যাবে !'

আদিনাথ বেশ অপ্রস্তুতের মধ্যে পড়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর একসময়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছ ?'

গৌরী বলল, 'মোটেই না। আমি কেবল আমার যা ন্যায্য প্রাপ্য তাই দাবী করছি।'

'তবে তুমি জেনে রাখো গৌরী, আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে আজ পর্যন্ত কেউ জিততে পারেনি। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেও ঘেন্না হয় আমার। ওই ইনসিওরেন্স এজেন্টটাকে দলে টানতে চেয়েছিলে, কিন্তু ওর নীতিবোধ তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী।'

গৌরী বলল, 'চমৎকার ! তাই সে আমার বান্ধবীর সঙ্গে প্রথম আলাপে প্রেম করতে গিয়েছিল ওদের ফ্ল্যাটে ! এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে ববির মৃত্যুর ব্যাপারটা ও জানে !'

আদিনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এসব কথা আমা[illegible] বলে কোন লাভ নেই। এখন তুমি যেতে পার। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

গৌরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছ না ! আমি জানি তুমি সেটা দেবে না। থ্যাঙ্ক ইউ।'

গৌরী দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আদিনাথ চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন।

হঠাৎ পুরনো ঘটনাটা তাঁর চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল। —আদিনাথ খাটের ওপর পাথরের মত মৃত স্ত্রীর পাশে বসে আছেন, ঠিক সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তার ঢোকেন, সঙ্গে তাঁর ব্যাগ নিয়ে চাওলা।

ঘরে ঢুকেই ডাক্তার বললেন, 'হ্যালো ! কি হয়েছে ?'

আদিনাথ স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী— !'

ডাক্তার আর একমুহূর্ত দেরী না করে আদিনাথের স্ত্রীর পাল্‌স্‌টা পরীক্ষা করলেন। খানিকক্ষণ পরে চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আশ্চর্য্য ব্যাপার, পাল্‌স্‌ পাচ্ছি না!' সঙ্গে সঙ্গে স্টেথো কানে চেপে বুকে লাগিয়ে একটু অপেক্ষা করে মাথা নেড়ে জানালেন, 'নো। নেই। সি ইজ ডেড, অলরেডি মারা গেছেন। কিন্তু কি করে হল?'

আদিনাথ বললেন, 'আমি জানি না।'

হঠাৎ চাওলা এগিয়ে এসে বালিশের পাশে পড়ে থাকা খালি শিশিটা তুলে নিয়ে বলল, 'এটা কি? বিষ লেখা আছে! তাহলে কি উনি বিষ খেয়েছেন?'

ডাক্তার চমকে উঠলেন. 'এ্যাঁ? বিষ! কমিটেড সুইসাইড? আত্মহত্যা করেছেন? কেন করলেন? কখন করলেন? আপনি জানেন না?'

'না। বিষ খাওয়ার আগে আমাকে বলেনি যে খাচ্ছে। যখন জানতে পারলাম তখনই আপনাকে ফোন করি।'

ডাক্তার একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখন তো আর কিছু করার নেই। বড্ড লেট হয়ে গেছে মিস্টার মল্লিক। ঘটনাটা সত্যিই বেদনাদায়ক। এত অল্প বয়সে চলে গেলেন— এরই নাম জীবন। যাই হোক, পুলিসকে একটা খবর দিন।'

আদিনাথ হতাশ হয়ে বললেন, 'পুলিস!' বলে চাওলাব দিকে তাকালেন। চাওলাও ইঙ্গিতে মাথা নাড়েন।

ডাক্তার বোঝালেন. 'বুঝতে পারছেন না মিঃ মল্লিক, এটা আত্মহত্যার কেস। পুলিসকে তো খবর দিতেই হবে। পোস্টমর্টেম হবে, এনকোযারি হবে—অনেক হ্যাপা।'

এবার চাওলা কথা বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান ডাক্তার। আচ্ছা আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন, 'আমার? না তো! আই এ্যাম পারফেক্টলি অলবাইট।'

চাওলা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললেন, 'আগে আপনি সোফাটায় বসুন। হ্যাঁ এবার শুনুন, আপনি তখন থেকে পুলিস পুলিস করছেন কেন? সুইসাইড কেস-এ যে পুলিসকে খবর দিতে হয় এটা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। কিন্তু ডাক্তার, আপনি কি একবার ভেবেছেন পুলিস এলে মিঃ মল্লিকের সম্মান থাকবে? মল্লিক ইন্ডাস্ট্রিজ এখন সবে এক্সটেন করছে, ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে। আপনি কি সেটাই চান? এ ছাড়া মিসেস মল্লিকের বাড়ির লোক যদি কনটেস্ট করে তাহলে ওঁকে জেলে যেতে হ'তে পারে। অথচ এটা তো ঠিক, উনি খুন করেন নি—এই মৃত্যুর জন্য উনি বিন্দুমাত্র দায়ী নন! কি, তাই না?'

ডাক্তার খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন, তা ঠিক। কিন্তু যা নিয়ম—'

চাওলা আরও বোঝালেন, 'শুনুন, ঘটনাটা আমরা তিনজন ছাড়া কেউ জানে না। উনি কতখানি ইনোসেন্ট ভেবে দেখুন, বিষের শিশিটা পর্যন্ত সরাননি এখান থেকে। ইচ্ছে করলে তো সব প্রমাণ লোপ করে দিতে পারতেন, তা কি করেছেন?'

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, 'না, তা করেন নি ঠিকই।'

'তাহলে? আপনি ওঁকে সাহায্য করুন। আমি মল্লিক সাহেবের কাছে আজ আটবছর চাকরি করছি, ওঁর ক্ষতি হোক আমি চাই না!'

ডাক্তার করুণ চোখে চাইলেন, 'সাহায্যটা কিভাবে করব?'

চাওলা এতটুকু চিন্তা না করেই বললেন, 'খুবই সোজা ব্যাপার। মিসেস মল্লিকের হার্ট

অ্যাটাক হয়েছিল, খবর পেয়ে আপনি এসেছেন, আপনার সামনেই উনি মারা গেলেন। আপনি এভাবে একটা সার্টিফিকেট দিলে শ্মশান তা এ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য।'

ডাক্তার চমকে উঠে দাঁড়ালেন, 'নো। অসম্ভব। এটা হাইলি আনএথিক্যাল। অন্যায়। এমন অন্যায় কাজ আমি ডাক্তার হয়ে করতে পারি না।'

চাওলা ডাক্তারকে আবার সোফায় বসিয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন। আচ্ছা, আপনি রুগীকে ঠকান না ? রোগ না সারিয়ে পেশেন্টকে হাতে রেখে কয়েকটা ফিজ বাড়িয়ে নেন না ? আপনি বলুন, এ ধরনের অন্যায় কাজ আপনি করেন কি না ? শুনুন ডাক্তার, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেন, আমরাও চুপ করে বসে থাকবো না।'

ডাক্তার এবার একটু ভয় পেয়ে বললেন, 'এই দেখুন, আমার সমস্যাটা আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। ধরা পড়ে গেলে আমার হাতে হাতকড়া পড়বে।'

চাওলা আশ্বস্ত করলেন, 'ধরা আপনি পড়বেন না।'

'পড়বো না ?'

'না। তার বদলে এক লক্ষ টাকা পাবেন।'

ডাক্তার চাওলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না-না, মাইগড, ওঃ ভগবান !'

চাওলা বললেন, 'বেশ দু'লক্ষ।'

ডাক্তার আরও নার্ভাস হয়ে পড়লেন। বললেন, 'দু'লক্ষ !'

চাওলা মিঃ মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, আপনি ব্যাঙ্কে জমা দেবেন বলে আজই এনেছিলেন—ওটা বাড়িতে আছে ?'

আদিনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

চাওলার মুখে হাসি ফুটে উঠল, 'বাঃ ! তাহলে তো নগদে পেয়ে যাচ্ছেন। নিন ডাক্তার লিখে ফেলুন—।' বলে আদিনাথকে চোখের ইশারা করলেন।

আদিনাথ উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা প্যাকেট এনে বিছানার ওপর রাখেন। ডাক্তার প্যাড বের করে আড়চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে সার্টিফিকেট লিখতে শুরু করেন।—

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই আদিনাথ চোখ মেলে চাইলেন। সব যেন কেমন অদ্ভুত লাগছে। মনে মনে ভাবলেন, তাহলে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম ? টেলিফোনটা আরেকবার বেজে উঠতেই আদিনাথ উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুললেন, 'হ্যালো ! ও, কি খবর ?'

ও প্রান্ত থেকে রাজেশের গলা পাওয়া গেল, 'আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত ? ব্যস্ত থাকলে পরে কথা বলব।'

আদিনাথ বললেন, 'তুমি যা বলতে চাইছ তা বলতে পার।'

'আপনার একসময়ের কর্মচারী চাওলা আমার কাছে এসেছিল। ও চায় আমেরিকার ব্যবসা আর বাইপাসের জমি থেকে আপনি হাত তুলে নিন, আপনি কি সেটা পারবেন ?'

'যদি না পারি !'

রাজেশ একটু থেমে বলল, 'তাহলে অস্ত্র হিসেবে আমার হাতে একটা ডাক্তারের ঠিকানা দিয়ে গেছে। ও আমার কাছে ক্লায়েন্ট হয়ে এল আর আমিও কেসটা নিয়ে ফেললাম। কিন্তু মুশকিল হল, আপনার বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে যেটা আমি একদম চাইছি না !'

আদিনাথ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ডাক্তারের কথা কি বলছিলে ?'

‘ও হ্যাঁ, লোক্‌টার এখন প্র্যাকটিস খারাপ। কুড়ি বছর আগে ও আপনাকে একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিল চাওলার সামনে। আমার কাছে সে কথা স্বীকারও করল। কিন্তু আমি বললাম, বডি তো কবে ছাই হয়ে গিয়েছে, এখন যদি তুমি পুলিসকে গিয়ে সত্যি কথা বলো তাহলে নিজেই জেলে যাবে, মল্লিক সাহেবের কিছু হবে না, কোন প্রমাণই করতে পারবে না। চাওলা যে অস্ত্র আমার হাতে দিল তা একদম ভোঁতা!’

রাজেশের কথার ঠিক আসল রহস্যটা বুঝতে না পেরে আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি বলতে চাইছ?’

রাজেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল, ‘আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন মল্লিক সাহেব! তবে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। একসময় আপনি আমার উপকার করেছিলেন, আমি নিমকহারাম নই, কিন্তু যুদ্ধে নামলে তো যুদ্ধ করতেই হয়—এটা শ্রীকৃষ্ণের কথা!’

আদিনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, ‘তোমার কথা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে?’

এবার রাজেশও গলার স্বর একটু বাড়িয়ে বলল, ‘না। দুটো কথা আপনাকে বলার আছে। প্রথমত, আমেরিকা ও বাইপাসের ব্যাপারটা আপনি ইগনোর করুন, প্লিজ! আর দ্বিতীয়ত, আপনার মেয়ে কিন্তু বেলাইনে হাঁটছে! আমার সঙ্গে যারা কথা বলে তাদের ডায়লগ আমি রেকর্ড করে রাখি। ও বোধহয় জানে না। আপনার মেয়ে বলে আমি প্রথমবার সব গিলে যাচ্ছি, ওকে সাবধান করে দেবেন।’ সঙ্গে সঙ্গে লাইনটাও কেটে গেল।

আদিনাথ একেবারে হতভম্ব হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। ঠিক সেই সময় দরজায় টোকা পড়ল।

আদিনাথের গলা পেয়ে বেয়ারা ঢুকল। হাত কচলে বলল, ‘কৃশানু দত্ত বলে একজন এসেছেন।’

রাজেশের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে আদিনাথের মেজাজটা এমনিতেই গরম ছিল। এখন বেয়ারাকে দেখে চিৎকার করে বললেন, ‘দূর করে দাও! আমার আর কাউকে দরকার নেই। যাও, আর শোন, গৌরী মেমসাব কি চলে গেছে?’

বেয়ারা মাথা নেড়ে বলল, ‘না। উনি বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন।’

‘ঠিক আছে। ওকে বলবে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন চলে না যায়।’

‘ঠিক আছে সাব।’

বেয়ারা দরজার কাছে যেতেই আদিনাথ থেমে বললেন, ‘ওই ছোকরাকে এখানেই পাঠিয়ে দাও—তুমি নিয়ে আসবে এখানে। আমার আর নিচে নামতে ইচ্ছে করছে না।’

আদিনাথ উঠে স্ত্রীর ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মনে মনে বললেন, সুখলতা, মরে গিয়েও তুমি আমার ক্ষতি করে যাচ্ছ! আজ তুমি নেই, কিন্তু রেখে গেছ একজনকে যে তোমার জায়গা তার মতো করে দখল করেছে! তোমার সময়ে আমি নির্লিপ্ত ছিলাম, বাট নাউ আই অ্যাম ডিফারেন্ট পার্সন!

আবার দরজায় শব্দ করে বেয়ারা দরজা খুলল, সঙ্গে কৃশানু।

কৃশানুকে দেখে আদিনাথ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি ব্যাপার? হঠাৎ এখানে?’

কৃশানু থতমত খেয়ে বলল, ‘না। মানে আমি ভেবে দেখলাম, আপনার অফার করা চাকরি আমি এ্যাকসেপ্ট করতে পারি না, সে যোগ্যতা আমার নেই।’

আদিনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, ‘তা হঠাৎ তোমার এই রিয়ালাইজেশান!’

কৃশানু মাথা নিচু করে বলল, 'আসলে আপনি অনেক মহৎ লোক, কিন্তু আমি আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারিনি। অমিতাভবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে খবরটা ফাঁস করে দিয়েছি গৌরী দেবীর প্ররোচনায়—'

আদিনাথ অন্য প্রসঙ্গ এনে বললেন, 'ঠিক আছে। তোমাকে পেয়ে একদিকে ভালোই হল, কৃশানু। আচ্ছা গৌরীর বন্ধু ববি বলে একটা এ্যান্টিসোস্যালের বাড়িতে তুমি গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'যেহেতু তার বউ সুন্দরী এবং সে তোমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল, তাই একদিনের আলাপেই তার সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছে হয়েছিল !'

'না, স্যার।'

'মিথ্যা কথা বলো না। তুমি ববির স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হও নি ?'

কৃশানু অনুরোধ করল, 'আপনি আমার সব কথা শুনুন—'

আদিনাথ জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'না না, আর কোন কথা শোনার নেই ! ববির ফ্ল্যাট-এ কেন গিয়েছিলে ?'

কৃশানু হাত দুটো ঘষতে ঘষতে বলল, 'ববিবাবু আমার ফোলিওব্যাগটা নিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে আপনার সব কাগজপত্র ছিল। গৌরীদেবীকে ওর ফ্ল্যাটে মেরে অজ্ঞান করে আমাকেও মেরে ববিবাবু চলে যান। সেগুলো ফিরিয়ে আনতে আমি ওর ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলাম--'

'শোন কৃশানু, মিথ্যে কথা আমি একদম পছন্দ করি না। তাই সত্যি করে বলো, তারপর কি হল ?'

কৃশানু আবার শুরু করল, 'আমি অন্য কোন কথা না বলে আমার ফোলিওব্যাগটা চাইলাম। উনি দিতে অস্বীকার করলে ওনার স্ত্রী এসে বোঝালেন, গৌরীদেবী ওঁর মার সহ্য করতে না পেরে মারা গেছেন। এটা শুনে ববিবাবু কেমন আপসেট হয়ে পড়েন। দৌড়ে ভেতরে চলে যান। কিছুক্ষণ পরেই আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। প্রথমে ওঁর স্ত্রী ভেতরে যান। পরে আমি যাই। কিন্তু ভেতরের দরজায় একটা লোকের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগে। আমি পড়ে গিয়েও লক্ষ্য করি লোকটার কানে একটা দুল ছিল। যে দৃশ্য আমরা দেখলাম, বিশ্বাস করুন, তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ববিবাবু বাথরুমে পড়ে আছেন, তাঁর পাশে একটা রিভলভার ছিল। তিনি মৃত। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর স্ত্রীকে ওই কানে-দুল-পরা লোকটার কথা বলি। ওঁর স্ত্রী আমার কথা বিশ্বাস করেন নি। অথচ বাইরের দরজা খোলা ছিল এবং ওই খোলা দরজা দিয়েই লোকটা পালিয়ে গেছে।'

আদিনাথ শুনে বললেন, 'আচ্ছা কৃশানু, তুমি বললে ববিকে ওর বাড়ির ভেতরে বাথরুমের সামনে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছ, কিন্তু তাহলে ওই মৃতদেহ বাইপাসের ধারে পাওয়া গেল কি করে ? অন্তত কাগজে সেইরকমই খবর বেরিয়েছিল, তাই না ?'

কৃশানু বেশ ভয় পেয়ে বলল, 'ববিবাবুর স্ত্রী বলেন যে ওঁর স্বামী সুইসাইড করেছে এবং পুলিস এলে নাকি ওঁকে সন্দেহ করবে। তাই ববিবাবুর মৃতদেহ ওই বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আমি যদি রাজী না হই, তাহলে তিনি পুলিসকে বলবেন আমিই খুনী। বিশ্বাস করুন, আমি ভয়ে রাজী হয়ে যাই। এরপর ওই মৃতদেহ বাইপাসের ধারে ফেলে আসা হয়। আমাকে উনি ব্ল্যাকমেইল করেছেন।'

আদিনাথ অবাক হয়ে বললেন, 'এ সব কথা তুমি আমাকে বলছ কেন ? তুমি কি এটা বুঝতে পার না, নিজের মৃত্যুবাণ আমার হাতে তুলে দিচ্ছ !'

'কিন্তু আমি কি করব ! আমি তো আর সহ্য করতে পারছি না। আমি অনেকবার ভেবেছি পুলিসের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলি—শুধু তাই নয়, একজন মহিলা সাংবাদিক আবার আমার পেছনে লেগেছেন। আমি গৌরীদেবীর বাড়িতে যখন গিয়েছিলাম সেইসময় তিনি আমাকে দেখেছিলেন। ওঁর কাছে সত্য আড়াল করতে গিয়ে একটার পর একটা মিথ্যে বলে যেতে হচ্ছে। আমার আর ভাল লাগছে না, স্যার।'

আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু মৃতদেহ পাচার এবং লুকিয়ে রাখার অপরাধে পুলিস তোমাকে এ্যারেস্ট করবে। তারপর বেশ কয়েক বছরের জন্য হাজতবাস।'

কৃশানু এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'তার জন্যে আমি প্রস্তুত।'

আদিনাথ এবার কৃশানুর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'কিন্তু কৃশানু, জীবন তো ছেলেখেলা নয় ! জিনিসটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। ধরো তোমার দশ বছর জেল হল—এখন তোমার বয়স খুব বেশী হলে সাতাশ-আঠাশ, তাহলে আটত্রিশ বছর বয়সে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তুমি আর কিছুই করতে পারবে না। এদিকটা একবার ভেবে দেখেছ ?'

কৃশানু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমি আপনার কথা মানছি, কিন্তু আমি তো আব পারছি না !'

আদিনাথ ধমকের সুরে বললেন, 'ফরগেট ইট ! আমি আজ বেলায অফিসে যাব, তুমি তোমার এ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আজই আমার সঙ্গে দেখা করো।' কি ভেবে বললেন, 'আচ্ছা দাঁড়াও—' বলে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন।

অন্য প্রান্ত থেকে সাড়া পেতেই বললেন, 'কে, রাজেশ ? ভেবি গুড ! আচ্ছা তোমার টেপ রেকর্ডার অন করা আছে ?'

রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ স্যার, ফোন এলেই ওটা অন হয়ে যায়।'

'ঠিক আছে। আমি শুনেছিলাম তোমার কাছে একটা লোক কাজ করে যাব কানে একটা দুল আছে, কি ঠিক বলছি ?'

রাজেশ শব্দ করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, ঠিকই শুনেছেন। ওর নাম মঞ্জুল।'

'আচ্ছা লোকটার রিভলবারের হাত কেমন ?'

'খুব ভাল।'

'শেষ কবে ও ট্রিগার টেনেছে ?'

রাজেশ একবার ঢোঁক গিলে বলল, 'একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন স্যার ?'

'কেন, উত্তর দিতে তোমার অসুবিধে আছে ?'

'কিছু মনে করবেন না, তা একটু আছে।'

আদিনাথ গলার স্বর কিছুটা নামিয়ে বললেন, 'কিন্তু রাজেশ ভাই, একজন তো তাকে দেখে ফেলেছে !'

ওপাশ থেকে রাজেশের গলাও কেঁপে উঠল, 'কে, স্যার ?'

আদিনাথ একটু মুচকি হেসে বললেন, 'উঁ হু, সেটা এখন তোমাকে আমি জানাতে চাই না।'

'কিন্তু মঞ্জুল এমন ভুল করতে পারে না।'

'তাহলে ওই এ্যান্টিসোস্যালটাকে তুমিই সরিয়েছ ?'

রাজেশ হাসতে হাসতে বলল, 'এর জবাব কি আমি দিতে পারি ? ক্লায়েন্ট যা চায় তাই আমাকে করতে হয় !'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ক্ষেত্রে তোমার ক্লায়েন্ট কে, রাজেশ ?'

রাজেশ কোনরকমে বলল, 'তার নাম শুনলে আপনার ভাল লাগবে না !'

টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার শব্দ কানে আসতেই আদিনাথও রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

দরজা খোলার শব্দ হতেই আদিনাথ মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই নীলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ? তুমি কেন ? আমি তো গৌরীকে ডেকেছি !'

নীলা ওকথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'বাবা, এসব আমার ভাল লাগছে না। আপনি ওদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। কেন জানি না, আমার খুব ভয় করছে।'

আদিনাথ যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, কি জানো বউমা, জলের ধর্মই হল নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়া। বাঁধ বেঁধে কতদিন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে ! একসময় উপচে পড়বেই। যাও, গৌরীকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও।'

নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে কৃশানু বলল, 'আমি এবার যেতে পারি স্যার ?'

আদিনাথ অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি ! আমি কি তোমার মুখ দেখার জন্য এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি ? শোন, ওই কানে দুল পরা লোকটির নাম মঞ্জুল। ওকে দেখে তুমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেছ। খুনের সাক্ষী থাকুক কোন খুনী চাইবে না !'

কৃশানু ভয় পেয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি তো আমার নাম বলেন নি ?'

আদিনাথ বললেন, 'বলিনি ঠিকই, কিন্তু ওরা খোঁজ নেবে। শকুনের মত ওরা ঠিক ভাগাড় থেকে খুঁজে বের করে।'

কৃশানু বলল, 'আমি পুলিসকে সব কথা খুলে বলতে চাই। এতে আমার জেল হয় হোক, কিন্তু মনের দিক থেকে আমি পরিষ্কার হয়ে যাব।'

কৃশানুর কথা শুনে আদিনাথ হেসে ফেললেন, বললেন, 'তারপর বাকি জীবন ভিক্ষে করে বেড়াবে ! শোন কৃশানু, তোমার বয়স এখন অল্প, এখনও সততা ব্যাপারটা তোমার মধ্যে আছে। ওসব না করে আমি যা বলছি তাই করো।'

॥ ২৫ ॥

আদিনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে গৌরী সোজা অমিতাভর ঘরে গিয়ে ঢুকল। অমিতাভ তখন সোফায় মাথা হেলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিল। মুখে সিগারেট। গৌরীকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, তুই এসময় ! কোন জরুরী খবর কিছু ?'

অমিতাভর পাশে সোফায় পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল গৌরী। দু-বার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে সোফার একপাশে বসল। সময় যত কাটছিল অমিতাভর কৌতূহল ততই বাড়ছিল। একসময় আর থাকতে না পেরে বলল, 'কিরে, চুপ করে আছিস যে, বল না কি বলতে চাস !'

গৌরী আর ইতস্তত না করে সিগারেটের শেষ অংশটা এ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে একটু দম নিয়ে ওদের মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটা অমিতাভকে বলল।

অমিতাভ চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'কি আশ্চর্য ! এসব কথা তুই এতদিন আমাকে

বলিস নি কেন ?'

গৌরী বলল, 'এতদিন বলার দরকার মনে করিনি।'

অমিতাভ নিজের চুল ধরে টানতে টানতে বলল, 'ওফ্! কি সাংঘাতিক ব্যাপার! মা বিষ খেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন আর ওই ভদ্রলোক তখন হাসছিলেন! একেই তো ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা বলে! এখন কি করতে চাস ?'

গৌরী সোফায় বসেই বলল, 'ঘটনাটা আমি দেখেছি ঠিকই, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কুড়ি বছর পরে সেই দেখাটা প্রমাণ করার কোন রাস্তা আমার কাছে তো নেই। আমি ভেবেছিলাম শুনে বাবা হয়তো ভয় পাবেন, আপোস করবেন, কিন্তু উনি সেটা করলেন না দেখে আমার চিন্তাটা আরও বেড়ে গেল।'

অমিতাভ শুনে গৌরীকে আশ্বস্ত করল, 'না। তুই ভাবিস না, প্রমাণ নিশ্চযই করা যাবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এতবড় ঘটনার সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও রবি চাওলা কেন ওঁর সঙ্গে যুদ্ধে নেমেও ঘটনাটাকে ব্যবহার করছেন না!'

এবার গৌরী বলল, 'আমাব মনে হয়, বাবাও হযতো চাওলা আঙ্কলেব কোন গোপন ব্যাপার জানে!'

অমিতাভ হঠাৎ গৌরীকে ধমকের সুরে বলল, 'এই, তুই আর বাবা-বাবা বলিস না তো! মায়ের খুনীকে আমার বাবা বলে ডাকতে মোটেই ভাল লাগছে না।' হঠাৎ কি মনে হতে গৌরীকে অপেক্ষা করতে বলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল। অপর প্রান্ত থেকে সাড়া মিলতেই বলে উঠল, 'কে, রবি ? আমি অমিতাভ কথা বলছি। আবে অমিতাভ মল্লিক—হ্যাঁ, ভাল আছি। আচ্ছা রবি, আমার মা বিষ খেয়ে মারা গিয়েছিলেন এবং আপনি ডাক্তারকে ম্যানেজ কবে তাকে দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়েছিলেন, কথাটা কি সত্যি ? আহা, আমি জিজ্ঞাসা করছি সত্যি কিনা ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক আছে। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার! ঘটনাটা সত্যি হলেও ববি তা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে রাজী নয। কারণ এতে সে-ও জড়িয়ে যাবে। ওঁর হয়ে পুরো কাজটা রবিই করেছিল।'

গৌরী বলল, 'তুই শুনলে অবাক হয়ে যাবি, সেসময বাবা চুপ কবে বসেছিলেন, কোন মন্তব্য করেন নি!'

অমিতাভ একটু ভেবে বলল, 'মুশকিল হচ্ছে, সেই ডাক্তারটাকেও রাজী কবানো যাবে না কনফেস করতে! করলে তো ওর জেল হয়ে যাবে! মাঝখান থেকে এই ভদ্রলোক সবদিক দিয়ে সেফ। কিন্তু গৌরী, আমরা কি ওঁকে ছেড়ে দেব ?'

গৌরী কিছু বলার আগে নীলা ঘরে ঢুকলো। গম্ভীর মুখে গৌরীকে বলল, 'গৌরী, তোমাকে বাবা একবার ডাকছেন।'

গৌরী বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার কেন ? একটু আগে তো অনেক কথা হয়েছে!'

অমিতাভ বলল, 'দেখ, হয়তো ভয পেয়েছেন, আপোস করতে চান।'

'হুঁ। আপোস না করলে অবশ্য আব একটা পথ খোলা আছে!'

'কী পথ ?'

গৌরী ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে বলল, 'রাজেশ কলকাতার আন্ডার-ওয়ার্ল্ড-এর একনম্বর লোক। ববি ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পারে না এমন কাজ ওর

ডিকশনারিতে নেই। ভাবছি কেসটা ওর হাতেই তুলে দিতে হবে—'

রাজেশ নামটা শুনে অমিতাভ চমকে উঠে বলল, 'আচ্ছা লোকটা কি রোগা, নিরীহ দেখতে ?'

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। খুবই সাদামাটা মতো দেখতে।'

এবার অমিতাভ জোর দিয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এই লোকটা বাবার পরিচিত। দু-দুবার ফ্যাকটরির স্ট্রাইক ভাঙ্গার কাজে বাবা একে ব্যবহার করেছিলেন।'

গৌরী ওই যুক্তির কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'তাতে কিছু এসে যাবে না। যে প্রথমে ওর কাছে যাবে সেই ওর ক্লায়েন্ট। তবে একটা কথা, রাজেশের কাছে আমি একলা যাব না, তোকেও যেতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গিয়েছে, তখন—'

নীলা এতক্ষণ ওদের আলোচনা শুনছিল। মনে মনে খুবই অস্বস্তি বোধ করল এবং সেই সঙ্গে রাগও হল। হঠাৎ ওদের কথার মাঝে অমিতাভকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমরা এসব কি আরম্ভ করেছো বল তো ! বাবার বয়স হয়েছে, আর কদিনই বা বাঁচবেন ! তারপর তো যা আছে তোমরাই পাবে ! শুধু কি তাই, এই যে এত বছর ধরে উনি তোমাদের মানুষ করলেন, তার কোন মূল্য দেবে না ?'

অমিতাভ এবং গৌরী হাঁ করে নীলার কথাগুলো শুনল। হঠাৎ অমিতাভ হাততালি দিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার ! আমার জায়গায় তোমাকে উনি কোম্পানির ডিরেক্টর করে নেবেন শুনেই পাল্টি খেয়ে গেলে ! তাহলে স্বামীর চেয়ে শ্বশুর তোমার কাছে আপন হল !'

নীলা ধিক্কার দিয়ে বলল, 'সরি অমিতাভ, আমার শরীরে মল্লিক বাড়ির রক্ত নেই। উনি নিতে চাইলেও আমি সেটা নেব কিনা তা তোমরা কেউ জিজ্ঞাসা করো নি। আজ এ বাড়ির অবস্থা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে নিজেকে মল্লিক বাড়িব বউ বলে ভাবতে ঘেন্না করছে আমার। শোন, আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করতে চাই।'

গৌরী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বৌদি !'

'তুমি চুপ করো। আজ তুমি যেভাবে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলেছ তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমার রুচি শিক্ষা আর এসব মানিয়ে চলতে পারছে না। অমিতাভ, আমি ডিভোর্স চাই। আমি এ বাড়ি থেকে চলে গেলে তোমরাও নিশ্চিন্ত হবে।'

অমিতাভ চোখ রাঙিয়ে বলল, 'ডিভোর্স ! ডিভোর্স চাইলেই তুমি পেয়ে যাবে, ব্যাপারটা এতই সহজ ? ওই ভদ্রলোক আমাকে বঞ্চিত করে তোমাকে দিচ্ছেন, ওটা তোমাকে এ্যাকসেপ্ট করতে হবে—আর তোমাকে ডিভোর্স দিলে আমি তো দুকূলই হারাবো। সেটা অসম্ভব। গৌরী, ওই রাজেশের কাছে আমি তোর সঙ্গে যাব !'

গৌরী এবার উপায় না দেখে নীলাকে বলল, 'বউদি, এসব কথা যেন বাবা না জানতে পারেন।'

অমিতাভ জোর দিয়ে বলল, 'জানবে মানে ? ও বলবে ? ওর সাহস আছে বলার ? সঙ্গে সঙ্গে একটু নরম হয়ে বলল, না না, নীলা খুব ভাল মেয়ে। আমার ক্ষতি হোক এমন কাজ ও করতেই পারে না। তুই বরং ভদ্রলোকেব সঙ্গে একবাব দেখা কবে আয়, তোর জন্যে তো অপেক্ষা করছে !'

গৌরী যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

## ॥ ২৬ ॥

অমিতাভর ঘর থেকে বেরিয়ে গৌরী আদিনাথের ঘরে এসে দেখল কৃশানুর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। আড়চোখে কৃশানুকে দেখে আদিনাথকে বলল, 'বউদির কাছে শুনলাম তুমি নাকি আমায় ডেকেছ!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসো।' কৃশানুকে দেখিয়ে বললেন, 'একে তো তুমি ভালই চেনো, তাই না?'

গৌরী আর একবার কৃশানুর দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি এখানে কি করছেন?'

'কেন, তোমার কি তাতে কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

গৌরী বলল, 'অসুবিধে আর কি! তুমি তো ইনসিওরেন্স বা ইনভেস্টমেন্ট-এর প্রস্তাব বাতিল করেছ। তাহলে ওনার আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে?'

'প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। তুমি বসো।'

গৌরী সোফার এক পাশে বসলে আদিনাথ বললেন, 'তোমার ফ্ল্যাট থেকে ববি এর ব্যাগটা নিয়ে নিজের ফ্ল্যাট-এ চলে যায়। তুমি তখন ওর ফ্ল্যাটের ঠিকানা একে দিয়েছিলে। কি, ঠিক তো? কিন্তু তুমি তো ফোন করেই ববির কাছে জানতে পারতে ব্যাগের কথা, তাকে ফিরিয়ে দিতে বলতে পারতে—সেক্ষেত্রে একে পাঠালে কেন?'

গৌরী একটু ভেবে বলল, 'ওঁর তখনই ব্যাগটা পাওয়া জরুরী ছিল। তাছাড়া ঐসময় ববির সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এসব কথা এখন উঠছে কেন?'

'তার কারণ সেই দিনই ববি খুন হয়েছিল।'

গৌরী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কে জানে সেই খুনটা ববির স্ত্রী প্রিয়ংবদা আর এই লোকটা একসঙ্গে জোট বেঁধে করেছিল কিনা!'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার এই সন্দেহ হয়েছে কেন?'

গৌরী এবার আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি জানো, ববির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল বাইপাসের পাশে! ববিকে আমি যতদূর জানি, ও কখনোই ওখানে গিয়ে আত্মহত্যা করবে না!'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ববি আত্মহত্যা করেনি। কানে দুল-পরা কোন একটি লোক ওকে খুন করেছে।'

গৌরী অবাক হয়ে বলল, 'কানে দুল পরা লোক!'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। আর আমি তোমাকে ডেকেছি সাবধান করে দিতে, এরকম লোকের সঙ্গে তুমি আর সম্পর্ক রেখো না।'

'আশ্চর্য! আমি কোন কানে-দুল-পরা লোককে চিনি না, সম্পর্ক রাখার প্রশ্ন উঠছে কেন?'

আদিনাথ হেসে উঠে বললেন, 'দ্যাখো, কান তো মাথার পাশেই থাকে—হয়তো মাথাটাকে তুমি চেন, কান দ্যাখোনি!'

গৌরী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তুমি কি বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বলো।'

আদিনাথ ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, 'গৌরী, আমি তোমার বাবা। ছেলেমেয়েরা ভুল করে অন্যায় করে, কিন্তু সেটা যদি তারা স্বীকার করে, তাহলে তাদের পাশে দাঁড়াতে অসুবি

হয় না। আর তাই আমি তোমাকে আবার বলছি, এ বাড়িতে চলে এসো। শান্ত হয়ে সুন্দর হয়ে থাকো। আমি আছি, তোমার ভালো হবে।'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্য কথা বলবে। ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি।'

আর একটাও কথা না বলে গৌরী হনহন করে বেরিয়ে গেল। আদিনাথ আফসোসে মাথা নাড়লেন।

কৃশানু এতক্ষণ কোন কথা বলে নি, গৌরী চলে যেতে বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে কি করার কথা যেন বলছিলেন!'

'ও হ্যাঁ, শোন কৃশানু, তোমাকে একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। এখন থেকে গৌরীর সমস্ত খবর তুমি আমাকে দেবে। ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে কথা বলে—সব আমি জানতে চাই।' তারপর ড্রয়ার খুলে কিছু টাকা কৃশানুর সামনে টেবিলে রেখে বললেন, 'এই টাকাটা রাখো।'

কৃশানু চমকে দু'পা পিছিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু স্যার, আমি তো একাজ কখনও করি নি!'

আদিনাথ মুখে একটা শব্দ করে বললেন, 'আরে করনি, করবে!'

'কিন্তু আমাকে কেন এই কাজটা করতে বলছেন?'

আদিনাথ একটু থেমে বললেন, 'আমি স্বচ্ছন্দে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে এই কাজটা দিতে পারতাম। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হবে। তাই আমার ইচ্ছে, তুমি এই কাজটা করো। তোমার ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

কৃশানু ভয় পেয়ে অনুরোধ করল, 'আমাকে মাফ করবেন।'

আদিনাথ করুণ সুরে বললেন, 'কৃশানু, আমি আমার মেয়েটাকে বাঁচাতে চাই, প্লিজ!'

ববির মৃত্যুর পর খুব জরুরী কাজ না থাকলে ইদানীং প্রিয়ংবদা বাড়িতেই থাকে। সেদিনও দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল, এমন সময় কলিং বেলটা বাজল। আই হোল-এ চোখ রেখে দরজাটা খুলতেই একজন মহিলাকে দেখে বলল, 'কি ব্যাপাব?'

মহিলাটি বলল 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

প্রিয়ংবদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, 'কিন্তু কি ব্যাপারে?'

'তার আগে বলছি, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা কি ঠিক হবে?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

মিস মিত্র ভেতরে ঢুকে সোফায় বসে বলল, 'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত প্রিয়ংবদা দেবী, এইসময় আপনাকে বিরক্ত করছি বলে। কিন্তু কি করব বলুন, সাংবাদিকদের কাজ তো জানেনই। আপনার স্বামী যেহেতু অস্বাভাবিক ভাবে খুন হয়েছেন তাই ওই ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতেই হচ্ছে।'

প্রিয়ংবদা মাথা নেড়ে বলল, 'দেখুন, আমি ও ব্যাপারে এখন কিছু বলতে চাই না।'

মিস মিত্র বলল, 'আপনি না বললে ভুল-বোঝাবুঝি বাড়বে। আপনার কি মনে হয় জীবন সম্পর্কে আপনার স্বামীর কোন ভীতি ছিল? অর্থাৎ তিনি কি খুন হতে পারেন বলে কখনও আশংকা করেছিলেন?'

প্রিয়ংবদা স্পষ্ট জবাব দিল, 'আমি জানি না।'

'কিন্তু তিনি ইনসিওরেন্স করাতে চেয়েছিলেন!'

এবারে প্রিয়ংবদা একই কথা বলল, 'এটাও আমি জানি না।'

মিস মিত্র অবাক হয়ে বলল, 'সে কি! আপনার বান্ধবী গৌরী মল্লিক তো একথাই বললেন। তিনি নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে বেশী জানেন না?'

প্রিয়ংবদা খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'তা জানতে পারে।'

মিস মিত্র হেসে বলল, 'এটা কি বিশ্বাসযোগ্য হল প্রিয়ংবদা ? উনি ওঁর বান্ধবী হতে পারেন, কিন্তু আফটার অল আপনি ওঁর স্ত্রী!'

'আমি তো আপনাকে বললাম, এ ব্যাপারে ববি আমাকে কিছুই বলেনি।'

মিস মিত্র এবার অন্য প্রসঙ্গ এনে বলল, 'আচ্ছা প্রিয়ংবদা, আপনি নিশ্চয়ই এটা জানেন, ঠিক কখন কার সঙ্গে ববিবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?

প্রিয়ংবদা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'সন্ধ্যের মুখে। এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে।

'কে তিনি?'

'আমি জানি না, তবে ববির সঙ্গে ওঁর দরকার ছিল।'

'আপনি তো অভিনেত্রী, আপনার এই জীবন ববিবাবু পছন্দ করতেন?'

প্রিয়ংবদা হাত নেড়ে বলল, 'কি করে বলব বলুন! কারণ আমাকে কখনও ওর অপছন্দ বলে জানায়নি!'

হঠাৎ মিস মিত্র একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করছি, অভিনয় করতে গিয়ে আপনি কি কারও সঙ্গে, বুঝতে পারছেন, অভিনেত্রীদের নানান রকমের এ্যাফেয়ারের কথা শোনা যায়—'

প্রিয়ংবদা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'নো। আমি স্টুডিওতে যাই কাজ করতে। কাজের বাইরে কারও সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।'

'ববিবাবুর?'

'ওটা তো আপনি ভালই জানেন!'

'আচ্ছা, আপনাকে ডিভোর্স করে গৌরীকে বিয়ে করার কথা কি ববিবাবু কখনও ভেবেছেন? এর জন্যে গৌরী কখনও চাপ দিয়েছেন?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'না। তবে গৌরী ওর সম্পর্কে দুর্বল ছিল। সেই রাত্রে ববি চলে যাওয়ার পরেও ববির খোঁজে সে এখানে এসেছিল।'

'দেখা হয়নি?'

'না, তার আগেই ববি বেরিয়ে গিয়েছিল।'

মিস মিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কৃশানুবাবুর পরিচয় কতখানি?'

প্রিয়ংবদা ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, 'তার মানে?'

'মানে আর কিছুই নয়, কৃশানুবাবু আমাকে বলেছেন এ বাড়িতে তিনি এসেছিলেন—'

'সে তো অনেকেই আসে। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

মিস মিত্র সোফায় আরেকটু ভাল করে বসে বলল, 'এখন আপনাকে একটা কথা বলি। আজ গৌরীকে তার ফ্ল্যাট-এ ফোন করেছিলাম, কিন্তু পাই নি। কি মনে হতে নাম্বার জোগাড় করে আমি আদিনাথ মল্লিকের বাড়িতে ফোন করে গৌরীর খোঁজ করি। ফোন ধরেন ওঁর ভাই অমিতাভ মল্লিক। আমি ববিবাবুর মৃত্যু নিয়ে একটা কভার স্টোরি করব বলায় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান—'

প্রিয়ংবদা বলল, 'কিন্তু এসব কথা আমাকে বলছেন কেন ?'

'আপনার সঙ্গে অমিতাভবাবুর আলাপ ছিল ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'না। গৌরীর ফ্ল্যাটে ওর বাপের বাড়ির কাউকে কখনও দেখিনি। আমি কিন্তু খুব টায়ার্ড, প্লিজ—।'

মিস মিত্র বলল, 'আর একটা প্রশ্ন—'

প্রিয়ংবদা প্রতিবাদ করল, 'না, আব কোন প্রশ্ন নয়।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা বেজে উঠল। প্রিয়ংবদা উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো !'

অন্য দিক থেকে কথা ভেসে এল, 'প্রিয়ংবদা আছেন ?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'আপনার মারুতি গাড়ি, তাই না ?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো ? আপনি কে ?'

'গাড়ির নাম্বার WB 02 ... ?'

'একটু ভুল হল, WB 02...., কিন্তু আপনি কে কথা বলছেন ?'

'আপনার গাড়ি কি এখন আপনার কাছেই আছে ?'

প্রিয়ংবদা অবাক হয়ে বলল, 'আশ্চর্য, আমার গাড়ি আমার কাছে থাকবে না কেন ?'

'ববির বডি নিয়ে বাইপাসে নিশ্চয়ই আপনি একা যাননি ? কারণ আমি জানি, একা কোন মহিলার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়—আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কে ছিল ?'

প্রিয়ংবদা রেগে বলল, 'এসব কি যা-তা বলছেন ! আমি রাখছি—'

'না। টেলিফোন রেখে দিলে পুলিস আপনার কাছে যাবে। মনে হচ্ছে আপনি বেশ বড় খেলোয়াড়। কিন্তু বুঝতে পারছি না ববির বডি আপনি ওই ঝুঁকি নিয়ে সরালেন কেন ?'

'আমি রাখছি।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'ঠিক আছে। তবে আবার কথা হবে। তখন আপনার সঙ্গীর নাম জেনে নেব। বাই।'

প্রিয়ংবদা কোনরকমে টেলিফোন রেখে পাথরের মত বসে পড়ল।

মিস মিত্র উঠে গিয়ে প্রিয়ংবদাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কি হল ? কার ফোন ? প্রিয়ংবদা, আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে ? কি হয়েছে বলুন ?'

প্রিয়ংবদা কোন কথারই উত্তর না দিয়ে শুধু বলল, 'কিছু না, কিছু না। আমাকে একটু একা থাকতে দিন, প্লিজ !'

প্রিয়ংবদা সোফায় মাথাটা হেলিয়ে দেয়। মিস মিত্র কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

## ॥ ২৭ ॥

নীলার কোন কথা বা অনুরোধ না শুনে অমিতাভ এবং গৌরী পরের দিনই রাজেশের অফিসে এল। রাজেশ তখন মঞ্জুলকে কি একটা কাজ বোঝাচ্ছিল মনে হল। মঞ্জুল একদৃষ্টিতে রাজেশের দিকে তাকিয়ে শুনছিল।

অমিতাভ ও গৌরীকে ঢুকতে দেখে রাজেশ হেসে বলল, 'আরে ! আসুন, আসুন।

আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখব ভাবতেই পারিনি।' এরপর মঞ্জুলকে বলল, 'মঞ্জুল এই সেই মেমসাব, যাঁর কথা এতক্ষণ তোমাকে বলছিলাম। ওঁকে সেলাম দাও।'

আদেশ পাওয়ামাত্র মঞ্জুল সোজা হয়ে দাঁড়াল ওদের সামনে। গৌরী মঞ্জুলকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

রাজেশ মঞ্জুলের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কি জানেন, মঞ্জুল আবার আমি ছাড়া কারও সামনে মাথা নামায় না। এত করেও ওকে সহবৎ শেখাতে পারলাম না। যাই হোক, হ্যাঁ, টেলিফোনে বললেন, জরুরী কথা আছে, সামনাসামনি বলবেন। তা কি এমন কথা, ম্যাডাম?'

গৌরী সরাসরি বলল, 'আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, ববির ডেডবডি বাইপাসে পাওয়া গিয়েছে।'

রাজেশ কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়ার মত ভাব করে বলল, 'সত্যিই খুব তাজ্জব ব্যাপার! মনে হচ্ছে কলিকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই মরা মানুষ হেঁটে পছন্দমত জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ছে!'

গৌরী বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনি রসিকতা করছেন, কিন্তু বাবার কাছে খবর আছে কানে-দুল-পরা একটা লোক ববিকে খুন করেছে।'

রাজেশ অবাক হয়ে বলল, 'তাই নাকি? মল্লিক সাহেবের ওপর আমার শ্রদ্ধা প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। উনি আপনাকে বলেছেন?'

'হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, আমার সন্দেহ হচ্ছে খবরটা উনি পুলিসকে দিতে পারেন।'

রাজেশ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'না, না। আমার মনে হয় ঝুটঝামেলায় উনি যাবেন না। তাছাড়া ওঁর এত সময়ই বা কোথায়? কিন্তু খবরটা উনি কার কাছে পেয়েছেন বললেন?'

গৌরী বলল, 'না, আমাকে বারংবার সাবধান করে দিচ্ছিলেন।'

রাজেশ হো হো করে হেসে বলল, 'ওহো, তাই মঞ্জুলকে দেখে আপনি চমকে গিয়েছিলেন! ঠিক আছে, মঞ্জুল এদিকে এসো তো!'

রাজেশের নির্দেশমত মঞ্জুল কাছে গিয়ে নীচু হতেই রাজেশ ওর কান থেকে দুলটা খুলে পকেটে রেখে বলল, 'ব্যাস, হয়ে গেল! এখন মঞ্জুলকে দেখে আর আপনার চমকাবার কিছু নেই। শুনুন, আপনার বাবার সঙ্গে আজ টেলিফোনে কথা হল। অমিতাভবাবু, আপনি শুনলে খুশী হবেন, বাইপাসের জমি আর আমেরিকার ব্যবসাটার ব্যাপারে উনি আর ইন্টারেস্টেড নন। কি, আপনি খুশী তো?'

অমিতাভ অবাক হয়ে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'আমাকে? আমাকে কেন? এ ধন্যবাদ আপনার বাবার প্রাপ্য।' রাজেশ বেশ ঠাট্টা করে কথাগুলো বলল।

হঠাৎ গৌরী বলল, 'আমার ব্যাপারে আপনি কোন কথা ওঁর সঙ্গে বলেছেন?'

রাজেশ অত্যন্ত করুণ সুরে বলল, 'ছি ছি ছি! ক্লায়েন্টের সঙ্গে আমি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। বলুন এবার কি করতে হবে?'

গৌরী বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'শুনুন, এটা আমাদের পারিবারিক সমস্যা। আমার মা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। বাবা বাঁচাবার চেষ্টা করেন নি। উল্টে মৃত্যুটাকে হার্ট অ্যাটাক বলে চালিয়েছিলেন। একজন ডাক্তারকে টাকা দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট যোগাড়

করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে বাবার ম্যানেজার মিস্টার চাওলা সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এখন উনি তা স্বীকার করবেন না, কারণ তাতে তিনি জড়িয়ে যাবেন। ডাক্তারও সত্যি কথা বলতে রাজী হবেন না, কারণ তাতে তাঁর জেল হয়ে যাবে। তাই বাবারও ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমরা চাই মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে।'

'কিন্তু কি ভাবে?' রাজেশ জানতে চাইল।

এবার অমিতাভ বলল, 'আইন যখন আমাদের সাহায্য করছে না তখন আপনি সাহায্য করুন।'

রাজেশ কাঁধ নাচিয়ে বলল, 'আইন যেখানে পারছে না আপনাদের সাহায্য করতে সেখানে আমি পারব! এতবড় ক্ষমতাবান আমি নই। তবু—কি ধরনের প্রতিশোধ আপনারা চান?'

অমিতাভ বলল, 'যেভাবে সম্ভব।'

রাজেশ বলল, 'আচ্ছা আপনাদের তো আর একটি ভাই আছে, তাই না?'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, অরুণ। তবে ও কোন ফ্যাক্টর নয়।'

রাজেশ শুনে একটু মুচকি হেসে বলল, 'তাই নাকি? তাহলে অমিতাভবাবু, আপনারা বলছেন মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেই আপনাদের স্বপ্ন সফল! তা স্বপ্ন কিনতে হলে দাম দিতে হবে যে ভাই!'

'বলুন কত?'—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল অমিতাভ।

রাজেশ কিছু বলার আগেই গৌরী বলল, 'ওই ধরুন দশ হাজার!'

রাজেশ হিহিহি করে হেসে উঠল, 'কোথায় ববি আর কোথায় আদিনাথ মল্লিক! আপনি বেশ ভালই বলেছেন গৌরীদেবী! আচ্ছা পুঁটিমাছ আর হাঙ্গরের কি এক দাম হয়? কি, কথাটা শুনে চমকে উঠলেন মনে হল!'

অমিতাভর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'ববিকে তাহলে আপনি খুন করিয়েছেন?'

রাজেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'কি করব বলুন, ক্লায়েন্ট চাইল। চাওয়ামাত্র কাজ করা আবার আমার অনেকদিনের স্বভাব। তাই ক্লায়েন্ট যখন মত পরিবর্তন করল তখন কিন্তু কাজ হয়ে গেছে। শুনুন অমিতাভবাবু, এই কাজটার জন্য পাঁচ লাখ লাগবে, ক্যাশ। জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্নের দাম হিসেবে এটা কিছুই নয়, তাই না?'

'অসম্ভব। অত টাকা আমার নেই।' অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল।

রাজেশও একটু জোর দিয়ে বলল, 'নেই বললে তো হবে না! আপনার তো অনেক পথে রোজগার! তবে এখন হয়তো নেই, কিন্তু স্বপ্নের মালিক হয়ে গেলে ওটা হাতের ময়লা হয়ে যাবে, তখন দেবেন। যাই হোক, আমি রাজী।'

অমিতাভ এইসময় একবার গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ভাবে বিশ্বাস করছেন আমাকে?'

'কেন, আপনি তো নিজেই জামিন থাকছেন!' রাজেশ বলল।

অমিতাভ চমকে উঠে বলল, 'তার মানে?'

রাজেশ কোনরকম ভণিতা না করে বলল, 'কেন, এতক্ষণ যেসব কথা বললেন তার সবটাই কিন্তু রেকর্ড করা হয়ে আছে। আশা করি সেটা বাজিয়ে ভবিষ্যতে আপনাকে শোনাতে হবে না!'

'আপনি কি তাহলে বাবাকে—।' গৌরী একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্নটা করতে গিয়েও থেমে গেল।

রাজেশ মাথা নেড়ে বলল, 'পথ তো একটাই।'

গৌরীর আরও ভয় হল। কিন্তু কিন্তু করে বলল, 'না, মানে, আমি বলছি মায়ের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে চাপ দিয়ে কাজটা শেষ করা যায় না?'

রাজেশ মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বলল, 'আরে ভাই, নিজের ছেলেমেয়ের চাপই যে ভদ্রলোক সহ্য করল সে আমার কথা শুনবে কেন? যাক গে, আচ্ছা গৌরী দেবী, প্রিয়ংবদা তো আপনার বান্ধবী, খুব নিকট সম্পর্ক! তাই আমার একটা কাজ আপনাকে করে দিতে হবে।'

গৌরী অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করল 'কি কাজ?'

রাজেশ একটু কায়দা করে কথাটা বলল, 'আচ্ছা ববি যেদিন খুন হয়েছিল সেদিন কে কে ববির বন্ধু হয়েছিল তা যেমন করে হোক ওর কাছ থেকে জানতে হবে।'

গৌরী অবাক হয়ে বলল 'বন্ধু কেন?'

রাজেশ গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সেকি! এসব কাজে বন্ধুরাই তো কাঁধ দেয়। এক্ষেত্রে অবশ্য দুজন বন্ধু কাঁধ দিয়েছিল—একজনের নাম আমি জানি। দ্বিতীয় লোকটার নাম আমার দরকার।'

'কিন্তু ও যদি আমাকে না বলে?'

রাজেশ কথা না বাড়িয়ে বলল, 'আমাকে জানিয়ে দেবেন, কেমন?'

এবার অমিতাভ বলল, 'তাহলে আমরা নিশ্চিত?'

রাজেশ একটু ভেবে বলল, 'হুঁ, আপনারা আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিলেন!'

হঠাৎ অমিতাভ বলল, 'বিপদ কেন?'

রাজেশ অমিতাভর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলল, 'মল্লিক সাহেবের বিরুদ্ধে আপনি, আপনার বোন, মিস্টার চাওলা আজ যে ঘটনাটা ইস্যু করতে চাইছেন, সেই ঘটনাটা যার জন্যে সম্ভব হয়েছিল সেই লোকটা এখন—, আমি তার সঙ্গেই কথা বলছিলাম আপনারা আসার আগে। আপনারা কি আলাপ করবেন?'

অমিতাভর কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করল, 'কে তিনি?'

রাজেশ মঞ্জুলের দিকে তাকিয়ে আদেশ করল ভদ্রলোককে নিয়ে আসতে। অমিতাভকে বলল, 'হ্যাঁ আর একটা কথা, আপনার সঙ্গে প্রিয়ংবদার কেমন আলাপ?'

অমিতাভ বলল, 'না, তেমন নয়।'

রাজেশ দুঃখপ্রকাশ করে বলল, 'বেচারা!'

ঠিক সেই সময়ে মঞ্জুল ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ওদের ঢুকতে দেখেই রাজেশ বলল, 'আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু! ইনি সেই মহান ডাক্তারবাবু যাঁর দেওয়া সার্টিফিকেটে আপনার মায়ের শেষকাজ হয়েছিল। ইনি খুব সাহায্য করেছিলেন।'

ডাক্তারবাবু রেগে গিয়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা বলে কোন লাভ নেই। কেউ কারো কোন কাজে লাগতে পারে না। জন্মমাত্র মরতে হবে বলে তৈরী থাকা ভাল। আকবর নেই, হিটলার নেই, মিসেস গান্ধী নেই। এটাই সত্যি, শেষ সত্যি।'

রাজেশ বলল, 'একজন ডাক্তার হয়ে আপনি একথা বলছেন?'

ডাক্তারবাবু একইভাবে বললেন, 'আলবৎ বলছি। আমরা কি করি! কিছু স্পেসিফিক ওষুধ শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে মৃত্যুটাকে এখান থেকে ওখানে,.এমাস থেকে ওমাসে, এখন থেকে

বড়জোর কুড়ি পঁচিশ বছর সরিয়ে দিই। তারপর একসময় বলি, আর কিছু করার নেই, ভগবানকে ডাকুন।'

রাজেশ আর কোন কথা না বলে অমিতাভ ও গৌরীকে দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এঁদের আপনি চেনেন ? আগে দেখেছেন ?'

ডাক্তারবাবু চকিতে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি বলছেন, এরা নিজেদের চেনে যে আমি চিনব ? কি হে, তোমরা কি নিজেদের চেন ? কে তোমরা ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? কোথায় যাইতে হইবে ? এই পান্থনিবাসে যে কয়দিন আছ তোমাদের ভূমিকা কি ? উত্তর নেই। ধ্যেৎ!'

রাজেশ ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে বলল, 'এই হলেন সেই ডাক্তারবাবু। এখন ওঁর এই অবস্থা। কোন স্মৃতিই মনে নেই। এঁকে দিয়ে কোন কিছু প্রমাণ করানো অসম্ভব।'

তারপর রাজেশের নির্দেশে মঞ্জুল ডাক্তারবাবুকে নিয়ে চলে গেল ভেতরে।

ডাক্তারবাবুর ওই অবস্থা দেখে অমিতাভ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে ?'

রাজেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আগামীকাল আপনারা আবার একবার টেলিফোন করবেন।'

'কেন ?' অমিতাভর মনে সংশয় দেখা দিল।

রাজেশ বলল, 'আজ আমরা যেসব কথাবার্তা বললাম তার টেপ আর একবার বাজিয়ে শুনব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

অমিতাভর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল, 'তাহলে এর আগে গৌরী যা বলেছে তাও কি টেপ করা আছে ?'

রাজেশ মুখ টিপে হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই। কারণ ইদানীং বড্ড ভুলে যাচ্ছি। মেমসাব টেলিফোনে একটা কাজ করতে বলেছিলেন, সেটাও যেমন টেপ করা আছে, কাজটা করতে নিষেধ করেছিলেন, সেটাও টেপ করেছি। ঠিক আছে, তাহলে ওই কথা রইল।'

প্রিয়ংবদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিক মিস কল্পনা মিত্র বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছে। বারবার ঘড়ি দেখছে। এমন সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যে অমিতাভ মল্লিক। ইশারা করতেই মিস মিত্র গাড়িতে উঠে গেল।

গাড়িতে উঠেই মিস মিত্র অভিযোগের সুরে বলল, 'অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এসব জায়গায় কোন মহিলার পক্ষে বেশীক্ষণ একা দাঁড়ানো—'

কথা শেষ হবার আগেই অমিতাভ বলল, 'আপনার ব্যাগে কি টেপ-রেকর্ডার আছে ?'

মিস মিত্র মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ, আছে। কেন ?'

অমিতাভ বলল, 'না, এমনি। আপত্তি না থাকলে ওটা আমাকে দিন, যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন।'

মিস মিত্র কিছু না বুঝে দিয়ে দিল।

অমিতাভ টেপটা পাশে রেখে বলল, 'হ্যাঁ, এবাব বলুন কি বলতে চান।'

মিস মিত্র বলল, 'আমি প্রিয়ংবদার বাড়িতে আজ গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা টেলিফোন পাওয়ার পরই উনি খুব আপসেট হয়ে যান। তার আগে উনি বলেছেন সেদিন বিকেলে রবিবাবু একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে যান। ওই ভদ্রলোক সম্ভবত কৃশানুবাবু বলেই মনে হয়। তারপর আর ফিরে আসেন নি।'

একথা শুনেই অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, 'সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা!'

'কিরকম?' মিস মিত্রের চোখে কৌতূহল দেখা দিল।

অমিতাভ ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল, 'সেদিন রাত্রে আমি গৌরীর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারি কৃশানু প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট-এ গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে যাই। ওর ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে দেখি প্রিয়ংবদা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, পাশে কৃশানু বসে।'

মিস মিত্র বলল, 'স্ট্রেঞ্জ! তখন কত রাত?'

'প্রায় বারোটা।'

'অত রাত পর্যন্ত কৃশানু ওই ফ্ল্যাট-এ ছিলেন?'

অমিতাভ বেশ জোর দিয়ে বলল, 'সিওর! আর তারপরই আমি কৃশানুর বাড়ি যাই।'

মিস মিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'অত রাত্রে? কেন?'

অমিতাভ জবাব দিল, 'আমার দরকার ছিল।'

মিস মিত্র শুনে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, দরকারটা জানতে পারি?'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ। আমার বাবার ইনভেস্টমেন্ট-এর কাগজপত্র ওর কাছে ছিল, তাই। কৃশানু বাড়ি ফেরে রাত আড়াইটেয়। ওকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করতে ও বলল সে ওই কাগজপত্রের ব্যাগটা প্রিয়ংবদার গাড়িতে ফেলে এসেছে। আমি তখনই ওকে সেখানে নিয়ে যাই। কিন্তু গাড়িতে ব্যাগ ছিল না। কৃশানু প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট-এ যায়, অনেকক্ষণ গল্প করে। তারপর ব্যাগ নিয়ে ফিরে আসে।'

শুনে মিস মিত্র বলল, 'বাঃ!'

অমিতাভ আরও বলল, 'ঘনিষ্ঠতা না থাকলে কোন মহিলা স্বামী বাড়িতে না থাকা সত্ত্বেও কোন অল্পপরিচিত পুরুষকে শেষরাত্রে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেবেন বলুন?'

মিস মিত্র মাথা নেড়ে বলল, 'অসম্ভব।'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে আমার কথা হচ্ছে, ওরা রাত বারোটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত কোথায় ছিল? এটা জানতে চেষ্টা করুন।'

মিস মিত্র বলল, 'আপনার কথায় মনে হচ্ছে ববির মৃত্যুর ব্যাপারে ওদের ইন্টারেস্ট আছে। কিন্তু ওরা তো নিজেদের আগে চিনতই না।'

অমিতাভ বলল, 'সেয়ানে সেয়ানে দেখা হলেই জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তা হয়ে যায়। যাই হোক, এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

'আচ্ছা আমি কি আপনার নামটা কোট করতে পারি আমার লেখার মধ্যে? বুঝতেই পারছেন, নাহলে অথেনটিসিটি থাকবে কি করে?' মিস মিত্র আচমকা জিজ্ঞাসা করল।

অমিতাভ একটু ভেবে বলল, 'দেখুন, এটা আমার বাবা পছন্দ করবেন না।'

মিস মিত্র বলল, 'কিন্তু আপনি তো অন্যায় কিছু করেননি। অবশ্য অত রাত্রে কৃশানুর বাড়িতে শুধু কিছু ফর্মের জন্যে যাওয়াটা স্বাভাবিক লাগছে না।'

অমিতাভ অবাক হয়ে গেল, 'তার মানে? আমি কি জন্যে গিয়েছিলাম?'

মিস মিত্র বলল, 'সেটা তো আপনি জানেন। আচ্ছা আমি নেমে যাচ্ছি, আমার টেপটা দিন।'

অমিতাভ টেপটা ফিরিয়ে দিয়ে গাড়িটা থামাল।

মিস মিত্র গাড়ি থেকে নামল।

অমিতাভ আর কোন কথা না বলে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

অমিতাভ প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট-এ যখন গেল, তখন রাত বেশ গভীর। কলিংবেলটা বাজাল।

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'কে ? কি চাই ?'

বাইরে থেকে অমিতাভ সাড়া দিল, 'আমি অমিতাভ।'

প্রিয়ংবদা দরজা খুলতে অমিতাভ ভেতরে ঢুকল। শরীর টলছে, একটু নেশাগ্রস্ত। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ? এতরাত্রে ?'

অমিতাভর কথা একটু জড়িয়ে এল, 'কৃশানুকে যদি শেষরাত্রে—না, ঝগড়া করে লাভ নেই। শুনুন, আপনি খুব বিপদে আছেন। আপনার মত সুন্দরী মহিলা বিপদে পড়লে আমার খুব খারাপ লাগে। বিশ্বাস করুন।'

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই আপনার ?'

অমিতাভ বলল, 'গৌরী এমনভাবে প্রচার করছে যাতে মনে হবে আপনি আর কৃশানু ববিকে খুন করে ওর লাশ পাচার করেছেন। যা প্রমাণ আছে তাতে পুলিস সেটা সহজেই বিশ্বাস করবে।'

প্রিয়ংবদা হঠাৎ ভয়ে চিৎকার করে উঠল

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি ভয় পাবেন না, আমি তো আছি। প্রিয়ংবদা, আমাকে তুমি বন্ধু বলে ভাবতে পার।'

'কিন্তু—' প্রিয়ংবদা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অমিতাভ বলল, 'হ্যাঁ, এটা জেনেছি বলেই এত রাত্রে ছুটে এলাম। না, কেউ আমাকে এখানে আসতে দেখেনি। আমি জানি ববিকে তুমি খুন করোনি—ওকে খুন করেছে গৌরী। সেটা করিয়েছে ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে, তাই তো ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আমি জানি না।'

অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, 'খুনটা কোথায় হয়েছিল ? এ বাড়িতে ?'

প্রিয়ংবদা দুহাতে মুখ ঢাকলে অমিতাভ এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে কাছে টেনে বলল, 'ভেঙ্গে পড়ো না। প্রতিশোধ নাও। যে মেয়েটা তোমার স্বামীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল তাকে ছেড়ে দিও না। আমার কথা শোন, প্রিয়ংবদা!'

প্রিয়ংবদা মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলল, 'কি বলছেন আপনি ? গৌরী তো আপনার বোন ?'

অমিতাভ বোঝাল, 'শোন প্রিয়ংবদা, যুদ্ধ আর প্রেমে কোন কাজই বেআইনি নয়। তোমার মত আমিও চাইনা ভবিষ্যতে কেউ সাক্ষী থেকে যাক। আণ্ডারস্ট্যান্ড ? এসো হাত মেলাও।'—বলে একটা হাত বাড়িয়ে দিল প্রিয়ংবদার দিকে।

॥ ২৮ ॥

ববির খুনের রিপোর্ট তৈরি করার জন্য সাংবাদিক কল্পনা মিত্রকে বেশ পরিশ্রম করতে হচ্ছে। মোটামুটি ববির সঙ্গে পরিচিত এমন প্রত্যেকের কাছেই সে গেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। রিপোর্ট-এর একটা ছক ইতিমধ্যে করে ফেলেছে, কিন্তু সে থানার ও.সি.-র সঙ্গে একবার কথা বলতে চায়। তাই সেদিন ফোনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে থানায় গিয়ে হাজির। ও. সি. তার নিজের কামরায় চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসেছিল, পায়ের শব্দ পেয়েই বলল, 'আসুন মিস মিত্র, বলুন কি খবর ?'

মিস মিত্র বলল, 'আপনাকে আবার বলছি, ঘটনাটা খুব স্বাভাবিক নয়। ববির মৃত্যুর সঙ্গে প্রিয়ংবদা জড়িত। আর তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে একটা ইনসিওরেন্স এজেন্ট, যার নাম কৃশানু।'

ও. সি. বলল, 'দেখুন ভাই, আমি মেয়েদের খুব শ্রদ্ধা করি। আমার মাকে, ঠাকুমাকে, আমার দিদিমাকে যথেষ্ট মান্য করে চলি। কিন্তু কে কি বলল সেটা ঠিকমতো না জেনে আমি তাদের এ্যারেস্ট করতে ছুটব, এতটা বোকা আমি নই।'

মিস মিত্র বলল, 'ঠিক আছে, আপনি অমিতাভ মল্লিকের সঙ্গে কথা বলুন। ওর স্টেটমেন্ট নিন। ও-ই বলবে রাত বারোটায় প্রিয়ংবদা আর কৃশানু গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল আর রাত আড়াইটেয় ফিরেছে। কোথায় গিয়েছিল তারা ?'

ও. সি. বিরক্তি প্রকাশ করল, 'জাহান্নামে যাক। একজন আনম্যারেড আর একজন বিধবা, যেখানে খুশী যেতে পাবে। শুনুন, আমি রিটায়ারমেন্টের আগে জেনেশুনে সাপের লেজে পা দিতে চাই না।'

মিস মিত্র বলল, 'সাপের লেজ মানে ?'

ও. সি. বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, অমিতাভ ও গৌরী মল্লিকের বাবা আদিনাথ মল্লিক প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। সি. এম.-এর ঘরে যান। একটা ফোন কবলেই সাসপেণ্ড হয়ে যাব। সত্যি কথা বলতে কি, আমি রোজই প্রার্থনা করি আমি রিটায়ার হয়ে গেলে যেন আমার এই এলাকায় খুন-জখম বেড়ে যায় !'

মিস মিত্র বলল, 'তার মানে আপনি জেনেশুনে বসে থাকবেন চুপ করে ! ঠিক আছে, আমি আমার রিপোর্টে একথাটাও লিখব।'

ও. সি. চমকে উঠল, 'সর্বনাশ ! আপনি তো দেখছি সাংঘাতিক মহিলা !'

মিস মিত্র বলল, 'তাহলে অমিতাভর স্টেটমেন্ট নিন। ওকে এখানে ডেকে পাঠান।'

ও. সি. অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'বেশ।' কিন্তু এইসময় জয়ন্ত কাছে না থাকাতে ওর ওপব মনে মনে রাগ দেখাল। তারপর অমিতাভকে ফোন করবার জন্যে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো ! আমি লোকাল থানার ও. সি. কথা বলছি। অমিতাভ মল্লিক আছেন ? ও, কথা বলছেন ? আপনি একটু থানায় আসতে পারবেন এখনি ? কি বললেন ? না, আসলে ববির খুনের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। কে ? ও আপনি অমিতাভ মল্লিক নন ! আদিনাথ মল্লিক ? সরি স্যার, বুঝতে পারিনি। হ্যালো, হ্যালো।' আর কোন কথা হয় না। রিসিভারটা রেখে দিল।'

হঠাৎ ও. সি.র মুখের চেহারা কেমন যেন পালটে গেল। মিস মিত্রের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'দিলেন তো বারোটা বাজিয়ে !'

মিস মিত্র বলল, 'আমি বারোটা বাজালাম ? কি যা-তা বলছেন !'

ও. সি. বলল, 'নয়তো কি ? ফোন না করলে ঝামেলাটা হত না। সাক্ষাৎ বাঘের হাতে পড়লাম। ফোনটা ধরেছিলেন স্বয়ং আদিনাথ মল্লিক। আমাকেই ওঁর বাড়িতে যেতে বললেন।'

মিস মিত্র আশ্চর্য হয়ে গেল, 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি একজন পুলিস অফিসার হয়ে ওঁকে থানায় ডেকে পাঠাতে পারলেন না !'

ও. সি. মুচকি হাসল, 'সবে জীবনটা শুরু করেছেন ম্যাডাম। বয়স বাড়লে দেখবেন অনেক

কিছু করতে চাইলেও করা যায় না। আচ্ছা আমি চলি।'

মিস মিত্র বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব। কারণ আপনি আমার কাছ থেকে সূত্রটা পেয়েছেন। তাই আমি সঙ্গে থাকলে আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

ও. সি. বলল, 'ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। ঠিক আছে, চলুন।'

আদিনাথ তখন নীলার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। একসময় আদিনাথ বললেন, 'সে কোথায় ?'

নীলা বলল, 'ঘুমোচ্ছে।'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভাল। এখন অফিস নেই, নিয়মশৃঙ্খলাও নেই।'

নীলা একটু থেমে বলল, 'বাবা, একটা কথা বলব ? অনেকদিন এক নাগাড়ে কলকাতায় আছেন, আমার মনে হয় কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসুন।'

নীলার কথা শুনে আদিনাথ বললেন, 'জায়গা পরিবর্তন করলেই কি সমস্যাগুলো চলে যাবে ? তা কখনো যায় ? এর মধ্যে তো আর এক উৎপাত শুরু হয়েছে।'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, 'কি সেটা ?'

উত্তর দেবার আগেই বেয়ারা ঘরে ঢুকল। বলল, 'থানার ও. সি. আর এক মহিলা এসেছেন।'

আদিনাথ বললেন, 'ওদের আসতে বল।' নীলা চলে যেতে চাইলে আদিনাথ বললেন, 'তুমি ওখানে বসো।'

ও. সি. ঘরে ঢুকেই বলল, 'নমস্কার স্যার। নিতান্ত বাধ্য হয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি। সত্যিই আমি খুব দুঃখিত এর জন্যে।'

আদিনাথ মহিলাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি ?'

'মিস মিত্র নিজেই উত্তরটা দিল, 'আমি 'সুপ্রভাত' কাগজের একজন রিপোর্টার। আমার নাম কল্পনা মিত্র।'

আদিনাথ বললেন, 'ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত লাগছে ! পুলিসের সঙ্গে খবরের কাগজের সম্পর্ক মধুর বলে কখনো শুনিনি !'

মিস মিত্র হেসে ফেলল, 'না, উনি আপনার কাছে আসছেন শুনে ভাবলাম আমারও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, তাই সুযোগটা ছাড়লাম না।'

আদিনাথ এবার বললেন, 'কিন্তু আমি এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলি না যে ! হ্যাঁ, আপনি বলুন অফিসার।

ও. সি. তখন বলল, 'স্যার, ববি নামে একটা লোক কিছুদিন আগে খুন হয়েছে। আমরা তদন্ত করছি। ইনি ওঁর কাগজের জন্যে একটা রিপোর্ট লিখছেন। তা আজ হঠাৎ উনি বললেন আপনার ছেলে অমিতাভ মল্লিক নাকি একটা স্টেটমেন্ট দিতে পারেন, যা পেলে খুনীকে ধরা সহজ হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস মিত্র ও.সি.-র মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, অমিতাভ আমাকে বলেছেন।'

আদিনাথ হাত তুলে মিস মিত্রকে থামিয়ে বললেন, 'আমি আপনার কাছে ক্ল্যারিফিকেশন

চাইনি। অফিসার, আপনার ধারণা ওই খুনের ব্যাপারটা অমিতাভ জানে ?'

ও. সি. বলল, 'আজ্ঞে, ইনি সেটাই বলছেন।'

'তাহলে ওঁর কথার ওপর নির্ভর করে আপনি এখানে এসেছেন ?'—আদিনাথ জানতে চাইলেন।

ও. সি. স্বীকার করতেই আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও, তাহলে আপনি নিজে নিশ্চিত নন ?'

ও. সি. বলল, 'না স্যার, সেটা নিশ্চিত হতেই আসা। এই খবরের কাগজের লোকেদের তো আপনি জানেন স্যার। দু'কলম লিখে দিলেই হল।'

আদিনাথ এবার মিস মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি বলুন।'

মিস মিত্র ঘটনাটা গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করল, 'অমিতাভবাবু বলেছেন তিনি রাত বারোটার সময় প্রিয়ংবদার বাড়ির সামনে গিয়ে দেখেন সে আর কৃশানু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রিয়ংবদা হ'ল মৃত ববির স্ত্রী। আর কৃশানুকে তো আপনি জানেন।'

আদিনাথ বললেন, 'তারপর কি হল ?'

মিস মিত্র বলে গেল, 'সেখান থেকে অমিতাভবাবু কৃশানুর বাড়ি যান। কৃশানু বাড়ি ফেরে রাত আড়াইটে নাগাদ।'

আদিনাথের কেমন সন্দেহ হ'ল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব কথা আপনাকে অমিতাভ বলেছে ?'

মিস মিত্র বলল, 'হ্যাঁ। আমি ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম অত রাত্রে উনি কেন কৃশানুর বাড়ি গিয়েছিলেন ? জবাবে উনি বলেন, আপনার নাকি কোন ইনভেস্টমেন্ট-এর কাগজপত্র কৃশানুর কাছে ছিল, সেগুলো নেবার জন্যে উনি গেছিলেন। আচ্ছা আপনি ব্যাপারটা জানেন ?'

আদিনাথ বললেন, 'আমার ছেলে যখন গিয়েছে তখন আমার জানা উচিত।' নীলাকে বললেন, 'বউমা, ওকে বল এরা কথা বলতে চায়, এখানেই যেন আসে।'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

মিস মিত্র আবার শুরু করল, 'আপনার মেয়ে গৌরী মল্লিক ববির বন্ধু ছিল। সে একা থাকে। আপনি কি ওকে সমর্থন করেন ?'

আদিনাথ বললেন, 'আমার পারিবারিক ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে চাই না।'

মিস মিত্র বলল, 'আমি বুঝতে পারছি, যে কোন বাবার মতো আপনি ছেলেমেয়েদের আড়াল করতে চাইছেন।'

আদিনাথ স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'আপনি কি বুঝছেন তা নিয়ে আমি আদৌ মাথা ঘামাতে চাই না।'

এই সময় অমিতাভ ঘরে ঢুকল। আদিনাথকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

আদিনাথ উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি অমিতাভ মল্লিক। আর ইনি লোকাল থানার ও. সি.।'

ও. সি. নমস্কার জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, শুনলাম আপনি প্রিয়ংবদা দেবীকে চেনেন ?'

অমিতাভ অবাক চোখে তাকাল, 'কোন প্রিয়ংবদা ?'

'অভিনেত্রী প্রিয়ংবদা, আপনার বোনের বন্ধু।' ও.সি. মনে করিয়ে দিল।

অমিতাভ বলল, 'ও, হ্যাঁ চিনি।'

ও. সি. বলল, 'ওঁর স্বামী ববি যে রাতে খুন হয়েছিলেন, সেই রাতে কি আপনি ওদের বাড়িতে গিয়েছিলেন ? ধরুন এই বারোটা নাগাদ !'

অমিতাভ অস্বীকার করল, 'আমি ? কি যা-তা বলছেন ! অত রাত্রে ওর বাড়িতে আমি কেন যাব ?'

মিস মিত্র তাজ্জব বনে গেল, 'সে কি মিঃ মল্লিক ! আপনার বোনের সামনে আপনি একথা বলেন নি ?'

অমিতাভ হঠাৎ বলল, 'আরে, আপনি তো সেই রিপোর্টার !'

মিস মিত্র বলল, 'আপনি তো আমাকে চেনেন।'

অমিতাভ বলল, 'খুব অদ্ভুত লাগছে। শুনেছি আপনারা দিনকে রাত করে দেন খুব সহজেই। আজ তার প্রমাণ পেলাম। না অফিসার, আমি কখনোই ওই বাড়ির ভেতরে যাইনি, রাত বারোটা তো দূরের কথা !'

মিস মিত্র বলল, 'আপনি বলেছিলেন ঐ বাড়ি থেকে একটা গাড়িতে প্রিয়ংবদা কৃশানুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল দেখে আপনি রাত আড়াইটে পর্যন্ত কৃশানুর বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন ! এটাও কি আপনি অস্বীকার করছেন ?'

অমিতাভ সরাসরি উত্তর না দিয়ে অফিসারকে বলল, 'দয়া করে এই ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন অপরিচিত মানুষ যদি কারো বাড়িতে গিয়ে রাত আড়াইটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়, তাহলে সেই বাড়ির লোক তাকে এ্যালাও করবে ?'

মিস মিত্র বলল, 'তা কেন আপনি তো বাড়ির বাইরেও অপেক্ষা করতে পারেন !'

অমিতাভ বলল, 'সেটাও আপনার কল্পনা। আমি এতবড় একটা কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর হয়ে রাত আড়াইটে পর্যন্ত একটা ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকব কিসের লোভে ? বলুন ?'

মিস মিত্র বলল, 'কেন, আপনার বাবার ইনভেস্টমেন্ট-এর কাগজপত্রের জন্য !'

অমিতাভ কাঁধ নাচিয়ে বলল, 'ওটা আমি একটা পিওন পাঠিয়ে আনাতে পারতাম। তাছাড়া ওঁর ইনভেস্টমেন্ট-এর কাগজে আমার ইন্টারেস্ট থাকার কথা নয়। ওটা উনিই হ্যান্ডেল করতে পারেন।'

ওদের আলোচনা শুনে অফিসার অবাক হয়ে বলল, 'কিরকম একটা ফল্স পজিশনে আপনি আমাকে ফেলে দিলেন বলুন তো ম্যাডাম ! ছিঃ ছিঃ ! মিঃ মল্লিক, এর কথার ওপর বিশ্বাস করে এখানে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে খুবই লজ্জিত।'

অমিতাভ একটু খুশী হয়ে বলল, 'ওয়েল, তাহলে আমি এবার যেতে পারি ?'

মিস মিত্র বলল, 'মিঃ মল্লিক, আপনি আমাকে ঘটনাটা বলেছিলেন। এখন অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু কৃশানুবাবুকে আমার সরল মানুষ বলে মনে হয়েছে। তিনি কি...'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে অফিসারকে বলল, 'একটু দাঁড়ান। কৃশানুবাবুকে ইনি সরল বললেন, আবার আমার নামে গল্প বানিয়ে বলছেন, কৃশানু এবং প্রিয়ংবদা ববিকে খুন করেছে ! আপনি বলুন স্যার, কোন সরল মানুষ কি খুন করতে পারে ?'

ও. সি. ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'সমস্ত ঘটনাটা আপনি একেবারে কাঁঠালের আমসত্ত্ব বানিয়ে ফেললেন ম্যাডাম !'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আদিনাথ বললেন, 'অফিসার, বেশ বুঝতে পারছি আপনার সামনে এখন কোন প্রমোশন নেই!'

ও. সি. মুহূর্তে চমকে উঠল, 'কি রকম ?'

আদিনাথ বললেন, 'এতক্ষণ এখানে যেসব কথা হল, তাতে কেউ একবারও বলেনি কৃশানু এবং প্রিয়ংবদা ববিকে হত্যা করেছে!'

ও. সি. স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, বলেনি।'

আদিনাথ বললেন, 'অথচ অমিতাভ বলল, কিন্তু আপনি সেটা শুনতে পেলেন না।'

ও. সি. সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ অমিতাভবাবু, আমরা তো বলিনি ওরা খুন করেছে, তাহলে আপনার কি করে মনে হল আমরা বলেছি ?'

অমিতাভ বলল, 'খুব সোজা ব্যাপার। আমার মুখে কথা বসিয়ে উনি ওটাই বলতে চাইছেন, এটা বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে বলে আমি আপনাদের সিদ্ধান্তটা জানিয়েছিলাম।'

এবার মিস মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'আমি কিন্তু প্রমাণ করব আপনি মিথ্যেবাদী!'

অমিতাভ বলল, 'ইউ আর ওয়েলকাম। আমি এখন যেতে পারি ?'

আদিনাথ বললেন, 'না। অফিসার, ববি কবে খুন হয়েছিল ?'

ও. সি. একটু চিন্তা করে বলল, 'গত শুক্রবার।'

আদিনাথ এবার অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গত শুক্রবাব তুমি কখন বাড়িতে ফিরেছিলে ?'

অমিতাভ বলল, 'আমার মনে নেই।'

আদিনাথ বললেন, 'কিন্তু আমার আছে। আমি সেদিন মর্নিংওয়াকে বেরুবার কিছুক্ষণ আগে তুমি ফিরেছিলে। সেদিনও তুমি একটা ফুলগাছের টব যে ভেঙেছিলে গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে, সেটা এখনও বেশ মনে আছে। যাকগে, ববি লোকটা শুনেছি এ্যান্টিসোস্যাল ছিল। তোমাব বোন তার বান্ধবী এটা ভাবতেও খারাপ লাগে। তা তোমার কি মনে হয়, কে তাকে খুন করতে পারে ?'

অমিতাভ বলল, 'কি আশ্চর্য, আমি যে ব্যাপারে কিছুই জানি না সে ব্যাপাবে মন্তব্য করতে পছন্দ করি না! আর এটা তো ঠিক, খুনীকে ধরা পুলিসের কাজ!'

আদিনাথ বললেন, 'সেটা ঠিক। কিন্তু জনসাধারণ যদি পুলিসকে সাহায্য না কবে, তাহলে পুলিস কি করবে ?

অমিতাভ বোঝাতে চেষ্টা করল, দেখুন ববি গৌরীকে মারধোর করে কৃশানুর ব্যাগ নিয়ে চলে এসেছিল, কৃশানু গিযেছিল ব্যাগের সন্ধানে ববির বাড়িতে। ববি আর কৃশানু একসঙ্গে বেরিয়ে যায়। এটা অবশ্য আমিও শুনেছি। তারপর থেকে ববি মিসিং। পরে ওর ডেডবডি পাওয়া গেল। এখন কথা হচ্ছে, ববি কোথায় যেতে পারে ? হয়তো ও ক্ষমা চাইতে গৌরীর ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিল, কৃশানু সঙ্গে ছিল!'

আদিনাথ বললেন, 'ওখানে সে নাও যেতে পারে।'

অমিতাভ কথাটাকে সমর্থন করে বলল, 'সেটাও অবশ্যি হ'তে পারে। তবে আমার মনে হচ্ছে প্রিয়ংবদা জানে ববির খুনী কে ?'

আদিনাথ হঠাৎ বললেন, 'কেন, তোমার মনে হচ্ছে কেন ?'

অমিতাভকে কিন্তু-কিন্তু করতে দেখে ও. সি. বলল, 'আপনি খোলাখুলি বলতে পারেন।'

অমিতাভ বলল, 'আসলে স্ত্রী হিসেবে প্রিয়ংবদার জানা উচিত, ববির ওপর অসন্তুষ্ট কে কে ছিল। আমার মনে হয় তাদেরই কেউ নিশ্চয়ই খুন করেছে।'

ও. সি. মাথা নেড়ে বলল, 'কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না অমিতাভবাবু, কারণ উনি সেটা নাও জানতে পারেন।' এরপর উঠে দাঁড়িয়ে আদিনাথকে বলল, 'আচ্ছা মিঃ মল্লিক, আপনি কিছু মনে করবেন না, অনেকটা সময় আপনার নষ্ট করলাম—ভেরি সরি।'

মিস মিত্রও উঠে দাঁড়াতে আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা ম্যাডাম, আপনার নামটা ?'

মিস মিত্র জানাল, 'কল্পনা মিত্র।'

'কোন কাগজ ?'

'সুপ্রভাত।'

আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'ও, বরেন ঘোষের কাগজ! বরেনকে বলতে হবে তোমার কাগজের রিপোর্টার এমন নির্বোধ যে টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে বের হয় না!'

মিস মিত্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মিঃ মল্লিক, টেপ রেকর্ডার আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু অমিতাভবাবু সেটা আগেই আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। আমি স্বীকার করছি বোকামি করেছি।'

হঠাৎ আদিনাথের কি মনে হতে বললেন, 'কল্পনা, তুমি আমার মেয়ের মত। এখানে এসে তুমি আমাকে বলেছিলে আমি যে কোন বাবার মত সন্তানদের আড়াল করছি। সেটাই তো করা উচিত। কিন্তু সেই আড়াল ছিঁড়ে তারা যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন কি হয় ?'

কল্পনা বলল, 'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিঃ মল্লিক!'

আদিনাথ বললেন, 'তুমি বলছ অমিতাভ তোমার সঙ্গে কথা বলেছে ?'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'একদম বাজে কথা।'

আদিনাথ বললেন, 'ও তো অস্বীকার করছে। আচ্ছা, তুমি কি যতীন দাস রোডের বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলে ?'

কল্পনা স্বীকার করল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন ?'

আদিনাথ বললেন, 'প্রশ্নটা কিন্তু আমি তোমাকে করেছি। তুমি কি ওখান থেকেই অমিতাভর গাড়িতে উঠেছিলে ?'

কল্পনা বলল, 'হ্যাঁ।'

আদিনাথ বললেন, 'সেসময় অমিতাভর পাশে কি গৌরী বসেছিল ?'

কল্পনা স্বীকার করল।

'এরপর কথাবার্তা শেষ করে তুমি মেনকা সিনেমার একটু পরে গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলে!'—আদিনাথ ঘটনাটা সত্যি কিনা যাচাই করে নিলেন।

কল্পনা এবারেও অস্বীকার করল না।

আদিনাথ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর কথাবার্তা-শেষে দূরে একটা ট্যাক্সি দেখে ডাকতেই ট্যাক্সিটা দ্রুত বেরিয়ে গেল!'

কল্পনা বলল, 'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম ট্যাক্সিটা খালি। পরে বুঝলাম পেছনে প্যাসেঞ্জার ছিল।'

আদিনাথ বললেন, 'ঠিকই বুঝেছ।'

হঠাৎ ও. সি. বলল, 'স্যার, আপনি এসব কথা কি করে জানতে পারলেন ?'

এবার আদিনাথ অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই ঘটনা ঘটার আগে তুমি এবং তোমার বোন কোথায় গিয়েছিলে ?'

অমিতাভর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল, 'কি বলছেন আপনি আমি কিছু বুঝতে পারছি না !'

আদিনাথ এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে বললেন, 'লেট মি হেল্প ইউ ! তোমরা পার্ক সার্কাসের কাছে সার্কাস রেঞ্জের একটা বাড়িতে গিয়েছিলে, তাই তো ? সেখানে কানে দুলওয়ালা একটা লোক কি ছিল ?'

এবার অমিতাভ রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাদের বাবা বলে ক্লেইম করেন, ওই ভদ্রমহিলার মিথ্যে গল্পের সমর্থনে আপনিও গল্প তৈরী করছেন ! আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রবৃত্তি আমার নেই।'

আদিনাথ কল্পনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে কথাটা এখন উইথড্র করা উচিত তোমার, কারণ আমি নিশ্চযই অন্যান্য বাবার মত আচরণ করছি না—তাই না ?'

কল্পনা একথার কোন উত্তর দিতে পারল না।

॥ ২৯ ॥

প্রিয়ংবদা তার নিজের ফ্ল্যাট-এ বিশ্রাম নিচ্ছিল। রাত্রি একটু বেশী হয়েছে। এমন সময় কলিংবেলটা বাজল।

প্রিয়ংবদা দরজা খুলে দেখল মঞ্জুল দাঁড়িয়ে হাসছে।

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

মঞ্জুল একটা ডিক্টোফোন বের করে বোতাম টিপল।

ডিক্টোফোনে কথা শোনা গেল— 'এর নাম মঞ্জুল। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে। না, ভয় পাবেন না, মঞ্জুল এর আগেও আপনার ফ্ল্যাট-এ এসেছে। ওকে ভেতরে ঢুকতে দিলে আপনি উপকৃত হবেন।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'তার মানে ?'

ডিক্টোফোন বলল, 'ওহো, আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, বেচারা মঞ্জুল কথা বলতে পারে না—সেইজন্যে এই মাধ্যমের সাহায্য নিতে হয়েছে। হ্যাঁ, মঞ্জুল তুমি ভেতরে যাও, দরজাটা বন্ধ কর।'

মঞ্জুল ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ডিক্টোফোন আবার বলল, 'প্রিয়ংবদা, আপনি পুলিসকে সত্যি বোকা বানিয়েছেন ! বাইপাসে জোড়া খুন—চমৎকার ! এর ফলে আর একটা খুনের আসামীরা আড়ালে চলে যেতে পারল। কিন্তু ববি যে বাইপাসে খুন হয়নি তা আপনি জানেন। আচ্ছা মঞ্জুল দেখিয়ে দিচ্ছে ববি কি করে খুন হয়েছিল ?'

ডিক্টোফোনে কথা বলা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুল এগিয়ে গিয়ে প্রিয়ংবদাকে ইশারায় ডাকল। ভেতরে ঢুকে বাথরুমের সামনে দাঁড়াল। তারপর রিভলভার চালানোর ভঙ্গী করে নিজেই বাথরুমের মেঝেতে পড়ে গেল। সেই অবস্থাতেই আবার ডিক্টোফোনের বোতাম টিপে দিল।

ডিক্টোফোন থেকে কথা শুরু হল, 'ববির মৃতদেহ এইভাবে বাথরুমে পড়ে থাকার কথা।

আমরা কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি সেই দৃশ্য দেখে পুলিসকে ফোন করবেন। তারা এসে আপনার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যাবে। অথচ আপনি পুলিশকে খবর দিলেন না, ডেডবডি পাওয়া গেল বাইপাসে।'

হঠাৎ প্রিয়ংবদা চিৎকার করে উঠল, 'আপনি—আপনারা কে ? কি চান ?'

মঞ্জুল কাঁধ নাচিয়ে ওপরে আঙুল তুলে কিছু এঁকে বোঝাতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে আবার ডিক্টোফোন চালু করল।

ডিক্টোফোনের শব্দ ভেসে এল, 'ববিকে খুন করার পর বেরুতে গিয়ে বেচারা মঞ্জুল দরজায় একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল। লোকটা বোধহয় মঞ্জুলের মুখ দেখে থাকবে। কিন্তু পিছু ধাওয়া করেনি। এখন বুঝতে পারছি ওই লোকটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনি ডেডবডি সরিয়েছেন ! কিন্তু আপনার গাড়িটার নাম্বার যে আমার লোকজন দেখে ফেলেছিল, ম্যাডাম ! যাকগে, আমি মুখ বন্ধ করে থাকতে ভালবাসি। কিন্তু মুখে কিছু না দিলে মুখ বন্ধ হবে কি করে ? শুনুন, আপাতত পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। ছ'দিন সময় দিলাম, টাকাটা যোগাড় করে ফেলুন। আপনার মত সুন্দরী মহিলার পক্ষে ওটা এমন কিছুই নয়। মঞ্জুল এবারে চলে যাচ্ছে। ওই কথা রইল।'

## ॥ ৩০ ॥

অমিতাভ ঘরে ঢুকে দেখল নীলা টেলিফোনটা রেখে দিচ্ছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, কাকে ফোন করছিলে ?'

নীলা ফোনে হাত রেখেই বলল, 'তার কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি ?'

অমিতাভ বলল, 'আরে তুমি অত রেগে যাচ্ছ কেন ? তোমার কাছে আমি কৈফিয়ৎ চাইছি না। হঠাৎ তুমি কেমন বদলে গেছ নীলা !'

নীলা অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বদলে আমি গিয়েছি ? নিজের দিকে তাকাও—কোথায় নেমে গেছ তুমি !'

অমিতাভ হেসে বলল, 'তুমি ভুল করছ নীলা, আমি নদীর মত সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছি।'

নীলা বলল, 'তোমার সমুদ্র কি তা জানি না, কিন্তু ভয় হচ্ছে তার আগেই বাষ্প হয়ে না যাও !'

'কি বলতে চাইছ ?'

'তুমি আর তোমার বোন যেভাবে এগোচ্ছ তাতে এই সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ওই বুড়ো লোকটাকে একটু শান্তি দিতে পার না তোমরা ?'

অমিতাভ হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, 'না। মায়ের মৃত্যুর জন্যে যে দায়ী তাকে কোন সহানুভূতি জানাতে আমি পারব না। নেভার !'

নীলা বলল, 'তাই নাকি ? শুনেছি মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তুমি বলেছিলে, বাঁচা গেল !'

অমিতাভ চেঁচিয়ে উঠল, 'কে বলেছে ? গৌরী ?'

নীলা বলল, 'জানোই তো।'

অমিতাভ বোঝাল, 'তুমি গৌরীর কথা বিশ্বাস করছ ? তোমাকে একটা কথা বলি, গৌরী সম্পর্কে একটু সাবধানে থেকো।'

নীলা অবাক চোখে তাকাল, 'সে কি, এই তো দেখলাম ভাইবোনে খুব ভাব ! তা হঠাৎ সাবধান করে দিচ্ছ যে !'

অমিতাভ বলল, 'সে তোমাকে বলা যাবে না। ওই ববির সঙ্গে মিশে আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের লোকজনের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়ে গিয়েছে। এর ফলে নিজের বিপদ ও নিজেই ডেকে আনছে।'

নীলা শুনে বলল, 'অথচ সেই আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের লোকের কাছেই তো তুমি ছুটেছিলে ওর সঙ্গে !'

অমিতাভ বলল, 'না গেলে তো বুঝতেই পারতাম না ববির মৃত্যুর পেছনে গৌরীর হাত আছে !'

নীলা চিৎকার করে উঠল, 'কি বলছ তুমি ?'

অমিতাভ নীলার কাঁধ দুটো ধরে বলল, 'চেঁচিও না। তুমি আমার স্ত্রী—এসময় তোমার সাহায্য আমার দরকার। আজ গৌরী ববিকে সরিয়েছে, কাল তোমার শ্বশুরমশাইকে সরাবে এবং পরশু সে আমাকেও যে সরাবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ঠিক আছে, এখন আমি চলি।'

অমিতাভ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এমন সময় আদিনাথ ঘরে ঢোকেন।

নীলাকে ওই ভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বউমা, তোমার কি হয়েছে ?'

নীলা চমকে মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলে, 'এ্যাঁ, না কিছু নয় ! আপনি বসুন।'

আদিনাথ বললেন, 'শোন বউমা, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা ঘটে চলেছে তারপর আর আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। এবার মুক্তি চাই।'

নীলা দাঁড়িয়ে উঠল, 'কি বলছেন আপনি, মুক্তি ?'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, মুক্তি। তুমি আর অরুণ মিলে যদি ব্যবসাটা চালাতে পারো তো চালিও। আমি এসব ছেড়ে বাকী জীবনটা একা থাকতে চাই।'

নীলা জানতে চাইল, 'কিন্তু কেন ?'

আদিনাথ বললেন, 'আমি এসব আর সহ্য করতে পারছি না। তাছাড়া এখন আমি নিজের ছেলেমেয়েকে ভয় পাচ্ছি। ওরা আমাকে খুন করলে অবাক হয়ো না।'

'বা-বা !' নীলা চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, বউমা। এ আমার পাপ—প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে।'

'কিন্তু আপনি চলে গেলে ওদের আর থামানো যাবে না।'

আদিনাথ বললেন, 'কেন ? একথা তুমি হঠাৎ বলছ কেন ?'

নীলা একটু থেমে বলল, 'বাবা, গৌরী মনে হয় ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছে।'

আদিনাথ বললেন, 'অন্যায় আর কি, আমাকে ওর মায়ের খুনী বলে প্রচার করছে তো ? করুক !'

নীলা বলল, 'না, তা নয়। আমি বলতে পারছি না। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন।'

আদিনাথ বললেন, 'তুমি কোন প্রসঙ্গে কথা বলতে বলছ ?'

নীলার যদিও বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও সাহস করে বলল, 'ববির খুনের সঙ্গে নাকি গৌরীও জড়িয়ে আছে।'

কথাটা শুনেই আদিনাথ একবার নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নিচু করলেন।

আদিনাথের মানসিক অবস্থাটা অনুমান করে নীলা বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না কথাটা, কিন্তু আপনার ছেলে আজই কথাটা বলল।'

আদিনাথ মাথা নিচু করেই বললেন, 'এখন বুঝতে পারছি সেইজন্যেই সে প্রিয়ংবদাকে বাঁচাতে চাইছে। ঠিক আছে বউমা, আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আদিনাথ।

॥ ৩১ ॥

সেদিন বিশেষ কাজে গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় মঞ্জুলকে দেখেই গাড়িটা একেবারে ওর পাশে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো অমিতাভ।

অমিতাভকে দেখেই মঞ্জুল কেমন যেন একটু সন্দেহ প্রকাশ করল।

অমিতাভ বলল, 'এসো, উঠে এসো।'

কিন্তু মঞ্জুল যে ওর গাড়িতে উঠতে রাজী নয় সেটা মাথা নেড়ে জানাল।

অমিতাভ বলল, 'আরে আমি রাজেশ ভাই-এর কাছে যাচ্ছি, তোমার কোন ভয় নেই, উঠে এসো।'

এবারে মঞ্জুল কি ভেবে গাড়িতে উঠতেই অমিতাভ গাড়িতে স্টার্ট দিল।

কিছুটা পথ যেতেই অমিতাভই প্রথমে কথা বলল, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে ? ওহো, তুমি তো আবার কথা বলতে পার না ! তা মঞ্জুল, তুমি তো আমার বোনকে চেন ?'

মঞ্জুল চেনে সেটা মাথা নেড়ে জানাল।

এবার অমিতাভ পকেট থেকে সিগারেট বের করে মঞ্জুলকে বলে, 'নাও।'

মঞ্জুল একটু ইতস্তত করে সিগারেট নিল।

গাড়ি আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে অমিতাভ বলল, 'তোমার রিভলভারের হাত শুনেছি খুবই ভাল।'

মঞ্জুল নিজের মনে সিগারেটে টান দেয়।

এরপর হঠাৎ অমিতাভ বলে, 'দেখছি তোমার কানে দুল নেই, অথচ ফুটো আছে। ববির মার্ডার কেসে এই দুলটার জন্যে তুমি ধরা পড়ে যেতে পারো।'

মঞ্জুল মুখ টিপে হেসে কাঁধ নাচায়।

অমিতাভ বলল, 'আমি জানি তুমি কোন পরোয়া করো না। কিন্তু তুমি ধরা পড়লে আমার বোনটা যে ফেঁসে যাবে।'

মঞ্জুল ইশারায় হাত নেড়ে জানাল, 'তার সম্ভাবনা নেই।'

অমিতাভ একটু অবাক হয়ে যায়। বলে, 'কেন ? রাজেশ ভাই বাঁচাবে ?'

মঞ্জুল এবারেও নিঃশব্দে হ্যাঁ বলে।

হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে অমিতাভ বলে, 'ঠিক আছে, তুমি নেমে যাও মঞ্জুল।'

মঞ্জুল অবাক হয়ে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

প্রিয়ংবদার টেলিফোন পেয়ে গৌরী একটু বেশী রাত্রে প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট-এ এসে সব শুনে

বলল, 'ও, তাহলে তুই এইজন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিস ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'হ্যাঁ। আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার।'

গৌরী চেঁচিয়ে উঠল, 'অসম্ভব। বাবার সঙ্গে আমার এখন গোলমাল চলছে, টাকা পাওয়ার কোন চান্সই নেই। তাছাড়া থাকলেও আমি তোকে দেব কেন ?'

প্রিয়ংবদা অনুরোধ করল, 'গৌরী বিশ্বাস কর, আমি খুব বিপদে পড়েছি।'

গৌরী বলল, 'পড়ার আগে তো আমাকে জানাস নি ! আমি এখন চললাম।'

'না দাঁড়া,'—প্রিয়ংবদা ওর সামনে গিয়ে বাধা দিল।

গৌরী থেমে গিয়ে বলল, 'কোন লাভ হবে না প্রিয়ংবদা। তুই বরং তোর প্রেমিক কৃশানুকে বল, সে তোকে নিশ্চয়ই বাঁচাবে।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'কিন্তু কৃশানুর অবস্থা তো তুই জানিস !'

গৌরী বলল, 'সেকি, তার প্রভু শ্রীযুক্ত আদিনাথ মল্লিকের কাছ থেকে এনে দেবে। তিনি ওকে খুব স্নেহ করেন !'

প্রিয়ংবদা বলল, 'তাহলে আমাকে আদিনাথের কাছে যেতে হবে ?'

গৌরী চমকে উঠল, 'তুই ? তুই যাবি ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'হ্যাঁ, আমিই যাব।'

গৌরী মাথা নেড়ে জানাল, 'তুই গেলে কোন লাভ হবে না, তোকে চেনেই না।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'লাভ হবে যখন উনি জানবেন তাঁর ছেলেমেয়ে ইনভেস্টমেন্ট-এর টাকা কিভাবে হাতাতে চেয়েছিল, সেটা আমি জানি।'

গৌরী হাঃহাঃ করে হেসে উঠল, 'ওটা পুরনো হয়ে গেছে ওঁর কাছে। বুড়ো শেয়ালের চেয়ে উনি ধূর্ত। শোন, এইভাবে তুই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিস না। পুলিস কিন্তু তোর ওপরে নজর রাখছে। আজ না হলেও যে কোন দিন ববিকে খুনের অভিযোগে তোকে ধরবেই। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাই না।'

পুলিসের নাম শুনে প্রিয়ংবদা চমকে গৌরীর দিকে তাকিয়ে রইল।

গৌরী বলল, 'হ্যাঁ, দাদা তোর বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে। তোকে কৃশানুর সঙ্গে মাঝরাতে বেরুতে দেখেছে।' হঠাৎ কলিংবেলটা বাজতেই প্রিয়ংবদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আমি কি করে জানব ?' তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই সাংবাদিক কল্পনা মিত্র ঘরে ঢুকল।

গৌরীকে দেখেই বলল, 'আরে, আপনিও এখানে আছেন ! তা ভালই হল। একটু বিরক্ত করছি।'

গৌরী বলল, 'আমি চললাম, প্রিয়ংবদা।'

'দাঁড়ান।' গৌরীকে থামিয়ে দিয়ে মিস মিত্র বলল, 'প্রিয়ংবদা, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।'

গৌরী বলল, 'অভিনন্দন ? হঠাৎ ?'

মিস মিত্র বলল, 'হ্যাঁ, অমিতাভবাবু পুলিসকে বলেছেন ববির খুনের দিন তিনি এ বাড়িতে আসেন নি। তাই প্রিয়ংবদাকে মাঝরাত্রে গাড়ি চালিয়ে বাইরে যেতে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। অমিতাভবাবু ছাড়া আর কোন সাক্ষী ছিল না, তাই প্রিয়ংবদাকে কাঠগড়ায় উঠতে হচ্ছে না. এই কারণেই অভিনন্দন।'

গৌরী অবাক হয়ে বলল, 'দাদা পুলিসকে এই স্টেটমেন্ট দিয়েছে ?'
মিস মিত্র বলল, 'হ্যাঁ, আপনার বাবার সামনে উনি বলেছেন কথাগুলো।'
গৌরী অস্বীকার করল, 'ইমপসিব্‌ল্ !'
মিস মিত্র বলল, 'ঐ শব্দটা শুধু মূর্খদের বিশ্বাসে থাকে গৌরী।'
এবার গৌরী প্রিয়ংবদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা এখানে আজকালের মধ্যে এসেছিল ?'
প্রিয়ংবদা রেগে বলল, 'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'
কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী হাততালি দিয়ে বলল, 'সাবাস ! এরই মধ্যে দাদাকে ম্যানেজ করে নিয়েছিস ? ভগবান তোকে যে চেহারা দিয়েছে সেটা বেশ কাজে লাগাচ্ছিস প্রিয়ংবদা !'
প্রিয়ংবদা চিৎকার করে বলল, 'একটু ভদ্রভাবে কথা বল গৌরী।'
ওদের দুজনের কথা শুনে মিস মিত্র গৌরীকে বলল, 'আচ্ছা আপনি তো ওর বন্ধু, তো বন্ধুকে বিপদমুক্ত দেখে আপনি খুশী হচ্ছেন না কেন ?'
গৌরী একইভাবে বলল, 'আপনি জানেন না, ও কতবড় অন্যায় করেছে। ববি আমাকে ভালবাসে বলে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে কৃশানুকে দিয়ে ওই কাণ্ড করেছে। এখন আমার দাদার মুখ বন্ধ করতে চাইছে।'
প্রিয়ংবদা বলল, 'তোর দাদা কি ছেলেমানুষ ?'
মিস মিত্র বলল, 'ঠিক। অমিতাভ জেনেশুনে মিথ্যে বলেছে—তার মানে একটাই, উনি আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।'
গৌবী মিস মিত্রের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে হনহনিয়ে বেরিয়ে যায়।

মল্লিক বাড়ির পরিবেশ নীলার আর ভাল লাগছিল না। বিশেষ করে ওর স্বামী অমিতাভর রুচিবোধকে ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। রাত্রে শুলেই এইসব কথা মনে আসে আর নীলা ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। দুঃখ হয় আদিনাথ মল্লিকের জন্যে। একমাত্র এই একটা মানুষকেই সে সম্মান জানায়, শ্রদ্ধা করে। দিনের পর দিন এই চিন্তা তাকে কিছুতেই স্থির হ'তে দেয় না। একসময় তার পুরনো বন্ধু কাঞ্চনের কথা মনে পড়ে। তাই একদিন কাউকে কিছু না বলে সোজা কাঞ্চনের ফ্ল্যাট-এ গেল। কলিংবেলটা বাজাতেই কাঞ্চন দরজা খুলে দেখে দরজায় নীলা দাঁড়িয়ে।
হঠাৎ নীলাকে আসতে দেখে কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ? তুমি হঠাৎ ?'
নীলা বলল, 'এলাম। কেন আপত্তি আছে ?'
কাঞ্চন বলল, 'আরে না না, আসলে সব জিনিসপত্র প্যাক আপ হয়ে গেছে তো—কোথায় যে বসতে দেব তাই ভাবছি।'
নীলা বলল, 'জিনিসপত্র প্যাক আপ মানে ?'
কাঞ্চন জানাল, 'আমি চলে যাচ্ছি, নীলা।'
'সে কি, কোথায় ?'—নীলা তাকিয়ে রইল কাঞ্চনের দিকে।
কাঞ্চন বলল, 'দ্যাখো, বিদেশে গিয়েছিলাম আঁকা শিখতে। কিছুটা শেখার পরে ওখানে অনেকগুলো অফার পেয়েছিলাম। তখন ভাবলাম, দেশে ফিরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করব। শুরুও করেছিলাম, কিন্তু—'

কাঞ্চনকে হঠাৎ থামতে দেখে নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কি ?'

কাঞ্চন বোঝাল, 'এখন আর কিছুতেই কনসেনট্রেট করতে পারছি না। পৃথিবীটা যখন বিবর্ণ হয়ে যায় তখন ক্যানভাসের রঙ ফ্যাকাশে মনে হয়। তাই ভাবলাম ফিরেই যাই।'

নীলা আরেকটু কাছে গিয়ে বলল, 'কাঞ্চন, নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে আজ।'

কাঞ্চন বাধা দিয়ে বলল, 'ছিঃ, এসব কি বলছ !'

নীলা বলল, 'আমি ঠিকই বলছি। সেদিন আকাদেমীতে দেখে তোমায় যদি না ডাকতাম, যদি এখানে না আসতাম, তাহলে— !'

কাঞ্চন একটু মুচকি হেসে বলল, 'পোস্টমর্টেম করে কি লাভ নীলা'

নীলা বোঝাল, 'কিন্তু কাঞ্চন, আই নীড ইউ !'

কাঞ্চন বলল, 'তুমি নিজেই তো বলে গেছ, তোমার স্বামীর ভূমিকায় তুমি আমাকে দেখতে চাও না। ঠিকই, বিবাহিত মানুষের অনেক বাধা।'

'নীলা স্পষ্টভাবে বলল, 'আমি ডিভোর্স নিচ্ছি কাঞ্চন। কারণ সহ্যের একটা সীমা আছে। আর ডিভোর্স নিলে তো আমার কোন পিছুটান থাকবে না।'

কাঞ্চন বলল, 'না, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমার জন্যে তুমি যদি ডিভোর্স নাও, কে বলতে পারে দুদিন বাদে আমার ব্যবহারে হতাশ হয়ে তুমি আফসোস করবে না !'

নীলা একটু দুঃখ পেল, 'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না ?'

কাঞ্চন বলল, 'প্লিজ, তা নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই এটা বললাম।'

নীলা বলল, 'কিন্তু ডিভোর্স আমি নিজের জন্যে নিচ্ছি। তুমি বিশ্বাস করো, ওই পরিবেশে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চারপাশে এত মুখোশ পরা মুখের ভিড, আমি সহ্য করতে পারছি না। তাই বলছি, কাঞ্চন এইসময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, প্লিজ !'

কাঞ্চন সান্ত্বনা দিল, 'ঠিক আছে। তুমি যদি তোমার স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি চাও তো তাই হোক। কিছুদিন নিজেকে দ্যাখো। এর পরেও যদি মনে হয় আমাকে প্রয়োজন আছে, তাহলে জেনো আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

হঠাৎ নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তুমি কি আমাকে যাচাই করতে চাইছ ?'

কাঞ্চন বলল, 'আমি না, তুমিই তোমাকে যাচাই কর নীলা ?'

নীলা আবার বলল, 'তাহলে এখন তুমি চলে যাবেই !'

কাঞ্চন মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। আমাকে যেতে দাও।' তারপর একটা কাগজ বের করে নীলার হাতে দিয়ে বলল, 'এখানে আমার ঠিকানা লেখা আছে। যদি তোমার মন বলে, তাহলে চলে এসো। তোমার মুক্তির জন্যে আমি অপেক্ষা করব।'

নীলা আর কোন কথা না বলে হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে দেখতে থাকে। একসময় তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল গা বেয়ে।

ববির খুনের সঙ্গে গৌরীর জড়িয়ে পড়ার খবরটা নীলার মুখে শোনার পর থেকে আদিনাথ রাগে এবং দুঃখে ছটফট করতে থাকেন। খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্যে তিনি একসময় গৌরীর ফ্ল্যাট-এ আসেন। গৌরী সেসময় বাড়িতে ছিল না, আদিনাথ অপেক্ষা করতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর গৌরী ফিরে এসে বেল টিপল। কোন সাড়া না পেয়ে দরজাটা আস্তে ঠেলতেই খুলে গেল। দরজাটা খোলা দেখে সে একটু অবাক হয়ে ভেতরে ঢুকে হঠাৎ

আদিনাথকে দেখে চমকে উঠে বলে, কি ব্যাপার ? তুমি এখানে ?'

আদিনাথ বললেন, 'এই ফ্ল্যাট-এর আইনসম্মত মালিক আমি, অতএব এখানে আমাকে দেখে অবাক হচ্ছ কেন ?'

গৌরী বলল, 'না, আসলে তুমি এখানে তো কখনও আসনি !'

'বসে—' । গৌরীকে বসতে বললেন তিনি।'

গৌরী বলল, 'বাবা, আমি এখন খুব টায়ার্ড।'

আদিনাথ কোন কথা না শুনে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু আমি বসতে বলেছি !'

গৌরী বাধ্য হয়ে বসে পড়ল।

আদিনাথ বললেন, 'তোমাকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, ববিকে তাহলে তুমিই খুন করিয়েছ ?'

গৌরী চমকে ওঠে, 'কি বলছ ?'

আদিনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, 'যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।'

গৌরী বলল, 'এসব বাজে কথার জবাব দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তুমি এটাই জিজ্ঞাসা কবতে এসেছ ?'

আদিনাথ দুহাতে মাথার চুলগুলো চেপে ধরে বললেন, 'গৌরী, এ তুই কি করলি ?'

গৌরী খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আমি সেরকম কিছুই করিনি।'

আদিনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আর মিথ্যে কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না !'

গৌরী বলল, 'তোমার ভাল লাগার মত কাজ কবতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

আদিনাথ উঠে দাঁড়ালেন। ধীরপায়ে গৌরীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'রাজেশ—'

গৌরীও জিজ্ঞাসা করল, 'কে রাজেশ ?'

গৌরীর মিথ্যে ছেলেমানুষী আদিনাথ আর সহ্য করতে না পেরে ঠাস করে চড মারলেন। গৌরী ছিটকে পড়ে যায়।

গৌরী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'তুমি—তুমি আমার গায়ে হাত তুললে ?'

আদিনাথ ধমক দিয়ে বললেন, 'উঠে দাঁড়াও।'

গৌরী আস্তে আস্তে উঠে বসলে আদিনাথ বললেন, 'তোকে মেরে ফেললে আমি শান্তি পেতাম। ছি ছি ছি ! আজ পর্যন্ত একদিনও আমি তোর গায়ে হাত তুলিনি—যখন যা চেয়েছিস তাতেই প্রশ্রয় দিয়েছি। তুই কি ভেবেছিস ? তোর মাযেব মৃত্যুর কথা বলে আমাকে নতুন করে ব্ল্যাকমেইল করবি ?'

গৌরী বলল, 'আমি সেটা এখনও করিনি, এবার করব।'

একথা শোনামাত্র আদিনাথ আবার একটা চড মেরে বললেন, 'যা ইচ্ছে কর। কিন্তু নিজের সর্বনাশটা তুই কেন করলি ?'

গৌরী তখনও গালে হাত দিয়ে বসে। বলল, 'সর্বনাশ মানে ?'

আদিনাথ বললেন, 'রাজেশের টেপ রেকর্ডারে নিশ্চয়ই তোর গলা রেকর্ড করা আছে। আর তুই যা বলছিস সেই কথাগুলো বাজিয়ে সারাজীবন ধরে ও তোকে ছিবড়ে করে যাবে। ওঃ, এসবও আমাকে দেখতে হচ্ছে ! তুই আমার কাছে আসতে পারতিস। ববি যদি তোর কোন ক্ষতি কবে থাকে সেটা আমাকে বলতে পারতিস। কি কবেছিল সে ?'

গৌরী প্রথমটায় কিছু না বলে চুপচাপ মাথা নিচু করে বসেছিল। আদিনাথের চিৎকারে

চমকে উঠে বলল, 'ও আমাকে মেরেছিল।'

আদিনাথ চমকে উঠলেন, 'মেরেছিল ? কেন ?'

'কৃশানুর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে। আমিও সেসময় মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'—কথাগুলো বলার সময় গৌরীর গলা কেঁপে উঠল।

আদিনাথ বললেন, 'তাহলে এখন তার দাম শোধ কর। আমার আর কিছুই করার নেই। সবাই মিলে আমার সঙ্গে মিথ্যের পর মিথ্যে বলে গিয়েছিলি। আমি কি নির্বোধ, তোদের নিয়ে কী স্বপ্ন দেখতাম ! নাউ ইউ আর ডেড—আমার কাছে তুই আর তোর দাদা মৃত। আমার আর কিছু বলার নেই, আমি যাচ্ছি।'

আদিনাথ পিছন ফিরতেই গৌরী ককিয়ে ওঠে, 'বা-বা !'

মেয়ের গলা পেয়েই আদিনাথ দাঁড়িয়ে গেলেন। গৌরী কেঁদে ফেলল, বলল, 'এখন আমি কি করব ?'

আদিনাথ দরজার দিকে তাকিয়েই বললেন, 'তুই নিজে ঠিক কর কিংবা তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা কর।'

গৌরী রেগে গিয়ে বলল, 'দাদা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

এবারে গৌরীর দিকে তাকিয়ে আদিনাথ বললেন, 'তাই নাকি !'

গৌরী বলল, 'হ্যাঁ। ও প্রিয়ংবদাকে বাঁচাতে চাইছে।'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রিয়ংবদাকে বাঁচাতে চাইলেও তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে কেন ?'

গৌরী বলল, 'ববি খুন হয়েছিল প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাটে। অথচ কোন সঠিক প্রমাণ নেই, একমাত্র দাদাই সাক্ষী। সে ওদের মাঝরাতে বেরুতে দেখেছিল—এখন দাদা সেটা অস্বীকার করছে।'

আদিনাথ বললেন, 'তার এর মধ্যে তুই কি করে আসছিস ?'

গৌরী চোখ বড় করে আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, ববির মৃতদেহ যেহেতু প্রিয়ংবদা এবং কৃশানু পাচার করেছে তাই ওদের ধরিয়ে দেওয়া হবে।'

আদিনাথ তখন বললেন, 'সেটা করা হলে পুলিস তোকে আর সন্দেহ করবে না, তাই তো ? ঠিক আছে, ওটা করে না হয় তুই পুলিসের হাত থেকে বাঁচলি, কিন্তু রাজেশ ? তাকে সামলাবি কি করে ?'

গৌরীর চোখে আবার জল এসে গেল। বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা !'

আদিনাথ বোঝালো, 'শোন, তোর দাদা চাইবে তুই ধরা পড়িস। খুনের দায়ে তোকে সরিয়ে দিতে পারলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র অরুণ। আর অরুণকে বোকা বানাতে ওর একটুও সময় লাগবে না। অন্যায় যখন করেছিস তার শাস্তি পেতে হবে গৌরী।'

হঠাৎ গৌরী বলল, 'অন্যায় তুমি করোনি ? মাকে খুন করতে তুমি ইনডাইরেক্টলি সাহায্য করোনি ? তারপরেও তো মাথা তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কি শাস্তি পেয়েছ ?'

আদিনাথ বললেন, 'চমৎকার ! কৈফিয়ৎ আমি কাউকে দিই না। কিন্তু এখন তোর দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হচ্ছে বলে বলছি, তোর মাকে আমি খুন করিনি। তিনি তাঁর যাবতীয় কুসংস্কার নিয়ে প্রায়ই আত্মহত্যা করার ভয় দেখিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতেন। ভয় পেতে পেতে একসময় যখন বুঝে গেলাম ওটা একটা ফান তখন আর ভয় পেতাম না।

আর সেই সময়ই তিনি বিষ খেলেন। তাঁর অবস্থা সেই রাখালের গল্পের মতন হয়েছিল। মারা যাওয়ার পর ডাক্তারকে দিয়ে চাওলা হার্ট-এ্যাটাক লিখিয়ে নিয়েছিল। আমি জানি এটা অন্যায়, আইনের চোখে অপরাধ—কিন্তু এটাও ঠিক, আত্মহত্যার কথা পুলিস জানতে পারলে আমার সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত। আমি যার মৃত্যুর কারণ নই তার দায়িত্ব নিতে চাই নি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'অবশ্য যদি শাস্তির কথা বল, তাহলে তোমরা দুজন তো আমাকে চূড়ান্ত শাস্তি দিয়েছ, তাই না ?'

ঠিক এইসময় হঠাৎ বেলটা বেজে উঠতে গৌরী একটু চমকে খানিকটা পিছিয়ে আসতে আদিনাথ বললেন, 'কি ব্যাপার, একটু আগে তো সাপের মত ছোবল তুলেছিলে, এখন হঠাৎ কেঁচো হয়ে গেলে কেন ? যাও দরজা খোল !'

গৌরী এগিয়ে গিয়ে দরজার ফুটোয় চোখ রাখল। আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদা।'

আদিনাথ বললেন, 'বাঃ, চমৎকার ! নিজের দাদাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন ? দরজা খুলে দাও !'

গৌরী দরজা খুলতে অমিতাভ ভেতরে আদিনাথকে দেখেই চমকে উঠল, 'আপনি এখানে ?'

আদিনাথ বললেন, 'এসো ভেতরে এসো। এই ফ্ল্যাট আমার—তা তুমি হঠাৎ এখানে ?'

অমিতাভ বলল, 'গৌরীর সঙ্গে কথা ছিল।'

আদিনাথ বললেন, 'আর সেটা নিশ্চয়ই আমার সামনে বলা যাবে না ? শোন গৌরী, তোমাকে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে তিনদিনের মধ্যে। কোথায় যাবে ঠিক করে নিও।' আদিনাথ পা বাড়ালেন।

আদিনাথ চলে যাচ্ছেন দেখে গৌরী চেঁচিয়ে উঠল, 'বা-বা !'

'তোমরা কথা বলো।'—আদিনাথ দরজার দিকে এগোন।'

গৌরী আবার ডাকল, 'তুমি চলে যেও না বাবা !'

আদিনাথ অবাক হয়ে গেলেন, 'সে কি ! তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তা আছে, নিশ্চয়ই উপলক্ষ আমি !'

'বাবা, প্লিজ !' গৌরীর চোখে জল দেখা দিল।

আদিনাথ এবার অমিতাভকে বললেন, 'দেখ অমিতাভ, তোমার বোন তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না !'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে খোলাখুলি কথা বলতে হয়। আপনি কি জানেন, আপনার এই মেয়ে ববির খুনের জন্য দায়ী ?'

আদিনাথ বললেন, 'নতুন কিছু বলো।'

অমিতাভ বলল, 'আশ্চর্য ! এত মারাত্মক ঘটনা জেনেও চুপচাপ আছেন ?'

আদিনাথ বললেন, 'তুমি যেসব কথা বলতে এখানে এসেছিলে তাই ওকে বল। তুমি তো জানতে না আমাকে এখানে পাবে, ওর সঙ্গে কথা বলো।'

অমিতাভ বলল, 'বেশ। গৌরী, আমি কল্পনা করিনি মল্লিক বাড়ির মেয়ে হয়ে তুই যাকে বন্ধু মনে করিস তাকে খুন করতে পারিস। আর এজন্যে ওই ভদ্রলোকই দায়ী। ওঁর প্রশ্রয়ে তুই এতটা নিচে নেমে এসেছিস। আমি যখন তোকে সংশোধনের কথা ওঁকে বললাম উনি

শুনতে চাইলেন না—'

গৌরী জানতে চাইল, 'আমি খুন করিয়েছি, তোকে কে বলল ? প্রিয়ংবদা ?'

অমিতাভ জানাল, 'না, মঞ্জুল।'

গৌরী বলল, 'মঞ্জুল ? সেই কানে দুলওয়ালা লোকটা ? কিন্তু সে তো কথাই বলতে পারে না ! গল্প বানাচ্ছিস ?'

অমিতাভ বলল, 'কথা না বলতে পারলেও বোঝাতে পারে। তোর কিন্তু বেরুবার কোন রাস্তা নেই আর। পুলিস তোকে ধরার আগেই তুই নিজে থানায় গিয়ে কনফেস কর। শোন, তুই কনফেস করলে তোর শাস্তি কম হবে। আমরাও তোর হয়ে কোর্টে লড়ব। আর তোর স্টেটমেন্ট পেলে পুলিস রাজেশকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। ওই লোকটাকে আর জেলের বাইরে রাখা উচিত নয়। ডেঞ্জারাস লোক !'

গৌরী বলল, 'হঠাৎ ?'

অমিতাভ বলল, 'হঠাৎ নয়। লোকটাকে আমি চিনতাম না, তুই আমাকে জোর করে ওর ওখানে যেতে বলেছিলি—'

'কিন্তু কেন বলেছিলাম ?'—গৌরী উত্তরটা শোনার জন্যে অমিতাভর দিকে তাকাল।

অমিতাভ কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'সে প্রশ্ন এখন অবান্তর।'

গৌরী বলল, 'মোটেই না। বাবার বিরুদ্ধে রাজেশকে ব্যবহার করতে চাস নি তুই ?'

অমিতাভও চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি ? আমি একা ? তুই চাসনি ? কিন্তু যে মুহূর্তে তোর আর রাজেশের কথায় বুঝলাম ববির খুনের সঙ্গে তুই জড়িয়ে আছিস, সেই মুহূর্তে আমি সিদ্ধান্ত পাল্টালাম। তুই তো নিজের স্বার্থ মেটাতে আমাকেও খুন করতে পারিস !' অমিতাভ একটু ভেবে আদিনাথকে বলল, 'আপনি ওকে বোঝান, ওর উচিত পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করা।'

আদিনাথ এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়েন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে আসে।

অমিতাভ আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গৌরী ছুটে এসে আদিনাথকে জড়িয়ে ধরে সজোরে কেঁদে ওঠে, বলে, 'বাবা, আমাকে বাঁচাও।

গৌরীর কাছে টাকা না পেয়ে প্রিয়ংবদার চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছিল। একসময় সে কৃশানুকে ব্যাপারটা জানাবে বলে ঠিক করল। অবশেষে কৃশানুর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওকে দেখা করতে বলল, তবে কারও বাড়িতে নয়—যে কোন একটা পার্কে।

কথামতো কৃশানু গেল।

প্রিয়ংবদা কৃশানুকে দেখে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, 'আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না, 'উঃ,

কৃশানু বলল, লোকটা কে ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আমি জানি না, তবে ওর গলা টেপরেকর্ডারে শুনেছি, টেলিফোনে শুনেছি—কিন্তু কখনও চোখে দেখিনি। এত টাকা আমি এখন কোথায় পাব ?'

কৃশানু জানতে চাইল, 'যে লোকটা এসেছিল সে কেমন দেখতে ? কানে কি একটা দুল ছিল ?'

'লম্বা, রোগা, চুলগুলো খাড়া—ঠিক নিগরোদের মত। তবে কানে দুল ছিল কিনা ঠিক

মনে নেই।'—প্রিয়ংবদা মোটামুটি বোঝাবার চেষ্টা করল।

কৃশানু মাথা নেড়ে বলল, 'মনে হচ্ছে সেই লোকটা। ববিবাবুর গুলির আওয়াজ পেয়ে ভেতরে ছুটে যাওয়ার সময় লোকটাব সঙ্গে আমাব ধাক্কা লেগেছিল। তখন কিন্তু ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়েছিলাম, আপনি বিশ্বাস করলেন না।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'বিশ্বাস করেই বা কি করতাম? ওকে তো খুঁজে পেতাম না! কিন্তু মনে রাখবেন আমি ধবা পড়লে আপনিও বাঁচবেন না।'

কৃশানু বলল, 'বাঃ! আমি তখনই আপনাকে বলেছিলাম পুলিসকে জানাতে, আপনি সেটা করলে আজ আর...। যাকগে, ওই লোকটা কোথায় থাকে আমি জানি। গৌরী আর অমিতাভবাবুকে ফলো করে জায়গাটা চিনে এসেছিলাম।'

প্রিয়ংবদা অবাক হল, 'ফলো করে কেন?'

কৃশানু বলল, 'একজন আমাকে ওই দায়িত্ব দিয়েছিল।'

প্রিয়ংবদা হঠাৎ বলল, 'কিন্তু অমিতাভ খুব ভাল লোক।'

কৃশানু আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'তাই নাকি? তাহলে ওকেই বলুন না টাকাটা দিতে?'

প্রিয়ংবদা হাত নেড়ে বলল, 'ওকে তো কিছুতেই ধবতে পাবছি না।'

কৃশানু বলল, 'শুনুন, যে আপনাকে হুমকি দিয়েছে, তার কাছে যাবেন?'

প্রিয়ংবদা একটু ভেবে বলল, 'কিন্তু গিয়ে কি কোন ফল হবে?'

কৃশানু বলল, 'স্রেফ বলবেন আপনার টাকা নেই, আপনি দিতে পাববেন না। এ্যাপিল করুন অথবা সময় চান।'

প্রিয়ংবদা কিছু না ভেবেই বলল, 'বেশ চলুন। আমার তো আব হাবাবাব কিছু নেই!'

রাজেশ তখন তার অফিসের নিজের কামরায় বিভলভিং চেযারে আধশোয়া অবস্থায় টেলিফোন কবছে, বলুন মল্লিক সাহেব, আপনার কি সেবায় লাগতে পাবি?'

অন্য প্রান্তে রিসিভারে কথা বলছেন আদিনাথ মল্লিক, 'শোন, তোমার দুই ক্লায়েন্ট আমাব বিরুদ্ধে কাজ করতে বলেছিল, তুমি এখনও চুপচাপ কেন?'

বাজেশ বলল, 'ও, আপনি জেনে গেছেন! তাহলে দেখুন আমি ঠিক করেছি—'

রাজেশেব কথাটা ঠিক ধবতে না পেবে আদিনাথ বললেন, 'তার মানে?'

বাজেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'দেখুন কাজ করতে গেলে মাল [illegible]ার হয, ওদের একজন পরে দেবে বলেছিল, মালিক হবার পব মাল দেবে। বহুৎ আচ্ছা। আর একজন এখনই দিতে রাজী। কিন্তু আমি খবর পেলাম আপনি তাকে বঞ্চিত করেছেন। যে টাকাটা দেবার ক্ষমতা তার নেই সেটা দিতে সে রাজী হয়ে গেল। ধাব বাকীতে আমি নেই-তাই হাত গুটিযে নিলাম।'

আদিনাথ বললেন, 'রাজেশ, তোমাব কাছে আমি একটা জিনিস চাই!'

রাজেশ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হুকুম কবুন।'

আদিনাথ বললেন, 'আমার মেয়ে গৌরী দুবার তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল—তাব ক্যাসেটটা তুমি আমাকে দেবে? কত চাও?'

রাজেশ বলল, 'তার মানে আপনি অনেক খবর পেয়ে গেছেন। নাঃ, আর তো ওটা দেওয়া যাবে না মল্লিক সাহেব!'

আদিনাথ, 'আমি কিন্তু বলছি, টাকার অঙ্ক বল?'

রাজেশ হেসে বলল, 'আমার প্রাণের দাম কত আমি নিজেই জানি না।'

ঠিক এই সময় মঞ্জুল ঘরে ঢুকে রাজেশকে ইশারা করতেই রাজেশ বলল, 'কে ?'

মঞ্জুল আবার ইশারা করল।

মঞ্জুলের ইশারা বুঝতে পেরে রাজেশ টেলিফোনে বলল, 'ঠিক আছে মল্লিক সাহেব, আমি একটু ভাবি।' রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে মুচকি হাসল। মঞ্জুলকে আদেশ করল ওদের নিয়ে আসতে।

টেলিফোনটা রেখে সোজা হয়ে বসল রাজেশ। কৃশানু ও প্রিয়ংবদাকে নিয়ে মঞ্জুল ঢুকল।

ওদের দেখেই রাজেশ খুশীতে বলল, 'আসুন আসুন। বলুন কি সেবা করতে পারি ?'

প্রিয়ংবদাই প্রথমে কথা বলল, 'আপনার লোক আমার কাছে গিয়েছিল। আমি প্রিয়ংবদা।'

রাজেশ জিভ বের করে বলল, 'ছি ছি ছি ! আপনাকে কে না চেনে ? টি ভি-তে দেখেছি কত ! তা ও কেন গিয়েছিল ?'

প্রিয়ংবদা নরম সুরে বলল, 'আপনি তো সবই জানেন, আমার পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।'

রাজেশ বলল, 'তা এই ছোট্ট কথাটা বলার জন্য আপনারা এত দূরে কষ্ট করে কেন এলেন ? আমার লোক আবার যখন যেত তখনই বলে দিতেন। হ্যাঁ, এখানে আমার অফিস আপনি জানলেন কি করে ? গৌরী বলেছে ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'যেই বলুক, আপনি একটু কনসিডার করুন, প্লিজ !'

রাজেশ কথাটা শুনে বলল, 'ম্যাডাম, যেই বলুক বলে আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন কিন্তু আমি পারি না। আমার সঙ্গে কথা না বলে গৌরী যদি আপনাকে এই ঠিকানা দিয়ে থাকে তাহলে সেটা আমি বেইমানি মনে করব। ঠিক আছে, ওটা আমি পরে বুঝে নেব। হঠাৎ কৃশানুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি কে ?'

এবার কৃশানু বলল, 'আমার নাম কৃশানু দত্ত।'

রাজেশ চমকে উঠল, 'আরে ব্বাস ! আপনি ! এক সেকেন্ডে আপনি মঞ্জুলকে দেখে নিয়েছেন, না ? বাঃ ! তারপর মল্লিক সাহেবকে সেটা জানিয়ে দিয়েছেন ? আপনাকে খুঁজে বের করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলাম—বলুন কি চাই ?'

কৃশানু চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ভদ্রমহিলাকে ব্ল্যাক মেইল করবেন না।'

রাজেশ বলল, 'ঠিক আছে, করব না। শুধু পুলিসকে জানিয়ে দেব আপনারা দুজনে মিলে ববির ডেডবডি বাইপাসে পাচার করেছেন !'

কৃশানু বলল, 'আপনাকে জানাতে হবে না। ওটা আমিই জানাতে পারি। আর তা জানালে আপনার ওই লোকটার কথাও জানাব। কান টানলে মাথা আসে এটা মনে রাখবেন।'

রাজেশ বলল, 'তা ঠিক। মঞ্জুল এদের জন্য সরবতের ব্যবস্থা কর।'

কৃশানু বলল, 'না, তার দরকার নেই। আমরা এখনই চলে যাচ্ছি।'

রাজেশ বাধা দিয়ে বলল, 'আরে ! চলেই যাবেন যদি তবে এলেন কেন ? আপনি বললেন পুলিশকে মঞ্জুলের কথা বলবেন, কিন্তু কি প্রমাণ দেবেন ? মঞ্জুল যদি খুন করে থাকে, তাহলে সেটা পুলিসকে না জানিয়ে ডেডবডি মাঝরাত্রে পাচার করলেন কেন ? পুলিস কখনোই বিশ্বাস করবে না। ফাঁসি না হোক, অন্তত বছর দশেক জেলে থাকতে হবে। তার চেয়ে টাকাটা

যোগাড়ের চেষ্টা করুন।'

মঞ্জুল হঠাৎ সোজা হল। তারপরেই বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে গৌরীর গলা শোনা গেল। সে ভেতরে ঢুকতে চাইছে।

রাজেশ চেঁচিয়ে বলল, 'মঞ্জুল, ওঁকে ভেতরে আসতে দাও। এখানে ওঁর বন্ধুরা আছে।'

গৌরী ঘরে ঢুকে প্রিয়ংবদা ও কৃশানুকে দেখে চমকে উঠল, 'কি ব্যাপার, তোমরা এখানে ?'

রাজেশ বলল, 'না-না। ওদের সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে কথা বলুন। কি ব্যাপার, কোন খবর না দিয়ে এখানে আসা আমি পছন্দ করি না, এটা জানেন না ?'

গৌরী কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'যে ক্যাসেটে আমার গলা আছে, সেটা ফেরৎ দিন।'

রাজেশ বলল, 'মুশকিল, সে তো অনেকগুলো ক্যাসেট ! কোনটের কথা বলছেন ? তা ছাড়া চাইলেই যে পাওয়া যায় এটা আপনার বাবা আপনাকে শিখিয়ে ভুল করেছেন। এখন বলুন, আমার ঠিকানা এদের দিয়েছেন কেন ?'

গৌরী চিৎকার করে বলল, 'আমি কাউকে আপনার ঠিকানা দিই নি।'

এইসময় আবার বাইরে শব্দ শোনা গেল।

রাজেশ মাথা নেড়ে বলল, 'আমার আর ভাল লাগে না। এত্ত লোক একসঙ্গে... মঞ্জুল দ্যাখো।'

মঞ্জুল বেরিয়ে যায়। তারপরই হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢোকে পুলিস ও.সি.-র নেতৃত্বে। সঙ্গে অমিতাভ।

অমিতাভ চেঁচিয়ে বলল, 'এ্যারেস্ট দেম অফিসার। সবচেয়ে আগে ওই লোকটাকে। ওর মত ঠাণ্ডামাথার ক্রিমিনাল কলকাতায় আর কেউ নেই !'

ও. সি. আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিস এগিয়ে গিযে মঞ্জুল আর রাজেশকে এক হ্যান্ডক্যাপে বাঁধে।

এরপর অমিতাভ গৌরীকে দেখিয়ে অফিসারকে বলল, 'আর এর নির্দেশে ববি খুন হয। আর এরা ববির ডেডবডি পাচার করে।'

গৌরী চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'দাদা, তুই—তুই—'

অমিতাভ মুখ নীচু করে বলল, 'গৌরী, শরীরে টিউমার হলে সেটাকে কেটে বাদ দেওযাই নিয়ম। কিছু করার নেই।'

অমিতাভ আর না দাঁড়িয়ে থেকে বেরিযে যায়।

## ॥ ৩২ ॥

আদিনাথ মল্লিক প্রতিদিনের নিয়মমত ব্রেকফাস্ট টেবিলের সামনে এসে দেখলেন সবকটা চেযার ফাঁকা। ঘড়ি দেখলেন আটটা। নিজের চেযারে গিযে বসতেই বেয়ারা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, খানা দেব ?'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা সব কোথায় গেল ?'

বেযারা বলল, 'মেমসাব ভোরবেলা বেরিযে গেছেন। সাহেব বাড়িতে নেই আর ছোটসাহেবের একটা ফোন এসেছিল—উনিও বেরিয়ে গেছেন। আপনি ঘুমুচ্ছিলেন বলে বিরক্ত করেননি।'

আদিনাথ একটু ভাবলেন, ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর উঠে পড়ে ন্যাপকিন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেলেন। নিজের ঘরে গিয়ে জানলার ধারে চেয়ারটায় বসে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন পেছনে। চোখ বন্ধ করতেই পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেল।

হঠাৎ 'বাবা' ডাকে চমকে উঠলেন। দরজার দিকে তাকাতে নীলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাকলেন।

নীলা ঘরে ঢুকেই বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত। আপনার ব্রেকফাস্টের সময় আমি থাকতে পারিনি বলে খুব খারাপ লাগছে। ভেবেছিলাম এয়ারপোর্ট থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারব। কিন্তু—, একটু থেমে আবার বলল, 'আমি শুনলাম আপনি কিছুই মুখে দেননি! এখানে নিয়ে আসব?'

আদিনাথ না তাকিয়ে হাত নেড়ে ইশারায় 'না' বলে নীলাকে বললেন, 'আমাকে এখন একা থাকতে দাও।'

নীলা মুখ নীচু করে বলল, 'বাবা, আমি সত্যিই দুঃখিত। একজনকে 'সিঅফ' করতে ভোরবেলায় এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম, আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন।'

আদিনাথ কোন কথা বললেন না দেখে নীলা বলল, 'আজ পর্যন্ত কখনও এ বাড়িতে আসার পর আমি আপনার কথার অবাধ্য হইনি। আপনার সমস্ত নিয়ম আমি মেনে চলার চেষ্টা করেছি। আজ এই প্রথম অনিচ্ছায় অমান্য করতে বাধ্য হয়েছি। আপনাকে অনুরোধ, কারণটা জিজ্ঞাসা করবেন না।'

আদিনাথ বললেন, 'তুমি যা ভাল মনে করেছ তাই করেছ। তোমার প্রায়রিটি তুমিই নির্বাচন করবে এটাই তো স্বাভাবিক।'

নীলা অবাক হয়ে গেল, 'আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন?'

আদিনাথ বললেন, 'আমার কথা বলার ইচ্ছেটাই চলে গেছে, বউমা!'

নীলা এগিয়ে এসে পাশে বসে বলল, 'বেশ, তাহলে আর আমাকে বউমা বলে ডাকবেন না।'

আদিনাথ ফিরে তাকাতেই নীলা বলল, 'হ্যাঁ, তার বদলে নাম ধরে ডাকবেন।'

আদিনাথ বললেন, 'তার মানে তুমি সম্পর্ক অস্বীকার করতে চাও?'

নীলা বলল, 'যেখানে একটা মানুষকে অস্বীকার কবে তাকে আপনারা পুতুলের সামিল করেছেন, সেখানে পুতুলের সঙ্গে কি সম্পর্ক আশা করেন?'

আদিনাথ বললেন, 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

নীলা বলল, 'বলতে নয় বাবা, জানতে—আমার জানতে ইচ্ছে করছে কেন, কোন কারণে আপনি আমাকে এ বাড়িতে এনেছিলেন? আপনি তো জানতেন যে আমার বাবা ছিলেন সাদাসিধে একজন অধ্যাপক। বৈভব কাকে বলে আমরা জানতাম না। আপনি তো জানতেন যে রুচিবোধ আদর্শবোধের কথা মন্ত্রের মত শিশুকাল থেকে তিনি আমাদের শিখিয়ে এসেছেন, সেই স্রোতেই আমরা বড় হয়ে উঠেছি। আর শুধু জানতেন না, আপনি চাইতেনও আমাদের বড় হয়ে ওঠার পথটা স্পর্শ করতে। আমাদের বাড়ির শান্ত এবং ভালবাসায় মোড়া পরিবেশ আপনাকে লোভী করে তুলত। আমাদের বাড়িতে এলেই আপনার চোখমুখের চেহারা বদলে যেত। তাই জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কি ভেবেছিলেন সেই পরিবেশ থেকে আমি এসে আলাদীনের প্রদীপের মত আপনার বাড়ির পরিবেশও বদলিয়ে ফেলব? সত্যি করে বলুন

তো, আপনি জানতেন না আপনার বড় ছেলেকে ? বুঝতেন না তার চাওয়া-পাওয়া, লোভ-আকাঙ্ক্ষার কথা ? চিনতেন না তার নিষ্ঠুর নির্দয় মনটাকে ? এসব তো হঠাৎ মহীরূহ হয় নি ? এর বীজ নিশ্চয়ই অনেকদিন থেকেই লালিত ! তাই একটা অসম পরিবেশ থেকে আমার মত একটা মেয়েকে নিয়ে এসে তার ক্ষতি করার, তাকে ছিন্নভিন্ন করার, তাকে মেরে ফেলার অধিকার আপনাকে কেউ দেয়নি। আপনার অর্থ ? মল্লিক গ্রুপ অফ ইনড্রাসট্রিজ-এর প্রতিপত্তি ? তার ক্ষমতা ? আজ বুঝতে পারছেন না, সেখানটাতেই আপনি হেরে গেছেন ? বুঝতে পারছেন না এই পৃথিবীতে বাঁচবার জন্যে আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন। প্রয়োজন পরস্পরকে বোঝা, জানা—পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা।'—কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় নীলার গলা জড়িয়ে গেল।

আদিনাথ বললেন, 'এসব কথা আজ হঠাৎ উঠছে কেন ?'

নীলা চোখ মুছে বলে, 'কারণ সহ্যের বাঁধ আমার সীমাহীন নয়। আমি অনেক চেষ্টা করেও, নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করেও কিছুতেই আপনাব বাড়িব পরিবেশের সঙ্গে আব মানিয়ে নিতে পারছি না।'

আদিনাথ স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'মানিয়ে নিতে পাবছ না, মেনো না।'

নীলা জবাব দিল, 'সেখানে আপনার কোনও দায়িত্ব নেই ? ব্রেকফাস্ট টেবিলে ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে না পারলে আপনি অসন্তুষ্ট হতেন, আর আপনারই পছন্দ কবা একটা মেয়ে যাকে একদিন বাছাই করে আপনি নিয়ে এসেছিলেন, অথচ সে আজ আপনারই চোখের সামনে তলিয়ে যাচ্ছে জেনেও আপনি বলতে পারলেন "মেন না ?'

আদিনাথ বললেন, 'সিদ্ধান্তটা তোমার—সেখানে আমার কিই বা বলার ছিল ?'

নীলা অবাক হয়ে বলল, 'এত সহজ এত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথাটা আপনি বলতে পারলেন ? আপনার কোন প্রতিক্রিয়া হ'ল না ?'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ বললাম। তুমি বোধহয় কখনও রেসকোর্সে যাও নি। খাঁচা থেকে বেরিয়ে ঘোড়াগুলো যখন উইনিং পোস্টের দিকে ছোটে তখন প্রত্যেকেই চেষ্টা করে আগে পৌঁছতে। কিন্তু কোন ঘোড়ার পিঠ থেকে যদি জকি পড়ে যায় তাহলে সে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে যায়। তখন তার ছোটা না-ছোটা সমান। আমি কিন্তু এই বোকামিটা করতে চাই না। আমি থেমে গিয়েছি। তোমাদের যা ইচ্ছে বলাব বলতে পার, যা ইচ্ছে করার করতে পার, আমার কিছু বলার নেই।'

নীলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাঃ, ভালই হল ! এখনও আমার বুকে একটা সংশয়ের কাঁটা বিধছিল, আর সেটা হলেন আপনি—আপনাকে দুঃখ দিতে কিছুতেই মন থেকে পারছিলাম না। আপনাকে ধন্যবাদ সেই কাঁটাটাকে আপনি নিজের হাতে উপড়ে দিলেন। তবু আমি আপনার কাছে একটা অনুমতি চাইছি ...'

আদিনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, 'তার প্রয়োজন তো এখন আর থাকার কথা নয় !'

নীলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। অনেক কষ্টে তা সামলে নিয়ে বলল, 'আমি যে আপনার কাছে কোথাও আটকে গেছি বাবা। প্রয়োজনটা সে কারণেই। যদিও এ সময়ে আপনাকে না জানালেই ভাল হত, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাই। কাল রাত্রে খবরটা পাবার পর থেকেই আমি বলার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিলাম, কিন্তু তখন উপায় ছিল না—স্বার্থ-লোভ মানুষকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যায় তার উদাহরণ শুধু দুর্যোধন নয়, আপনার

বড় ছেলেও। ওর সঙ্গে থাকলে আমি আর নিজেকে নিরাপদ মনে করব না।'

আদিনাথ হেসে বললেন, 'সেই ভয়ে তুমি চলে যাচ্ছ ?'

নীলার চোখে তখনও জল, 'ভয় নয় বাবা—ঘেন্না, আকণ্ঠ ঘৃণা।'

আদিনাথ কোনরকম বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি সেই খবর ?'

নীলা বলল, 'কেন, আপনি কিছু জানেন না ?'

আদিনাথ মাথা নিচু করে বললেন, 'এখন আর আমাকে কেউ কিছু জানাবার প্রয়োজন মনে করে না, অবশ্য জানবার আগ্রহটাও আমার চলে গেছে।'

নীলা চাপা গলায় বলল, 'ওদের পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে।'

আদিনাথ বললেন, 'এ্যারেস্ট ? কাদের ?'

নীলা বলল, 'গৌরীকে। আর সেইসঙ্গে কৃশানু এবং প্রিয়ংবদাকেও। আর এই এ্যারেস্টের পেছনে কার হাত আছে জানেন ?'

আদিনাথের চোখের পলক পড়ছিল না, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

নীলাই বলল, 'হাত আছে আপনার বড ছেলের। সে কাল রাত্রে বাড়িতেই ফেরেনি। বোনকে আট-দশ বছর জেলে রাখতে পারলে আপনার এতবড ইন্ডাস্ট্রির একচ্ছত্র সম্রাট হওয়া সহজ হয়ে যাবে ওর কাছে। অরুণাভ ওর কাছে কোন সমস্যাই নয়। ওর জন্যে কষ্ট হয়—আজ ভোর হতেই ছুটেছে গৌরীর বেলের ব্যবস্থা করতে, কিন্তু ওর ক্ষমতা আর কতটুকু ! আমি ভেবেছিলাম, আপনি সব জানেন—বাবা, যেমন করে হোক গৌরীকে বাঁচান !'

আদিনাথ চিৎকার করে বললেন, 'নো, নেভার ! কিন্তু—কিন্তু ঐ ছেলেটা—কি যেন নাম—কৃশানু, ওই ছেলেটাকে আমিই এই জঙ্গলে টেনে এনেছি ...'

নীলা আরও বলল, 'আপনার ছেলে কাল গভীর রাত্রে আমাকে টেলিফোনে হাসতে হাসতে বলল, গৌরী যে লোকটাকে মার্ডার করিয়েছিল তার মৃতদেহ পাচার করার অভিযোগে পুলিস কৃশানু এবং প্রিয়ংবদাকে এ্যারেস্ট করেছে।'

আদিনাথকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে নীলার ভয় হ'ল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?'

আদিনাথ কোন জবাব না দিয়ে চোখ বন্ধ করে মাথাটা সোফায় হেলিয়ে দিলেন।

নীলা আবার বলল, 'ডাক্তারকে কি খবর দেব ?'

এবার আদিনাথ আস্তে আস্তে চোখ খুললেন। ধীরে মাথা তুলে বললেন, 'ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। তুমি এখন যেতে পার।'

নীলা চলে যাবার জন্যে পেছন ফিরতেই আদিনাথ আবার ডাকলেন, 'শোন বউমা, আশা করি বাকী জীবনটা তুমি ভাল থাকবে। আর হ্যাঁ, আমাকে এখনও বাবা বলে ডাকছ কেন ? সম্পর্কহীনতায় ওই সম্বোধন তুমি না করলেই ভাল করবে। ঠিক আছে এসো।'

নীলা একমুহূর্ত দাঁড়াল, ঠোঁট কামড়াল, তার চোখ উপচে জল এল। কান্না-ভেজা-গলায় বলল, 'আপনিও তো বউমা ডাকটা ত্যাগ করতে পারলেন না বাবা !'

চোখের জল না মুছেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আদিনাথ কি করবেন বুঝতে পারছেন না। হঠাৎ টেলিফোনটার দিকে চোখ পড়তে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, 'হ্যালো ? আমি আদিনাথ মল্লিক বলছি, আশা করি আমাকে চিনতে পারছেন—হ্যাঁ আমার মেয়ে গৌরী মল্লিক—কি ? গৌরী কনফেস

করেছে আপনাদের কাছে ? ও সত্যকে স্বীকার করে বলেছে যে খুনটা করার জন্যে ও টাকা দিয়েছিল ? থ্যাঙ্ক ইউ ! থ্যাঙ্ক ইউ অফিসার !'

আর কিছু না বলে আস্তে ফোনটা রেখে দিলেন।

॥ ৩৩ ॥

সকালবেলা আদিনাথ মল্লিক বাইরের ঘরে বসে আছেন, গত কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—এমন সময় প্রফেসর রায় এলেন।

ওইভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "কি ব্যাপার আদিনাথ, সকালবেলায় একলাটি এভাবে বসে আছো ! মানে এভাবে তোমায় কখনো দেখিনি তো !'

আদিনাথ জড়ানো স্বরে বললেন, 'লর্ডস-এর মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখেছ ? লণ্ডন থিযেটারে নাটক ? অথবা ধর মস্কো আর্ট থিযেটার-এ সোভিয়েট ব্যালেট ? দেখনি—অথচ বাকি জীবনে যে দেখবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে ?'

আস্তে আস্তে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন কিন্তু না পেরে আবার বসে পড়েন।

প্রফেসর ধরে ফেলেন, বললেন, 'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ? তুমি বসো, আমি কাউকে ডাকি, তোমাকে ওপরে নিয়ে যাক।'

আদিনাথ বললেন, 'বউমা যদি চলে গিয়ে না থাকে তাহলে ও ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই প্রফেসর। আমার স্বপ্নের বাড়ি এখন শ্মশানের চেয়েও নিঃস্ব।' আর একবার ওঠবার চেষ্টা করেন, প্রফেসর সাহায্য করেন।

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করেন 'কি হযেছে বল তো আদিনাথ ?'

আদিনাথ বললেন, 'গৌরীকে পুলিস এ্যারেস্ট করেছে খুনের অভিযোগে। বউমা এই বিষাক্ত পরিবেশে হাঁপিযে উঠে এখান থেকে চলে যেতে চায়। আর এসবের নায়ক অমিতাভ কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি।'

প্রফেসর চমকে উঠলেন, 'সে কি ! তাহলে গৌরীর বেলের ব্যবস্থা ?'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে থামিয়ে বললেন, 'প্রফেসর, তোমার গাড়িতে আমাকে একটু লেকের ধারে নিয়ে যেতে পাববে ? দেখব, যে রাস্তাটাতে বছরের পর বছর ভোরবেলা হেঁটেছি, সেই সকালটা বা রাস্তাটাও বদলে গেছে কিনা !'

প্রফেসর বললেন, 'কিন্তু তুমি কি পারবে ?'

আদিনাথ বললেন, 'পারব প্রফেসর। আসলে বুকটায় একটু চাপ লাগছে, হাঁপ ধরছে—।'

প্রফেসর ভয় পেয়ে বললেন, 'তাহলে তো এক্ষুনি ডাক্তারকে ডাকা দরকার।'

আদিনাথ বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে না না, সবে আকাশ কালো হয়েছে—ঝড় উঠতে অনেক বাকি, তুমি চিন্তা করো না—চল—'

থানায় ধরে নিয়ে এলেও রাজেশ কিন্তু এতটুকু বিচলিত নয়। উপরন্তু সে অফিসারকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

অফিসার চিৎকার করে বলল, 'দেখুন মশাই, ওভাবে তড়পাবেন না ! ওসব বহুৎ তড়পানি দেখেছি ! আর ক'মাস বাকি আছে, আমার আর কোন কিছুর ভয় নেই। আর মনে রাখবেন এটা থানা, এখানে ওসব সহ্য করা হয় না।'

রাজেশও চেঁচিয়ে বলল, 'থানা তো কি হয়েছে ? থানা বলে আপনাদের খুশীমত একজন রেসপেকটেবল্ সিটিজেনকে এখানে তুলে আনবেন ? গলাবাজি করবেন ? এরপর আপনার যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায়, তখন তো কান্নাকাটি শুরু করবেন ?'

অফিসার বলল, 'কেন, ক্ষতি হবে কেন ?'

রাজেশ বলল, 'আমাকে হ্যারাস করার জন্যে।'

অফিসার বলল, 'কিন্তু আমি কি করব ? ঐ মেয়ে দুটো আর ছোঁড়াটাই তো আপনার নামে বলল !'

রাজেশ বলল, 'কে কি বলল সেটার প্রমাণ না নিয়ে আপনি দৌড়বেন ও. সি. সাহেব ? আপনার নামেও তো কত কথা শোনা যায়—তাহলে আপনাকেও আপনার বড়সাহেবকে দিয়ে অ্যারেস্ট করাই ?'

'আমার নামে ? আমার নামে আবার কে কি বলেছে ? আর কথাটাই বা কি শুনেছেন সেটা বলবেন তো ?'—অফিসারের গলাটা কেঁপে উঠল।

রাজেশ মাথা নিচু করে বলল, 'শুনেছি আপনি একজন বিধবা মহিলাকে—'

অফিসার বাধা দিয়ে বলল, 'দ্যুৎ দ্যুৎ ! কবেকার কথা ! তা সেসব আপনি জানলেন কি করে ?'

রাজেশ হেসে জবাব দিল, 'থানার বড়বাবু আপনি—আপনার খবর তো এসেই যায় !'

অফিসার তাজ্জব বনে গেলেন, 'আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই !'

রাজেশ বলল, 'ও কথাটার প্রমাণ, আমার বাড়িঘরদোর হাঁটকেপাটকে ওই যে কি খুঁজছিলেন আপনি—'

অফিসার বলল, 'ও তো ক্যাসেট—'

রাজেশ একটু জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ক্যাসেট। সেসব তো কিছুই পেলেন না ! শুধু ওই বিধবার ব্যাপারটা বলার জন্যে সাংঘাতিক হয়ে গেলাম বড়বাবু !'

অফিসার মুখে একটা শব্দ করে বলল, 'আঃ, আবার ঐ এক কথা !'

এবার রাজেশ বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমায় খাঁচায় ভরে দিন। কাল তো কোর্টে তুলতেই হবে, তখন আমার উকিল না হয় ওসব কথা তুলবে।'

অফিসার বিরক্তি প্রকাশ করল, 'এ তো মহাজ্বালা ! আবার কোর্ট-ফোর্টের কথা আসছে কোত্থেকে ?'

রাজেশ বলল, 'সে কি ! থানায় নিয়ে এলেন, আর কোর্টে তুলবেন না ? এ যে ভারি বে-আইনি হয়ে যাবে বড়বাবু !'

অফিসার বলল, 'দেখুন মশাই, থানায় নিয়ে এসেছি, কথা বলেছি, আলাপ আলোচনা করেছি—তারপর আমিও চলে গেছি আপনিও চলে গেছেন—ব্যাস মিটে গেল !'

রাজেশ বলল, 'আর আমার প্রেসটিজটাও যে চলে গেল !'

অফিসার বলল, 'থানায় এসেছেন বলে প্রেসটিজ চলে গেল ?'

'আলবৎ। এরপর আপনি যখন যাবেন তখন দেখবেন আপনারও গেছে।'

অফিসার অবাক হয়ে গেল, 'আবার আমার যাবার কথা আসছে কোত্থেকে ? আমি তো রোজই থানায় আসি।'

রাজেশ মনে করিয়ে দিল, 'না না, সে কথা নয়। ওই বিধবার ব্যাপারটা জানাজানি হলে—'

অফিসার ইশারা করল, 'আঃ, আস্তে আস্তে—'

ঠিক সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠতেই অফিসার রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো ? হ্যাঁ স্যার ...'

ওপাশ থেকে শোনা গেল, 'রাজেশ বলে যে লোকটাকে ধরে এনেছেন তাকে ছেড়ে দিন।'

অফিসার সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দিয়েছি স্যার—অনেকক্ষণ দিয়েছি, কিন্তু উনি উঠছেন না।'

ওদিক থেকে ফোনে বলল, 'ওকে আনার সময় আপনার সঙ্গে যারা ছিল তারা যেন এটা নিয়ে আলোচনা না করে।'

অফিসার ব্যস্ত হয়ে জানাল, 'বারণ করে দেব স্যার। তবে আমি ক'মাস পরে চলে যাচ্ছি তো, তাই কেউ বিশেষ কথা শোনে না।'

'তা বললে তো হবে না। কিছু একটা করে শোনান, না হলে আপনারই ঝামেলা বাড়বে।'—কণ্ঠস্বর আরও দৃঢ় হল।

টেলিফোন কেটে যাবার শব্দ হতে অফিসারও রিসিভার রেখে দেয়।

রাজেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনুন, আপনি বাড়ি যান। না হলে এরপর গাড়ি করে পৌঁছে দেবার হুকুম আসবে, আমি আরও ঝামেলায় পড়ে যাব।'

রাজেশ ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে মনে রাখব—ভবিষ্যতে যদি কোনও কাজ পড়ে একটু স্মরণ করবেন।'

রাজেশ দরজার কাছে যেতেই কল্পনার সঙ্গে দেখা। কল্পনা রাজেশকে দেখে অবাক হয়ে গেল, অফিসার হতভম্ব।

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রলোক কে ?'

অফিসার প্রথমটা অন্যমনস্ক হলেও পরে সচেতন হয়ে বলল, 'ইয়ে—না মানে আপনার তাতে কি প্রয়োজন ? আর সবসময় এরকম হুটহাট করে আসেন, ক্রমাগত প্রশ্ন করেন, ব্যাপারটা কি ?'

কল্পনা বলল, 'প্রশ্ন না করলে জানব কি করে বলুন ?'

অফিসার বলল, 'আপনাকে জানাবার সব দায়িত্ব কি আমি নিয়েছি ? নিজে যা জানেন তা আমাকে জানিয়ে সেদিন তো আদিনাথ মল্লিকের বাড়িতে একেবারে পথে বসিয়ে ছেড়েছেন !'

কল্পনা বলল, 'সেই ভুলটা অন্ততঃ শোধরাতে দিন। এখন বলুন, ওই লোকটি কে, কেন এসেছিল ?'

অফিসার বলল, 'বলব—ক'মাস পর। জমা টাকা সব পেয়ে যাই, তারপর। আর তাছাড়া আপনি মেয়েমানুষ, এরকম টোটো করে ঘুরে একে ওকে—তা কেন, এসব করে কি লাভ হচ্ছে বলুন তো ? বে-থা করে মন দিয়ে সংসার করুন না। অবশ্য আপনার যা স্বভাব হয়েছে—স্বামীকেও প্রশ্ন করে করে—মানে ওই করে ছেড়ে দেবেন।'

কল্পনা এবার হেসে বলল, 'আপনি বুঝি সেই জন্যে করেন নি ?'

অফিসার বলল, 'আমি করিনি তার অনেক কারণ আছে। সেসব আপনার শুনে লাভ নেই। এখন আপনি কাটুন, আমাকে এখন লম্বা রিপোর্ট লিখতে হবে।'

আদিনাথ তাঁর ড্রয়িংরুমে চুপটি করে বসে আছেন। চোখে উদাস ভাব। এমন সময়

বেয়ারা এসে জানাল, 'সাহেব, ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন !'

আদিনাথ বললেন, 'কে ?' তাকিয়ে দেখলেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রাজেশ। তিনি অবাক হয়ে গেলেন, 'কি ব্যাপার ?'

রাজেশ বলল, 'কিছু না। জানলাম আপনার শরীর খারাপ, তাই দেখা করতে এলাম।'

আদিনাথ বললেন 'তা হঠাৎ ?'

রাজেশ বলল, 'না, এতকাল শুনিনি কিনা—তাই বড় তাজ্জব লাগল !'

আদিনাথ বললেন, 'আমারও তোমাকে এখানে দেখে তাজ্জব লাগছে।'

রাজেশ বলল, 'কেন মল্লিক সাহেব ?'

আদিনাথ বললেন, 'কারণ তুমি বাইরে, বাকি সবাই জেলে ...'

রাজেশ মাথা নেড়ে বলল, 'না তো, সবাই বাইরে।'

আদিনাথ মনে করিয়ে দিলেন, 'ভুলে যেও না রাজেশ, গৌরী এখনও জেলে ...'

রাজেশ বলল, 'ও হো, হাঁ হাঁ। গৌরী জেলে—একদম মনে ছিল না। বাকি দু'জন অবশ্য বেল পেয়েছে। আসলে হ'ল কি, কনফেস করে গৌরী সব গড়বড় করে দিল—ফেঁসে গেল। বহুত্ দুখ্ কি বাত্ !'

আদিনাথ একটু হেসে বললেন, 'আর এত কাণ্ডের মাঝে এটাই আমার একমাত্র সুখের যে গৌরী অন্ততঃ সত্যি কথাটা স্বীকার করেছে ...'

রাজেশ বাধা দিয়ে বলল, 'তাতে লাভ কি হল মল্লিক সাহেব ? দুনিয়া চলছে ঝুট রাস্তায়, আর সেজন্যে একজন সাচ্ বলল কি বলল না, তাতে কার কি যাবে আসবে ?'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু আমার যাবে আসবে রাজেশ। যাকগে, বোসো—' এখন বল তো, গৌরী আমার মেয়ে জেনেও তুমি কাজটা কি করে করলে ?'

রাজেশ বলল, 'কি করব সাহেব, ওটা যে আমার প্রফেসন। আপনি যখন বলতেন স্ট্রাইক ভাঙ, ইউনিয়ন ভাঙ—তখনও তো দেখেছি সাহেব, কত রক্ত। কত লাশ ! সেসব দেখে কি তখন কাঁদতে বসে গেছি ? নিমকহারামি করেছি ? নাকি কাজকাম হাসিল করে দিয়েছি মল্লিক সাহেব !'

আদিনাথ বললেন, 'সে সব কাজ আর এ কাজ কি এক হল, রাজেশ ?'

রাজেশ বলল, 'আমি আনপড় লোক, আমার কাছে সবই এক। ভুলচুক হলে—।'

'যাকগে বাদ দাও ওসব কথা।' আদিনাথ আর কথা বাড়াতে চান না।

রাজেশ বলল, 'কিন্তু বহুৎ ভুল হয়ে গেছে মল্লিক সাব ...'

আদিনাথ চমকে তাকাতেই রাজেশ আবার বলল, 'আপনার ওয়াইফ-এর ডেথ সার্টিফিকেট কোর্টে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে—অন্য একটা সার্টিফিকেট বলছে ওটা জাল—আসলে সুইসাইড !'

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'খবরটা তুমি জানলে কি করে ?'

রাজেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'জানাটাই যে আমার কাজ মল্লিকসাব !'

'কিন্তু সে ডাক্তার তো—।' আদিনাথকে খুব চিন্তান্বিত মনে হল।

রাজেশ বলল, 'সেই তো প্রবলেম হয়ে গেল। ডাক্তারটা থাকলে বলতে পারত কোনটা কে লিখেছে—আমিই বলিয়ে নিতাম।'

আদিনাথ প্রশ্ন করলেন, 'সে ডাক্তার এখন কোথায় ?'

রাজেশ ব্যঙ্গ করে বলল, 'ভল্টে।'

'ভল্ট ?' আদিনাথ কথাটা ধরতে পারলেন না প্রথমে।

রাজেশ বুঝিয়ে দিল, 'সেফ কাসটোডিতে।'

আদিনাথ একটু থেমে বললেন, 'কে করেছে বলে তোমার মনে হয় রাজেশ ?'

রাজেশ বলল, 'বলেন তো পাত্তা লাগাতে পারি।'

'ঠিক আছে লাগাও।'

'বদলে ?'

'বদলে কি চাও ? টাকা ? পেয়ে যাবে।'

রাজেশ মাথা নেড়ে বলল, 'মাপ করবেন মল্লিক সাব, আপনার কাছে থেক বহুত টাকা পেয়েছি ...'

আদিনাথ বললেন, 'তাহলে ?'

রাজেশ আঙুল তুলে বলল, 'দুটো কথা লিখে দিতে হবে।'

আদিনাথ বললেন, 'লিখে দিতে হবে তোমাকে ?'

রাজেশ বলল, 'জি। আপনার বড় ছেলে যে আপনাকে ভি খুন করতে চেয়েছিল সেটা দুলাইন লিখে দেবেন। সব ব্যালান্স হয়ে যাবে।'

আদিনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি বলছ কি তুমি ? তোমায় আমি কি লিখে দেব ?'

রাজেশ বলল, 'আপনার তবিয়ৎ খারাপ, আমি এখন চলি। যা বললাম লিখে রাখবেন—সব ব্যালান্স হয়ে যাবে, বিলকুল ব্যালান্স !'

আদিনাথ রেগে গিয়ে বললেন, 'কিসের ব্যালান্স ?'

রাজেশ জানাল, 'সব, সব কিছু। পাক্কা ব্যালান্স। আচ্ছা আমি চলি সাব, পরে আবার আসব।'

রাস্তায় এসে হঠাৎ মনে পড়ে যেতে সামনেই টেলিফোন বুথে গিয়ে আদিনাথ মল্লিকের বাড়িতে ফোন করল। ওপাশ থেকে সাড়া পেয়েই বলল, 'আমি নীলা দেবীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

টেলিফোনটা নীলাই ধরেছিল। বলল, 'হ্যাঁ, আমি নীলা বলছি.

কল্পনা বলল, 'নমস্কার। আমি 'সুপ্রভাত' কাগজ থেকে বলছি। আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

নীলা বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

কল্পনা বলল, 'সেটা সামনাসামনি বলব। কখন যাব ?'

নীলা কারণটা তবুও জানতে চাইলে কল্পনা বলল, 'কারণটা আপনার স্বামী।'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তাহলে আসবেন না প্লিজ। কারণ ও ব্যাপারে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই।'

কল্পনা জানাল, 'কিন্তু আমাদের আছে। আর আপনি দেখা না করতে দিলে সেই খবরটাই আমাদের ছেপে দিতে হবে যে নীলাদেবীর তাঁর স্বামী সম্পর্কে কোন ইন্টারেস্ট নেই ! তাতে কিন্তু কমপ্লিকেশন বোধহয় বাড়বে ! বিশেষ করে মল্লিকবাড়ির সম্মান !'

নীলা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আপনি কখন আসতে চান ?'

কল্পনা বলল, 'যখন বলবেন—।'

'ঠিক আছে, এখনই আসুন।' সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন রেখে দিল।

কল্পনা আদিনাথ মল্লিকের বাড়িতে এসে পৌঁছল।

নীলা দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে বসতে বলল। তারপর একসময়ে বলল, 'বলুন, আপনি কি জানতে চান!'

কল্পনা বলল, 'দেখুন অমিতাভ মল্লিক মানে আপনার স্বামী আমায় চেনেন। তাঁর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। সেটা কিভাবে সম্ভব?'

নীলা বলল, 'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

কল্পনা বলল, 'দেখুন কাগজে যেমন আর পাঁচটা দুর্ঘটনা ছাপা হয়, তারপর তা হারিয়ে যায়, আমার ইচ্ছে নয় এটার ক্ষেত্রে সেরকমটাই হোক অমিতাভ মল্লিক কোথায় থাকেন, সে ব্যাপারে আপনি আমায় হেল্প করতে পারেন?'

নীলা এবারেও জবাব দিল, 'আমি জানি না।'

কল্পনা বলল, 'কেন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই?'

নীলা বলল, 'মাঝে মাঝে টেলিফোন করে।'

কল্পনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানতে চাননি কোথায় আছে বা বাড়ি ফিরছে না কেন?'

'প্রবৃত্তি হয়নি।' —নীলা স্পষ্ট জবাব দিল।

কল্পনা এবার অন্য প্রসঙ্গ আনল, 'আচ্ছা ববি নামে যে লোকটা খুন হয়েছিল, তার সঙ্গে অমিতাভবাবুর কিরকম বন্ধুত্ব ছিল?'

নীলা জানাল, 'জানি না।'

কল্পনা বলল, 'আপনার শ্বশুর মশায়ের এককালের সেক্রেটারী মিঃ চাওলা এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে অমিতাভর সম্পর্কের কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন না বলবেন না!'

নীলা বলল, 'শুনেছি।'

কল্পনা জানাল, 'ও ব্যাপারে সমস্ত ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি। অমিতাভ ও আদিনাথ মল্লিকের লড়াই-এর বোধহয় ওখান থেকেই সূত্রপাত। যাকগে, আচ্ছা রাজেশের সঙ্গে ওনার পরিচয় কতদিনের?'

কথাটা শুনে নীলা চমকে তাকাতেই কল্পনা বলল, 'নিশ্চয়ই অনেকদিনের। আর তা না হলে রাজেশের বাড়ির ঠিকানা ও পেল কিভাবে? যা আমি চেষ্টা করেও পাচ্ছি না!'

নীলা স্বীকার করল, 'ঐ নামে একজনের সঙ্গে বাবাকে কথা বলতে শুনেছিলাম, জানি না তিনি ইনি কিনা।'

কল্পনা অবাক হয়ে গেল নীলার কথায়। যেন সূত্র খুঁজে পেয়েছে এমন ভাবে বলল, 'মিঃ আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে...আচ্ছা তা তিনি বুঝি আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড?'

নীলা বলল, 'একমাত্র প্রফেসর রায় ছাড়া এ বাড়ির আর কোনও বন্ধু আছে বলে আমার জানা নেই।'

হঠাৎ প্রফেসর রায়ের নাম শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় থাকেন তিনি?'

নীলা বলল, 'ঠিকানা বলতে পারব না।'

কল্পনা বলল, 'অন্তত লোকেশনটা?'

'তা-ও জানি না। তবে প্রায় রোজই সকালের দিকে আসেন।'

কল্পনা বলল, 'তাই নাকি ? গুড ! আচ্ছা মিঃ আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে ?'

নীলা বলল, 'এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারো সঙ্গে উনি দেখা করেন না।'

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, 'রাজেশের সঙ্গেও না ? কি হল বলুন, রাজেশের সঙ্গেও না ?'

নীলা এবারও বলল, 'আমি জানি না।'

কল্পনা ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ল।

নীলা ডেকে বলল, 'একটা অনুরোধ, দয়া করে এমন কিছু লিখবেন না, যাতে স্ক্যান্ডাল-এর আগুনটা আরও ছড়িয়ে পড়ে !'

কল্পনা বলল, 'সত্যি হলেও লিখব না ?'

নীলা বলল, 'অন্ধকার তো সত্যি, তাহলে আর আলো জ্বালাবার দায় থাকে কেন ?'

কল্পনা বলল, 'কথাটা মনে রাখব। চলি।'

কল্পনা বেরিয়ে গেল, নীলা চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

॥ ৩৪ ॥

কলিংবেলটা হঠাৎ বাজতেই প্রিয়ংবদা দরজা খুলে দেখে সুন্দর পোশাকে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

প্রিয়ংবদাকে দেখেই বলল, 'নমস্কার।'

প্রিয়ংবদা প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বলল, 'নমস্কার—আপনি ?'

ভদ্রলোক বলল, 'আমি মানে আমার নাম অনিমেষ মুখার্জী। ভেতরে আসতে পারি ?'

প্রিয়ংবদা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো ! আমি কিন্তু এই মুহূর্তে কোনও ছবির কাজ নিতে পারছি না।'

অনিমেষ বলল, 'আমি আপনার প্রফেশন-এর ব্যাপারে আসিনি।' হাতের ফাইলটা দেখে নিয়ে বলল, 'আমি মিঃ ক্ষৌণীশ রায়-এর কাছে এসেছি।'

প্রিয়ংবদা অস্বস্তি প্রকাশ করে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন।'

অনিমেষ সোফায় বসে জিজ্ঞাসা করল, 'ববিবাবু কি আছেন ?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আজ্ঞে নন্-না।'

অনিমেষ বলল, 'আই সি ! আচ্ছা কখন এলে ওনার সঙ্গে দেখা হতে পারে ?'

প্রিয়ংবদা এবার সত্যি কথাটা বলল, 'আসলে—আসলে আপনি যাকে খুঁজছেন সে—সে কিছুদিন আগে মারা গেছে।'

অনিমেস চমকে উঠল, 'মারা গেছে !'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। হয়ত কাগজে পড়ে থাকবেন, ববি নামে একজন খুন—'

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়েছি। কিন্তু ইনিই কি তিনি ? যার ডেডবডি পাওয়া গেছে বাইপাস-এর ধারে, যেখানে নাকি আরও একটা বডি ছিল ...'

প্রিয়ংবদা মুখ নীচু করে বলল, 'হ্যাঁ।'

অনিমেষ বলল, 'স্যাড, ভেরি স্যাড ! তাহলে তো বড় অসুবিধে হয়ে গেল ! আসলে উনি বেশ কিছু টাকা ইনহেরিটেট করেছেন ...'

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'কত টাকা ?'

অনিমেষ বলল, 'তা প্রায় ন'লাখ টাকা। ওনার মামা মারা যাবার সময় তাঁর সম্পত্তি সবাইকে ভাগ করে দিয়ে গেছেন—উনি পেয়েছেন ন'লাখ।'

প্রিয়ংবদা সন্দেহ প্রকাশ করল, 'সেটা আপনি জানলেন কি ভাবে ?'

অনিমেষ বলল, 'আমি যে সলিসিটার ফার্ম-এ চাকরি করি তাঁরাই এটা ডিল করছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনি কি—'

'হ্যাঁ, আমি ববির স্ত্রী, প্রিয়ংবদা রায়।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'ও আচ্ছা। আসলে ক্ষৌণীশবাবুর—আই মিন ববিবাবুর অ্যাবসেন্স-এ টাকাটা কি করা হবে সেরকম কোন ইনস্ট্রাকশন নেই। তাই এখন কি করা হবে—'

প্রিয়ংবদা হাত নেড়ে বলল, 'কেন ? স্বামীর অবর্তমানে তার অর্থ স্বভাবতই তার স্ত্রীর প্রাপ্য ?'

অনিমেষ স্বীকার করল, 'লিগ্যালি অবশ্য তাই হওয়া উচিত। যদি সন্তানাদি থাকে তাহলে তারও শেয়ার থাকবে।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আমাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই।'

অনিমেষ বলল, 'তাহলে একমাত্র দাবীদার আপনারই হওয়ার কথা। আপনি দয়া করে আপনাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট আর উনি যে মারা গেছেন তার ডকুমেন্টস নিয়ে আমাদের অফিসে একবার আসতে পারেন। কারণ বুঝতেই পারছেন, এক্ষেত্রে আপনার আইডেনটিফিকেশনটা ভীষণ দরকার।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'নিশ্চয়ই যাব।

অনিমেষ বলল, 'ধন্যবাদ। তাহলে আমি চলি।'

হঠাৎ প্রিয়ংবদা বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ? যে এ্যামাউন্টটা বললেন সেটা কি ক্যাশ-এ নাকি ইনটার্মস অব সম্পত্তি—আই মীন বাড়ি জমি—'

অনিমেষ মাথা নেড়ে বলল, 'নো নো, ইট্‌স্ ক্যাশ। ফুল্‌লি এ্যাকাউন্টেড মানি। তাহলে কবে আসবেন ?'

প্রিয়ংবদা জানাল, 'কালই যাব।'

অনিমেষ মনে করিয়ে দিল, 'পাক্কা এগারোটায় আসবেন। না হলে বস্ বেরিয়ে গেলে কোন কাজ হবে না। উনি কিন্তু সব ব্যাপারেই ভীষণ পারটিকুলার। কথা দিলে তা নড়চড় হয় না কখনো। তাহলে কাল দেখা হচ্ছে, চলি—।'

নীলা ড্রইংরুমে বসে পুরনো কথা ভাবছে, এমন সময় অমিতাভ ঢুকল। চেহারা বিপর্যস্ত।

এতদিন পরে হঠাৎ অমিতাভকে বাড়ি ফিরতে দেখে নীলা চমকে উঠে দাঁড়ায়। কি বলবে ভেবে পায় না। ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হল।

অমিতাভ বলল, 'নীলা, তোমার সঙ্গে কথা আছে—ঘরে চল।'

নীলা বলল, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।'

অমিতাভ করুণ চোখে তাকাল, 'এখানে বলা যাবে না নীলা—ঘরে চল !'

নীলা ধীর পায়ে ঘরে গেল, পেছনে অমিতাভ।

অমিতাভ বলল, 'আচ্ছা নীলা, আমার বর্তমান অবস্থা দেখে তোমার এতটুকু করুণা হচ্ছে না !'

নীলা হেসে বলল, 'তোমার চেয়ে ভাল অবস্থা কার ?'

'না, নীলা, না। এখন আমার জীবনের সংশয় আছে, তবু এসেছি শুধু তোমাকে বলতে যে আমাকে যতটা নির্দয় যতটা নিষ্ঠুর ভাবছ আমি ততটা নই। আমি যা করেছি তা আমার, তোমার, গৌরী, অরুণ—সকলের কথা ভেবেই করেছি। আমি ওদের বড় ভাই, আমি চাইনি যে বাবা আমাদের উপেক্ষা করে আমাদের অগ্রাহ্য করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি বাজারের একটা সামান্য মেয়েছেলেকে দিয়ে যাবেন। আর সেটারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে ওনার সঙ্গে আমার বিরোধ। গৌরীকে উনি যখন বেশিমাত্রায় প্রশ্রয় দিতেন, আমি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও উনি মানেননি—আজ সেই গৌরীর একটা লোককে খুন করতেও হাত কাঁপেনি। আমি কোনও অন্যায়কে মানতে পারি না নীলা—নো, নেভার !' অমিতাভকে বেশ শঙ্কিত মনে হল।

এমন সময় টেলিফোনটা বাজল। অমিতাভ বলল, 'ধরে বল আমি নেই।'

নীলা রিসিভার তুলল, 'হ্যালো ?'

ওপাশ থেকে রাজেশের গলা শোনা গেল, 'অমিতাভবাবুকে দিন।'

নীলা বলল, 'তোমার টেলিফোন।'

অমিতাভ রিসিভারটা নিয়ে কি একটু ভেবে আবার রেখে দিয়ে বলল, 'বললাম যে বলতে আমি নেই, তুমি কি আমার কথাটা শুনতে পাও নি, না কাজটা ইচ্ছে করে করলে ?'

নীলা বলল, 'কেন, ইচ্ছে করে ! যে অন্যাযের সঙ্গে আপোস করে না, তার আবার ভয় কিসের যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে !'

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠতে নীলাই রিসিভার তুলল, 'হ্যালো ?'

রাজেশ বলল, 'লাইনটা কেটে দিলেন ?'

নীলা বলল, 'উনি এখানেই আছেন, কথা বলুন।' রিসিভারটা অমিতাভর হাতে দিযে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অমিতাভ বলল, 'হ্যালো ?'

রাজেশ বলল, 'যখন বাড়িতে ঢুকলেন, তখনই জেনে গেলাম আপনি এসে গেছেন—।'

'কিন্তু কে আপনি ?' অমিতাভ চিৎকার করে উঠল।

রাজেশ বলল, 'আমি রাজেশ ভাই কথা বলছি। কি, চিনতে পেরেছেন তো ?'

অমিতাভ অবাক হল, 'আ—আপনি—'

রাজেশ জানাল, 'কি করব বলুন, পুলিস রাখতে চাইল না। চলে এলাম। আর তখন থেকেই আপনাকে খুঁজছি।'

অমিতাভ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, আমাকে আপনার কি দরকার ?'

রাজেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'না, তেমন কিছু না—আসলে আপনাকে নেচে নোটঙ্কী দেখাবার বড় ইচ্ছে হল !'

'নোটঙ্কী ?'—অমিতাভ ঠিক বুঝতে পারল না।

রাজেশ বুঝিয়ে দিল, 'হ্যাঁ, নোটঙ্কী। যেখানে আপনি নাচবেন—আমি নাচাব ! কি, কিছু বলুন ? চুপ করে রইলেন কেন ?'

এবারে অমিতাভ একটু ঘাবড়ে গিযে বলল, 'আ—আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

রাজেশ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'করবেনই তো। কিন্তু এখনও সময় আসে নি, আর ক'টা দিন

অপেক্ষা করতে হবে যে ! তবে আপনি জেনে রাখুন, আপনি যেখানেই থাকুন আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব সবসময়। আর জানেনেই তো, আমার জবান কখনও ঝুট হয় না !'

অমিতাভ কিছু বলতে চাইল, কিন্তু লাইন কেটে যাবার শব্দ হল।

কথা শেষ হতেই নীলা ঘরে ঢুকে বলল, 'ভদ্রলোক কে ?'

অমিতাভ বলল, 'রাজেশ। সাংঘাতিক লোক। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না লোকটা ছাড়া পেল কি ভাবে ?'

নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কি করে ?'

অমিতাভ জানাল, 'ঐ ইয়ে—মানে গৌরী—গৌরী আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।'

নীলা বলল, 'তুমি কি জান, গৌরী পুলিসকে স্টেটমেন্ট দিয়েছে সে তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আদিনাথ মল্লিকের সম্পত্তি হস্তগত করতে গিয়েছিল ! এমন কি প্রয়োজনে তাঁকে—।'

অমিতাভ চেঁচিয়ে উঠল, 'মিথ্যে কথা—সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা নীলা। তুমি প্লিজ বাবাকে বোঝাও যে আমি এসব করিনি।'

নীলা অবাক চোখে তাকাল, 'আমি ? আমি বাবাকে বোঝাব ?'

অমিতাভ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি। আমি জানি বাবা তোমাকে বিশ্বাস করেন, ভালবাসেন, তোমার কথা তিনি বিশ্বাস করবেন।'

নীলা বলল, 'আর সেইজন্যে তাঁকে আমায় মিথ্যে বলতে হবে ?'

অমিতাভ আবার বলল, 'বিশ্বাস কর নীলা, আমি মিথ্যে কথা বলছি না। গৌরীই আমাকে—।

নীলা বলল, 'যাক। চেষ্টা করেও অন্ততঃ সত্যি কথা বলতে শুরু কর। গৌরী জেলে--সে কৃশানু বা প্রিয়ংবদার মত বেল পায় নি। পুলিসকে সব কথা খুলে বলেছে। নিজের কৃতকার্যের জন্যে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষী করছে না। আর তুমি—তুমি একটু আগে বক্তৃতা দিলে যে অন্যায়ের সঙ্গে তুমি নাকি আপোস কর না ! এখন আবার বলছ যে গৌরীর বুদ্ধিতে তুমি সব কাজ করেছ ! নিজের কানে এসব কথা শুনতে হচ্ছে—অবিশ্বাস লাগছে না ?'

অমিতাভ বলল, 'তুমি আমাকে—'

নীলা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আজ আমি সবচেয়ে বেশি করুণা করি কাকে জান ? নিজেকে—যে তার বাবা-মা'র কাছে গিয়ে এসব কথা বলতেও পারবে না, আবার স্বামীর নীচতা সহ্য করতে পারছে না। একজন বিবাহিত মেয়ে কখনও তার স্বামীকে ছোট বা নীচ হিসেবে মানতে চায় না। এটা যে তার কত বড় হার ! আর—আর সেই হারাটাই আমি আজ হেরে গিয়েছি।' কথাগুলো বলতে বলতে নীলার দু'চোখ জলে ভরে এল। দু'হাতে চোখ চেপে ধরে বসে পড়ল।

আদিনাথ ঘরে চুপটি করে বসে আছেন। বেয়ারা এসে বলল, 'বড় সাহেব এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

আদিনাথ চমকে উঠলেন, 'বড় সাহেব ?'

বেয়ারা বলল, 'আজ্ঞে।'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৌমা কোথায় ?'

বেয়ারা বলল, 'তাঁর ঘরে।'

আদিনাথকে খুবই চিন্তান্বিত দেখাল।

বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই অমিতাভ ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল।

আদিনাথকে চুপটি করে বসে থাকতে দেখে ডাকল, 'বাবা!'

আদিনাথ ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি—তুমি এখানে কেন? তোমার তো এখন নরম বিছানায় আরামে ঘুমোনোর কথা—তাহলে এখানে কেন?'

অমিতাভ এগিয়ে গিয়ে আদিনাথের পা জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমাকে বাঁচান বাবা—'

আদিনাথ পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আঃ, হাত সরাও! আমার শরীরটা অপবিত্র হয়ে যাবে!'

অমিতাভ বলল, 'আপনি অন্তত শুনুন আমার কথাটা। আমি মন থেকে এসব করতে চাইনি। গৌরী পুলিসকে স্টেটমেন্ট দিয়েছে সে আমার পরামর্শেই নাকি আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। সম্পত্তি দখল করতে রাজেশকে দিয়ে আপনাকে আমিই নাকি—হঠাৎ মাথায় কি ভর করল, বাঁচান বাবা, একমাত্র আপনিই পারেন আমাকে বাঁচাতে ...'

আদিনাথ ইশারায় অমিতাভকে থামতে বললেন। তারপর একটু থেমে বললেন, 'গৌরী মিথ্যে কথা বলেছে মনে কর?'

অমিতাভ বেশ জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মিথ্যে।'

আদিনাথ বললেন, 'সেদিন থানার অফিসারের সঙ্গে সেই জার্নালিস্ট মেয়েটা এসে যেমন তোমার নামে মিথ্যে কথা বলে গেল, গৌরীর বলাটা কি তার চেয়েও বেশি মিথ্যে?'

অমিতাভ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আঃ বাবা! সেদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না!'

আদিনাথ উত্তরে বললেন, 'এখন আছে তো? তা যদি না থাকে তাহলে সেইটা আগে ঠিক করো। কারণ আমার কাছেও তো টেপরেকর্ডার নেই, তাই তোমার এখনকার বলা কথাও আমি পরে প্রমাণ করতে পারব না! আর তাছাড়া কে কি বলল না বলল তাতে এত বিচলিত হয়ে পড়ার মত মানুষ তো তুমি নও। মুখের কথার যে কোনও দাম নেই তা তো তুমি জানো, অস্বীকার করো? প্রমাণ না রেখে কাজ করার কায়দা তুমি তো শিখে গিয়েছ, তাই না?'

অমিতাভ বলল, 'কিন্তু রাজেশ—'

আদিনাথ বললেন, 'ওর ব্যাপারটা নিয়ে মিসেস চাওলার সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পার। তার সঙ্গে তো তোমার ভাল আলাপ। আশা করি সে তোমাকে তোমার উপযুক্ত বুদ্ধিই দেবে!'

অমিতাভ চমকে উঠে বলল, 'আপনি আমাকে—'

আদিনাথ চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'শাট আপ! আর কথা বাড়ালে তোমাকে আমি বাইরের লোকের মত ট্রিট করব!'

আদিনাথের চিৎকার কানে যেতেই নীলা ছুটে ঘরে ঢুকে বলল, 'বাবা আপনি অসুস্থ, ডাক্তারবাবু উত্তেজিত হতে আপনাকে বারণ করেছেন ...'

আদিনাথ ততক্ষণে সোফায় বসে পড়ে হাঁফাচ্ছেন। নীলা গিয়ে পাশে বসে বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

রাত্রে আদিনাথ শুয়ে আছেন খাটে, নীলা কাছে বসে—এমন সময় অমিতাভ আবার ঘরে ঢুকল।

নীলা আড়চোখে অমিতাভকে দেখে আদিনাথকে বলল, 'বাবা, শরীরের এই অবস্থায় আপনি যদি সবসময় এত উত্তেজিত থাকেন, তাহলে—।' আদিনাথকে চোখ বুজে থাকতে দেখে বলল, 'ও এসেছে!'

আদিনাথ অমিতাভকে দেখে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, 'শোন অমিত, গৌরীকে আমার ফ্ল্যাট ছাড়তে তিনদিন সময় দিয়েছিলাম, কারণ সে মেয়ে—তোমাকে মাত্র তিনঘণ্টা সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে তুমি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। আমি জানব অরুণাভই আমার একমাত্র সন্তান, বাকি দুজন মৃত।'

অমিতাভ আঁৎকে উঠল, 'বাবা!'

আদিনাথ বাধা দিয়ে বললেন, 'আঃ! ঐ সম্বোধনটা আর উচ্চারণ করবে না। এমনকি ভবিষ্যতে আমার সামনেও আসবে না।'

নীলা আর থাকতে না পেরে বলল, 'বাবা, আপনি দয়া করে উত্তেজিত হবেন না।'

'আমি উত্তেজিত হইনি বৌমা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমার মধ্যে একটা দ্বিধা কাজ করছিল, সেটা আর নেই। এখন আমি আবার শুরু করতে পারি—আর সেটাই করছি। ওকে তুমি যেতে বল বৌমা। আমার অনুমতি ছাড়া কোন বাইরের লোক যেমন আসতে পারে না, তেমনি অনুমতি ছাড়া থাকতেও পারে না।'—আদিনাথের কণ্ঠস্বর কিছুটা কোমল শোনাল।

নীলা মাথা নিচু করে বলল, 'সেই বাইরের মানুষটা যদি আপনার আশ্রয় চায়?'

আদিনাথ বললেন, 'বৌমা, ভিক্ষুককেও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয়!'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে আমি এখন কোথায় যাব?'

আদিনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'দ্যাট্‌স নট্ মাই হেডেক! নাউ গেট আউট!'

নীলার গলা ভিজে এলো, 'বাবা! ও আমার কেউ না হতে পারে কিন্তু আপনার তো ছেলে, তাই ওকে আর কটা দিন সময় দিন।' কোনরকমে কান্না চেপে নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আদিনাথ মনে মনে বললেন, 'পুওর গার্ল!'

আদিনাথ চুপচাপ বসেছিলেন, পায়ের শব্দে তাকিয়ে বেয়ারাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

বেয়ারা মাথা নিচু করে বলল, 'একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

আদিনাথ বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'না, না—এখন আমি দেখা করতে পারব না। তুমি বলে দাও, আমার শরীর ভাল নেই, বিশ্রাম করছি।'

বেয়ারা বলল, 'সে কথা আমি প্রথমেই বলেছি। কিন্তু উনি নামটা বলতে বললেন।'

'কি নাম?'

বেয়ারা বলল, 'চিত্রলেখা।'

নামটা শুনেই আদিনাথের সমস্ত মুখের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসো।'

বেয়ারার সঙ্গে চিত্রলেখা ঘরে ঢুকতেই আদিনাথ ইশারায় বেয়ারাকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, 'ভেবেছিলাম আমি উঠে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব, কিন্তু বিশ্বাস করো শরীরটায় আর তেমন জোর পাই না।'

চিত্রলেখা ঘরটা খুব ভাল করে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'অসময়ে খবর

না দিয়ে আসলাম বলে বিরক্ত হলে না তো ?'

আদিনাথ বললেন, 'আরে না, না। তুমি যে আসবে আমি বিশ্বাস করতেই পারি নি।'

চিত্রলেখা বললেন, 'তা কি এত চিন্তা করছিলে একলাটি ঘরে বসে ?'

আদিনাথ সোফাটায় আরাম করে বসে চিত্রলেখাকেও বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'কি জান চিত্রলেখা, মাঠের এক কোণে যে একটা দুব্বোঘাস মাথা তুলে থাকে সে সূর্যের আলোর জন্যেই সতেজ। আবার সে বেঁচে না থাকলে ঐ আলোটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। দু'জনেরই অস্তিত্ব নির্ভরশীল দু'জনের ওপর। কিন্তু আমার—আমার অস্তিত্বটাই যে আজ মিথ্যে হয়ে গেল ! সোজা কথায়. বর্তমানটায় কাটা চিহ্ন পড়ে গেছে, ভবিষ্যৎ লক্ষ্যহীন, আর অতীত ? কালচে ছোপধরা।'

চিত্রলেখা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনটার জন্যে নিজেকে দায়ী বলে মনে হয় ?'

আদিনাথ বললেন, 'হয়ত সবটার জন্যেই। আবার হয়ত কোনটার জন্যেই নয়। নীলা বলে, ছেলেমেয়ের ব্যাপারে আমার কোথাও দাঁড়ি টানা উচিত ছিল। তুমি যা বল তার এককথায় অর্থ, তোমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, ছলনা করে আমি সরে গিয়েছি ...'

চিত্রলেখা বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার কথা থাক।'

আদিনাথর গলায় আক্ষেপের সুর শোনা যায়, 'কেন থাকবে ? কেন চিত্রলেখা ? জীবনের সায়াহ্নে এসে আমারও তো কিছু উপলব্ধি হয়েছে, আর সেটা সব কিছু দেখেশুনেই। তাকে চুপ করিয়ে দিলে. কিছু শব্দকে তুমি বন্ধ করতে পারবে—কিন্তু আমার মনের ভেতর যে অনুভূতিগুলো সবসময় ঘুরপাক খাচ্ছে, তাকে তুমি থামাবে কি করে ?'

চিত্রলেখা বললেন, 'আচ্ছা আমি না এলে কি করতে ?'

আদিনাথ বললেন,'জানি না—জানি না কি করতাম ! হয়ত এত কথা বলতাম না, হয়ত নিজের ভেতরেই তাকে যত্নে লালন করতাম, হয়ত গুমরে মরতাম—বিশ্বাস কর, জানি না কি করতাম !'

চিত্রলেখা বললেন, 'যেমন আমি করেছি এতকাল ? এখনও করছি ?'

দুজনেই চুপ। চিত্রলেখা সামান্য পায়চারি করে আবার বললেন, আসলে কি জান, না চাইলেও আমরা এমন কিছু পাই, যা আমাদের প্রাপ্য ছিল না, অথচ দুহাত পেতে নিতেই হয়। জীবন অঞ্জলিভরে যা দেবে সেটা উপুড় করে ফেলে দেব—এত ক্ষমতা আমাদের কোথায় ? আমাদের অস্তিত্বের দাবীদার যে আমাদের জীবন আদিনাথ !'

চিত্রলেখার কথা শুনে আদিনাথ অবাক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এত মনের জোর তুমি কোথায় পেলে চিত্রলেখা ?'

চিত্রলেখা বললেন, 'সত্যিই কি সেটা শুনতে চাও ? তবে জেনে রাখো, সবটাই পেয়েছি তোমার কাছে।'

আদিনাথ লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, 'আমার কাছে ? কি বলছ তুমি ? আমি তো তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি, তোমাকে ঠকিয়েছি !'

'তবু তোমারই কাছে শিখেছি। তুমি আমাকে হারাতে চেয়েছ বলেই তো আমি হারতে শিখেছি। হেরে গিয়েও যে জেতা যায় না তাহলে বুঝতাম কি করে বলো !'

আদিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'হয়ত তাই। তবে আজ যে আমি নিজেই হেরে বসে আছি।'

চিত্রলেখা বাধা দিয়ে বললেন, 'অথবা হয়ত আজ থেকেই জেতার শুরু।'

আদিনাথ বিহ্বল হয়ে যান চিত্রলেখার কথায়। করুণ চোখে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ আমার কি হয়েছে বল তো চিত্রলেখা, তোমার সব কথা আমি কেন জানি মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না!'

'কেন জানি না, আমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আমি কি সেই চিত্রলেখা যে এতকাল কতকগুলো ছেঁড়াখোঁড়া ছবিকে জোড়া লাগাবার চেষ্টায় আপন মনে শুধু টিকে থেকেছে? একি সে-ই, না অন্য কেউ?' চিত্রলেখার গলা ভারি হয়ে উঠল, দু'টো চোখ জলে ভরে এল।

আদিনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'চিত্রলেখা!'

চিত্রলেখা বললেন, 'উত্তেজিত হয়ো না, আদিনাথ। তোমার এখন অনেক সমস্যা। প্রফেসর রায় বলছিলেন, তুমি যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে, তোমার পক্ষে সঠিক কাজ হতো সেখানে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা।'

আদিনাথ বললেন, 'প্রফেসর কি বলেছে ঈশ্বর ছাড়া সেই সমর্পণ সম্ভব নয়?'

আর কোন কথা নেই। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

চিত্রলেখা স্থিব করলেন আর এখানে থাকাটা উচিত হবে না। তাই বললেন, 'আমি চলি আদিনাথ—'

আদিনাথ বললেন, 'আমি কিন্তু তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

চিত্রলেখা বললেন, 'ভাল থেকো।'

এই প্রথম আদিনাথের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চিত্রলেখা ঘরের কাজে ব্যস্ত। দীর্ঘ কয়েকবছর কলকাতার বাইরে থাকায় ঘরদোর দেখাশোনার কোন উপায় ছিল না। এমনিতেই তিনি খুবই ছিমছাম, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। তাই এখন সময় পেলেই ঘর সাজাতেই ব্যস্ত থাকেন। এমন সময় নীলা এসে দাঁড়াল। দরজা খোলাই ছিল। তবুও নীলা ঘরে না ঢুকে বাইরে অপেক্ষা করল। হঠাৎ চোখ পড়তেই চিত্রলেখা দ্রুত এগিয়ে এসে বললেন, 'আরে আপনি!'

নীলা নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমি নীলা।'

চিত্রলেখা বললেন, 'ও, বুঝতে পেরেছি। এস ভেতরে এস। কিছু মনে করো না, আমি কিন্তু তুমি বলে ফেললাম।'

নীলা হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই, তাই তো বলবেন।'

অতঃপর নীলাকে বসতে বলে বললেন, 'কি খাবে বল?'

'না, না। আপনি একদম ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন।'

চিত্রলেখা বললেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো?'

নীলা কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'আমি—মানে আপনার কাছে একটা ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

চিত্রলেখা অবাক হলেন, 'ক্ষমা চাইতে এসেছ? কেন, কি হয়েছে?'

নীলা মুখ নিচু করে বলল, 'আপনি যখন বাবার ঘরে কথা বলছিলেন তখন বাইরে থেকে

আপনাদের গলা শুনে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি—।'

চিত্রলেখা বললেন, 'আরে তাতে কি হয়েছে ?'

নীলা স্বীকার করল, 'আমি আপনাদের সব কথা শুনেছি।'

চিত্রলেখা বললেন, 'তা এতে তো ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। এটা স্বাভাবিক কৌতূহল।'

নীলা বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই। আর সেই কারণেই ভদ্রতা নয়।'

'তুমি আর কিছু বলবে ?'—চিত্রলেখা তাকিয়ে রইলেন নীলার মুখের দিকে।

নীলা বলল, 'বাবার বর্তমান অবস্থা তো আপনি জানেন।'

চিত্রলেখা বলল, 'জানি। আজ কেমন আছে ? কাল কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।'

নীলা বলল, 'তাই আপনি যদি—।'

চিত্রলেখা বললেন, 'যদি আর না যাই ?'

নীলা লজ্জা পেয়ে বলল, 'না না, ঠিক তা বলতে চাইনি। আসলে কালকের কথা শুনে মনে হয়েছে, এখন আপনিই পারেন ওনার এই ভাঙা-দুমড়েপড়া অবস্থাটা সামাল দিতে। যে বয়সে একটা মানুষকে চারদিক থেকে ছায়া দিয়ে আরাম দেয়ার কথা, সেখানে উনি দাঁড়িয়ে আছেন গনগনে দুপুরের রোদে। তাই বলছিলুম—'

চিত্রলেখা বললেন, 'আমি তো ভাই কোনকালেই ওর ছায়াবৃক্ষ ছিলাম না, নীলা !'

নীলা মনে একটু সাহস এনে বলল, 'আমি জানি না কি কারণে আপনারা বিচ্ছিন্ন, তবে কাল বুঝেছি, বিচ্ছিন্নতার সে বাঁধনটা কিন্তু আসলে খুব আলগা। আমার ধারণা, আপনিই একমাত্র পারেন সে বাঁধন খুলে দিয়ে সহজ সরল করে তুলতে।'

চিত্রলেখা একটু অস্বস্তি বোধ করলেন, 'তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে আমি অ-সহজ বোধ করছি। তবে ঐ যে বললে বিচ্ছিন্নতার কথা, তার কারণটা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না নীলা। অভিজ্ঞতার বিচারে তুমি এখনও যে নাবালিকা।'

নীলা স্বীকার করল, 'হয়ত তাই। কিন্তু কে বেশি অভিজ্ঞ বলুন তো ? যে অনেকটা পথ একা হেঁটে ক্লান্ত, নাকি যে চুপচাপ অন্ধকারে শুধু বসেই থেকেছে, অপেক্ষা করেছে ?'

চিত্রলেখা তাকালেন নীলার মুখের দিকে, 'এদের দুজনকেই তুমি চেনো ?'

চিত্রলেখার এই প্রশ্নে নীলা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেও খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'হ্যাঁ চিনি, আর চিনি বলেই আপনার কাছে কথাটা এত সহজভাবে বলতে পারলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।'

চিত্রলেখা বললেন, 'ঠিক আছে। তবে তুমি এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ নীলা, যে মানুষটা ভেঙে দুমড়ে পড়ে—সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ তাকে সামাল দিতে পারে না। একটা কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, একটা চারাগাছকেও যদি মাটি থেকে উপড়ে ফেলা যায়, দেখবে নিজেকে বাঁচাতে সে মাটির চারদিকে যে ভাবে পেরেছে শেকড় ছড়িয়েছে—বাঁচার চেষ্টা করছে। হয়ত পারেনি, কিন্তু বাঁচার আগ্রহটা প্রকাশে সে ক্লান্ত হয় নি।'

নীলা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আপনি হঠাৎ একথাটা বললেন কেন ?'

চিত্রলেখা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বললেন, 'ও কোথাও হেরে যায় নি তো ? সেই অনেকটা পথ একা একা হেঁটে ক্লান্ত। কিন্তু চুপচাপ অন্ধকারে শুধুই বসে থাকা। ওরও কোথাও কোথাও বেঁচে ওঠার তাগিদটা আছে তো ?'

নীলা বলল, 'সেটাও তো আপনিই বুঝতে পারবেন।'

চিত্রলেখা বললেন, 'তা তো পারছি। তবে ভয়ও হচ্ছে বড়!'

নীলা আর কথা বাড়াতে চাইল না। তাই একসময় বলল, 'আমি আজ চলি। আপনি আবার আসছেন নিশ্চয়ই।'

চিত্রলেখা মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসব।'

'অনেকক্ষণের জন্যে?'

চিত্রলেখা বলল, 'হ্যাঁ।'

'কথা দিলেন কিন্তু—।'

'দিলাম।'

আর কোন কথা না বলে নীলা ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ৩৫ ॥

চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বলার পর নীলা মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করলেও তার দুশ্চিন্তা কিছুতেই কাটল না। মাঝেমাঝেই আদিনাথের করুণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যার জন্যে মল্লিক বাড়ির আজ এই অবস্থা সেই অমিতাভকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারছে না। ইদানীং অমিতাভকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

সেদিন নীলা সেজেগুজে ব্যাগ নিয়ে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। অমিতাভ শুয়ে শুয়ে একদৃষ্টে সেটা লক্ষ্য করছিল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। তারপর একসময় নীলা ব্যাগ নিয়ে বেরোতে যাবে, অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখনই বেরোচ্ছ?' নীলাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমিতাভ আবার বলল, 'খুব কি দরকার?'

নীলা না তাকিয়েই বলল, 'কেন বল তো?'

অমিতাভ বলল, 'না, মানে জিজ্ঞাসা করছিলাম আর কী! আসলে—আসলে বাবার শরীরটা খারাপ তো, এসময়ে তাঁর কাছে তোমার সবসময় থাকাটা খুব দরকার।'

নীলা ঐ কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে ওই কথাগুলো ছাড়াও তোমার আরও কিছু কথা আছে, সেটাই আসল—সেই আসল কথাটাই বরং বলো।'

অমিতাভ বলল, 'না না, কোন কথা নেই। আর কি কথা থাকতে পারে!'

নীলা উত্তরে একটা কথাই বলল, 'ভাল।'

নীলাকে চলে যেতে দেখে অমিতাভ বলল, 'তুমি তাহ'লে আমার কথা শুনলে না?'

নীলা স্পষ্ট জবাব দিল, 'না। কারণ উনি তোমার বাবা। তাই অসুস্থ অবস্থায় বোধ হয় তোমারই কাছাকাছি থাকাটা দরকার, তাই না?'

অমিতাভ বলল, 'আসলে উনি ঠিক আমাকে—। আমার মনে হয় নীলা, তোমার না বেরুনোই ভাল।'

নীলা বলল, 'তার জন্যে এত দুশ্চিন্তা হচ্ছে!'

অমিতাভ বলল, 'হ্যাঁ, তা তো হচ্ছেই। আফটার অল, উনি আমার বাবা—আমাদের কাছ থেকে কম আঘাত তো পেলেন না, তাছাড়া যদি টেলিফোন-টোন আসে, আমি তো ধরতে পারব না। তখন উনি ধরবেন—হয়ত ওনাকেই আবার কে কি বলবে না বলবে, উনি উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। সেটা ওনার শরীরের পক্ষে ঠিক হবে না।'

নীলা অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে, 'তার মানে টেলিফোনটা যাতে আমি ধরতে পারি সেইজন্যে আমাকে থাকতে বলছ ?'

অমিতাভ স্বীকার করল, 'বলতে পার সেটাও একটা কারণ।'

নীলা চেঁচিয়ে উঠল, 'সেটাই আসল কারণ। কিন্তু তাতে তোমার লাভ কি ? আমি যে মিথ্যে মিথ্যে বলতে পারব না--তুমি বাড়ি নেই, সেটা তো তুমি জানো। কি, জানো ?'

অমিতাভ বলল, 'এই সামান্য কাজটুকু তুমি আমার জন্যে করতে পার না ?'

'না পারব না। কে তুমি ? কি তুমি ?'

অমিতাভ আর স্থির থাকতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, 'নীলা !'

নীলা হাত তুলে অমিতাভকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'চুপ করো। তুমি আর ওই নামে আমাকে ডেকো না। আজ এত ঘটনার পরও তোমার মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে ? এত কাণ্ডের পরও ওই বৃদ্ধ মানুষটার নাম করে তুমি আমার মন ভেজাতে চাইছ ? কেন, নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে ? কিন্তু আমি কেন করব বলতে পার ? কেন করব সম্পূর্ণ চেনা পরিচিত একটা জঘন্য প্রাণীর জন্য, যাকে মানুষ-পরিচিতিটা দিতেও ইচ্ছে করে না—'

অমিতাভ বলল, 'চুপ করো। বাবা শুনতে পাবেন।'

নীলা বলল, 'উনি সব জানেন। ওনাকে আমি সব কথাই বলেছি। কিন্তু আজ যে ঘটনাটা সত্যি হতে যাচ্ছে তার কথা কাউকে বলতে পারছি না। তোমাকেও না।' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নীলা।

## ॥ ৩৬ ॥

বিখ্যাত শিল্পপতি আদিনাথ মল্লিক এখন সম্পূর্ণ একা। ছেলেমেয়ে পুত্রবধূ সবার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। তাঁর এই নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গী আদি অকৃত্রিম বন্ধু প্রফেসর রায়। আদিনাথের অনুরোধমত প্রফেসর রায়েরই একটা বাড়িতে এসে উঠেছেন এখন।

অনেকদিন পর প্রফেসর এসেছেন খবর নিতে। একা চুপচাপ বসে থাকতে দেখে প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, 'জায়গাটা কেমন লাগছে বলো ?'

আদিনাথ বললেন, 'ভালই। বেশ ফাঁকা, নিরিবিলি।'

প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি কি এখানে থাকতে পারবে ?'

'তুমি দেখে নিও, ঠিক পারব।'—বেশ নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন আদিনাথ।

প্রফেসর রায়ের মনে কিন্তু সংশয় দেখা দিল, 'কিন্তু যে জীবনধারণে তুমি অভ্যস্ত—মানে তোমার খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা—তার সঙ্গে তো এর কোন মিল নেই। তুমি জান, ঐ কাজের লোক গজু ছাড়া এখানে কথা বলারও একটা লোক পাবে না।'

আদিনাথ বললেন, 'ওকেও আমার দরকার নেই।'

'কি বাজে কথা বলছ ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? বাজারহাট করা, যাহোক দুটো চালেডালে সেদ্ধ করে দেওয়া, সেসবও তো দরকার। এখন মনে হচ্ছে তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল ছিল একটা হোটেলে গিয়ে থাকা।'

প্রফেসরের কথা শুনে আদিনাথ মুচকি হেসে বললেন, 'না, না। সত্যিই জায়গাটা ভাল, বেশ নির্জন। তুমি বরং ওকে বলে দিও, কাউকে যেন না বলে যে আমি এখানে আছি।'

প্রফেসর এবার অবাক হল, 'কি ব্যাপার বল তো আদিনাথ ! তুমি এখানে কেন এসেছ ?'

আদিনাথও স্বাভাবিকভাবেই বললেন, 'এমনি, একা থাকব বলে প্রফেসর। আমি চাই আমি যেখানে থাকব কেউ যেন টের না পায়। তুমিও তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে গল্প করো না।'

প্রফেসর কিছু বলার আগেই আদিনাথই বললেন, 'তুমি জেনে রাখো প্রফেসর, এখানে আমি এসেছি একেবারে ব্যক্তিগত স্বার্থে। যেখানে আমি আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করব, আর কেউ থাকবে না। এমন কি একটা আয়নাও যদি না থাকত যেখানে আমি নিজেকে দেখতে পাব !'

প্রফেসরের একটু সন্দেহ হল, 'আচ্ছা, তুমি কোনও কিছু থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছ না তো ?'

আদিনাথ বিস্ময়ে তাকান, 'পালিয়ে ! তা হঠাৎ তোমার এটা কেন মনে হল যে আমি পালিয়ে বাঁচতে চাইছি ?'

প্রফেসর বললেন, 'তুমি যা বললে তা থেকে যে ঐ প্রশ্নটাই খুব স্বাভাবিকভাবে মনে আসে আদিনাথ।'

আদিনাথ বললেন, 'তাই নাকি ? আর আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম, আমি একা থাকতে চাই, সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে নিজের বোঝা নিজেই কাঁধে নিয়ে চলতে চাই—সে কথাগুলো তোমার যথেষ্ট মনে হল না ?'

রায় বললেন, 'সত্যিই কথাগুলো আমাকে অবাক করেছে আদিনাথ। বিশেষ করে তোমার বর্তমান ঠিকানা গোপন রাখা বা লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে না চাওয়া—ঠিক আছে, তোমার যতদিন মন চায় এখানে থাকতে পার। আর তুমি যখন চাইছ না তখন তোমার এই ঠিকানা আমি কাউকেই জানাব না।'

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'তবে তুমি একজনকে জানাতে পার।'

'কাকে ?'—প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন।

'চিত্রলেখাকে।'

'শুধু একা তাকে ?'

'হ্যাঁ, শুধু তাকে। জানো প্রফেসর, এমনিই এক নির্জন পরিবেশে একদিন আমি তার শক্ত হাতের বাঁধনটা অক্লেশে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। তাই সেই একই পরিবেশে তাকে শেষ একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

প্রফেসর সান্ত্বনা দিলেন, 'ঠিক আছে, বলব। তবে আদিনাথ সে বোধহয় এখন আর ঠিক ততটা নির্জন বোধ করে না ! শুনেছি, এখন তার একজন বন্ধুও আছে।'

আদিনাথের কৌতূহল হল, 'কে সে প্রফেসর ?'

প্রফেসর বললেন, 'যেদিন চিত্রলেখাকে নিয়ে আসব সেদিনই তোমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেব।'

আদিনাথ একটু দূরে তাকাতেই হঠাৎ আঁৎকে উঠলেন, 'কে ? কে ওখানে ?'—নিজে নিজেই চেষ্টা করলেন উঠে দাঁড়াতে।

প্রফেসর সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় কে ? কাকে দেখে তুমি চমকে উঠলে ? আমি তো কাউকে দেখছি না ! ঠিক আছে, তুমি স্থির হয়ে বসো, আমি দেখছি।'

প্রফেসর বাইরে আসতেই দেখলেন একটা ট্যাক্সি দ্রুত বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে বললেন, 'না কেউ নেই, একটা ট্যাক্সি চলে গেল শুধু।'

আদিনাথ কিন্তু এত সহজে মেনে নিতে পারলেন না কথাটা। তাঁর চোখে তখনও ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। আস্তে আস্তে বললেন, 'কেউ নেই, না ? আমার কিন্তু মনে হল একজন চেনা লোক। ভীষণ চেনা। প্রফেসব, তুমি তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এস একবার।'

সেদিন সকালে প্রফেসর রায় একা বসে বই পড়ছিলেন, এমন সময় নীলা এসে দাঁড়াল।

নীলাকে দেখেই প্রফেসর বললেন, 'আরে এসো এসো, কি খবর ?'

নীলা কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'খুব বিপদে পড়ে আপনাব কাছে এসেছি, রায় কাকা।'

'কেন, কি হল আবার ?'

'বাবার কোন খবর পাচ্ছি না। কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আপনি কি জানেন ? মানে কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে ? হঠাৎ উনি উধাও হয়ে গেছেন বাড়ি থেকে !'

প্রফেসর মুখ ঘুবিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমার প্রশ্নটা খুবই অস্বস্তিকর লাগছে আমার কাছে, বউমা।'

'কেন রায় কাকা ? অস্বস্তির কি হল ?'—নীলার কণ্ঠ বুজে এল, 'বাবা আমাকে না জানিয়ে কোথাও চলে গিয়েছেন ঠিকানা না রেখে—'

প্রফেসর রায় বললেন, 'কি জান বউমা, ঠিকানাটা আমি জানি, কিন্তু আদিনাথের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে সে কোথায় আছে এ খবরটা তার অনুমতি ছাড়া আমি কাউকে জানাব না।'

নীলা বলল, আপনি জানেন অথচ আমাদেরও বলবেন না ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

প্রফেসর একটু গম্ভীর হলেন, 'আজ পর্যন্ত তার কোন চাওয়া তো হিসেবনিকেশের মধ্যে পড়েনি ! তোমাকে আমার কথাটা বলা হযত ঠিক হচ্ছে না, তবু না বোঝার মত কোনও কথা আমি বলিনি বৌমা !'

নীলা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে বলল, 'রায় কাকা, আসলে ও একটা পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছিল—'

প্রফেসর রেগে বললেন, 'পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছিল, নাকি নিজে স্বার্থ অনুযায়ী একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল অমিতাভ ?'

নীলা অস্ফুটে বলল, 'রায় কাকা !'

প্রফেসর বললেন, 'অমিতাভর অনেক ভাগ্য যে আদিনাথের মত একজন মানুষ তার বাবা। অন্য যে কোনও বাবা হলে—আর তুমি বলছ পরিস্থিতির শিকার—সেইজন্যে যখনই জানতে পারল যে আদিনাথ অনেক টাকার ইনসিওর কবাচ্ছে—সেই এজেন্ট-এর বাড়ি গিয়ে, তাকে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে চেষ্টা করল চেকটা হাতাতে ! কোন পবিস্থিতি তাকে ওই কাজ করতে বাধ্য করেছিল, বৌমা ?'

নীলা বলল, 'কিন্তু এসব কথা আপনি—'

প্রফেসর রায় আরও বললেন, 'যে মানুষটা ছোট একটা বিজনেসকে আজ ওইরকম একটা উচ্চতায় নিয়ে গেছে, সেই ব্যবসাটার ক্ষতি করার জন্য তাবই কমপিটিটর-এর সঙ্গে নোংরা খেলায় মাতল—সেটা কোন পরিস্থিতি বাধ্য কবেছিল ? কোন পরিস্থিতির শিকাব হয়ে নিজের বোনকে অক্লেশে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিল, এমন কি বাবাকে পর্যন্ত সম্পত্তির লোভে খুন করার মতলব করল ?'

প্রফেসর রায়কে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখে নীলা ভয় পেয়ে বলল, 'আপনি শান্ত হোন—শান্ত হোন রায় কাকা।'

প্রফেসর একটু দম নিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম সরি, বৌমা ! আসলে চোখের সামনে আজ ক'মাসের মধ্যে তোমাদের ফ্যামিলিতে পর পর যা বিপর্যয় ঘটল—তোমাদের বন্ধু হিসেবে তার আঁচটা আমার মনেও কম লাগে নি বৌমা !'

নীলা বলল, 'জানি। সবই জানি রায় কাকা। আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা।'

এবার প্রফেসর রায় নীলার মুখের দিকে চোখ রেখে বললেন, 'আজ তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে বৌমা ! কেন, কেন তুমি অমিতাভর জীবনে একজন বন্ধু হতে পারলে না ? কেন তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল না যে ও অন্যায় করছে ? ও পাপ করছে ? নির্দয় নিষ্ঠুর পাপ ?'

নীলা মাথা নিচু রেখে জবাব দিল, 'সেটা আমারই অক্ষমতা রায় কাকা। অন্ধকারে বসবাস করাটাকে আমি অভ্যাস বলে মেনে নিয়েছিলাম। বাবাই আমাকে প্রথম শেখান জানলা খুলে আলোর মুখ দেখতে ? আর সেটা যে আমি দেখতে পেয়েছি এ খবরটা বাবাকে দিতে পারছি না !'

প্রফেসর রায়ের ভুরুদুটো কুঁচকে উঠল, 'তোমার কথা বড় ধোঁয়াটে লাগছে বৌমা, একটু স্পষ্ট করে বলবে ?'

নীলা বলল, 'রায় কাকা, বাবাকে আমার ভীষণ দরকার। তাঁর পরিবারে তাঁর উত্তরসূরী আসছে। তিনি না থাকলে কে তাকে শেখাবে, রায় কাকা, কিভাবে মাথা উঁচু করে এই দুনিয়াদারীতে চলতে হয় ?'

কথাটা কানে যেতেই প্রফেসরের চোখমুখ থেকে রাগ অভিমান সবকিছু চলে গেল। আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'বৌমা, বৌমা তুমি মা হতে চলেছ ? কিন্তু বৌমা, আমি যে আদিনাথকে কথা দিয়েছি তার ঠিকানা আমি বলতে পারব না। তবে আমি তোমায় একটা হদিশ দিতে পারি—তুমি আমার সঙ্গে এক্ষুনি যেতে পারবে ? কিন্তু তুমি ভেতরে ঢুকতে পারবে না, বাইরে অপেক্ষা করবে।'

নীলা উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আমি রাজি, রায় কাকা।'

## ॥ ৩৭ ॥

নীলাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে প্রফেসর রায় বাড়ির ভেতরে গেলেন। আদিনাথকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বললেন, 'একি আদিনাথ ? এভাবে এখানে বসে আছ ? তোমার শরীর ঠিক আছে তো ?'

আদিনাথ চোখ তুলে তাকালেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কি একাই এসেছ ?'

প্রফেসর বললেন, 'তোমার এখানে কাউকে সঙ্গে করে আনার তো উপায় নেই। ফলে একা ছাড়া উপায় কি !'

আদিনাথ বললেন, 'তা না। তুমি যে বলে গেলে, চিত্রলেখাকে আর তার বন্ধুকে আনবে ?'

প্রফেসর বললেন, 'ঠিকই। তবে চিত্রলেখা একটু পরে আসবে। আর তার বন্ধু এসে গেছে, আদিনাথ।'

আদিনাথ অবাক হলেন, 'এসে গেছে ? কোথায় ?'
প্রফেসর বললেন, 'এই তো, তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে।'
আদিনাথ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প্রফেসর !'
প্রফেসর মাথা নিচু করে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আদিনাথ। হঠাৎ চিত্রলেখা আমাকে প্রস্তাবটা দেয়। আমি—আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। আদিনাথ আমি কি তোমায় আঘাত দিলাম ?'
আদিনাথ বললেন, 'না প্রফেসর, এই প্রথম তোমাকে আমি ঈর্ষা করলাম। তবে তুমিও আমায় কৃতজ্ঞ করলে। আজ ক'দিন ধরে যে কথাটা বারবার মনে হচ্ছিল যে আমি তোমার বন্ধুত্বের যোগ্য নই—সেই কথাটাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলে।'
প্রফেসর বললেন, 'এ তুমি কি বলছ আদিনাথ ? তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে যোগ্য বা অযোগ্য এসব কথা আসছে কোথা থেকে—বিশেষ করে এত বছর পর ? আজ তো আমি ভাবছিলাম তোমাকে একটা প্রশ্ন করব ...'
আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি প্রফেসর ?'
প্রফেসর মনে করিয়ে দিলেন, 'একদিন মর্নিংওয়াকে যাওনি বলে ফেরার পথে আমি তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম। আমাকে তুমি একটা কথা বলেছিলে— "সারাদিনের সময়টার মধ্যে মাত্র একটা ঘণ্টা সময় তুমি আমাকে চেনো। বাকি সময়টা আমি কি করি না করি সেটা জানলে আমাকে তোমার ভাল লাগবে না"—মনে পড়ে ?'
আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, এরকম একটা কথা বলেছিলাম বটে।'
প্রফেসর আরও বললেন, 'কিন্তু সেদিন আমি কথাটার মানে জানতে চাইনি, আজ চাইছি আদিনাথ।'
আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু সেদিন কেন জানতে চাওনি ?'
প্রফেসর বললেন, 'কারণ ভেবেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই তোমার ব্যবসার সময়—তোমার ডেবিট-ক্রেডিট-এর হিসেবের মধ্যে আমার যাবার কোন কারণও ছিল না।'
আদিনাথ বললেন, 'তা অবশ্য। বোধহয় তুমি সন্দেহ করেছিলে। কারণ আমার মত চরিত্রের একজন মানুষ সেটা বোধহয় তখন বরদাস্তও করত না। আর তা না করলে তোমাকে আমি হারাতাম।'
প্রফেসর রায় একটু অবাক হলেন, 'তুমি হঠাৎ এত নেগেটিভ কথা বলছ কেন বল তো ? এ ধরনের কথা তো তোমার কাছে কখনও শুনিনি !'
আদিনাথ বললেন, 'যে জন্যে আমার এখানে আসা তার দিন শেষ হয়ে এসেছে, প্রফেসর। আমি মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি।'
প্রফেসর চমকে উঠলেন, 'আদিনাথ !'
আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ প্রফেসর। নিজের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়াটা করতে গিয়ে আমি কি দেখছি জানো ? ক্রেডিট শূন্য—আর ডেবিট-এর পাতাটা ভর্তি। শুধুই খরচের হিসেব, ঋণের বোঝা। চিত্রলেখাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তুমি আমার হয়ে খানিকটা শোধ করেছ—কিন্তু বাকিগুলো ? সেসব শোধ করবে কে প্রফেসর ?'
প্রফেসর বোঝালেন, 'শোন আদিনাথ, তুমি এরকম ভেঙ্গে পড়ো না। আমি তোমাকে একটা ভাল খবর দিতে এসেছি।'

আদিনাথ মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'হিসেবনিকেশ শেষ হবার পর নতুন আর কি ভাল খবর তুমি দেবে প্রফেসর ? তোমার কিছু দেবারও নেই—আমারও নেবার নেই।'

প্রফেসর আশ্বস্ত করলেন, 'আছে, আছে আদিনাথ, তুমি আগে শোন কথাটা। বৌমা এসেছিল আমার বাড়িতে। সে তোমার বর্তমান ঠিকানা জানতে চায়। সেদিনই বৌমা কথায় কথায় জানাল—'

আদিনাথ কথার মাঝখানেই বললেন, 'জানি প্রফেসর, আমি যদি সামান্য উদ্যোগী হ'তাম তাহলে বোধহয় স্ত্রীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু আমি হইনি। বরং বিষের শিশিটা দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মারা যাচ্ছে যাক—আমি বেঁচে যাচ্ছি। আব তাই হাসপাতালে পাঠানো অথবা স্টমাক ওয়াশ করা—এসবের ব্যবস্থা না করে আমি বাড়িতে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করি। যাতে ডাক্তার ডাকা ইত্যাদিতে সময় লাগে। সেই সময়টাতে যাতে বিষ তার কাজ করতে পারে। আব ঘটেও ছিল ঠিক তাই।'

প্রফেসর চমকে উঠলেন, 'কি বলছ তুমি ! এ তো একরকমের মার্ডার !'

আদিনাথ স্বীকার করলেন, 'ইয়েস, মার্ডার ! আরও শুনবে ? ঐ রাজেশ—সে আমারই সৃষ্টি। ওর সাহস ছিল দুর্দান্ত। ইউনিয়ন করত। আমাব বিজনেস-এর, আমার ব্যক্তিগত জীবনের নানান ব্যাপারে ও আমাকে সাহায্য করেছে। ওর একটা মহৎ গুণ—ও বিশ্বস্ত। কিন্তু শেষ খেলাটা ও আমার সঙ্গেই খেলতে গেল। অর্থাৎ সেই রাক্ষসের গল্প—রাক্ষসটা কলসীর ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আমি রূপকথার নায়ক নই প্রফেসর, আমি জীবনে অনেক ঠোক্কর খাওয়া মানুষ—তাই জানি কিভাবে রাক্ষসটাকে কলসীর ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হয়। আর দিয়েছিও তাই। মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রাজেশকে আমি খুন করেছি প্রফেসর। সব শেষ করে এখানে চলে এসেছি একলা থাকতে।'

প্রফেসর হতভম্ব হয়ে গেলেন, 'এসব—এসব তুমি কি বলছ আদিনাথ ?'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ প্রফেসর, যা বলছি সব সত্যি, সব বাস্তব।'

প্রফেসর বললেন, 'আমি তো ভাবতেই পারছি না আদিনাথ, এ ধরনের কাজ তুমি করতে পার !'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ প্রফেসর—তখন তোমায় বললাম না, আমি তোমার বন্ধুত্বের যোগ্য নই, তার কারণ ছিল এই সব ঘটনা।'

প্রফেসর বললেন, 'তার মানে আমি এত বোকা ? মানুষ হিসেবে তোমাকে বিশ্বাস করে ঠকে গেলাম ?'

আদিনাথ বললেন, 'তা কেন ? আমি খুব বেশি চতুর—সেটাই বা ভাবছ না কেন ? যে তোমাকে ঠকিয়েছে অথবা তোমাদের ঠকিয়েছে ? তোমাকে, চিত্রলেখাকে—সবাইকে ?'

ওদের কথাবার্তার মাঝখানে নীলা এল।

নীলাকে দেখেই আদিনাথ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। প্রফেসর বললেন, 'আমি চলি, তোমরা কথা বলো।'

নীলা আদিনাথের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এসেছি বলে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বাবা ?'

আদিনাথ মুখ নিচু করেই বললেন, 'বৌমা, জীবনে যা যা করতে চেয়েছি সবই করেছি। এই ব্যবসার টার্নওভার বছরে কয়েক কোটি টাকা। অমিতাভ, অরুণ, গৌরী—তুমি তোমার

সবাই এখন ভয়মুক্ত। বাকি জীবনটা সহজভাবে এগিয়ে যেতে আর কোনও বাধা থাকবে না। কেবল আমি হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে, নিঃস্ব করেছি নিজেকে।'

নীলা অনুরোধ করল, 'তবু আপনি ফিরে চলুন বাবা। সব কিছু হারিয়ে যা পেলেন সেটা যে আসছে তাকে দিয়ে যাবেন না?'

আদিনাথ এবার অবাক হয়ে তাকালেন, কে আসছে?'

নীলা মাথা নিচু করে বলল, 'রায়কাকা আপনাকে কিছু বলেননি?'

আদিনাথ মাথা নাড়ালেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, রায় যেন কী বলতে চাইছিল।

এমন সময়ে প্রফেসর ঢুকলেন, বললেন, 'তুমি তো নিজের কথাই বলে যাচ্ছ, শুনবে কি করে! আদিনাথ, নীলা মা হতে চলেছে। এ খবর আর কেউ জানে না।'

খবরটা শুনে আদিনাথের মুখে আলো ছড়াল। আকাশের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'এভরি ক্লাউড হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং।'

নীলা বলল, 'বাবা, এবার নিজের বাড়িতে ফিরে চলুন।'

আদিনাথ হতাশ হয়ে গেলেন আচমকা, 'কিন্তু আমার ফেরার পথ যে নিজের হাতেই বন্ধ করে ফেলেছি রাজেশকে সরিয়ে দিয়ে।'

ঠিক সেইসময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল, গাড়ি থেকে নেমে এলেন কয়েকজন পুলিস অফিসার, সঙ্গে মঞ্জুল।

সবার অলক্ষ্যে চশমার খাপ থেকে একটা পুরিয়া বের করে জিভের তলায় দিয়ে দিতেই আদিনাথ মল্লিকের শরীরটা অসাড় হয়ে নিচে লুটিয়ে পড়ল। প্রফেসর রায় চিৎকার করে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেও পারলেন না।

ততক্ষণে ওরা কাছে এসে গেছে। মৃত শরীরটার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করল মঞ্জুল। আদিনাথ মল্লিকের চোখ স্থির। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ ভাঁজ।

নীলা টলতে লাগল। সে এখন কোথায় যাবে? কার কাছে?

---